মরু সাইমুম

নসীম হিজাযী

মরু সাইমুম

নসীম হিজাযী

অনুবাদ

ফজলুদ্দীন শিবলী

আল-এছহাক প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.amarboi.org

প্রকাশকাল : জানুয়ারী ২০১৪

ঐতিহাসিক উপন্যাস : মূল : নসীম হিজাযী
মরু সাইমুম[১] : অনুবাদ : ফজলুদ্দীন শিবলী

প্রকাশক : তারিক আজাদ চৌধুরী
আল-এছহাক প্রকাশনী, বিশাল বুক কমপ্লেক্স
(দোকান নং-৪৫) ৩৭, নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
৭১২৩৫২৬,০১৯১৬৭৪৩৫৭৭, ১৯১৬৭৪৩৫৭৯

স্বত্ব : সংরক্ষিত

বর্ণ বিন্যাস : আল-এছহাক বর্ণসাজ

প্রচ্ছদ : আরিফুর রহমান

মূল্য : ২৪০ (একশত চল্লিশ) টাকা মাত্র

984-837-002-1

[১] এই 'মরু সাইমুম' বইটি সর্বপ্রথম প্রকাশ হয় ১৯৯৬ সালে 'ইউসুফ বিন তাশফিন' নামে।

www.amarboi.org

আমাদের প্রকাশিত

নসীম হিজাযীর কয়েকটি উপন্যাস

১. রক্তাক্ত ভারত
২. রক্ত নদী পেরিয়ে
৩. চূড়ান্ত লড়াই
৪. লৌহ মানব
৫. মরু সাইমুম
৬. শত বর্ষ পরে
৭. সংস্কৃতির সন্ধানে
৮. হেজায থেকে ইরান
৯. আঁধার রাতের মুসাফির
১০. মুহাম্মদ বিন কাসিম

এনায়েতুল্লাহ আলতামাসের

কয়েকটি উপন্যাস

১. দামেস্কের কারাগারে
২. শেষ আঘাত ১ম খণ্ড
৩. শেষ আঘাত ২য় খণ্ড
৪. শেষ আঘাত ৩য় খণ্ড
৫. সিংহ শাবক

১. বীরদীপ্ত নারী (সাদিক হুসাইন সারধানভী)

লেখকগণের অন্যান্য বই ধারাবাহিকভাবে বের হবে ইনশাআল্লাহ্।

www.amarboi.org

রূহের খোরাকের জন্য আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত বই পড়ুন-

আমাদের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কিছু কিতাব-

- আনোয়ারুল বয়ান (কুরআনের তাফসীর) ৯ খণ্ডে
- বিষয়ভিত্তিক আল কুরআন
- বিষয় ভিত্তিক হাদীস
- হাদীস কাহিনী
- আল-কোরআন শ্রেষ্ঠ মোজেযা
- ওয়াজে বে-নজীর বা চমৎকার ওয়াজ
- হায় পেরেশানী কা এলাজ "দুশ্চিন্তা মুক্তির উপায়"
- কুদরতের কারিশমা
- জরুরী মাসআলা-মাসায়িল
- প্রিয় নবীর (সা) অশ্রু
- নারীর অলংকার
- মরা লাশ যুদ্ধ করে
- নারী পর্দায় থাকবে কেন ? ও নারী মুক্তির পথ
- রাসূল (সা)-এর দৃষ্টিতে দুনিয়ার জীবন
- মরনের পূর্বে ও পরে
- কবর আযাবের ৫০টি ভয়াবহ ঘটনা
- স্বামী-স্ত্রীর মিলন তত্ত্ব ও দাম্পত্য জীবনের জরুরী কথা
- ছোট বেলায় প্রিয় নবী (সা)
- দাকায়েকুল হাকায়েক "মৃত্যু রহস্য"
- খ্রীষ্ট ধর্মের বিকৃতির ইতিহাস
- রূহে তাসাউফ
- দাড়ি রাখব কেন?
- বিচিত্র সৃষ্টির মাঝে আল্লাহকে দেখেছি
- নবী-রাসূল ও আল্লাহ ওয়ালাদের অমূল্য বাণী
- সুন্নত ও বিদ'আত
- মুসলিম শিশুদের নামের ভাণ্ডার
- ফাসির মঞ্চে ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা
- বীর দীপ্ত নারী (উপন্যাস)
- আমলের পুরস্কার ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী
- প্রিয় নবীর (সা) হাস্য-রসিকতা
- বিশ্ব নবীর (সা) ১০০ অনন্য বৈশিষ্ট্য
- সমকালীন জরুরী মাসায়েল
- কালীলা-দিমনা (শিক্ষনীয় গল্পের ঝুলি)
- আল্লাহর জিকিরের মাহাত্ম্য
- ইসলামের দৃষ্টিতে মাদক ও তামাক
- নবী-ওলীদের মহামূল্যবান ১০০০ উপদেশ
- বিশ্বনবীর (সঃ) জীবনী
- হালাল রুযী রোযগার
- মহিলাদের ওয়াজ (১ম-৩য় খণ্ড)
- থানবী (রঃ) -এর অমীয় বাণী
- আল্লাহরমুহব্বত লাভের উপায় (১-৪র্থ খণ্ড)
- গল্প শুধু গল্প নয়
- সাহাবায়ে কেরামের (রা) কান্না
- প্রিয় নবীর (দঃ) প্রিয় সুন্নত
- দারিদ্র মুক্তির আমল
- সোনালী সংসার
- মহিলাদের তা'লীম বা আদর্শ নারী শিক্ষা
- বেহেশ্‌তী নারী (তারিক জামিলের অমূল্য বয়ান)
- আল্লাহ ওয়ালাদের মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা
- সহীহ আমালে যিন্দেগী
- গীবত ভয়াবহ
- বার চাঁদের আমল ও ঘটনা
- ছোটদের প্রিয় নবী (সা)
- বুখারী শরীফ (তাজরীদুস সহীহ্)
- দ্বীনদার স্বামী ও দ্বীনদার স্ত্রী
- বেহেশ্‌তী খুশবু
- মহিলাদের মাসআলা মাসায়িল
- টি, ভি, দেখার ভয়াবহ পরিনতি
- বিষয় ভিত্তিক মাসয়ালা-মাসাইল
- শেখ সাদীর ১০০ গল্প
- কবীরা গুনাহ (৪৬৭ টি বড় গুনাহ)
- মদ্বনবীর গল্প (আদর্শ গল্পগুচ্ছ)
- আখেরাতের সম্বল
- অসুস্থতা ও বিপদাপদের প্রতিদান
- তওবার ফযীলত ও গুরুত্ব
- আল-কুরআনের জ্ঞান কোষ
- নামাযের দার্শনিক তত্ত্ব
- বেহেশতী জেওর
- ঋণের ভয়াবহ পরিণতি
- মুসলিম মহিলাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
- আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে
- কাসেম নানুতুভী (রহ)-এর জীবন ও কর্ম

বিশ্বখ্যাত ইসলামী ঔপন্যাসিক নসীম হিজাযীর লিখিত বই —

১. চূড়ান্ত লড়াই, ২. রক্তাক্ত ভারত, ৩. রক্ত নদী পেরিয়ে, ৪. শত বর্ষ পরে, ৫. লৌহ মানব, ৬. মরু সাইমুম, ৭. সাংকৃতির সন্ধানে, (লেখকের অন্যান্য বই ধারাবাহিকভাবে বের হবে)

বিশ্বনন্দিত ইসলামী ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাস রচিত-

১. দামেস্কের কারাগারে ২. শেষ আঘাত (১ম+২য়+৩য় খণ্ড) ৩. সিংহ শাবক (লেখকের অন্যান্য বই বের হবে)

খুচরা, পাইকারী ও ভি. পি. যোগে কিতাব পাইবার জন্য-

আল-এছহাক প্রকাশনী	আল-আবরার প্রকাশনী
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, দোকান নং- ৪৫	ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং ৩
৩৭, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০	১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১২৩৫২৬, ০১৯১৬৭৪৩৫৭৮	মোবাইল ঃ ০১৫৫৬৩৩৪০৭৫

www.amarboi.org

উৎসর্গ

সূর্যের প্রখর রশ্মীতে আমরা ঐসব তারকাদের ভুলে যাই-আঁধার রাতে যারা পথহারা পথিকদের পথ দেখিয়েছে। জাতি তার বিজয়ের সম্বন্ধ করে থাকে কোন মহান ব্যক্তিত্বের সাথে এবং ঐতিহাসিকের কলম কবরের নিঝুব পুরীতে ঝিমানো ঐসব সেপাইদের চিহ্নিত করতে ভুলে যায়, যাদের খুন দিয়ে লেখা হয় ইতিহাসের চকচকে পৃষ্ঠা। জাতি তার বিজয়ের কাঙ্ক্ষিত তাজমহলকে কোন শাহ জাহানের স্বপ্নের তাবীর মনে করে, কিন্তু তাজমহলের শ্রেষ্ঠত্বের মূলে অবদান ; কালের গর্ভে বিলীন ঐসব মিস্ত্রীদের কারুকার্যময় হাতের ছোঁয়া, যাদের ঘামঝরা শ্রম-পাথরকে মোতির চমক আর পুষ্পকলির সৌরভ দান করেছে।

বক্ষমান বইটি স্পেন ইতিহাসের সেই অধ্যায়, যা এক বিলীয়মান জাতির স্বেচ্ছাসেবকদের খুন আর ধর্ম দ্বারা লেখা।

ইউসুফ বিন তাশফীন এমন এক সূর্য, যিনি স্পেনীয় মুসলমানদের জন্য আযাদী ও সুহাসিনী ভোরের পয়গাম শোনাতে মরু সাইমুমের মত মরু এলাকা থেকে স্পেনে হাযির হয়েছিলেন। কিন্তু তার বিজয় রথে এমনও লাখো স্বেচ্ছাসেবকের অন্তর্ভূক্তি ছিল, যারা মুসবিত ও নিপীড়ন পুরীর নিভু নিভু প্রদীপে হক ও ন্যায় নিষ্ঠার তেল সঞ্চার করেছিল।

জাতির ঐসব আত্মাভিমানী দামাল সন্তানদের কাছে এ বইটি আমি উৎসর্গ করছি, যুগে যুগে যারা মানবতার আধারপুরীতে তারিক, মুসা, আব্দুর রহমান, খালেদ ও জাফর তৈয়্যার-এর ভূমিকায় জ্বালাবে হকের দপ দপে মশাল। উৎসর্গ করছি, কালের গর্ভে বিলীন নিবেদিত প্রাণ ঐসব মর্দে মুজাহিদের অশরীরী আত্মার পূণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে, যাদের দুঃসাহসিক অভিযান আমাদের অতীত অহংকার, যাদের কালজয়ী ত্যাগ, অমিততেজা হিম্মত আমাদের স্বার্ণোজ্জল ভবিষ্যতের পাথেয়।

–নসীম হিজাযী

www.amarboi.org

বাপের বেটা

"সা'দ, আহমদ দাঁড়াও" ডাকলো বৃহৎকায় এক লোক। সাথে তার ক্লান্ত একটি বালক। সা'দ ও আহমদ দেয়ালবেষ্টিত একটি বাগিচার নিকটে এসে দাঁড়াল। ওরা দু'জন আড়চোখে তাকাল বৃহৎকায় লোকটির দিকে। লোকটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ওদের কাছে এসে লোকটি বললো,

'হাসান খুব পরিশ্রান্ত।'

অপেক্ষাকৃতবড় বালকটি জওয়াব দিল, 'আলমাছ চাচা! আমরা 'মদিনাতুয যাহ্‌রা' হয়ে যাব।' অতঃপর সে হাসানের দিকে মনোনিবেশ করল, হাসান! তোমাকে বেশ শ্রান্ত-ক্লান্ত মনে হচ্ছে যে?'

হাসান কোন জওয়াব না দিয়ে কৃত্রিম গোস্বাভরে তীর ধনুক মাটিতে ছুঁড়ে মারল। গলায় লটকানো তূণীর খুলে ধপাস করে বসে পড়ল একটি পাথরের ওপর।

বৃহৎকায় লোকটি ওর নিকটস্থ একটি গাছের গুঁড়িতে বসল। ক্লান্তি নাশিতে দু'পা বিছিয়ে বললো, 'দেখ ভাইয়া! তুমি একটু একটু বিশ্রাম নাও! জোহরের নামাজ আদায় করে তবেই ঘরে ফিরব আমরা।

'তুমিও কি পরিশ্রান্ত চাচা?' মুচকি হেসে প্রশ্ন করল হাসান।

'আরে ভাইয়া! আমি কি তোমাদের মত কচি খোকা যে, দু-দশ ক্রোশ চলতেই হাঁপিয়ে ওঠব।'

আহমদ হাসতে হাসতে বললো, 'আমরা দু-ক্রোশ চলতেই চাচা আলমাছ হাঁপিয়ে ওঠেন অথচ কেতাবীবুলি কপচাতে এতটুকু কুণ্ঠিত নন তিনি।'

হাসান বিরক্ত হয়ে বললো, 'আলমাছ চাচা ঠিকই বলেছেন। আজ আমরা দশ ক্রোশের বেশী হেটেছি।'

'হাসান! বলছিলাম না, তুমি একটু হেটেই হাঁপিয়ে উঠবে। বাড়িতে থাকলেই ভালো হত। তোমার জন্য আজ কোন শিকার হস্তগত হলোনা।' বলল আহমদ।

'উহ। গালভরা বুলি দিয়ে বাহাদুরী ফলাচ্ছো ! তুমি পাহাড়ে চড়তে পার? খামোখা আমার ক্লান্ত প্রসঙ্গ টেনে শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাও যে?'

সা'দ বললো, 'আচ্ছা হাসান! এক্ষণে সোজা বাড়ি যাবে, না আমাদের সাথে 'মদিনাতুয যাহ্‌রায়' যাবে?'

হাসান সুবোধ বালকের মত জওয়াব দিল, 'ওখানে আরেক দিন ঘোড়ায় চেপে যাব। আজ বাড়ী চলো ভাইজান!'

www.amarboi.org

আহমদ বললো, 'মদিনাতুস যাহ্‌রা' এখান থেকে মাইল খানেক দূরে। বাগিচার অনতিদূরে নদী। নদীর পাড় দিয়ে কথা বলতে বলতে পৌঁছা যাবে।

'বেশ চলো তাহলে!' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বড় ভাইয়ার কথায় সায় দিল হাসান। এক হাতে তূণীর অপর হাতে তীর ধনুক উঠাতে উঠাতে ও বললো, 'চাচা আলমাছ!'

আলমাছ মিয়ার চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু। সে বললো, দেখ বাপুরা। আমি যাচ্ছিনা তোমাদের সাথে। তোমরা তিন ভাই যাও। সন্ধ্যার পূর্বে ফিরে এসো। ভাবছি, ওখানে গিয়ে কি করবে। নতুন কিছু দেখার নেই তোমাদের। পূর্বেও কয়েকবার গিয়েছ। যাক, যেতে যখন চাচ্ছ যাও! আমি এই ফাঁকে ঘুমিয়ে নি খানিক।'

আলমাছ যেতে অস্বীকার করায় হাসানের মুখটা কালো হয়ে গেল। ও পুনরায় তীর ধনুক রেখে পাথরের উপর বসে পড়ল।

হাসান সাত বছরের বালক। বড় দু'ভায়ের সাথে এসেছে শিকার করতে। আহমদ ও সা'দ ওর থেকে যথাক্রমে তিন ও পাঁচ বছরের বড়। আলমাছ ওদের নওকর। ওরা ওকে আলমাছ চাচা বলে ডাকে। ওদের পাড়ার সকলেই ওকে আলমাছ চাচা বলে সম্বোধন করত। কি বড়, কি ছোট—সকলের চাচা এই নওকরটি।

তিন ভাই বসে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। ওদিকে বেচারা আলমাছ ঘুমের ঘোরে নাক ডাকছে তখন।

সা'দ বললো, 'চলো, প্রথমে বাগানটায় বিচরণ করি!'

হাসান পাথর থেকে নেমে ধুলোয় বসে মুখ কালো করে বললো, 'তোমরা যাও! আমি যাব না।'

'আচ্ছা! তুমি এখানে থাক। আমরা যাব আর আসব। এসো আহমদ।' বলল সা'দ।

সা'দ ও আহমদ বাগানে ঢুকল। বিধ্বস্ত দেয়ালের পরে আরো চারটি প্রাচীন দেয়াল ওদের সামনে ভেসে ওঠল। দেয়ালের মধ্যে শত কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকটা পোড়োবাড়ি। কিছুক্ষণ পর একটা পোড়োবাড়ীর সামনে খেলারত শিশুদের হৈ-হুল্লোড় কানে এলো ওদের। আচম্বিতে ওরা মুখ চাওয়া চাওয়ী করল। সা'দ খানিকটা চিন্তা করে বললো, 'মনে হচ্ছে, ওরা 'আয-যাহ্‌রা'র শিশু। চলো, দেখা যাক ওরা কি করছে!'

বেশ কিছুক্ষণ পর ভগ্ন দেয়ালের থেকে ঝুঁকে ভিতরে প্রবেশ করল ওরা। বাইরের থেকে পোড়ো মনে হলেও ভেতরে ছিল নয়নাভিরাম বাগিচা। এক পাশে সুউচ্চ দেয়াল। মহলের সামনে ডালিম গাছে ডালিম ধরেছে। ডালিমের ভারে গাছ পড়েছে নুয়ে। আরেক পাশে ভগ্ন একটি ইমারত। শত ঝড়-ঝঞ্ঝার সাথে লড়াই করে ইমারতটি যেন থিতিয়ে পড়েছে। খুলে নিয়েছে কালচক্র ওর শরীরের এক একটা ইট। ইট বালু খসে গেলেও দামী দরজার কাঠাম মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐ দরজা দিয়ে ওরা দু'ভাই উঁকি মারল। দীর্ঘদিন ধরে ইমারতটি অনাবাদী। মহলের সামনে একটি পুকুর। মর মর পাথর দিয়ে করা ছিল তার ঘাট। পুকুরের মাঝখানে সামান্য উঁচুতে একটি স্পট। যাতায়াতের জন্য

www.amarboi.org

সরু করে পুল নির্মাণ করা হয়েছে। পুকুরের মধ্যস্থ ঐ স্পটে বেশ কয়েকটি বালক খেলাধুলা করছে। ওদের সকলের দৃষ্টি লোভনীয় ডালিম গাছের ওপর নিবদ্ধ।

খানিক পর। পুকুরের এক পাশ থেকে এক বালক কারুকার্যময় একটি লাঠি নিয়ে স্পটের দিকে এসে বলে উঠলোঃ 'বাদশাহ্ নামদার আসছেন। সাবধান! হুশিয়ার!!'

সা'দ মুখ টিপে হেসে বললোঃ 'এখানে তাহলে রাজা-প্রজার নাটক চলছে!'

গাছের আড়াল থেকে আরেকটি বালক বেরুল। তার মাথায় বিঘত খানেক উঁচু টুপি। বালকরা তা দেখে হো হো করে হেসে উঠল। কিন্তু টুপিধারী বালকটি স্পটে পৌঁছুতেই সকলে শাহী কানুন মোতাবেক দাঁড়িয়ে গেল। টুপিওয়ালা বালকটি উঁচু একটা পাথরের ওপর বসলে অন্যরা বসল নীচে। বেশ কিছু বালক বাদশাহ্র বেশভূষায় তখনও হাসছিল। বাদশাহ্ সকলকে খামোশ হতে বললে আচানক দরবারে পীনপতন নীরবতা ছেয়ে গেল। অতঃপর শাহী দরবারের কাজ শুরু হলো।

একজন দাঁড়িয়ে ভাঙ্গা স্পেনীশ ভাষায় বাদশাহ্র গুণ-কীর্তন করে একটি তারানা গাইল।

তারানা শেষ হতে না হতে জনৈক মালি ডালিমের ঝুড়ি কাধে নিয়ে এসে বুলন্দ আওয়াজে বললো,

'নিন! আমি ডালিম নিয়ে এসেছি।'

শাহী দরবারের হাসির রোল পড়ে গেল।

বাদশাহ তালি বাজালেন। কেউ জওয়াব দিচ্ছেনা দেখে মালি ডালিমের ঝুড়ি বাদশাহ্র পায়ের কাছে রাখল। বাদশাহ্ গোস্বাভরে বললেন,

'এরপর কেউ হাসলে আমি আজকের মত দরবার স্থগিত ঘোষণা করব।'

বালকদের হাসি থামল। শুরু হলো দরবারের কাজ। একে একে শুনাতে লাগলো ক্ষুদে কবিরা কর্ডোভা ও সেভিলের তারানা। নকল বাদশাহ্ গায়কদের প্রত্যেককে দু'টো করে ডালিম উপহার দিলেন।

সা'দ ও আহমাদ পুকুর পাড়ে এলো। অভিনেতা বালকদের একজন ওদের দেখে ফেলল। খানিক পর সকলের দৃষ্টি দু'ভায়ের উপর নিবদ্ধ হলো। কেউ বলে উঠলোঃ আরে, এ আপদ জুটলো কোত্থেকে?

এক বালক হেসে বললো, ওরা দু'জন পাহাড়ী ডাকু। আমাদের বাদশাহ্র উপর হামলা করতে এসেছে।'

বাদশাহ হুকুম দিলেন, 'তোমরা কি দেখছো? ওদের গ্রেফতার করো। 'যে বালকটি সিপাহসালারের ভূমিকায় অভিনয় করছিল সে বললো, 'আলীজাহ! ওরা যদি তীর চালায় তাহলে? ওদেরকে বিলকুল জংলী মনে হচ্ছে!'

জনৈক বালক বলে উঠল, 'আমাদের সিপাহসালার তো দেখছি নেহাৎ বুযদিল! বাদশাহ নামদার! আপনি স্বয়ং ওদের সাথে লড়ুন। নতুবা প্রজারা ভাববে, আমাদের বাদশাও বুযদিল।'

www.amarboi.org

বাদশাহ্ চিন্তায় পড়ে গেলেন।

ওদের কথোপকথনের কয়েকটি বাক্য সা'দ ও আহ্মদের কানে এলো। আহ্মদ বললো,

'চলো! ফিরে যাই!'

'তুমি ওদের ভয় পাচ্ছ!' সা'দের কণ্ঠে অভিযোগের সুর।

আহ্মদ খানিকটা বিরক্তিভরে বললো, 'কে বললো, আমি ওদের ভয় পাই?'

'আচ্ছা! তাহলে এসো। বসেবসে নাটক উপভোগ করি।'

দু'ভাই হাত ধরাধরি করে পুকুরের পার্শ্বে এসে বসল।

নকল বাদশাহ হুংকার মেরে বললো, 'রাজ সৈনিকগণ! এসো দুঃসাহসিক ডাকুদ্বয়কে ঘিরে নেই। সিপাহ্সালার! তুমি গিয়ে ওদের তীর-ধনুক ছিনিয়ে নাও।'

খানিক পর। বালকরা ওদেরকে ঘিরে নিল। নকল বাদশাহ অন্যান্য বালকদের তুলনায় দেখতে বেশ মোটা সোটা।

'তোমরা কোত্থেকে এসেছ? 'বাদশাহ্র প্রশ্ন সা'দ ও আহ্মদ কে লক্ষ্য করে।

'কর্ডোভা থেকে।' সা'দ শান্ত গলায় জবাব দিল।

'এখানে কেন?'

'তোমাদের তামাশা উপভোগ করতে।'

মখমলের টুপি পরিহিত সা'দের বয়সী এক বালক বলে উঠল,

'আমাদের সাথে খেলবে?

'না! তোমাদের পাগলামো খেল আমরা খেলিনা।'

'কেন?'

'তোমরা কবি ও বাদশাহদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছ।'

'তোমরা কবি নও?'

' না! কবিত্ব আমাদের ভাল লাগেনা।'

'কেন?'

'কাব্য-চর্চা এক সেপাইকে আরামপ্রিয় ও কাপুরুষ বানিয়ে দেয়।'

নকল বাদশাহ বললেন, ' কে বলেছে এ কথা?'

'আমাদের আব্বাজান।'

'তোমাদের আব্বাও তোমাদের মত জংলী হবেন।'

সা'দের চেহারা গোস্বায় রক্তিম হয়ে গেল। কোন ক্রমে গোস্বা হজম করে ও বললোঃ 'কারো বাপ সম্পর্কে এ ধরনের বাক্যব্যয় কেবল তোমাদের মত কাপুরুষ ও দুষ্ট বালকরাই করতে পারে।'

বাদশাহ আড়চোখে সৈন্যদের দিকে তাকালেন। মখমলের টুপিধারী এক বালক কথার মোড় ঘুরিয়ে বললো, 'আচ্ছা, তোমরা কোন খেলা পছন্দ করো?'

www.amarboi.org

জওয়াব দিল, 'ঘোড়াদৌড়, তীরন্দাযী, নেযাবাযী ও তেগচালনা।'

এবারে আহমদ বললো, 'আমরা যেমন গাছে চড়তে পারি, তেমনি পারি নদীতে সাঁতার কাটতেও।'

'তোমরা গাছে চড়তে পার!' সকলের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

আহমদ সম্মতিসূচক মাথা হেলালো।

লাল টুপিধারী বললোঃ ' তোমাদের লেখাপড়া কদ্দুর?'

'পরীক্ষা করে দেখনা!'

নকল বাদশাহ গোফ দুলিয়ে বললেন, 'কোন্ কোন্ কিতাব এ যাবত অধ্যায়ন করেছ?'

বাদশাহর এ প্রশ্নের জওয়াবে সা'দ দ্বীনী কিতাব, ইতিহাস ও অংক বইয়ের নাম বলে গেল।

সা'দের কথায় অন্যান্য বালকদের প্রভাবিত হতে দেখে বাদশাহ বললেন, 'তোমরা মিথ্যা কথা বলছ!'

সা'দ দাঁড়িয়ে বললো, 'আমাদের কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিনাম ভাল হবে না।'

নকল বাদশাহ বললেন, 'এই কে কোথায় আছ, ওদের গ্রেফতার করো।'

দু'জন বালক আহমদের হাত থেকে তীর-ধনুক কেড়ে নিল। জনা তিনেক সা'দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সা'দ কোনক্রমে আত্মরক্ষা করল। অন্য বালকেরা ওকে জাপটে ধরার পূর্বেই চকিতে তীর ধনুক তাক করল ও। হামলাবাজ বালকরা এবার প্রমাদ গুণল। আহমদের হাত থেকে যে তীর-ধনুক ওরা কেড়ে নিয়েছিল তাতে তীর সংযোজন করতে ব্যস্ত হলো ওরা। সা'দ তীর-ধনুক নিয়ে একপাশে শুয়ে পড়ে হামলার প্রস্তুতি নিল। সা'দ বললোঃ 'তোমরা ধনুক ফেলে দাও। অন্যথায় আমি তীর ছুড়তে বাধ্য হব।'

সা'দের কথা শেষ হতে না হতেই বালকরা ধনুক ফেলে দিল। আহমদ অগ্রসর হয়ে ওর ধনুক কুড়িয়ে নিল। বললো, 'ভাইয়া সাবধান থেকো! খামোকা তীর ছুঁড়োনা যেন।'

নকল বাদশাহ নেহাৎ পেরেশান হয়ে এদিক ওদিক তাকালো। বাদশাহর পেরেশানী বাড়াতে সা'দ ওর ধনুক বাকাল। লাল টুপিধারী বালক চিৎকার দিয়ে বললো ঃ 'দেখ ভাই। ও তোমাদের সাথে ঠাট্টা করছে। খবরদার! তীর ছুঁড়োনা। ওর বাপ সত্যি সত্যিই এদেশের সিপাহসালার। খোদা না করুন, ও যখমী হলে রাজ সেপাইরা তোমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে।'

সা'দ বললো, 'পালানোর চেষ্টা করলে আমি ঠিকই ওকে তীর দ্বারা ঘায়েল করব।'

বাগানের চারপাশে কচি শিশুরা ভয়ে চিৎকার দিতে লাগল। সা'দ অগ্রসর হয়ে বাদশাকে বললো,

'এক্ষণে তোমার সালতানাৎ আমার কব্জায়, এখন আমি তোমার বাদশাহ। আমি হুকুম করছি, তুমি এ মুহূর্তে পুকুরে ঝাপ দাও।'

www.amarboi.org

লাল টুপিধারী চিৎকার দিয়ে বললো, 'না! না!! এ পুকুর খুব গভীর, ও সাঁতার জানে না। পুকুরে নামতেই ডুবে যাবে।'

বাগানের বুড়ো মালী ভাবছিল, ওরা বুঝি তামাশা করছে। কিন্তু বাদশাহর পাংশুবর্ণ মুখ দেখে অগ্রসর হয়ে সে সা'দকে বলল,

'সাহেবজাদা! সাঁতার জানেনা এমন বালককে সাঁতারের ভয় দেখানোর মধ্যে কোন বাহাদুরী নেই। হিম্মত থাকে তো খালি হাতে কুস্তি লড়ো।

'লড়াই করার খায়েশে এখানে আসিনি। অবশ্য ওর লড়ার ইচ্ছা থাকলে বলুন। আমি খালি হাতে কুস্তি লড়তে রাজী। আহমদ! তুমি অন্যান্য ছেলেদের দিকে নযর রেখ।'

বাদশাহবেশে অভিনয়কারী বালকটির নাম জেয়াদ। অঙ্গ সৌষ্ঠবে সে সা'দের তুলনায় দেড়গুণ। রেশমীটুপি ও শাহী আলখেল্লা সাথীদের কাছে রেখে হাতঝাড়া দিয়ে কুস্তি লড়তে অগ্রসর হলো সে।

কুস্তি শুরু হলো। বিক্ষিপ্ত বালকরা দৌড়ে ওদের কাছে এসে সমবেত হলো। দরজার কাছে তিনজন হৈ-হুল্লোড় করছিল। প্রথমে সা'দকে পাজাকোল করে মাটিতে ফেলে দিল জেয়াদ। জেয়াদের সাথীরা খুশিতে লাফাতে লাগল। সা'দ ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। সা'দ কিছু বুঝে ওঠার পূর্বেই প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিল ওর মুখে। টাল সামলাতে না পেয়ে সাদ কদম তিনেক পিছে হটলো। লাল টুপিধারী চিৎকার জুড়ে দিল, 'দেখ জেয়াদ! ভুলে গেলে চলবে না, তুমি কুস্তি লড়ছো-মুষ্টিযুদ্ধ নয়।'

জেয়াদ তখন হিংস্র শার্দুলের মত বিক্ষিত হামলা করে চলছে। ওর দ্বিতীয় ঘুষি সা'দ হাত দ্বারা প্রতিহত করল। এবার সা'দ সজোরে দু'ঘুষি বসিয়ে দিল। পরে শুরু হলো ধস্তাধস্তি। কার সাধ্য থামায় ওদের।

দুই .

বাগানের বাইরে সা'দ ও আহমদের ছোট ভাই হাসান ওদের অপেক্ষায় প্রহর গুণছিল। অবশেষে সে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করল। শুনতে পেল দামাল বালকদের হৈ-হুল্লোড়। খানিক অগ্রসর হয়ে সা'দকে জেয়াদের সাথে লড়াই করতে দেখে ধনুক ফেলে হাসান জনাতিনেক বালকের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। অতঃপর দরজায় দাঁড়ানো এক বালকের গালে বসিয়ে দিল প্রচন্ড এক ঘুষি। আর্তনাদ করে আঘাতপ্রাপ্ত বালকটি ডালিম ঝাড়ের ভিতরে গিয়ে লুকাল। অতঃপর ও দ্বিতীয় বালকের উপর চড়াও হলো। তাকেও ধরাশায়ী করল ও। তৃতীয় বালক কোন প্রকার ঝামেলা না করে আত্মরক্ষার্থে ভগ্ন দেয়ালের ভেতর আত্মগোপন করল। হাসান দীর্ঘক্ষণ তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে লড়তে লাগল। দু'জনের কাপড় ফেটে গেল। বায়ু ঢিল হয়ে এলো উভয়েরই। কিন্তু হার মানতে প্রস্তুত ছিলনা কেউ-ই। হাসানের আঘাতে ওর প্রতিদ্বন্দ্বীর নাক ফেটে রক্ত ঝরছিল। লাল টুপিধারী বালকটি হাসানের প্রতিদ্বন্দ্বীকে লক্ষ্য করে বললো, 'আরে তুমি আবার কোন পাগলামি শুরু করলে?

www.amarboi.org

'তুমি ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখ-আমি ওকে কিছুই বলিনি। ও আমাকে বিনা উস্কানিতে হামলা করেছে।'

হাসান বললো, 'তোমরা আমার ভায়ের সাথে লড়াই করছ, আর আমি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করব?'

'আচ্ছা! ওরা তোমার ভাই? ওখানে তো কুস্তি হচ্ছে?' বললো লাল টুপিধারী। আহমদকে পুকুর পাড়ে সুস্থ্য দেখে আশ্বস্থ হলো হাসান। লাল টুপিধারী বালকটি বললো, 'এসো কুস্তি উপভোগ করি।'

বালকটি যখন হাসান কে নিয়ে কুস্তিক্ষেত্রে এলো তখন সা'দ তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে কুপোকাত করে ফেলেছে পুরোপুরি।

সা'দ ঘুষির পর ঘুষি দিয়ে জেয়াদকে নাজেহাল করে চলছে। মুঠ পাকিয়ে হাসান ভাইকে উৎসাহিত করে বলে, ভাইজান! মারো! আরো দু'খানা লাগাও। নাকের ওপর লাগাও। পারলে বেটার চোখের উপরও দু'খানা।'

উৎসাহ দেয়ার তালে তালে হাসানের হাতও স্পন্দিত হচ্ছিল। বুড়ো মালী অবোধ হাসানের ভাতৃপ্রীতি দেখে হাসিতে লুটোপুটি খেল।

শেষ পর্যন্ত জেয়াদ চিৎপটাং হয়ে পড়ল। দ্বিতীয় বার উঠে সা'দকে হামলা করার শক্তি নেই তার। বুড়ো মালী সা'দের হাত ধরে বলল,

'থামো তুমি জিতে গেছো। সত্যিই তুমি এক্ষণে ওদের বাদশাহ।'

সা'দ হাঁপাতে হাঁপাতে জওয়াব দিলঃ 'আমি সেপাই হতে চাই। বাদশাহ নয়।'

জেয়াদ কোনক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে মালীর থেকে আলখেল্লা নিয়ে চলে গেল। যাবার প্রাক্কালে সা'দের দিকে আড়চোখে চাহনি দিতে ভুললো না সে।

মালী অগ্রসর হয়ে বলল, 'আরে, তোমার টুপি নিবে না! জেয়াদ মালীর থেকে টুপি নিল। মাথায় না রেখে ওটা ছুঁড়ে মারল দেয়ালে। জনা পাঁচেক চললো ওর সাথে। বাদবাকীরা তখন সা'দের পাশে সমবেত। সা'দ ও আহমদ বসল পুকুরের পার্শ্বস্থ সিড়িতে।

জমীনে নিপতিত টুপি তুলে এক বালক মালীর মাথায় পড়িয়ে দিয়ে বললো, 'এক্ষণে শাহী মুকুটের অধিকারী আপনি।' বালকটি হাসতে লাগলে মালী মুকুট খুলে ওর হাতে দিয়ে বললো, 'না! এ মুকুট পরিধান করতে চাইনা। তুমি এটা জেয়াদের ঘরে পৌছে দাও।'

আরেক বালক বললো, 'না! এটা ইসহাককে দাও। ওর বাবা এটি বানিয়েছিল।'

ইসহাক মদিনাতুয যাহ্‌বার এক মশহুর দরজির ছেলে। টুপির প্রতি ওর ঘৃণাও কম নয়। তাই ইসহাক ওটা নিতে তেমন একটা আগ্রহ দেখালনা। শেষ পর্যন্ত সা'দের দিকে লক্ষ্য করে মালী বলল,

'তোমার থেকে ত্রিশ কদম দূরে মুকুটটি রাখছি। দেখতে চাই তোমার হাতের নিশানা কেমন যুৎসই।'

www.amarboi.org

'ত্রিশ কদম দূর থেকে হাসানও ওটিকে নিশানা করে তীর ছুঁড়তে পারবে। তারচে' আপনি ওটিকে শূন্যে ভাসিয়ে দিন অতঃপর দেখুন, আমার হাতের নিশানা কতটা অব্যর্থ।

'আচ্ছা! দেখতে চাই তোমার চাপার কত ধার।' একথা বলে মালি মুকুটটি শূন্যে ভাসিয়ে দিতে উদ্যোগ নিতেই সা'দ ধনুকে তীর সংযোজন করল। উপস্থিত বালকরা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে দেখতে লাগল। মালী মুকুটটিকে শূন্যে নিক্ষেপ করলো। সা'দ সাঁ করে তীর ছুঁড়ল। ওর তীর টুপিতে লাগল। মুহূর্তে তীরবিদ্ধ টুপি জমীনে নিপতিত হলো।

অতঃপর সা'দ বললোঃ 'মালী ভাই! এবার টুপিটা আপনার মাথায় রাখুন, ঐ অবস্থায় আমি তীরের নিশানা করব।

'ভাইয়া! আমাকে তুমি কোন অপরাধে দণ্ডিত করতে চাচ্ছ?'

হাসান অগ্রসর হয়ে বললো, 'ভয় নেই মালী ভাই ! ভাইয়া আমার মাথায় ডালিম রেখে তীরের নিশানা ঠিক করে থাকেন।'

মালী বলল, 'ভাইয়া! তুমি ডালিমের উপর নিশানা করতে চাইলে বলো। ঐ যে ডালিম ঝাড় দেখছোনা। যত চাও নিশানা ঠিক করো। কিন্তু আমি মাথায় টুপি রেখে নিশানা ঠিক করতে দিতে রাজী নই।'

আহমদ মালীর হাত থেকে টুপি নিয়ে মাথায় রেখে বললো, 'ভাইজান! তীর ছুঁড়ুন! আমি প্রস্তুত!'

সা'দ আহমদের মাথায় তীর ছুঁড়লে মালী চোখ বন্ধ করল। তীর ছোড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত চোখ খুলল না সে। সবশেষে সা'দের কাঁধে হাত রেখে বলল,

'সাহেবজাদা! তোমার নিশানা সত্যিই অপূর্ব। কিন্তু খোদার দিকে চেয়ে মাথায় টুপি রেখে এভাবে নিশানা ঠিক করতে যেও না।'

লাল টুপিধারী বালকটি পুকুরের পানিতে রুমাল ভিজিয়ে হাসানের চোখ মুছছিল। ভায়ের প্রতি অপরিচিত বালকের এ সহানুভূতি দেখে আহমদ তার রুমাল ভিজিয়ে হাসানের প্রতিদ্বন্দ্বীর নাকে রুমাল রেখে রক্ত মুছে দিল। লাল টুপিধারী বললোঃ 'তোমার নাম কি হে!'

'হাসান।'

'ওরা দু'জন তোমার ভাই বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'ভাইদের নিয়ে তুমি গৌরববোধ করতে পার। আচ্ছা! ওদের নাম কি?

'সাদ ও আহমদ। ' দু'ভায়ের দিকে ইশারা করে জওয়াব দিল হাসান।

লাল টুপিধারী বললোঃ 'আমার নাম ইদ্রীস। বাবার নাম আব্দুল জব্বার। আচ্ছা! তোমার বাবার নাম বলবে কি?

'আব্দুল মুনয়িম!' হাসান শান্ত গলায় জবাব দিল।

www.amarboi.org

সা'দ এই প্রথম হাসানের দিকে তাকাল, 'আরে হাসান! তোমার এ দশা হলো কি করে?

হাসানকে নিরুত্তর দেখে ইদ্রীস বললো, 'তোমার মত লড়াই করেছে হাসানও।'

'কার সাথে?

ইদ্রীস হাসানের প্রতিদ্বন্দ্বীর দিক ইশারা করে বললো, 'এর সাথে। কতক্ষণ ওরা লড়ছিল-তা ঠিক বলতে পারব না। তবে ওদের লড়াই থামাতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে।'

হাসানের প্রতিদ্বন্দ্বী সা'দের কাছে অভিযোগ করে বললো, 'দেখুন! আমি ওকে লড়াই করতে আহ্বান করিনি। বলা নেই, কওয়া নেই কোত্থেকে এসে এক ঘুষি লাগিয়ে আমাকে হতচকিত করে দিয়েছে আপনার অভিমানী ভাইটি।'

হাসান পাল্টা অভিযোগ করে বললো, 'দরজায় দাঁড়িয়ে ও হৈ-হুল্লোড় করে বলছিলো–মারো-ধরো! আমার ভাইকে মারবে আর আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব?'

আচানক বাগানের বাইরে থেকে আলমাছ আওয়াজ দিল, 'সা'দ, আহমদ, হাসান! তোমরা আসছো না যে?'

সা'দ বুলন্দ আওয়াজে বলে উঠল, 'এই আসছি চাচা!'

বিদায় কালে ইদ্রীসকে লক্ষ্য করে সা'দ বললো, 'আফসোস! আমার জন্য তোমাদের নাটকের অপমৃত্যু ঘটল। বিশ্বাস করো! আমরা লড়াই করার নিয়তে এদিকে আসিনি।'

ইদ্রীস বললো, 'আফসোস করব কেন? তোমাদের দ্বারা যে খেলা আজ দৃশ্যায়িত হলো, তা আমাদের নাটকের চেয়ে অধিক মনোজ্ঞ হয়েছে।

আলমাছ চাচাকে বাগানের দরজায় দেখা গেল। ওখানে দাঁড়িয়ে সে জোর গলায় হেঁকে উঠল, 'ভাবছি তোমরা পোড়োবাড়ীর অন্তরালে হারিয়ে গেলে কি। অনেক হয়েছে, এবার ঘরে চলো।'

তিনভাই বিজয় দর্পে যখন ঘরমুখো হলো তখন কয়েকজন বালক চিৎকার দিয়ে বললো, 'দাঁড়াও! তোমাদের হিস্যার ডালিম নিয়ে যাও।'

সা'দ ঘাড় কাত করে জওয়াব দিল, 'শোকরিয়া। ডালিমের দরকার নেই। আমাদের বাগানে এরচেয়ে অনেক বেশী ডালিম আছে।'

ইদ্রীস এক নিমিষে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। দরজায় দাঁড়িয়ে ওরা যখন আলমাছ চাচাকে কুস্তি কাহিনী শোনাচ্ছিল তখন ইদ্রীস দৌড়ে ওদের কাছে এসে বললো, 'তোমরা সকলে হাঁপিয়ে ওঠছো। আমার সাথে আমাদের বাড়ী চলো। বাগানের অপর পার্শ্বে আমাদের বাড়ী। আমাদের নওকর তোমাদেরকে ঘোড়ায় করে কর্ডোভায় পৌছে দিবে।'

সা'দ বললো, 'আজ নয়। আমরা পায়দল যেতে পারব।'

'কিন্তু তোমার ছোট ভাইটিতো একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছে। জমীনে পা হেচড়ে চলছে ও।'

www.amarboi.org

আলমাছ বললো, না! না!! হাসান বড় বাহাদুর ছেলে। কি হাসান! তুমি সত্যিই দুর্বল হয়ে পড়েছ?

একটানা সফর আর ধস্তাধস্তির দরুন হাসান বাস্তবিকই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ইদ্রীসের সহমর্মিতাকে ও খোদাদাদ মনে করল। কিন্তু চাচা আলমাছের প্রশ্নে নিজের দুর্বলতাকে সংযত করে ও বললো, 'না চাচা আমি চলতে পারব।'

এক সময় বাগান পেরিয়ে ওরা সমতল ভূমিতে এসে দাঁড়াল। ইদ্রীস সকলের সাথে মোসাফাহ করল। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে।

কদ্দুর চলার পর হাসান মুখ থুবড়ে পড়ল জমীনের ওপর।

আলমাছ বললো, 'কি হলো হাসান?'

'আমি আর চলতে পারছি না চাচা! আমি এখানে থাকি, তোমরা যাও!' হাসানের কণ্ঠে বিরক্তির সুর।

আলমাছ ওকে উঠাতে চেষ্টা করল, কিন্তু একটুও নড়ল না ও। শেষপর্যন্ত ওকে কাধে তুলে নিল আলমাছ। মাইল দেড়েক চলার পর আলমাছ মনে মনে বললো,

'ইদ্রীসের আতিথেয়তা গ্রহণ না করে বড্ড ভুলই করেছি।'

আচানক অশ্বখুড় ধ্বনীতে ওরা পিছনে তাকাল। সওয়ার কাছে এলে ওদের চিনতে দেরী হলোনা, 'আরে। এতো সেই বালকটি!'

হাসান সওয়ারকে দেখামাত্র বলে ওঠলো, 'চাচা আমাকে নামিয়ে দাও!'

আলমাছ বেপরোয়া জবাব দিল, 'না! না! তুমি নামতে যেওনা। দশ কদমও পায়ে হেটে চলার শক্তি নেই তোমার।'

হাসান চিৎকার দিয়ে বললো, আমাকে না নামালে তোমার ঘাড়ে কামড় বসিয়ে দেব কিন্তু।' ওর দাপাদাপির কারণ বুঝতে না পেরে আলমাছের পেরেশানী বেড়ে গেল। এদিকে সা'দ ও আহমদ ওর ছেলেমি দেখে হেসে লুটোপুটি খেল।

ইদ্রীস পদাঘাত করে ঘোড়া থামালে আলমাছ ওকে নামিয়ে দিল। ইদ্রীস ভূমিকা ছাড়া বলে ওঠলো, 'ভাবছিলাম। তোমরা এখনো বুঝি বাগানের পার্শ্বে অবস্থান করছ। নাও আহমদ! লাগাম ধরো। আর হাসান এর পিঠে চড়ো।' ইদ্রীস ঘোড়ার পিঠ থেকে এক লাফে নীচে নামলে আলমাছ বললো, 'তুমি খুব তকলীফ করলে। কিন্তু ঘোড়া ফিরিয়ে দেবে কে?

'তোমাদের সাথে আমি কর্ডোভা যাব। ওখানে আমার মামাবাড়ি।'

আলমাছ বললো 'বহুত আচ্ছা। হাসানকে তোমার সাথে বসাও।'

না! না!! 'আমি পায়দল চলতে পারব।' বললো ইদ্রীস

আহমদ ও হাসানকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে লাগাম হাতে নিল আলমাছ। সা'দ ও ইদ্রীস তার পিছে কথা বলতে বলতে চলতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা অন্তরঙ্গ হয়ে

www.amarboi.org

গেল। ইদ্রীস হাসতে হাসতে বললো, 'কি আশ্চর্য হাসানের ডান চোখে চোট লেগেছে, তোমার বা'চোখ উঠছে আর জেয়াদের দু'চোখ ফুলে হয়েছে ফুটবলের মত। তুমি যখন তীর চালাচ্ছিলে তখন আমি বেশ ভড়কে গিয়েছিলাম। ভয় পাচ্ছিলাম, না জানি তোমার তীর কারো বুক এফোড় ওফোড় করে দেয় কি-না।'

'না! নানা!! আমি কি এতই বোকা। হুঁশ-জ্ঞান বলতে কি আমার কিছুই নেই?'

'আচ্ছা, বলোতো! ওরা সকলে তোমাদের উপর হামলা করলে আমার ভূমিকা কি হতো?' বলল ইদ্রীস

সম্ভবতঃ তুমি আমাদের হয়ে ওদের বিরুদ্ধে লড়তে না।'

না! না!! আমি তোমাদের হয়ে ওদের বিরুদ্ধে লড়তাম। আরো চার-পাঁচটা বালককে তোমাদের দলে আনতাম।'

আলমাছ ওদের অন্তরঙ্গ কথা তৃপ্তিভরে শুনছিল। একসময় সে বললো, 'আচ্ছা! তুমি ওদের বিরুদ্ধে লড়তে কেন?'

ইদ্রীস খানিক ভেবে বললোঃ 'জেয়াদ সত্যিই বাড়াবাড়ি করছিল। এমন বখাটে ছেলের হয়ে সা'দের উপর চড়াও হওয়া গোনাহর কাজ।'

কর্ডোভার জনাকীর্ণ মহল্লার বাইরে নয়নাভিরাম বাগানের মধ্যে সুউচ্চ ইমারত দেখা গেল। সা'দ ইদ্রীসকে লক্ষ্য করে বললো 'ঐ যে আমাদের বাড়ী।'

বাগানের প্রবেশ দ্বারে এসে ইদ্রীস বললো, 'এখন বিদায় দাও।' আমি মামা বাড়ী যাই। শহরের অপর প্রান্তে আমার মামাদের বাস।'

'আজ আমাদের এখানে থেকে যাও না?'

'আজ নয়, কাল ফেরার পথে তোমাদের এখানে হয়ে যাব।' তোমার সাথে কালকে তীরন্দাযী করব। কি হে! আমাকে তীর চালনা শিখাবে না?' বললো আলমাছ কে লক্ষ্য করে ইদ্রীস।

আলমাছ বললো, 'কাব্য-চর্চার প্রতি তোমার অনীহা থাকলে কর্ডোভার সেরা তীরন্দাজ বানাব তোমাকে।'

'আমি কাব্য-চর্চা করিনা। আজ আমি অন্যের লেখা কবিতা আবৃতি করেছি মাত্র। ভবিষ্যতে তাও করবনা।'

ইদ্রীস ঘোড়ায় চাপলো। ওরা তিনভাই ঢুকলো বাগানে।

তিন.

দেউড়ির সামনে একটি গরুর গাড়ী এবং আস্তাবলের সামনে কয়েকটি নতুন ঘোড়া দেখে আলমাছ বললো, 'হয়ত কোন মেহমান এসেছেন।'

সফেদ একটি ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে সা'দ বললো, আরে! এতো দেখছি খালুজানের ঘোড়া। গরুর গাড়ীটি সম্ভবতঃ তাঁরই।'

অন্দর মহল থেকে এক নওকর এসে বললো, 'সা'দের খালু ও ক'জন নওকর এসেছেন। তারা সকলে মেহমান খানায় আরাম করছেন।'

www.amarboi.org

সা'দ ও হাসান পরস্পরের দিকে তাকাল। এ মুহূর্তে ওরা মেহমানদের সামনে যেতে বিব্রতবোধ করছে। তাই সদর দরজা থেকে মহলে প্রবেশ না করে পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। জনৈকা খাদেমা ওদেরকে দেখা মাত্রই চিৎকার দিয়ে ওঠল,

'আরে! তোমাদের কি হয়েছে! চেহারার একি দশা? কে মেরেছে? তোমাদের খালাজান এসেছেন, তিনি এ অবস্থায় দেখলে কি বলবেন, বল তো?'

সা'দ ও আহমদ ওদের আম্মাজানের ভয়ে কাঁপছিল। খালার কথা শুনে সেই ভয়ের মাত্রাটা আরো বাড়ল। ওদের মা অন্দর মহলে খালার সাথে অন্তরঙ্গ আলাপ করছিলেন। আঙ্গিনায় খাদেমার চিৎকার শুনে তিনি বেরুলেন।

'কি হলো?' মায়ের সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

হাসান ভয়ে এদিক ওদিক তাকাল। সা'দ কতকটা সাহস করে বললো, 'তেমন কিছু না আম্মিজান। আমি কুস্তি লড়েছিলাম।'

'কুস্তি নয়, আজ কারো সাথে মারামারি করেছ। দেখ তো এক একটার চেহারা! তোমাদের খালা এসেছেন। কি বলবেন, তোমাদের ঐ চেহারা দেখলে?'

আহমদ বললো, 'এক বালক ভাইজানের সাথে কুস্তি লড়েছিল। কুস্তির নিয়ম ভেঙ্গে সে ভাইজানের গালে ঘুষি মারলে আর যায় কোথায়! ভাইজানও দিলেন কয়েকটা।'

আচানক ওদের খালা অন্দর থেকে বের হলেন। তার মুখে পরিধি বাড়ানো হাসি। সা'দ ও আহমদ ভক্তিভরে তাঁকে সালাম দেয়, কিন্তু হাসান থাকে নিশ্চুপ।

'কিরে হাসান! খালাজানকে সালাম করলিনা যে?' মা'র কণ্ঠে অভিযোগের সুর।

মা'র কথামত হাসান সালাম করল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে মুখ ঢাকল। পথিমধ্যে আহমদ ওকে বলেছিল, তোমার চেহারা সা'দের চেয়েও ক্ষত-বিক্ষত বেশি।

মা ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন ঃ 'হাসান ! মুখ ঢাকছ কেন, হাত নামাও!'

হাত নামাল ও। তাকালো অসহায় দৃষ্টিতে।

মা বললেন, 'বোন! বড় দু'টোর চেয়ে এটা বজ্জাত বেশী।'

খালা ঝুঁকে ওর মুখে স্নেহ পরশ বুলিয়ে দেন। বলেন, 'ওকে কিছু বলোনা আপা। স্পেনে এমন কিছু বালকের বড্ড প্রয়োজন। হাসান মার খেয়ে পালিয়ে না এসে থাকলে এতে লজ্জার কিছু নেই।'

'আমি মার খেয়ে পলায়ন করিনি।' চকিতে ঝংকৃত হলো হাসনের কণ্ঠ।

'তাহলে এত পেরেশান হচ্ছ কেন?'

আহমদ বললো, 'খালাজান! ও এক বালককে চরম আঘাত করে ধরাশয়ি করায় পেরেশান হচ্ছে।'

'কিন্তু ওর প্রতিদ্বন্দ্বী বালক ওকেও কম মারেনি। শোকর খোদার। ওর চোখ দু'টো ভালো আছে।

হাসান বললো, 'আমি ওর চোখে আঘাত করিনি। ওরা ছিল দু'জন। একটারে পেটে ঘুষি লাগাতেই দ্বিতীয়টা দে-ছুট।'

www.amarboi.org

চার.

সা'দ, আহমদ ও হাসান স্পেনের এক প্রভাবশালী বংশের সন্তান। ওদের পিতা আব্দুল মুনয়িম ধনা-ধন্যে, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে স্পেনীশ আমীর-উমরাদের চেয়ে কোন অংশে পিছিয়ে ছিলেন না। কর্ডোভার বিশাল জায়গীরের মালিক ছাড়াও ঘোড়ার ব্যবসা ছিল তাঁর। ঘোড়া ব্যবসা উপলক্ষে তিনি বার কয়েক মরক্কো, মিশর, আরব ও অন্যান্য দেশে সফর করেছেন।

একবার আব্দুল মুনয়িম ব্যবসাচ্ছলে কবরাস যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে জনৈক সিরীয় ব্যবসায়ীর সাথে সাক্ষাৎ হলে সে বললো, তার ছোট ভাই মারা গেছে। কবরাসে নৌবাহিনীর কাপ্তান ছিল সে। মৃতকালে সে দু'মেয়ে আর স্ত্রীকে রেখে যায়। বড় মেয়ের বিয়ে কর্ডোভার এক নামীদামী ঘরে হয়। নবদম্পতি কয়েক মাস পূর্বে হজ্জব্রত পালন করেছে। হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে ওদের জাহাজ পানি দস্যুদের কবলে পড়ে। আমার ভাইয়ের বদন্যতায় ওরা সে যাত্রা বেঁচে যায়। আমার ভাই ওদেরকে কর্ডোভায় নিয়ে আসেন। ওরা খুশী হয়ে ছোট মেয়েটিকে আমার সাথে বিয়ে দেয়। এক্ষণে আমার বিধবা ভাবী তার ছোট মেয়েটিকে নিয়ে গ্রানাডায় যেতে চাচ্ছেন। আপনিও তো কর্ডোভা যাচ্ছেন তাই ......'

আব্দুল মুনয়িম বললেনঃ 'অসুবিধা নেই। আমার জাহাজ খালি যাচ্ছে।

ব্যবসায়ী বললোঃ 'অনিবার্য কারণ বশতঃ আমি ওদের সাথে যেতে পারছিনা। আমার ভয়ের এক ওফাদার নওকর যাবে। আপনি ওদের মালাকার তীরে নামিয়ে দিলেই চলবে। ওখান থেকে গ্রানাডা খুব একটা দূরে নয়।'

আব্দুল মুনয়িম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি ওদেরকে নিজ জিম্মায় গ্রানাডা পৌঁছে দেব।'

আব্দুল মুনয়িম তাঁর জাহাজের একটি কেবিনে পর্দার ব্যবস্থা করলেন। তৃতীয় দিনে কবরাসের উদ্দেশে জাহাজ বন্দর ত্যাগ করল।

সাকলিয়া বন্দরের অদূরে জাহাজটি নৌ-দস্যুদের কবলে পড়ল। জাহাজের কাপ্তান ছিলেন দক্ষ। আব্দুল মুনয়িম নিজেও জাহাজ চালাতে বেশ পটু। নৌ-দস্যুদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য তার জাহাজে অস্ত্রের এতটুকু কমতি ছিলনা। কাপ্তান ছাড়াও তার জাহাজের প্রতিটি মাঝিই নৌ-যুদ্ধে ঝানু।

পানিদস্যুদের হাত থেকে জাহাজ বাঁচিয়ে নেয়া কোন ব্যাপার ছিলনা, কিন্তু জাহাজে দু'নারী রয়েছেন। জাহাজ বাঁচানোর চেয়ে ওদের ইজ্জত-আবরু হেফাজত করা অতীব জরুরী।

ভূ-মধ্য সাগরের মাঝে টহল দেয়া এক বিশাল জাহাজ তাঁর দৃষ্টিতে ভেসে ওঠল। আব্দুল মুনয়িম কাপ্তানকে বললেন, হামলা না করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করো। কাপ্তান ও মাঝিদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও জাহাজ দু'টির দূরত্ব ক্রমশ কমে এলো। হলো একেবারে

www.amarboi.org

মুখোমুখি। তবুও আব্দুল মুনয়িমের দক্ষতায় রাতের আঁধারে জাহাজটি পাশ কাটিয়ে যেতে পারল, কিন্তু সকালের দিকে পানিদস্যুরা পুনরায় পিছু নিল। কাপ্তানের সাথে পরামর্শ করে আব্দুল মুনয়িম লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন। পানিদস্যুরা আঁচ করতে পেরেছিল যে, তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী জাহাজের লোকেরা তাদের সাথে পেরে ওঠবে না। পানিদস্যুরা তীর মারল। আব্দুল মুনয়িমের জাহাজ থেকে জওয়াবী তীর না আসায় ওদের মনোবল পূর্বের চেয়ে আরো বেড়ে গেল। দস্যুসর্দার বুলন্দ আওয়াজে সঙ্গীদের বললো, 'জাহাজটি বেশ নামী দামী মনে হচ্ছে। সুতরাং ফুটো না করে ওটিকে অক্ষত দখল করতে চেষ্টা কর।'

আব্দুল মুনয়িমের জাহাজের নিকট আসতেই দস্যুদের ধারনা ভুল প্রমাণিত হলো। আচানক শুরু হলো তীর বৃষ্টি। দস্যু জাহাজের বেশ ক'জন তীরের আঘাতে লুটিয়ে পড়ল। আব্দুল মুনয়িম তার সঙ্গীদের অগ্নিবান নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে হামলাবাজদের জাহাজের পাল। ডাকুরা আচানক তাদের রোখ বদল করল। ওরা এবার সরাসরি টক্কর দেয়ার জন্য এলো এগিয়ে। ওদের ইচ্ছা, কোনক্রমে শত্রু জাহাজে চড়তে পারলে এক একটাকে আস্ত গিলে খাওয়া যাবে।

দস্যু সর্দারের নির্দেশ মত তার সঙ্গীরা এগুতে লাগল। কিন্তু আব্দুল মুনয়িমের দক্ষ তীরন্দাযদের নেযা ও তীরের আঘাতে ওরা সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জাহাজ জ্বলছে, জ্বলছে পাল। হারাচ্ছে ক্রমে সঙ্গী। নিশ্চিত পরাজয় দেখে দস্যুসর্দার কয়েকজনকে বললো আগুন নেভাতে, বাদবাকীদেরকে সাধ্যমত তীর ছুঁড়তে।

আব্দুল মুনয়িমের জাহাজের সাথে টক্কর খেয়ে শত্রু জাহাজ সড়ে পড়ল, কিন্তু ওদের অগ্নিবান থেকে রেহাই পেল না আব্দুল মুনয়িমের জাহাজও। আব্দুল মুনয়িম চিৎকার দিয়ে বললেন, 'তোমরা কেউ আগুন নেভাতে চেষ্টা করো। আর কেউ ওদেরকে ঠেকাতে ছোঁড়ো তীর-পাথর।

সঙ্গীরা ধনুকে তীর আর গোলায় পাথর নিয়ে হামলা চালাল। শত্রু-জাহাজ কিছুক্ষণের মধ্যে দূরে চলে গেল। এদিকে আব্দুল মুনয়িমের জাহাজের আগুন আয়ত্বে আনা সম্ভবপর হলো না। শেষ পর্যন্ত কাপ্তান বললেন, 'এক্ষণে জাহাজ ছেড়ে নৌকায় চড়া ছাড়া কোন উপায় নেই।'

জাহাজের সাথে দু'টি ছিপি নৌকা বাধা। আব্দুল মুনয়িম নারীদ্বয়ের নওকরকে বললেন, 'তোমরা ওদেরকে জলদি জাহাজ ছেড়ে নৌকায় চড়তে বলো।'

অন্যান্য মাঝিদের মত আব্দুল মুনয়িম এক যখমীকে উঠানোর কোশেশ করছিলেন। খানিকপর জ্বলন্ত জাহাজ থেকে নৌকা যখন দূরে সরে যাচ্ছিল তখন আব্দুল মুনয়িম চারদিকে সন্ধাণী দৃষ্টি বুলালেন। তার জাহাজে দু'জন মহিলা উঠেছিলেন, অথচ এক্ষণে নৌকায় মাত্র একজন বয়স্ক মহিলা। আরেক জন গেল কৈ? আব্দুল মুনয়িম চিৎকার দিয়ে বললেন, 'নৌকা থামাও। জাহাজে ফিরে চলো। এক মা তার মেয়েকে কি করে জ্বলন্ত জাহাজে ছেড়ে এলেন?'

'এক মায়ের সম্পর্কে এমন ধারনা পোষণ করবেন না। আমি এখানে।'

www.amarboi.org

'হয়রান হয়ে আব্দুল মুনয়িম তার পার্শ্বস্থ এক সশস্ত্র মাঝির দিকে তাকালেন। মাথায় লৌহটুপি। হাতে রক্তাক্ত তলোয়ার। দেহের তুলনায় তার বর্মটি বেশ বড়ো। আব্দুল মুনয়িমের পেরেশানী দূর করতে কাপ্তান বললেন,

'আপনি লক্ষ্য করেন নি, আমাদের সাথে ইনি লড়াই করেছেন! তাঁর বীরত্বে আমি প্রভাবিত হয়েছিলাম। অবাক লাগছে, উনি বর্ম পেলেন কৈ?'

যুবতী জওয়াব দিল, 'এ তলোয়ার আমার আব্বার স্মৃতি। বর্মটি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম জাহাজে। পুরুষের পোষাক তালাশ করতে একটি সিন্দুক খুলেছিলাম। নারী দেহের মানানসই না পেয়ে বেঢপ এই বর্মটি পড়ে যুদ্ধ করতে হয়েছে আমাকে।'

পাঁচ.

আব্দুল মুনয়িম ও তার সঙ্গীরা দিন ভর ছিপি নৌকায় কাটালেন। উপকূল সন্ধানের স্থলে তাদের দৃষ্টি খুঁজে ফিরছিল উদ্ধারকারী কোন জাহাজ। সন্ধ্যার দিকে উত্তর দিগন্তে একটি জাহাজ দেখা গেলে তারা নৌকার গতি সেদিকে করলেন। কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান অন্ধকার তাদের আশাহত করল। পরের দিন তাদের উদ্বিগ্নতা হতাশায় রূপ নিল। ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে খাদ্য। আব্দুল মুনয়িমের নির্দেশে তার সঙ্গীরা নিজেদের হিস্যার পানি যখমীদের পান করাতে লাগল। দুপুরের দিকে বয়স্কা মহিলাটি 'পানি-পানি' করে কাতরালে আব্দুল মুনয়িম তার হিস্যার পানি তাকে পান করান। অতঃপর যুবতীর কাছটিতে বসে তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন,

'চিন্তার কোন কারণ নেই। খোদা তাআলা ডাকুদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন। তিনি আমাদেরকে এ মুসিবত থেকে বাঁচাবেন বলে আমার বিশ্বাস।'

বৃদ্ধাকে কয়েক ঢোক গলধঃকরন করিয়ে আব্দুল মুনয়িম যুবতীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'নিন! একটুকু আপনার হিস্যার। হয়ত এরপর এটুকুও পাবেন না। যুবতী জওয়াব দেয়, 'আমার হিস্যা আমি নিয়েছি। সকাল থেকে নিয়ে আপনি এক ঢোকও পান করেন নি।'

'এ মুহূর্তে নিজকে নিয়ে ভাবার অবকাশ পাচ্ছি কৈ! নিন!'

আব্দুল মুনয়িমের হাত থেকে পেয়ালা নিয়ে যুবতি এদিক ওদিক তাকাল। অতঃপর এক যখমীর মুখে পানির পেয়ালা রেখে বললো,

'এ মুহূর্তে নিজকে নিয়ে ভাবার সুযোগ নেই আমারও।'

যুবতীর নাম সাকীনা। আব্দুল মুনয়িম ওর হাতে পূর্বে দেখেছিলেন তলোয়ার, এখন দেখছেন তৃষ্ণার্তকে নিজেদের হিস্যার পানি দিয়ে তৃপ্তিবতি এক যুবতীর চেহারা। যে হাত খানিকপূর্বে একদস্যুর রক্ত ঝরিয়েছে, সেই হাত-ই এখন এক যখমীর মুখে তুলে দিচ্ছে পানি। তিনি অনুভব করলেন—কে যেন তার হৃদয় বীনার সূক্ষ্মতারে ঝংকার তুলছে, বর্ষণ করছে জীবন— যৌবনের শুষ্ক মরুতে জীবন সঞ্জিবনী অমৃতের সুধা।

www.amarboi.org

'ও এক অপরিচিতা।'

কিন্তু যখমীর মুমুর্ষূ মুখে পানি তুলে দেয়ার পর আব্দুল মুনয়িম ভাবছেন, কুদরত বুঝি ওকে হৃদয় নদীর মহীসোপানে গভীর ভাবে স্থান করে নেয়ার জন্য পাঠিয়েছেন।

সাকীনা তার কাছে অপরিচিতা নয়, ওকে মনে হচ্ছে কতদিনের চেনা জন। সেই যৌবনের শুরু থেকে অদ্যাবধি সে বুঝি তার অন্তরলোকে রেখাপাত করে আছে। তার পৌরুষত্বের বালুচরে সাকীনা যেন স্বার্থক মানবী। মায়াবী।

তৃতীয় দিন। ক্ষুধা, পিপাসা আর টানা সফরের ক্লান্তিতে আব্দুল মুনয়িমের সাথীরা নৌকায় শুয়ে পড়েছে। আব্দুল মুনয়িম নৌকার হাল ধরে রাখলেন। তার শক্তিও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। আচানক দ্বিতীয় নৌকার মাঝি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন,

'জনাব! দেখুন, ঐ যে একটি জাহাজ আসছে।'

আব্দুল মুনয়িমের সাথীরা জাহাজটির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য চিৎকার দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু শুষ্ক কণ্ঠনালী থেকে আওয়াজ বেরুলনা কারো। শেষ পর্যন্ত সকলে দু'হাত নেড়ে জাহাজ থামাতে ইংগিত করল। আব্দুল মুনয়িম রুমাল উঁচিয়ে ধরলেন। জাহাজটিতে স্পেনের পতাকা পতপত করে উড়ছে। আব্দুল মুনয়িম ক্লান্ত সাকীনাকে ডাকলেন। চোখ খুললো ও। আব্দুল মুনয়িম তাকে উঠালেন। জাহাজ ভিড়ল। চাপল তাতে সকলে। চাপলেন আব্দুল মুনয়িম, চাপল সাকীনা ও তার মা।

ছয়.

জাহাজটি সাবতা যাচ্ছিল। পরের দিন জাহাজের ছাদে দাঁড়িয়ে সাকীনা পড়ন্ত বিকালের নৈসর্গিক দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। আব্দুল মুনয়িম এসে দাঁড়ালেন তার পাশটিতে। বললেন,

'পরশু নাগাদ আমরা সাবতা তীরে নোঙর করতে পারব। ওখান থেকে মালাকার জাহাজ পাওয়া যাবে।'

সাকীনা তার দিকে ঘুরে বললেন, 'আপনার শখের জাহাজটি ধ্বংস হওয়ায় আমার খুব চোট লেগেছে। চোট লেগেছে আপনার কাপ্তানেরও। আপনার সফর আমাদের জন্য সুখের হলো না!'

সাকীনা পুনরায় সাগর বক্ষের দিকে তাকালেন। আব্দুল মুনয়িম দীর্ঘক্ষণ খামোশ থেকে বললেন,

'আমি এই মাত্র আপনার মায়ের কাছে একটি দরখাস্ত নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি এক সেপাই। জানিনা এক যুবতির সাথে কিভাবে কথা বলতে হয়। অবশ্য আপনার মা আমার কথায় বীতশ্রদ্ধ হননি। এ পর্যন্ত বলে থামলেন আব্দুল মুনয়িম। অতঃপর বেশ শান্ত কণ্ঠে বললেন,

www.amarboi.org

'আমার দরখাস্ত তোমাকে নিয়ে ছিল।' এক্ষণে 'আপনি সম্বোধন বাদ দিয়ে 'তুমি 'সম্বোধন করলেন তিনি।'

'নৌকার উপর মুসিবতের আখেরী রাতে ভাবছিলাম, অনাগত সন্ধ্যায় কুদরত আমাদেরকে একে অপরের মদদে প্রেরণ না করলে হয়ত জিন্দেগীর আরেকটি সুহাসিনী ভোর দেখতে পাব না। আমি মৃত্যুকে ভয় পাইনা। কিন্তু এক্ষণে বেঁচে থাকতে বড্ড সাধ জাগছে। চাঁদের আবছা আলোয় তোমার মুষড়ে পড়া চেহারার পানে তাকিয়ে বারবার কিছু বলতে চেয়েছি, কিন্তু থির থির করা হৃদয়ের কম্পিত আবেগ কণ্ঠনালীতে এসে আটকে গেছে। আমি কি বলতে চাই-তা হয়ত বুঝতে তোমার অসুবিধা হবার কথা নয়।'

সাকীনা মনের ধুক ধুকুনীকে যথাসম্ভব সংযত করে বললেন,

'আমি বলতে চাই- আজীবন আমাকে একটি তামান্নাই বেঁচে থাকতে উৎসাহ জোগাবে .... আমরা উভয়েই একে অপরের জন্য পয়দা হয়েছি।'

ওড়নার এক কোণ ঠোঁটে চেপে লজ্জানম্র কণ্ঠে সাকীনা পুনরায় বললেন,

'আম্মিজান, আপনাকে কি বললেন?'

'তিনি অনেক কিছুই বলেছেন-কিন্তু তোমারও তো কিছু বলার থাকতে পারে। সাকীনা! আমার জীবন সঙ্গিনী হতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি?

সাকীনা মাথা উঁচিয়ে এক নযর আব্দুল মুনয়িমকে দেখে নিলেন। অতঃপর কিছু না বলে ওখান থেকে উঠে এলেন। তার মনে শুরু হয়েছে তোলপাড়। খুশী উদ্দেলে পা'দু'খানা যেন শরীরের বোঝা বইতে পারছে না। চোহারায় আনন্দদ্যুতি। চোখে খুশীর অশ্রু। মায়ের কাছটিতে এসে খানিক থামলেন তিনি। আচানক 'আম্মি' বলে মাকে ধরলেন জড়িয়ে।

'কি হলো বেটি?'

'কিছু না আম্মি।'

মা তার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'বেটি! তুমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবতি।'

সাত.

গ্রানাডা পৌঁছার পর আব্দুল মুনয়িম ও সাকীনার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হলো। সমালোচনার ঝড় বয়ে যেতে লাগলো কর্ডোভার অভিজাত ঘরে যে, আব্দুল মুনয়িম নামী দামী কোন খান্দানের মেয়ের পাণি গ্রহণ না করে অখ্যাত পরিবারের এক মেয়েকে ঘরে তুলেছেন। স্বামীর ইজ্জত ও খ্যাতির পরিসংস্থান জানা ছিল না সাকীনার। তিনি জানতেন 'তার স্বামী মুসিবতের দিনে তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু কর্ডোভায় আসার পর স্বামীর আলীশান মহল দেখে তার টনক নড়ল।

www.amarboi.org

আব্দুল মুনয়িম তাকে একটি কারুকার্যময় মহলে বসিয়ে রেখে বাইরে অপেক্ষমান বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা করতে গেলেন। এরা এসেছে বর-কনেকে মোবারকবাদ দিতে। এদিকে বর বাইরে বেরুতেই কর্ডোভার অভিজাত ঘরের তরুনীরা এসে কনেকে ঘিরে নিল। কেউ তার পোষাক-আষাক আর কেউ তার চুল নিয়ে টিপপনি কাটতে লাগলো।

সাকীনা নিরুত্তর, পেরেশান! তিনি বুঝতে পারছিলেন না-যে, নন্দিত হচ্ছেন, না নিন্দিত! কর্ডোভার মেয়েরা কথায় কথায় কবিতা পড়ছিল। একজনে আবৃতি করলে আরেকজনে তার মমার্থ জানতে চাইত। শেষ পর্যন্ত দুলহানের দিকে তাকিয়ে এক তরুণী বললো,

'বলুনতো! আপনার ধারনা মতে অমুক কবিতার সারমর্ম কি?'

সাকীনার কাছে এ প্রশ্নের কোন জওয়াব ছিল না। অসহায় ভাবে তিনি এদিক ওদিক তাকালেন শুধু।

জনৈকা বৃদ্ধা রমনী সাকীনার পক্ষে হয়ে জওয়াব দিলেন,

'দেখুন। আমার বোনকে এভাবে বিব্রত করা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু। কাব্য-চর্চায় তাঁর তেমন একটা শখ নেই। সঙ্গীত-চর্চায় তিনি বেশ পারদর্শিনী।

সাকীনা শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'না। সংগীত-চর্চায়ও আমি পারদর্শিনী নই।'

'আপনি তাহলে কোন বিদ্যাটা রপ্ত করেছেন শুনি।' একগাল দুষ্টুমিভরা হাসি দিয়ে টিপ্পনি কাটল জনৈকা তরুনী। সাকীনার ধৈর্য্যের বাধ ভেঙ্গে গেল। কতটা বিরক্তি ভরে তিনি তরুনীর শ্লেষ বিমিশ্রিত টিপ্পনির জওয়াব দিলেনঃ

'আমি কিছুই জানিনা। আমার কথায় আপনারা শান্ত হলে শুনে নিন-আমি এক গরীব বাবার মেয়ে। এ স্বীকৃতিতে আমার এতটুকু কুণ্ঠা নেই। বাবা-মা আমাকে ভুলেও কোনদিন কাব্য-চর্চা ও সংগীত বিদ্যার সবক দেননি। তারা আমাকে স্রেফ কুরানের তালীম দিয়েছেন। তারা বলতেন, পোষাক পরিচ্ছদ লজ্জা নিবারনের জন্য, আভিজাত্য প্রদর্শনের জন্য নয়। কৃষ্টি-সভ্যতার এমন এক সরুগলিতে আমি চোখ খুলেছি-যেখানে এক নারী নিজকে এক বেটি, এক বিবি এবং এক স্নেহময়ী আদর্শ মা রূপে ভাবতে পারে। আপনাদের সম্মুখে বুক ফুলিয়ে গৌরব করার মত কিছু নেই আমার, তবে আত্মপক্ষ সমর্থনে এতটুকু বলতে পারি, যদিও সেটা আপনাদের পছন্দ হবে না। আমি ঐসব বিদ্যা রপ্ত করেছি, যা আমার স্বামী পছন্দ করেন। একজন সোহাগীনি স্ত্রী হিসাবে যা দরকার, তা আমার আছে। আর একজন গর্বিত স্বামী হিসাবে যা দরকার তার সবটুকুই আছে আমার স্বামীর মধ্যে।'

জনৈকা বয়স্কা মহিলা সাকীনার মাথায় হাত রেখে বললেন,

'বেটি! তুমি ওদেরচেয়ে অনেক অভিজ্ঞ। আব্দুল মুনয়িমের অভিরুচি সত্যিই প্রশংসনীয়।'

www.amarboi.org

গ্রানাডায় সাকীনার বড় বোনের স্বামী আবু সালেহ এক প্রভাবশালী খান্দানী ঘরের লোক। সাকীনার মা কিছুদিন গ্রানাডায় থেকে কর্ডোভা চলে আসেন।

শাদীর এক বছর পর সাকীনার কোল জুড়ে এলো এক অতিথি। নাম রাখা হলো তার সা'দ। সা'দের জন্মের মাস তিনেক পর সাকীনার মা ইন্তেকাল করেন। এর দু'বছর পর আব্দুল মুনয়িমের দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়। নাম আহমদ। সাকীনার বোনের কোল সন্তান না থাকায় তিনি ওদেরকে খুব মুহাব্বাত করতেন। দু'তিন মাস অন্তর আসতেন কর্ডোভায়। কখনো কখনো সাকীনা আব্দুল মুনয়িমকে নিয়ে যেতেন গ্রানাডায়। পাঁচ বছর পর হাসানের জন্ম। এ বছর আব্দুল মুনয়িম হজ্জব্রত পালন করতে যান।

প্রত্যাবর্তন কালে তিনি সন্তানদের জন্য নানান কিসিমের খেলনা কিনে আনেন।

আলমাছ আব্দুল মুনয়িমের বার্বারী নওকর। শাদীর তিন বছর পূর্বে মরক্কো থেকে তাকে কর্ডোভায় নিয়ে আসেন তিনি। চরিত্র মাধুর্য ও বিশ্বস্ততায় গোটা কর্ডোভাবাসী ওকে একজন নওকর নয় বরং আব্দুল মুনয়িমের ভাই বলে গণ্য করত। মনিবের অনুপস্থিতিতে তার জায়গীর দেখ্ভালের দায়িত্ব সোপর্দ করা হত ওর উপরই।

আলমাছের বয়স চল্লিশের ওপর হলেও অঙ্গ সৌষ্ঠব আর পৌরুষত্বে হাজারো নওজোয়ানদের ঈর্ষার পাত্র ছিল সে। তীরন্দাযী আর ঘোড়দৌড়ে ছিল তার অসাধারণ দক্ষতা।

সাকীনাকে ঘরে তোলার পর আব্দুল মুনয়িমের জিন্দেগীর তামাম অবসাদ দূর হয়। তার শূন্য মহল ভরে ওঠে হাসি কোলাহলে। দুনিয়ার তামাম নেয়ামত আজ তার মহলে টইটুম্বুর। একজন গুণবতী স্ত্রীর স্বামী আর ফুটফুটে তিনটি বাচ্চার বাপ হিসাবে তিনি গৌরবান্বিত। বন্ধু মহলে ছিল তার ভালবাসা আর শত্রু মহলে ছিল বিভীষিকা। এতদসত্ত্বেও স্পেন পরিস্থিতি নিয়ে তার চিন্তার শেষ নেই। শাদীর পূর্বে তিনি স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন। জিন্দেগীর সুখ-আহ্লাদ আর প্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্নজাল তার মন মুকুরে বাসা বাধত। শৌখিনভরে তিনি সিংহভাগ সময় কাটাতেন কর্ডোভার বাইরে। অঢেল ধন-সম্পদ জড়ো করার জন্য তিনি ব্যবসা করতেন না বরং দেশভ্রমন ও সামুদ্রিক প্রাকৃতিক লীলা দেখার জন্যই তিনি এ পথে এসেছিলেন। কিন্তু সাকীনাকে ঘরে তোলার পর তাঁর পূর্বের সেই জগতে পরিবর্তন ঘটে।

সা'দ আহমদ আর হাসানের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে গিয়ে তিনি কর্ডোভা ও স্পেনের ভবিষ্যৎ ভাবনায় জড়িয়ে পড়েন।

www.amarboi.org

খন্ডিত স্পেন

হিজরী ৫ম শতকে স্পেনীশ মুসলমানরা নাযুক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিনকাল অতিবাহিত করছিল। উমাইয়াদের বিশ্বজয়ী দাপটে তখন বেশ ভাটা পড়েছে। তাদের বিপ্লবী ঐতিহ্য ঠাঁই পেয়েছে ইতিহাসের নিঝুম পুরীতে। যে মহান সালতানাতের দাপটে একদা পাশ্চাত্যের রাজন্যবর্গ প্রভাবিত চিল, বিভাজন সৃষ্টি করে স্বায়ত্ত শাসন করার দরুন সেই দাপট বায়ু ক্রমেই ঢিল হয়ে এলো। যে বাগিচায় 'প্রথম আব্দুর রহমান-এর উত্তরাধীকারিরা সুদীর্ঘ তিন শতাব্দী ধরে পানি সিঞ্চন করে আসছিলেন, শীতমৌসুমের এক প্রবল ঝাপটায় ঝরে যেতে লাগলো তার এক একটা পত্র পল্লব। অকর্মন্য প্রশাসক, স্বৈরাচারী উপদেষ্টা আর গদীলোভী নীল ভ্রমরদের দরুন স্পেন কমপক্ষে বিশোর্ধ খন্ডে খন্ডিত হল। খন্ডিত স্পেনের দাবীদাররা গোটা দেশ আগ্রাসনের স্বপ্নে বিভোর থাকতেন। নতুন করে কাউকে ক্ষমতার মসনদে বসালে সাবেক প্রশাসককে ততোক্ষণে অন্য জগতে চালান করে দেয়া হত। নয়া প্রশাসকের মাথায় যখন শাহী মুকুট ধারন করানো হত, ততোক্ষণে সাবেক প্রশাসন ঝুলতেন ফাঁসী কাষ্ঠে। এই প্রশাসকের উপর ঈর্ষান্বিত হয়ে তৃতীয় এক জন ক্ষমতা দখলের জন্য বার্বারীদের স্মরণাপন্ন হতেন। বর্বারীদের সহায়তায় একে ক্ষমতারোহণ করা হলে দ্বিতীয় প্রশাসককে নিক্ষেপ করা হত কয়েদখানার নিচ্ছিদ্র কুঠরীতে। চতুর্থ কেউ ক্ষমতার আসনে বসলে জনগণ শুনতে পেত তাদের তৃতীয় শাসকের লাশ গোসল করিয়ে কফিনবদ্ধ করে জানাযার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

উমাইয়াদের যুগে কর্ডোভা পাশ্চাত্যদের জন্য ছিল আদর্শিক দেশ। এ সেই কর্ডোভা যার সেপাইরা একদিন ফ্রান্সের রাজ ফটকেরকড়া নাড়তেন। এ সেই শ্যামলিমাময় উদ্যান*

---

* টীকা ঃ ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ববিদ আর কবি মহোদায়র্গণ স্পেনের বাগ-বাগিচা সম্পর্কে অসংখ্য কিতাব প্রণয়ন করেছেন। যার সংক্ষিপ্ত-সার দাঁড় করাতে গেলে কয়েকটি বিশাল গ্রন্থের দরকার পড়বে। কর্ডোভার উদ্যান আর তিলোত্তমা মহল্লাগুলোর উদাহরণ সে যুগে মেলা মুশকিল। 'প্রথম আব্দুর রহমান' মসনদে বসে চারিদিকে লোক প্রেরণ করে নতুন নতুন চারা-বীজ নিয়ে আসার ফরমান জারী করেন। খলীফার শখ দেখে তদানিন্তন বিশ্বের উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা দুস্প্রাপ্য চারা গাছ ও বীজের সমারোহ ঘটান। এই সব বাগ-বাগিচায় পানি সিঞ্চন করার জন্য গোয়াদেল কুইভার থেকে নহর কেটে পানি আনা হয়। এই নালা বা নহর থেকে বাগানে পানি দেয়ার জন্য সীসা, পিতল, রৌপ্য ও স্বর্নের নল ব্যবহার করা হয়। কর্ডোভা শহর গোয়াদেল কুইভার দরিয়ার তীরে অবস্থিত। এ শহরে পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ লোকের বাস। ৭শ মসজিদ, ৯শ হাম্মামখানা এবং হাজার হাজার কুতুব খানা দিয়ে সাজানো ছিল কৃষ্টি সভ্যতার এই শহরটি। কর্ডোভার জামে মসজিদ কারুশিল্পের অনবদ্য স্বাক্ষর। এই মসজিদের নজীর অধুনা বিশ্বেও নেই। এর নির্মাণ শুরু করেছিলেন আব্দুর রহমান আদ-দাখেল। পরবর্তিতে তার উত্তরাধিকারের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে যে, এর নির্মাণে কে কতটাক সফলতা দেখাতে পারে।

কর্ডোভার দ্বিতীয় শানদার ইমারত হচ্ছে 'মদিনাতুয যাহ্‌রা'। স্পেনের খলীফায়ে আযম তৃতীয় 'আব্দুর রহমান নাসের, তার যাহ্‌রা নাম্নী বিবির জন্য নির্মাণ করেছিলেন এটি। ইমারতটিকে একটি বিশাল শহর বললেও অত্যুক্তি হবে না। কর্ডোভার শহরতলীস্থ আরূস পর্বতের পাদদেশে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল।

(অপর পাতায়)

www.amarboi.org

বাগদাদের আলীশান মহলের মিস্ত্রীরা যা দেখে ঈর্ষান্বিত হত। কিন্তু পরবর্তিতে এই কর্ডোভা-ই এমন এক নিষ্প্রাণ লাশ বনে গেল, যা দেখে রাজা-প্রজা তো দূরে থাক, একটা চিল শকুনও এখানে তার যাত্রা বিরতি করত না। কয়েক বছরের ব্যবধানে হুকুমত লোভী লোকজন অখ্যাতির বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে মসনদ দখল করত। আর সাবেক মসনদধারী নয়া প্রশাসকের আক্রোশে পড়ে মৃত্যু কিংবা আজীবন অন্ধকার কারাগারে ধুকে ধুকে গুনত মৃত্যু প্রহর। এই ক্ষমতা লিপ্সার শিকার হয়ে গোটা স্পেনের প্রতিটি জেলা এক একটি প্রদেশের আর প্রতিটি শহর কয়েক খান্দানের রাজধানীতে পরিণত হয়।

গ্রানাডা ও তার পার্শ্ববর্তী জনপদ বনি জিরিদের কব্জায় ছিল। যারাগোযা ও লারাদা ছিল বনি হুদের দখলে। টলেডো বনি জান-নূন, সেভিল বনু আব্বাস, কর্ডোভা বনি জহুর, আলীক্যান্ট বনি সামাউ, সান সেবাস্টিয়ান বনি আফতম। শালব বনি মাযিন, সাহালা বনি আযীল, দালাবা বনি বকর, কারমুনা বনি রাজাল এবং মালাকা বনি হামুদের দখলে ছিল।

মোদ্দাকথা বাঘের খাঁচা শিয়ালের পদচারণায় মুখরিত হতে লাগল। জনগণের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট ক্ষমতাধর প্রশাসকদের বিলাস ও আরামপ্রিয় কাজে ব্যয় হতে থাকল। সন্ত্রাসী, চোর, লুণ্ঠনকারীরা একে একে ইনসাফ-আদলের কুরসিতে বসতে লাগল। খন্ডিত স্পেনের প্রাদেশিক গভর্ণর পদে এমনও গভর্ণর নির্বাচিত হলো, জোচ্চুরী আর বখাটেপনায় সে যুগে ছিল যারা প্রথম কাতারে। এমনও গভর্ণর দু'চারজন সে যুগে ক্ষমতারোহন করত, যাদের রাজ্যসীমা কেবল একটি ইউনিয়নে বিস্তৃত। এতদসত্ত্বেও তাদেরকে সুলতান-বাদশাহ-আমীর খেতাবে ভূষিত করা হত। তারা রেশমী ও সিল্কের আচকান পড়ত। মাথায় শোভা পেত জওহর ও মনি-মানিক্য খচিত শাহী তাজ। তাদের প্রশংসা গাইতে সেসব কবি ও তোষামোদকারীদের নির্বাচন করা হত, যাদের দেখলে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের কবিরা পর্যন্ত ঈর্ষান্বিত হত। নিজেদেরকে কেউ আল-নাসের, আল-মনসূর, মুকতাদির বিল্লাহ, মুয়াইয়্যিদ বিল্লাহ, কেউ মুতাসিম বিল্লাহ, মুয়াফফিক বিল্লাহ, মুতাজিদ বিল্লাহ, মুতামিদ বিল্লাহ, মুয়াজ্জির বিল্লাহ, আবার কেউ মামুন বিল্লাহ খেতাবকে নির্বাচন করত। এ সব উপাধীতে প্রশাসকদের যারা খেতাব করত, স্বর্ণ-মুদ্রা দিয়ে ভরে দেয়া হত তাদের থলে।

খলীফা নাসের তার বার্ষিক বাজেটের এক তৃতীয়াংশ এর শোভাবর্দ্ধন ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যয় করতেন। এই প্রাসাদে প্রবেশের জন্য ১৫ হাজার দরজা ছিল। গাত্রে গাত্রে দামী মর্মরের বাধাই। প্রতিটি কক্ষে অমূল্য মনি-মানিক্য খচিত হাউজ। পড়ন্ত বিকালের সোনালী কিরন হাউজে পড়তেই গোটা প্রাসাদ ঝলমলিয়ে ওঠত। স্থানে স্থানে ছিল নজরকাড়া উদ্যানে আর রকমারী বৃক্ষের সারি।

ছিল নানাবিধ কৃত্রিম ফোয়ারা। আয-যাহ্রার এসে আজো কেউ সন্ধানী দৃষ্টি বুলালে ধারনা করতে পারবে না যে, একদা এই প্রাসাদে এসে এশিয়া-ইউরোপের রাজা-বাদশাহগণ বাকরুদ্ধ লোচনে খলীফা নাসেরের নিপুন কারীগরীর স্বাক্ষর দেখতেন। এছাড়াও কর্ডোভার আরো বেশ কয়েকটি চোখ ঝলসানো প্রাসাদ ছিল। যেমন কছরে মাত্তক, কছরে সুরার, কছরে তাজ ইত্যাদি। খন্ডিত স্পেন যুগে একমাত্র জামে মসজিদ ছাড়া এসব প্রাসাদ ধ্বংস করে দেয়া হয়।

www.amarboi.org

সম্ভবতঃ ঐ যুগের এক নামজাদা কবি এ সব কুলাঙ্গার শাসকদের অপব্যয়ের ফিরিস্তি তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন এভাবেঃ

"যখন আমি স্পেনের সরে যমীনে মুস্তাদীর ও মুতামিদের খেতাব শুনছিলাম, তখন আমার মন ঘৃনায় বিষিয়ে উঠল। তথাকথিত এ সব বাদশাহদের শাহী উপাধিতে মুস্তাদির ও মুতাদিদের নাম দেখে ঠিক এমন মনে হল, যেমন মনে হয় ঘাড় মোটা করে বিড়ালকে হুংকার মেরে বাঘের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখলে।"

এসব স্বঘোষিত প্রশাসকদের দরবার থাকত-চিন্তাবিদ, রাজনীতিজ্ঞ ও জাদরেল উপদেষ্টাদের উপস্থিতিতে টইটুম্বুর। তোষামুদে কবি, গায়ক আর যাদুকরদের আনাগোনাও নেহাৎ কম ছিল না।

কোন জাতি যখন জগৎ মাঝে মাঝে উঁচু করে দাঁড়ানোর যোগ্যতা হারায়, তখন তাদের কাব্য-চর্চা আফিমের কাজ দেয়। জীবন্ত জাতির জীবনে কাব্য-চর্চা উন্নয়ন অগ্রগতিতে ঘোষকের ভূমিকা রাখে। কেননা, তাদের শিল্প রসিক ও যুগান্তকারী আহবান মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার করে থাকে। দিতে পারে হিম শীতল মনে জাগরণের উষ্ণ ছোঁয়া। কিন্তু পতনযুগে স্পেনীশ কবিদের সেই কালজয়ী আহবান, জ্বালাময়ী ভাষণ ননীর পুতুল প্রশাসকদের গুণ কীর্তনে মুখরিত থাকে। প্রতিটি আমীরের স্তুতি বন্দনা গাইতে অভিজাত কবিরা নিয়োজিত থাকত। প্রশাসকের খোশামদীতে কবিবর্গ লিখত দিস্তার পর দিস্তা কাগজ। অনেক বাদশাহর সৈন্য সংখ্যা অতি অল্প হলেও কবিদের উপর ফরয ছিল কাব্যে তাকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ রূপে চিহ্নিত করা। অনেকের খাজানায় এত মুদ্রা ছিল না, যদ্বারা একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা যায়। কিন্তু কবি-সাহিত্যিকগণকে নির্দেশ দেয়া হত তারা যেন বাদশাহকে আসমান-জমীনের তামাম ধন-সম্পদের মালিক বলে অভিহিত করেন। আমীর উমরাদের থেকে এনাম হাসেল করতে হলে অবশ্যই তার গুনগান এবং অন্যান্য খলীফাদের নিন্দাবাদ করতে হত। এজন্য তৎকালে গুনগান ও নিন্দামন্দে কাব্য-চর্চা বিশেষ খ্যাতি কুড়িয়েছিলো। যে সব কবিবর্গ এক বাদশাহর প্রশংসা করে তাকে যত ফুলাতে পারত, তারচেয়ে বেশি অন্যান্য বাদশাহদের নিন্দামন্দ বলতে দক্ষতা দেখাত। এ ধরনের কবিরা-ই সেদিন গোটা স্পেনের জাতীয় কবিরূপে আখ্যা পেয়েছিল।

কর্ডোভা, সেভিল ও গ্রানাডার অস্ত্রভান্ডারে অস্ত্রের পরিবর্তে সঙ্গীত ও রাগ-বিদ্যার যন্ত্র আমদানী হতে থাকল। শহরের বিশাল মঞ্চ-ময়দান, যেখানে স্পেনবাসী একদিন ঘোড়দৌড়, তীরন্দাযী ও তেগ চালনার দৃশ্য উপভোগ করত; সেখানে এখন কাব্য-চর্চা ও স্তুতিগানের আসর অনুষ্ঠিত হতে লাগল।

কাব্য-চর্চার তোড়ে ভেসে যেতে লাগল দ্বীনি মাদ্রাসাগুলোও। এসব মাদ্রাসায় একদিন অংক, ইতিহাস, দর্শন, শরীরবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান এবং ফিক্হ বিদ্যা অর্জনের জন্য দূর-দূরান্ত হতে ছাত্ররা ছুটে আসত।

স্পেনের আওয়াম এসব প্রশাসকদের কাছ থেকে জীবন গঠনের তালীম নিত। কর্ডোভা প্রশাসন কাব্য-চর্চাকে মানবতার নিশানবরদার রূপে আখ্যা দেয়ায় গোটা

www.amarboi.org

জাতিই কাব্য-চর্চায় লিপ্ত হল। সেভিলের রাজ দরবারে কাব্য-চর্চা হতে থাকলে জেলেদের কুটিরেও চলত এই কায়-কারবার।

'ফারেগ আল-বেলী'র যুগে দর্শন চর্চা হত, কিন্তু স্পেনীশরা সেই সোনালী যুগ ভুলতে বসল। এক্ষণে তারা কাব্য-চর্চা ও কবিগানের মাহফিল ছাড়া অন্য কিছু কল্পনা করতে পারে না। গৃহযুদ্ধে কারো গলারুদ্ধ করে দেয়া হলে মুমূর্ষুকালে কলেমার স্থলে তার গলা থেকে বের হত কবিতা। কবিতার প্রতি ওদের অনুরাগ তখনও ছিল, যখন বিধর্মী আগ্রাসনবাদীদের লাগিয়ে দেয়া আগুন ওদের ঘরদোর জ্বালিয়ে দিচ্ছিল।

দুই.

উত্তর কর্ডোভার ঈসায়ী প্রশাসক প্রথম ফার্ডিনেন্ড মুসলমানদের মাঝে বাধিয়ে দেয়া গৃহযুদ্ধ থেকে ফায়দা লুফে বেশ কয়েকটি জনপদ দখল করেছিল। বিভিন্ন গোত্রের ক্ষমতালোভী লোকদের সে মদদ করত। ফার্ডিনেন্ডের ধোঁকায় পড়ে স্বজাতির বিরুদ্ধে তলোয়ার চালিয়ে কেউ কোন জনপদ দখল করলে, সে এক থাবায় ঐ জনপদ কুক্ষিগত করে নিত। কখনও বা সে জনপদ দখল করত না, কিন্তু বিদ্রোহী ঐ বাদশাহর গলে ঝুলিয়ে দিত ট্যাক্সের ভারবাহী বোঝা। খণ্ডিত স্পেনের স্বপ্নে বিভোর গোত্রাধিপতিরা ফার্ডিনেন্ডকে তাদের ত্রাণকর্তা মনে করত। সংগত কারণে সকলে তার সন্তুষ্টি অর্জনে প্রতিযোগিতা করত। বাড়াতে সচেষ্ট হত ট্যাক্সের অংক।

খণ্ডিত স্পেনের এই বিশৃঙ্খল যুগে মুতাজিদ নামী এক শাসক সেভিলে বেশ যশখ্যাতি কুড়িয়েছিলেন। তিনি কখনও ধোঁকার জাল বিস্তার করে আবার কখনও তলোয়ারের জোরে রান্দা, আরাকেনা, মওরূদ, দালাবা, লাবাবা, শ্যলব, মাছনাত, মারিআতুল আরর এবং খযরা উপদ্বীপকে সেভিলের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

স্পেনবাসী তাকে প্রথমে ত্রাণকর্তা মনে করলেও অল্পদিনে তার কঠোরতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল। মুতাজিদ বড় প্রতিশোধপরায়ণ, হীনমন্য ও জালিম প্রকৃতির শাসক। মদ্যপান ও জোচচুরীপনায় তিনি গোটা স্পেনের রাজা-বাদশাহদের চেয়ে এগিয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও কবি ও কবিতাকে যথেষ্ট কদর করতেন তিনি। নেহায়েত বিলাসী হওয়া সত্ত্বেও দৈহিক বলে বলীয়ান হবার দারুন বেশ শক্ত কাজও তিনি আঞ্জাম দিতে পারতেন। পরাজিত শত্রুকে নিকৃষ্ট সাজা ও কতল করতে তার কোন জুড়ি ছিল না। দুশমনের মাথার খোলে তিনি চারাগাছ রোপন করতেন। মৃত মাথা দিয়ে তার রাজপ্রাসা'দের প্রবেশদ্বার সাজানো থাকত। তার প্রাসাদস্থ একটি বিশাল আলমারীতে থরে থরে সাজানো ছিল আমীর-উমরাদের মাথা। সামান্য অপরাধে নিজ পুত্র ইসমাঈলকে পর্যন্ত তিনি হাতির পদতলে পিষ্ট করেছিলেন।

গ্রানাড়ার বার্বার প্রশাসক বদিউসের কয়েকটি জনপদ দখল করলে রান্দার সরদারগণ ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে কতল করার ফন্দি আঁটে। এলাকার এক মহানুভব সরদারের

www.amarboi.org

বদন্যতায় সে যাত্রা বেঁচে গেলেও ষড়যন্ত্রকারীদের বিষদাত ভেঙ্গে দিতে বদ্ধপরিকর হলেন তিনি। সেভিলে এসে রান্দা, মওরূদ, আরাকেশ, সারারসের সাথে সাথে বার্বার সর্দারগণকে মুতাজিদ দাওয়াত করলেন। খানাপিনার পূর্বে তিনি আমন্ত্রিত মেহমানদের একটি অতি উত্তম হাম্মম খানায় ঢুকালেন।

ইতোপূর্বে তারা এমন হাম্মাম খানা দেখেনি। আচানক ধূর্ত মুতাজিদ হাম্মাম খানার দরজা জানালা বন্ধ করে দিলেন। বন্ধ হয়ে গেল বাতাস। দম আটকে তড়পাতে তড়পাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল সকলে।

মুতাজিদের এই নৃশংস হত্যাকান্ডের দরুন প্রতিবেশী বার্বারী ও ফারাবী রাজণ্যবর্গের মাঝে ক্ষুব্দ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়ায় বার কয়েক তিনি কর্ডোভার ওপর চড়াও হন কিন্তু প্রতিবারই বিফল মনোরথে ফিরে আসতে হয়েছে তাকে।

মুতাজিদের আগ্রাসী রূপে ভীত হয়ে জনপদের সর্দারগণ তাদের ভবিষ্যৎ ঈসায়ী প্রশাসকদের সাথে জুড়ে দেয়।

৪৪৭ হিজরীতে সর্বপ্রথম ফার্ডিন্ডের আসল চেহারা বেরিয়ে আসে। কপট রাজা ফার্ডিনেন্ড মুসলিমদের সাথে করা মৈত্রি চুক্তি ভঙ্গ করে 'ভেলাডোলিড' প্রশাসক মোজাফফরের হাত থেকে কয়েকটি শহর ছিনিয়ে নেয়। পরবর্তী দু'বছরে যারাগোযা'র কয়েকটি জনপদ ও ঢুকে যায় তার খাই খাই উদরে।

সেভিলের পর টলেডো ছিল স্পেনের সবচেয়ে শক্তিধর প্রদেশ। শক্তিদর্পে বিভোর টলেডোরাজ মামুন 'জান-নুন'ও কর্ডোভা কব্জা করতে উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু ফার্ডিনেন্ডের কবলে পড়ে তাকেও বেশ কয়েকটি জনপদ হারাতে হয়। মামুন তার সাথে সম্মুখ সমরে না নেমে ট্যাক্স দেয়ার শর্তে মুখরক্ষা করেন। দেখাদেখি যারাগোযা প্রশাসনও ট্যাক্স দিতে এগিয়ে আসে। এরপর আসে সেভিলের পালা।

সেভিলবাসীর ধারনা ছিল যে, কর্ডোভার ঈসায়ী প্রশাসকের দানবীয় মূর্তি মিসমার করতে মুতাজিদ স্বদাপটে ঝাপিয়ে পড়বেন। কিন্তু তাদের ধারনার প্রতি চরম আঘাত করে ঈসায়ীদের বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন মুতাজিদ।

স্পেনের ভবিষ্যত যার স্কন্ধে অর্পিত বলে সেভিলবাসী মনে করত, তাদের সেই কথিত দেশ প্রেমিকের এই কাপুরুষোচিত বশ্যতায় সকলে হতোদ্যম হয়ে পড়ল। স্পেনের নির্জন গলিতে দু'জনে কথা বললেই সর্বপ্রথম যে কথাটি তাদের মুখ থেকে বের হত, তা ছিল-এখন আমাদের কি হবে?

ফার্ডিনেন্ডের মৃত্যুর পর ষষ্ঠ আল-ফাঞ্জো ক্রুশের ঝান্ডা জিব্রাল্টার প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃতি করার খায়েশ ব্যক্ত করে। আর এদিকে মুতাজিদের পর ক্ষমতার লাগাম এমন কিছু নীতি জ্ঞানহীনদের হাতে আসে, যারা রাষ্ট্র নিয়ে চিন্তা করার চেয়ে কাব্য-চর্চা নিয়ে সিংহভাগ সময় চিন্তা করত। মুতাজিদের ছেলে 'মুতামিদ বিল্লাহ' ক্ষমতায় এসে এই নামই নিজের জন্য পছন্দ করলেন।

৪৫৮ হিজরীতে ফার্ডিনেন্ড ইহলোক ত্যাগ করে। কিন্তু স্পেনবাসী কর্ডোভা হায়েনাদের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পেলনা। ক্ষমতারোহনের অব্যবহিতেই সে উত্তর

www.amarboi.org

স্পেনের খ্রিস্টান শাসিত প্রদেশগুলিকে স্বীয় সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে। কর্ডোভার সাথে লিওন, যালাকা ও আন-নওয়ারের অন্তর্ভুক্তিতে আল-ফাঞ্চোর শক্তি পূর্বের চেয়ে শতগুণে বৃদ্ধি পায়।

অতঃপর সে মুসলিম স্পেনের দিক নযর দেয় এবং তাদের সাথে ফার্ডিনেন্ডের নীতি অবলম্বন করে। হাত করে নেয় খন্ডিত স্পেনের স্বপ্নেবিভোর কান্ডজ্ঞানহীন মুসলিমদের। ক্রমশঃই আল-ফাঞ্চোর রাজ্য একটু আধটু বাড়ছিল আর এদিকে কমছিল মুসলিমদের সাম্রাজ্য। একদিকে সুচতুর আল-ফাঞ্চো শক্তিধর মুসলিম শাসকদের পিঠে চাপড়াত, অপরদিকে চোখ রাঙিয়ে আরেক দুর্বল মুসলিম শাসকের রাজত্ব গ্রাস করে নিত। একজনকে দোস্ত আরেক জনকে তার তল্পীবাহক বানানোর নীতি অবলম্বন করত। এক্ষণে কারো অজানা ছিলনা যে, আল-ফাঞ্চো মুসলিম স্পেনীশদের জন্য ফার্ডিনেন্ডের চেয়েও সংহারমূর্তি ধারণ করতে যাচ্ছে। যারা তাদের উৎপাদিত ফসলের বড় অংশটা তাদের কাপুরুষ খলীফার জন্য রেখে দিত, বড় উৎকণ্ঠার সাথে তাদের দিন কাটতে লাগল। আল-ফাঞ্চোর চাপিয়ে দেয়া ট্যাক্সের ভারবাহী বোঝায় মুসলিম সাধারণ্যের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। বেশ কিছু আমীর-উমরা জনগণের রক্তশোষণ কল্পে ট্যাক্স আদায়ের জিম্মা পাষাণ ইহুদীদের স্কন্ধে চেপে দিত। সত্যানুসন্ধিৎসুদের দৃষ্টিতে সে দিন নাজাতের কোন দিকই উন্মোচিত হয়নি।

তিন.

সেভিলের আমীর মুতামিদ বিল্লাহ একজন উঁচুমানের কবি ছিলেন, কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বিত জাতির লাশের উপর তার সিংহাসন স্থাপন করা হয়। তার উজির-নাজির, ফৌজি অফিসার, বেগম-বাঁদী সকলেই ছিলেন কাব্যজগতের এক একটা সাক্ষাৎ নক্ষত্র। ইবনে আম্মার নামী এক দিন মজুর কবির নাম না নিলেই নয়। কয়েক বছর পূর্বে আমীর মুতাজিদ তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেকে একটি অভিযানের সেনাপতি করে পাঠিয়েছিলেন। শ্যলব অতিক্রম কালে মুতামিদের সাথে ইবনে আম্মারের সাক্ষাৎ। সিপাহসালারের শানে কবিতা রচনা করে ইবনে আম্মার কিছুক্ষণের মধ্যে মুতামিদের আস্থাভাজন হয়ে যায়। শ্যলব বিজয়করলে মুতামিদকে সেখানকার গর্ভনর বানানো হয়। মুতামিদ পদপেয়েই ইবনে আম্মার কে ডেকে পাঠিয়ে উপদেষ্টা করে নেন।

জন্মগত ভাবে 'কবি কবি' ভাব থাকলেও মুতামিদের পৌরুষ ও বাহাদুরীকে কিছুতেই হেলায় ফেলে দেয়া যায় না। যৌবনের শুরু লগ্নে তিনি যদি এমন কিছু সৎবন্ধু পেয়ে যেতেন, যারা তার অসম সাহসিকতাকে অবলম্বন করে একটি সৃজনশীল নেতৃত্বের উৎসাহ দিবে; তাহলে-স্পেনের ইতিহাস আজ অন্য ধারায় লিখতে হত। কিন্তু বেদনার বালুচরে উপনীত হয়ে অপ্রিয় সত্যটাকে লিখতে হয় যে, অসৎসঙ্গে থাকার দরুন আমাদের সেই আশা, দুরাশার বাকে ঘুরপাক খেয়ে হারিয়ে যায়। দুষ্টমতি ইবনে আম্মারের সাহচর্যে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই আরামপ্রিয় হয়ে ওঠেন। শ্যলব বিজয়ের পর

www.amarboi.org

মুতামিদ যে কতটা বিলাসীপ্রিয় হয়েছিলেন-স্পেনের ইতিহাসে তার নজীর মেলা ভার। মুতাজিদের মৃত্যুর পর মুতামিদ ক্ষমতারোহন করলে ইবনে আম্মার শ্যলবের গভর্নরী পদ চেয়ে দরখাস্ত করে। মুতামিদ আগ-পাছ না ভেবে সানন্দে এ দরখাস্ত কবুল করে নেন। ইবনে আম্মার এক্ষণে সেই শহরের গর্ভনর, যে শহরে এই তো কিছুদিন পূর্বে শহরবাসী তাকে ভিক্ষুক বলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত। এক মুঠো গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যে ইবনে আম্মার একদা ব্যবসায়ীদের খাদ্য কাফেলার পিছনে ঘুর ঘুর করত, সেই ইবনে আম্মারের পিছনে আজ শত শত কাফেলা ঘুরে বেড়ায়।

ক্ষমতার মসনদে বসে ইবনে আম্মার শ্যলব শহরের এক ধনী ব্যক্তির কাছে রৌপ্য মুদ্রার একটা থলে প্রেরণ করে দূতকে বলে দিল-অমুক ধনাঢ্য ব্যক্তির কাছে গিয়ে এই রৌপ্য থলে দিয়ে বলবে, আমীর ইবনে আম্মার কে একদিন আপনি ভিক্ষা স্বরূপ এক থলে গম দিয়েছিলেন, সেদিন যব দিলে আজ রৌপ্যের বদলে স্বর্ণের থলে তিনি আপনায় উপহার দিতেন। শ্যলবের সুবিশাল খাজানা ইবনে আম্মারের মদ, নৃত্য আর মজাদার খানায় ব্যয় হত।

তার মনোরঞ্জনের জন্য শ্যলবের কবি মহোদয়গণের উপস্থিতি কম ছিল না। ইবনে আম্মারের অনুপস্থিতিতে মুতামিদের দিনকাল ভাল যাচ্ছিল না। একদিন তিনি শ্যলব থেকে ডেকে ইবনে আম্মারকে সেভিলের উজিরে আযম বানিয়ে ফেললেন।

মুতামিদের দরবারে প্রবেশের জন্য সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ শর্ত ছিল, কবি হওয়া। এ জন্য সেভিলের অভিজাত ঘরের বয়স্ক লোকেরা পর্যন্ত কাব্য চর্চা আরম্ভ করল। কর্ডোভার চৌহদ্দীতে যখন ইসলামের দুশমনরা তলোয়ারে ধার দিচ্ছিল তখন সেভিলের দরবারে ঘন্টার পর ঘণ্টা কাব্য চর্চা, মদ আর নারীকন্ঠের কলধ্বনিতে হত গুঞ্জরিত।

যখন লিওন ও আন-ওয়ারের গীর্জাগুলোতে ক্রুশ পুজারীদের জন্য বিজয় প্রার্থনা করা হচ্ছিল তখন সেভিলের রাজ দরবারে দাবা, পাশা আর জুয়ার আসর ছিল জম জমাট।

চার.

কাব্যচর্চা আর ইবনে আম্মার ছাড়াও মুতামিদের বিনোদন জগতে এক নারীও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শ্যলবে গভর্ণরকালে ইবনে আম্মরসহ একবার মুতামিদ সেভিলে এসেছিলেন। কোন এক সন্ধ্যায় তারা ছদ্মবেশে নদীর তীরে এলেন হাওয়া খেতে। সান্ধ্যাকালীন মৃদমন্দ সমীরণ নদী বক্ষে মৃদমন্দ উত্তাল-তরঙ্গের সৃষ্টি করলে মুতামিদ তার সঙ্গীকে লক্ষ্য করে কবিতা আবৃত্তি করলেন ঃ

'সাগর বক্ষে উপচে ওঠা ঢেউ ঝুটি
কেমন করে পুষ্পকলিকে স্নাত করে'

www.amarboi.org

কবিতার এক পংক্তি উচ্চারণ করে দ্বিতীয় পংক্তি বানানোর চিন্তায় ডুবে গেলেন দু'জনই। আচানক পাশের কোথাও থেকে ভেসে এলো নারীকণ্ঠের স্মিৎ হাসি। ভরা যৌবনা যুবতীর হাসি। সে হাসিতে যেন বসন্তের কোকিল-পাপিয়া মাতোয়ারা। যুবতীর ডাগর ডোগর চোখ। যুবতী এগিয়ে এসে ওদের অসমাপ্ত কবিতা পড়তে পড়তে বললোঃ'

'হৃদয় বীনার সুক্ষ্মতারে ঝংকার দিতে
সুধাময় সলীল পড়ে ঝরে।'

আগন্তুককে কোন প্রকার জওয়াব না দিয়ে মুতামিদ কেবল তার অনিন্দ্য সুন্দর চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলেন। নারীতো নয় যেন স্বর্গের অপ্সরী। হাসিতে ফুল ঝরে। মুতামিদ স্থানুর মত দাঁড়িয়ে থাকেন। ইবনে আম্মারের ইশারায় জনৈক খাদেম তাকে সুড়সুড়ি দিয়ে চেতনা করে মহলে নিয়ে চলে।

পরের দিন। মুতামিদের নির্দেশে যুবতীকে প্রাসাদে ডেকে পাঠানো হয়।

'তুমি কে?' মুতামিদের সপ্রশ্ন দৃষ্টি যুবতীর চেহারায় নিমগ্ন।

'আলীজাহ! আমি রমিকের বাঁদী।'

' তোমার নাম?'

'ইতিমাদ। কিন্তু রমিকের বাঁদী হওয়ার দরুন লোকে আমাকে এক্ষণে রমিকিয়া বলে ডাকে।'

মুতামিদ মনে মনে বার কয়েক 'ইতিমাদ' 'রমিকিয়া' শব্দ উচ্চারণ করে প্রশ্ন করলেনঃ 'তুমি কি বিবাহিতা?'

'আমি এক বাঁদী, আলীজাহ!' কতকটা থতমত খেয়ে জওয়াব দিল সে।

'না! না!! তুমি রাজরানী- হবে, তোমার কোন আপত্তি না থাকলে সেভিলের ভাবী রাজা তোমাকে তার মহলের হীরা বানাতে প্রস্তুত।'

'আলীজাহ। আপনি ঠাট্টা করছেন?' দিলের খুশীর ঝিলিক সংযত করে রমিকিয়া জওয়াব দেয়।

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি সুন্দরী। রমিকিয়া বলো! তুমি আমার জীবন সঙ্গিনী হতে রাজী আছ কি?

রমিকিয়ার চোখে আনন্দাশ্রু উপচে ওঠল,

'আপনার একজন নগন্য দাসী হওয়াকেও আমি গর্বের বিষয় বলে মনে করি। কিন্তু রমিক মনিবের আঁচলে আটকা রমিকিয়া ফুরুৎ করে কি করে আপনার প্রাসাদে উড়ে আসবে?'

'রমিকের থেকে তোমার মুক্তি মিলে যাবে। এক্ষণে তো আর কোন বাঁধা নেই! আমার প্রশ্নের উত্তর দাও?'

রমিকিয়া হাসল, 'শাহজাদার অন্তরের তালা খোলা থাকলে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন- আমি আপনার তামাম প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলেছি।'

www.amarboi.org

রমিকিয়াকে শাদী করার পর মুতামিদের জীবন যৌবন তৃপ্তিতে ভরে গেল। তার জীবন প্রভাতে ডেকে গেল আনন্দের কোকিল, সন্ধ্যায় পাপিয়া।

রমিকিয়া মিষ্টভাষণ, স্বামী সোহাগ আর লোক লৌকিকতায় ছিল অনন্য। তার প্রতিটি খায়েশ পূরা করতে মুতামিদ থাকতেন এক পায়ে খাড়া। সচেতন মহল মনে করতেন রমিকিয়াই মুতামিদকে বিলাসী ও ননীর পুতুল বানিয়েছে। কিন্তু এসব অভিযোগ রমিকিয়া এক হাসিতেই উড়িয়ে দিত। ক্ষমতারোহনের পর তার প্রতিটি নির্দেশের প্রতি যুগপৎ সাড়া দিতেন মুতামিদ। প্রথমে কবি, পরে ইবনে আম্মারের সংসর্গ, সবশেষে রমিকিয়ার সান্নিধ্য মুতামিদের পার্থিব চাহিদাকে কানায় কানায় ভরে তোলে। বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞগণ, জ্ঞান বিজ্ঞানের পারদর্শী, খানসামা, বাবুর্চিদের দৃষ্টিতে রমিকিয়া হয়ে ওঠল ঈর্ষার পাত্র।

www.amarboi.org

কর্ডোভা, সেভিল ও টলেডো

কর্ডোভার আজিমুশ্বান সালতানাৎ এক যুগে রোম উপসাগরের উপকূল থেকে পিরিনিজের সুউচ্চ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তিতে সংকুচিত হতে হতে স্পেনের ছোট্ট একটি জেলায় পরিনত হলো তা। এতদসত্ত্বেও একে উমাইয়াদের মধ্যমনি বলে আখ্যা দেয়া হত, এমন কি খন্ডিত স্পেনের দাবীদাররা পর্যন্ত কর্ডোভা দখল করতে ছিল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সেভিল-রাজ মুতামিদ, টলেডো-রাজ মামুন অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় শক্তিধর ছিলেন। উভয়েই মনে করতেন-সেভিল-টলেডোর সিংহাসন গোটা স্পেনের সিংহাসনের সমপর্যায়ের। কেননা, কর্ডোভাসহ অন্যান্য প্রদেশের গভর্ণরগণ তাদের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য থাকতেন।

এই আত্মম্ভরীতার দরুণ একবার উভয় প্রদেশের আমীর কর্ডোভা অবরোধ করলেন। এক্ষণে একটি প্রশ্ন মুতামিদ ও মামুন কে বিব্রত করল। প্রশ্নটি হচ্ছে, অবরোধ তো করা হলো, কিন্তু সর্বপ্রথম হামলা করবে কে?

মুতামিদের ভয় ছিল, যদি আমি কর্ডোভায় হামলা করি, তাহলে মামুন কর্ডোভাবাসীর পক্ষপাতি হয়ে আমার বিরুদ্ধে লড়বে। পক্ষান্তরে মামুনের ধারনা ছিল, সর্বাগ্রে আমি হামলা চালালে মুতামিদ কেবল কর্ডোভাবাসীর পক্ষ হয়ে আমাকে প্রতিহত করবেননা বরং টলেডোকেও ওর হামলা থেকে রেহাই করা যাবে না।

এদিকে এ নাযুক পরিস্থিতিতে কর্ডোভাবাসী ইবনে জহুর নামী এক অশীতিপর বৃদ্ধকে ক্ষমতার মসনদে বসাল। উলামা ও বিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের মাধ্যমে শুরাভিত্তিক চলতে লাগল শাসন পদ্ধতি। কিন্তু ইবনে জহুরের ছেলে আব্দুল মালিক পিতার থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিলে রাষ্ট্রশাসনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। শুরাভিত্তিক শাসন প্রক্রিয়া তিরোহিত হয়ে গেল। শুরাতন্ত্র তুলে রাখা হল শিকায় করে।

এ যুগে মামুনের সাথে খ্রীস্টরাজ আল-ফাঞ্জোর সাথে এ মর্মে চুক্তি হল-কর্ডোভা হামলাকালে মুতামিদের সাথে টক্কর হলে আল-ফাঞ্জো তার সঙ্গ দিবে। আব্দুল মালিকের ওপর জনগণের আস্থা ছিল তুঙ্গে। আল-ফাঞ্জোর সার্বিক সহযোগিতা অনুকূল থাকতেও তাই মামুন সরাসরি হামলা করার সাহস করেনি। কিন্তু যখন সে জানতে পারল, আব্দুল মালিকের প্রতি জনগণ শনৈঃ শনৈঃ বিদ্রোহ হয়ে ওঠছে, সঙ্গে সঙ্গে সে হামলার মানসে কর্ডোভা অবরোধ করল। মুতামিদের জন্য মামুনের ফৌজী সমাবেশ সহ্যাতীত হলেও সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন তিনি।

www.amarboi.org

এ নাযুক পরিস্থিতিতে কর্ডোভাবাসী টলেডীয় প্রশাসন ও আল-ফাঞ্জোর গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হতে কিছুতেই রাজী ছিল না। যারা এতদিন আব্দুল মালিকের স্বেচ্ছাচারিতার দরুন মুখে খিল দিয়ে বসেছিল, এক্ষণে একে একে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে সকলে নারাদিল–

'কর্ডোভা আমাদের।'

এই প্রথম কোন মহান উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে শরীক হওয়ার সুযোগ এলো আব্দুল মুনয়িমের জীবনে। কর্ডোভার একজন বিজ্ঞ জন দরদী হিসাবে তিনিও বসে থাকলেন না। কর্ডোভার নেতৃস্থানীয় একদল প্রতিনিধি নিয়ে তিনি বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎ শেষে জড়ো হওয়া উৎসুক জনতাকে লক্ষ্য করে বলেন, দুশমনকে প্রতিহত করতে জনতার আস্থা অর্জনের জন্য আব্দুল মালিক আমাদের দাবী মেনে নিয়েছেন। তিনি ওয়াদা করেছেন, আসন্ন যুদ্ধের পর কর্ডোভার শাসন হবে শুরাভিত্তিক। ফৌজী নেতৃত্ব দেয়া হবে শুরার মতানুসারে। অচিরেই দুর্নীতিবাজ লোকদের রাষ্ট্রীয় চাকুরী হতে ছাটাই করা হবে। শরয়ী ও সাংবিধানিক গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকবেন শীর্ষস্থানীয় দেশবরেণ্য উলামায়ে কিরাম এবং আব্দুল মালিকের ক্ষমতা এসব বুযুর্গ আলেমদের দ্বারাই ভবিষ্যতে নির্ধারণ হবে।

আব্দুল মুনয়িমের এই কথা মুহূর্তে কর্ডোভার অলি-গলি ও মসজিদ মাদ্রাসায় গুঞ্জরিত হতে থাকল। সকলে সমস্বরে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল, কর্ডোভা আমাদের। শুধুই আমাদের!'

'কর্ডোভা সীমান্তে মামুন হামলা করেছে' এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল একদিন। ভীত সন্ত্রস্থ জনতা কর্ডোভার জামে মসজিদে আব্দুল মুনয়িমের ভাষণ শোনার জন্য জড়ো হতে লাগল। আব্দুল মুনয়িমের কণ্ঠচিরে বেরিয়ে এল কতগুলো অগ্নিগোলাঃ

'মুসলিম, ভায়েরা আমার!

'এ সেই মসজিদ, যেখানে একদিন তোমাদের পূর্বসূরীরা আব্দুর রহমান, আল-মনসূর ও আল-হাকামের জেহাদী ভাষণ শোনার জন্য সমবেত হত। এ মসজিদের গালিচায় খোদার সে সব বান্দাদের সেজদার দাগ রয়েছে, যারা দু'পায়ে দলেছেন দাম্ভিক শাহীর রাজমুকুট। কিন্তু আমরা আজ এজন্য সমবেত হয়েছি যে, পতনের উছলে ওঠা তুফান আমাদের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এ তুফান রুখতে হবে আমাদের। আমরা কুফুরের আস্তানায় হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিনা, বরং শত্রুর আক্রমন হতে নিজেদের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা রক্ষাই আমাদের আজকের সমস্যা। তোমরা শুনেছ, মামুন টলেডো থেকে কর্ডোভার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। কেউ হয়ত এ ধারণা পোষণ করবে যে, মামুন ও অন্যান্য বিভক্ত শাসকদের মধ্যে কোন ফারাক নেই।

কর্ডোভা দখল করলে অতিরিক্ত হলে সে এতটুকু করবে, আব্দুল মালিক কে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতার লাগাম নিজের হাতে তুলে নিবে। তাতে জনগণের কি আসে যায়। আমার কথাগুলো অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর— আব্দুল মালিকদের জন্ম

www.amarboi.org

দিয়েছে তোমাদের গাফলত আর নেতৃবৃন্দের স্বার্থপরতা। অবশ্য মামুন আজ ইসলাম বৈরীদের ক্রীড়ানক। তার আগমনে টলেডো ও কর্ডোভার মাঝে যে সংযোগ সড়ক নির্মিত হবে, ঈসায়ী হামলাবাজরা সে পথে আসবে তোমাদের গলা টিপে দিতে। মামুন আমাদের জন্য আল-ফাঞ্চোর গোলামি জিঞ্জির নিয়ে আসছে। তার হাতেই কর্ডোভার জমীনে গোলামির ঐ সুকঠিন ঝান্ডা প্রোথিত হবে। ঐ ঝান্ডার মধ্যেই তোমরা দেখতে পাবে ক্রুশের ছাপ।

আয-যাহ্রায় যে'কটি চেয়ার খালী দেখছো, তা মামুন ও স্বার্থপর উপমরাদের জন্য নয় বরং আল-ফাঞ্চো ও তার সেপাইদের জন্য। যে গর্দানে আজ মামুনের তলোয়ার উত্থিত দেখছো, সে গরদান অচিরেই আল-ফাঞ্চোর তলোয়ার উত্থিত দেখবে। আল-ফাঞ্চোর হুকুমেই একদিন তোমাদের দেহ থেকে মাথা কেটে নেয়া হবে। আমাদের যে সব জনপদ ও শহর মামুনের হাতে চলে যাবে। যে হাতে মামুনের গোলামি জিঞ্জির পড়ানো হবে, অচিরেই তা আল-ফাঞ্চোর হুকুমে কেটে দেয়া হবে। যারা এ মসজিদে মামুনের বায়াত হবার জন্য সমবেত হবে, তারা একদিন এ মিম্বার হতে আল-ফাঞ্চোর গুণকীর্তন শুনতে পাবে।

মুজাহিদ ভায়েরা!

আমি মামুনের অগ্রযাত্রা রুখতে চাই। আব্দুল মালিকের উপর আস্থাভাজন হয়ে নয় বরং তোমাদের জানমাল, ইজ্জত আবরু হেফাজত কল্পে এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হচ্ছে আমাকে। আসন্ন যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া কেবল এ দু'ক্ষমতাধরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে এই শক্তি পরীক্ষার কোন দরকার ছিল না। আমি গোটা জাতিকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেখতে চাই, কিন্তু ভবিষ্যতের কালো পর্দায় আমি এমন এক লোমহর্ষক দৃশ্য দেখছি, যা দেখলে তোমরা চোখ বন্ধ করে ফেলবে। আমি ধ্বংসের এমন এক গহ্বর দেখতে পাচ্ছি, যাতে একবার নিপতিত হলে দ্বিতীয়বার বেরিয়ে আসার কল্পনা করা যায় না। মামুনকে প্রতিহত করতে গেলে ইসলামের আখেরী এ শহর খ্রিস্টানদের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হবে, এ ভয়েও এতটুকু ভীত নই আমি। বনি জহুরও আমার ভীতির কারণ নয় বরং অস্তিত্ব রক্ষাই এ মুহূর্তে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়।

মুসলমান বন্ধুরা আমার!

খন্ডিত স্পেনের কুলাঙ্গারদের তলোয়ারের ঝিলিক দেখছো এতদিন তোমরা, এবার দেখবে মামুনের হাতে এমন শানিত তলোয়ার-যা আল-ফাঞ্চোর ইশারায় ওঠা নামা করে। ঐ তলোয়ারের শিকার হবে কেবল তারা, যারা মুসলিম হিসাবে জিন্দা থাকতে চায়। মামুন তার গদী রক্ষাকল্পে বেশ কয়েকটি জনপদ আল-ফাঞ্চোকে দিয়ে দিয়েছে। ঐ সব জনপদবাসীদের প্রতি ভেড়া-বকরিসুলভ আচরণ করে সে খ্রীস্টানদের কাছে ছেড়ে দিয়েছে। খোদা না করুন। কর্ডোভার পতন হলে দেখবে, ঐ সব জনপদবাসীর সাথে খ্রিস্টানরা যে ব্যবহার করেছে তারচেয়ে কোন অংশে কম করবেনা তোমাদের সাথে। খোদা না করুন। মামুন তার নাপাক হামলায় বিজয়ী হলে মূলতঃ সে বিজয় আল-ফাঞ্চোর। আশাকরি আল-ফাঞ্চোর মূল চরিত্র এতোক্ষণে তোমাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে। আসন্ন বিপদের মোকাবেলা করতে না পারলে মনে রেখ! স্পেনের

www.amarboi.org

মুসলমানদের ক্রমে ক্রমে রোম উপসাগরে চুবিয়ে মারা হবে। তোমাদের পিছনে হায়েনাদের দল সামনে ব্যাতা-বিক্ষুব্দ সাগর। তোমরা আত্মহত্যার প্রতিজ্ঞা না করে থাকলে আমি বুকে সাহস নিয়ে বলতে পারি-এ বিপদের মোকাবিলা করা সম্ভব। আল্লাহর অসীম কুদরতে কর্ডোভায় এমনও মুজাহিদ রয়েছেন যারা যে কোন মুসিবত ধৈর্য্যের সাথে মুকাবিলা করতে পারেন।

মামুন ও তার ঈসায়ী মৈত্রীদের প্রতিহত করার জন্য স্রেফ ৫০ হাজার স্বেচ্ছাসেবী প্রয়োজন। কর্ডোভাসী আদানুন খেয়ে নামলে গোটা স্পেনবাসী আমাদের পতাকাতলে সমবেত হবে। সে ক্ষেত্রে আমরা শুধু আল-ফাঞ্চোকে নয় বরং খন্ডিত স্পেনের জয়গানকারীদেরও রুখতে পারব। স্পেনকে শত খন্ডে বিভক্ত করার অর্থ হলো-মুসলিম জাতিকে কেটে খন্ড-বিখন্ড করা! স্পেনীয় মুসলমানরা আমাদের বিরোধিতা করলে তাদের সাথে সেই আচরণ করা হবে, যে আচারণ তাবৎকাল ধরে করে আসা হচ্ছে স্বজাতির গাদ্দারদের সাথে।

সংগ্রামী বন্ধুরা আমার!

এক্ষণে আর কোন বক্তৃতা নয়, বরং গোলা বারুদ তৈরির সময় এখন। সময় পরিখা খননের। তোমরা শুনেছ, দুমশন কর্ডোভা থেকে খুব একটা দূরে নয়। সময়ের নকীব তোমাদের কাছে কেবল একটি প্রশ্নই করছে-তোমরা সবে তৈরি আছ তো?'

সমবেত শ্রোতারা গগণবিদারী কণ্ঠে আওয়াজ দিল—

'আমরা তৈরি আছি। আমরা প্রস্তুত :'

দুই.

স্বেচ্ছাসেবীদের প্রস্তুতির অবকাশ দিয়ে আব্দুল মালিক বাহিনী সীমান্তে রওয়ানা হল। উভয় সৈন্যের মাঝে এলোপাতারী হামলা ছাড়া বড় ধরনের কোন হামলা হয়নি। মামুন বর্শা নিক্ষেপকারী বাহিনীকে সাজিয়ে ময়দানে এলেন। তার ফৌজ, অস্ত্র ও দাপট কর্ডোভার সৈন্যের তুলনায় কয়েকগুন বেশি। তাছাড়া আল-ফাঞ্চো ও তার বাহিনী তো রয়েছে-ই।

শেষ পর্যন্ত এক তুমূল যুদ্ধের পর কর্ডোভার ফৌজ পরাজিত হলো। মামুন এদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে কর্ডোভার চার দেয়ালের মাঝে বন্দী করে ফেললেন। এ সময়ের মধ্যে কর্ডোভার আওয়াম পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়েছিল। উলামাদের প্রচেষ্টায় স্বেচ্ছাসেবীরা কর্ডোভার হেফাজত কল্পে শহরের সীমানির্ধারণী দেয়ালের কাছে এসে জমায়েত হলো। কর্ডোভার পশ্চাৎদিক গোয়াদেল কুইভার সাগরের দরুন ওদিক থেকে কোন প্রকার হামলার সম্ভাবনা ছিল না। এদিকে মদিনাতুয যাহ্রার গগনচুমো প্রাসাদের দিক থেকেও শত্রু হামলার সম্ভাবনা নেই।

সুতরাং তিন দিক থেকে মামুন কর্ডোভা অবরোধ করলেন। বার কয়েক টলেডো বাহিনী সাহস করে শহরে প্রবেশ করতে চাইলেন, কিন্তু মরনজয়ী মুজাহিদদের প্রাণপণ

www.amarboi.org

বাধার মুখে পড়ে প্রতিবারই ওরা পিছপা হতে বাধ্য হয়। এক্ষণে মারাত্মক ক্ষতি হলেও মামুন গায়ে কামড় দিয়ে অবরোধ বহাল রাখলেন। তার আশা, আল-ফাঞ্চো এ দুর্দিনে অবশ্যই এগিয়ে আসবে, কিন্তু তার আশা, দূরাশায় পরিণত হলো।

মামুনের বিজয় কিংবা কর্ডোভাবাসীর পরাজয়ে আল-ফাঞ্চোর কোন আকর্ষণ নেই। সে কেবল ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ লাগাতে মদদ করেছিল। সে জানত, কর্ডোভা ও টলেডোর মাঝে একবার যুদ্ধ লাগিয়ে দিতে পারলেই মুসলিম সন্তানদের বায়ু ঢিল হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে মামুলি আক্রমনে দু'টি প্রদেশই দখল করা যাবে। হামলার পূর্বক্ষণে 'আগে বাড়ো বন্ধু' বলে সে মামুনের পিঠ চাপড়ালেও কর্ডোভা অবরোধ কালে আল-ফাঞ্চো কিন্তু সৈন্য পাঠায়নি। এক্ষণে মৈত্রী সুলভ আচরণ করে সৈন্য না পাঠিয়ে সে ময়দানে বসে তামাশা দেখতে লাগল। উপভোগ করতে লাগলো কর্ডোভা-টলেডোর মুসলিম বাহিনীর করুণ পরিণতি।

এবার নযর দেয়া যাক সেভিলের দিকে। সেভিল-রাজ মুতামিদ আঁচ করতে পেরেছিলেন, আল-ফাঞ্চো মামুনের হিতাকাংখী নয় বরং টলেডার শক্তি খর্ব করাই তার মূল অভিপ্রায়। তার এ হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মামুনকে সে যুদ্ধে প্রলুব্ধ করেছে মাত্র।

কর্ডোভা অবরোধ যখন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছিল এবং আল-ফাঞ্চো যখন কোন প্রকার সাহায্য করল না, তখন মুতামিদের দৃঢ় তামান্না, মামুন যেন প্রতিটি রণাঙ্গনেই পরাজিত হয়। গুপ্তচর মারফত তিনি প্রতিনিয়ত কর্ডোভা পরিস্থিতির খবরাখবর রাখতেন। পরিস্থিতির উপর গভীর নযর রেখে তিনি অনুধাবন করতে পারলেন, মামুনের অবরোধ বেশিদিন থাকছে না! কিন্তু কর্ডোভার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে তার চিন্তার শেষ নেই। তার গুপ্তচররা খবর দিয়েছিল যে, কর্ডোভাবাসীর নযর ক্রমশঃ আলেমদের দিকে ঝুঁকেছে। তাঁদের আহ্বানে স্বেচ্ছাসেবীরা উত্তরোত্তর কর্ডোভার চার দেয়ালের মধ্যে সমবেত হচ্ছে। এমনকি অনেক বিজ্ঞ উলামাকে বলতে শোনা গেছে, কর্ডোভাকে কেন্দ্র করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা হবে। স্পেনের প্রতিটি মীনারে আবারো ধ্বনিত হতে যাচ্ছে আজানের সুর লহরী। উড়তে চলেছে আল হামরার চূড়ায় কলেমা খচিত সবুজ নিশান। উলামা শ্রেণী খন্ডিত স্পেনের ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে বিষোদাগার তুলছে। এরা চাচ্ছে মুসলিম জাতির কর্ণধার হতে।

গুপ্তচর মারফত মুতামিদ আরো জানতে পারলেন, ভেলাডোলিডের আমীর কর্ডোভাসীর সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। কর্ডোভার আলেমদের সুরে সুর মিলাচ্ছে তিনিও। মামুনের পরাজয় সুনিশ্চিত কিন্তু এই আত্মাভিমানী আলেম শ্রেণী এরপর চুপটি মেরে বসে থাকবে না। জেহাদী প্রেরনায় উদ্বুদ্ধ করে স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে তারা শক্তিধর প্রশাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মনস্থ করবেন। আব্দুল মালিক তাদের শুরায় একজন নগণ্য সদস্য থাকবেন, অন্যথায় কান ধরে তাকে মসনদ থেকে নামিয়ে দেয়া হবে। কর্ডোভা দখলের যে নেশা মুতামিদ দেখছিলেন, তা কোনদিন পূর্ণ হবার নয়। কর্ডোভার বুক থেকে ফুঁসে ওঠা এই বিপ্লবী তুফান একদিন সেভিলেও আছড়ে পড়বে।

www.amarboi.org

মুতামিদের কবি, মন্ত্রীবর্গ, আমীর-উমরা ও তার বেগম কোনদিন চিন্তাও করেননি যে, ইসলামী বিপ্লব একদিন তাদের প্রমোদ ভবন উল্টে দিতে পারে। ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে পারে তাদের স্বপ্নপুরী। গুপ্তচরদের ক্রমবর্ধমান হুঁশিয়ারী সত্ত্বেও কুলাঙ্গার মুতামিদ তার আরামপ্রিয় জীবনের প্রতি হুমকির এতটুকু চিন্তা করারও প্রয়াস পাননি।

তিন.

আব্দুল মুনয়িমের বিবি ফজরের নামায বাদ দোয়াচ্ছলে হাত উঠিয়ে ছিলেন, আচানক কারো পদ শব্দে তার ধ্যান ভংগ হল। বাড়লো মনের ধুক ধুকানী।

'আল্লাহ! তোমার অশেষ শোকর!' কৃতজ্ঞতার অশ্রু আঁচলে মুছে তিনি তড়িৎ বাইরে বের হলেন।

উঠানে তাঁর স্বামী। বর্ম পরিহিত। শিরাস্ত্রণ খুললেন তিনি। তাঁর প্ররিশ্রান্ত মুখে ফুটে ওঠল এক চিলতে হাসি। দূর হলো প্রতিপ্রাণা সাকীনার তামাম দুঃখ-কষ্ট এক নিমিষে।

আব্দুল মুনয়িম মোড়া পেতে উঠানে বসলেন। বিবি সাহেবা এগিয়ে এসে তাঁর মোজা খুলতে চেষ্টা করলে আব্দুল মুনয়িম নিষেধ করে বললেন, 'না বেগম। ক্ষণিকের তরে এসেছি! তুমি আমার পাশে বস!'

বিবি আরেকটি মোড়া টেনে স্বামীর পাশটিতে বসে বললেন,

'যুদ্ধ পরিস্থিতি অবনতির দিকে যায়নি তো?'

ঃ না। গভীর রাতে দুশমন প্রচন্ড হামলা করেছিল। আমরা ওদের বীরদর্পে তাড়িয়ে দিয়েছি। এবার আমরা চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছি। তোমার বাচ্চারা কৈ?'

'নামায পড়ে সা'দ ঘোড়ায় চেপে আয-যাহ্‌রায় গেছে। আহমদ ও হাসান খেলছে কোথাও। গতকাল আপনি সা'দকে যুদ্ধে যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন। আমি ওকে ফিরিয়ে রেখেছি।'

'আজ রাতে আব্দুল জব্বার আমার সাথে থাকবে। সাহসের সে সকলের চেয়ে অধিক।'

'আব্দুল জব্বার কে ? তাতো চিনলাম না, উনি কি ইদ্রীসের বাবা?'

'হ্যাঁ। তিনি বলেছেন, সা'দ বালকদের মধ্যে তীরন্দাযীতে সেরা।'

'সা'দ বলেছে, মামুনের লোকজন কর্ডোভার কয়েকটি জনপদ পুড়ে ছাই করে দিয়েছে। আমি বালকদের এক ফৌজ তৈরি করছি। বড় হয়ে টলেডোর উপর চড়াও হব। প্রতিশোধ নেব মামুনের ওপর।'

আহমদ ও হাসান উঠানে প্রবেশ করল। বাবাকে দেখে দু'জনেই তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আহমদ প্রশ্ন করল, 'আব্বাজান! সেভিলের ফৌজ কবে নাগাদ আসছে?'

' বেটা! সেভিলের ফৌজ আজই আসছে।'

www.amarboi.org

· মা বললেন, 'শহরবাসী খুশীর নাকারা বাজাচ্ছে।'

আব্দুল মুনয়িম গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মামুনকে পরাভূত করতে মুতামিদের সাহায্যের দরকার ছিল না আমাদের।'

'বাস্তবিকই সেভিলের ফৌজ বেশ দেরীতে আসছে। খবরটা অবশ্য অসম্ভব নয়। আমার যদ্দুর বিশ্বাস, সেভিলের ফৌজ দেখতেই মামুনের পিলা চমকে ওঠবে, বললেন সাকীনা।

আব্দুল মুনয়িম বলেন 'মামুনের পিলা বেশ পূর্বেই চমকে গিয়েছে। 'খোদা না করুন! মুতামিদের ফৌজ আমাদের জন্য কোন নয়া মুসিবত ডেকে না নিয়ে আসে। একনিষ্ঠভাবে আমাদের মদদ করতে চাইলে বেশপূর্বেই তিনি ছুটে আসতে পারতেন। এক্ষণে তিনি মাইল বিশেক দূরে মন্ত্রীবর্গের সাথে পরামর্শ করছেন। গতকাল শুনেছি তিনি কর্ডোভাভিমুখী হয়েছেন এবং আজ সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছুবেন। গত সন্ধ্যার দিকে আমাদের ফৌজ যাহ্রার তীরে তাদের সম্বর্ধনা দিতে দাঁড়িয়েছিল। এশার নামাযান্তে স্বেচ্ছাসেবীদের একদল মশগুল ছিল বাজার সাজাতে। পরে জানতে পেলাম, ওরা এখন আট মাইল দূরে এবং সকাল নাগাদ পৌঁছুবে। দুশমন সম্ভবতঃ এ সংবাদ জানতে পেরেছে এ জন্য গভীর রাত্রে আমাদের উপর চূড়ান্ত আঘাত করবে। ভেলাডোলিড সৈন্যরা প্রাণ-পণ যুদ্ধ না করলে এতোক্ষণ কর্ডোভা মামুনের কব্জায় চলে যেত। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে দুশমন পিছপা হলে আমি চূড়ান্ত হামলার সিদ্ধান্ত নিলাম, কিন্তু আমাদের ফৌজ তখন বেশ শ্রান্ত ক্লান্ত। কাজেই আমার ধারনা বুকের মধ্যেই চাপা পড়ে যায়। স্বেচ্ছাসেবীরা ভাববে মামুনের উপর চরম আঘাত হানতে সেভিল ফৌজের আগমনই যথেষ্ট। ওদের উপর উলামাদের তীক্ষ্ম দৃষ্টি না থাকলে হয়ত সকলেই ঘরমুখো হত।'

খাদেমা এসে বললো, 'খানা তৈরি হয়ে গেছে। বিবি-বাচ্চা নিয়ে আব্দুল মুনয়িম খানা খেতে চলে গেলেন।

চার.

ধনুক হাতে নিয়ে প্রশস্ত বাগিচায় ইদ্রীস এদিক সেদিক তাকাচ্ছিল। শূন্যে দেখা গেল একটি কবুতর। কবুতর কে নিশানা করে ও তীর ছুঁড়ল। নিশানা ব্যর্থ হলো। বেঁচে গেল কবুতর। আচানক পিছনে কারো হাসির আওয়াজ শুনে ও থমকে দাঁড়াল। গোস্বাকম্পিত মুখে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, তার ছোট বোন মায়মুনা একটি খরগোশ কোলে করে দাঁড়িয়ে।

'হা-হা করে হাসছো যে খুব?' ইদ্রীসের কণ্ঠে বিরিক্তির সূর সুস্পষ্ট। মায়মুনা ওর প্রশ্নের জওয়াব না দিয়ে ফিরে চললো। ঝুঁকে কুড়িয়ে নিল নিপতিত তীর।

'নাও!' ওর মুখে দুষ্টুমির হাসি।

www.amarboi.org

মায়মুনার হাত থেকে তীর না নিয়ে ওর কোলের খরগোশ কেড়ে নিল ইদ্রীস। মুহূর্তে ওটি ছুঁড়ে মারল বৃক্ষের উপর। অসহায় খরগোশ কোনমতে খামচে ধরল বৃক্ষের শাখা। মায়মুনা রাগে তীর ফেলে দিল। মুখ কালো করে বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি ওটি নামিয়ে আনব?

'কি করে নামাবে?'

মায়মুনা কয়েকটি ঢিল ছুঁড়ল।

'জীনা! তুমি ওভাবে ওকে নামাতে পারবে না। লক্ষ্য করো! আমি তীর ছুঁড়ছি। দেখবে কি সুন্দর নেমে আসে। ইদ্রীস তীর ছুড়তে ধনুক বাঁকা করল। মায়মুনা এসে ওকে বারন করে বললো, 'না না! ভাইয়া, তীর মেরনা।'

'আচ্ছা! আমি ঢিল ছুড়ে ওকে নামাচ্ছি।' বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো ও । মায়মুনা ইদ্রীসের বাযু ছাড়ল। ঢিল ছুঁড়ল ও। আচানক বাগানে প্রবেশ করলো সা'দ। ইদ্রীস খরগোশ ছেড়ে মন দিল ওর দিকে।

'বাকী আজ লড়তে আসেনি?' বাকী এক বালকের নাম। ঘোড়ার থেকে নেমে প্রশ্ন করল সা'দ।

'না! আজ ও আসেনি। সেভিলের সৈন্য দেখতে গেছে।'

'কিন্তু এখনো সেভিলের ফৌজ আসেনি?'

'শুনেছি, ওরা অনতিদূরে অবস্থান করছে। দেখছ না, যাহ্‌রাকে কি সুন্দর করে সাজানো হয়েছে? শুনলাম, মুতামিদের প্রধানমন্ত্রীও ফৌজের সাথে আছেন!'

'চাচা আলমাছ বলেছেন, তিনি কেবল কাব্য-চর্চা আর দাবা খেলতে পটু।'

'আব্বাজানও এমনটি বলেছেন। সেভিল ফৌজ এখান থেকে বিশ মাইল দূরে তাবু গেড়েছে। সম্ভবতঃ ওখানে দাবার আসর জমেছে।'

সা'দের ঘোড়া ইদ্রীস আস্তাবলে নিয়ে গেল।

মায়মুনা দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল এতক্ষণ। এবার সে পুনরায় গাছে ঢিল মারতে লাগল।

'কি হলো মায়মুনা? ফলহীন বৃক্ষে ঢিল ছুড়ছ যে?' সা'দ ওর পাশটিতে এসে প্রশ্ন করল।

'ইদ্রীস আমার খরগোশ গাছে ছুঁড়ে মেরেছে।' মায়মুনার কণ্ঠে অভিযোগের সুর।

'দাঁড়াও! আমি নামিয়ে আনছি।' সা'দ তীর ছুঁড়তে প্রস্তুত হলো। মায়মুনা ওকে নিষেধ করতে গিয়ে বললো,

'না! না!! আমার খরগোশ ...'

'তুমি চিন্তা করোনা। আমার তীর তোমার প্রিয় খরগোশের গাত্রস্পর্শ ও করবেনা। এ কথা বলে সা'দ তীর ছুঁড়ল। গাছের শাখায় তীর লাগল। এক লাফে খরগোশ নীচে নামল। মায়মুনা আদর সোহাগে ওকে গলায় ছোঁয়াল।

www.amarboi.org

'ভাইয়া তীর মারলে আমার খরগোশটি নির্ঘাত মারা পড়ত।'

'ইদ্রীসের নিশানা আমার চেয়ে কম নয়!'

'উড়ন্ত কবুতরের উপর ও তীর ছুঁড়েছিল। কৈ নিশানা তো তোমার মত নয়! পারেনি কবুতর টিকে ঘায়েল করতে! তীরটি বিফল হয়ে যমীনে আছড়ে পড়ল।'

'আমার তীরও তো যমীনে আছড়ে পড়ল!

খামোশ হয়ে গেল দু'জন। শেষ পর্যন্ত মায়মুনা প্রশ্ন করল,

'তুমি আমার খরগোশের নাম জান কি?'

'না! খরগোশের কেউ আবার নাম রাখে নাকি?'

'কেন রাখবেনা?'

'আচ্ছা বলো ওর নাম কি!'

'ওর নাম সুলতানা রমিকিয়া। জান, সুলতানা রমিকিয়া কে?'

'এই মাত্র বললে তোমার খরগোশের নাম।'

'না! আম্মীজান বলেছেন, সেভিলের রানীর নাম।'

'তোমার খরগোশ তাহলে সেভিলের রানী?'

মায়মুনা হেসে লুটোপুটি খেল।

তোমার জন্য এ নাম শোভনীয় নয়। তুমি অন্য নাম রাখতে চেষ্টা করো!'

মায়মুনা পেরেশান হয়ে বললো ঃ

'আচ্ছা, তুমিই বলো-ওর কি নাম রাখা যায়!'

'তুমি ওকে মায়মুনা বলে ডেকো!

'আরে! মায়মুনা তো আমার নাম!'

ইতোমধ্যে ইদ্রীস ঘোড়া বেধে ফিরে এলো। উভয়ে তীর-চর্চা করতে বাগানের অপর প্রান্তে চলে গেল। মায়মুনাও চললো ওদের পিছু পিছু।

সেভিলের ফৌজ কর্ডোভা ও যাহ্‌রার মধ্যবর্তি গোয়াদেল কুইভারের তীরে তাবু গাড়ল। মুতামিদ-পুত্র আব্বাদ উযিরে আযম ইবনে আম্মারের সাথে এসেছিল। কর্ডোভাবাসী এদের অভ্যর্থনা জানাতে বেশ উদারতার পরিচয় দিয়েছে। কর্ডোভাবাসী ভাবছিল, এক্ষণে শুধু বিজয়ের হরিণ আমাদরে পদচুম্বন করবে না বরং দুশমনকে আমরা টলেডো পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যাব। সেভিল ফৌজের আগমনে একজন অবশ্য খুশী হতে পারেন নি। তিনি হচ্ছেন, ভেলাডোলিডের আমীর ওমর মোতাওয়াক্কেল। তিনি আব্দুল মালিককে বুঝালেন, আপনারা সেভিল ফৌজের ওপর ভরসা করে ভালো করেননি। আব্দুল মালিক তার কথায় পাত্তাদিলেন না। আব্দুল মুনয়িম ও তার সমমনা কয়েকজন

www.amarboi.org

সঙ্গী ছাড়া আর কেউই সেভিল ফৌজের ওপর সন্দিহান ছিলেন না। মনোক্ষুণ্ন হয়ে রাজা ওমর মোতাওয়াক্কেল সসৈন্যে দেশের পথ ধরলেন।

সেভিলের নয়া ফৌজের আগমনে আর ওমরের চলে যাওয়ায় জনগণের মধ্যে তেমন একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো না।

আব্দুল মালিক, ইবনে আম্মার আর কর্ডোভার নেতৃস্থানীয় লোকদের সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হল-পরাজিত মামুনের পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে।

তিন হপ্তা পর। আচানক একদিন প্রত্যুষে কর্ডোভার প্রবেশদ্বার খুলে দেয়া হল। কর্ডোভা আর সেভিলের সম্মিলিত বাহিনী মামুন বাহিনীর উপর হামলা করল। দুপুরের দিকে মামুনের পরাজয় ঘটল। সন্ধ্যার দিকে যখন আব্দুল মালিক ও তার সঙ্গীরা কডোভা থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে শত্রু সৈন্যের পিছু ধাওয়া করছিলেন তখন অনুমিত হলো, সেভিলের সিংহভাগ সেপাই তাদের সংগে নেই। যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, একে একে ফিরে গেছে তারাও। এমনকি ইবনে আম্মর ও আব্বাদ তাদের সঙ্গ ছেড়েছে। সেভিলের ৭ হাজার সৈন্যের মাত্র দু'হাজার তাদের সাথে রয়েছে।

রাতের বেলা শ্রান্ত-ক্লান্ত সৈনিকরা যখন ঘুমের ঘোরে নাক ডাকছিল তখন আব্দুল মালিক কর্ডোভার নেতৃস্থানীয় লোকদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসলেন। অনেকে মন্তব্য করলঃ

'বুযুদিলী ও অকর্মন্যতার দরুন সেভিল ফৌজ পিছু হটেছে।'

আব্দুল মুনয়িমও ঐ মজলিশে শরীক ছিলেন। তিনি ঐ সব লোকের সমখেয়ালের ছিলেন, যারা ইবনে আম্মারের অনুপস্থিতিকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো, হাজার পাঁচেক সৈন্য কর্ডোভায় ফিরে যাবে। বাদ বাকীরা তাদের অপেক্ষায় এখানে প্রহর গুনবে। আব্দুল মালিক 'নেতৃস্থানীয় লোকদের নিয়ে যখন এ পরামর্শ করছিলেন, তখন কর্ডোভায় এক নতুন খেল শুরু হয়েছে।

ইবনে আম্মার প্রকাশ্যভাবে তিন হপ্তা ধরে মামুনের ওপর চূড়ান্ত হামলার প্রস্তুতি নিলেও তার মনে ছির দূরভিসন্ধি। সেভিল থেকে সে স্বর্ণ-রৌপ্যের ভান্ডার নিয়ে এসেছিল। এই ক্ষুদ্র সময়ে স্বর্ণ-রৌপ্যের দ্বারা সে স্বার্থান্ধ অনেক লোকের মাথা কিনে নিল। তার টার্গেট ছিল, আব্দুল মালিকের শুরার অফিসারগণ। বিলাসী কিছু উমরারা উলামায়ে কিরামের ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তায় প্রমাদ গুণছিল। এরা বেশ পূর্ব হতেই মুতামিদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। বিশেষ করে কর্ডোভায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা হলে খোশামোদী কবিদের ভাত মারা যাবে, তাই কবিরা ছিল সবচে' বেশি পেরেশান।

ইবনে আম্মার সকলকে আশার বাণী শুনিয়ে বললো, 'মুতামিদ তোমাদের পার্থিব আয়-রোজগারের পথ কণ্টকমুক্ত করতে এক পায়ে খাড়া।'

এরা কর্ডোভার অলিগলিতে ইবনে আম্মারের শিখিয়ে দেয়া বুলি তোতা পাখির মত জনগণকে শোনাত। প্রভাব ফেলতে সচেষ্ট হত জনতার জেহাদী মনে। তারা বলত, আব্দুর রহমান আযমের পর স্পেনের সবচেয়ে গর্বিত শাসক হচ্ছেন সুলতান মুতামিদ।

www.amarboi.org

লোভাতুর লোকজনের জন্য স্বর্ণ-রৌপ্যের ভান্ডার উজাড় করে দিল সূচতুর ইবনে আম্মার। কিছু দিনের মধ্যে বেশ কিছু লোক তাদের সমখেয়ালের হয়ে গেল। আয-যাহ্‌রার প্রহরী আর দেহরক্ষী বাহিনীর অনেকে পেল তার অকৃপণ হস্তে ঢেলে দেয়া খুদ-কুড়া।

কর্ডোভাবাসী স্রেফ ইবনে আম্মারের দানবীর বাহিনীর দানটা দেখল, কিন্তু তারা অনুধাবন করতে পারল না যে, এগুলো অনুদান তো নয়, বরং জীবন হরণকারী বিষ। ওদের দানবীর অন্তরের কোনে লুকানো পিশাচটি উদঘাটন করতে ব্যর্থ হলো তারা।

ভাবলো না কেউ, যে হাতে আজ পানির মত স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রা খর্চা করা হচ্ছে, সেই হাতই একদিন তাদের শাহরগ পর্যন্ত পৌছুবে। ইবনে আম্মার তার ইবলিসী নেশা চরিতার্থ করার জন্য অত্যন্ত চুপিসারে এগুতে লাগল। একান্ত কাছের লোকজন ছাড়া কেউ জানল না তার অভিপ্রায়টি।

কর্ডোভার আলেমগণ তাদের সেনা ছাউনিতে অনড়। ইবনে আম্মার বারংবার এলান করলো, শত্রুদের মনজিল হচ্ছে টলেডো। কর্ডোভা আর সেভিল ফৌজ তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এক্ষণে শহরের প্রবেশ দ্বারে ছাউনি রেখে লাভ কি? এদিকে জনগণ ও ভাবলো, তাই তো! উযিরে আযম সাহেবের কথা ফালতু নয়!

যে দিন মামুনের সাথে চূড়ান্ত হামলা শুরু হয়েছিল, সেদিন ইবনে আম্মার তার দু'হাজার সৈন্য নিয়ে গোয়াদেল কুইভার তীরে চুপটি মেরে বসেছিল। হাজার পাঁচেক সৈন্য কর্ডোভাবাসীর সাথে যুদ্ধে নামল। কিন্তু মামুনকে পরাভূত করে কিছুদূর পশ্চাদ্ধাবন করার পর তিন হাজারের মত ফিরে এলো ছাউনীতে। আওয়াম তো বিজয়ানন্দে মাতোয়ারা। এমনকি কোন নেতৃস্থানীয় লিডারগণ খতিয়ে দেখলেন না যে, তিন হাজার ফৌজ দুশমনকে তাড়া না করে ফিরলো কেন?

মুতামিদের ছেলে কর্ডোভার বড় মসজিদে দাঁড়িয়ে বিজয়ানন্দে উদ্দেলিত জনতার মাঝে দু'হাতে স্বর্ণ-মুদ্রা ছিটিয়ে দিচ্ছিল। জনতা লুফে নিচ্ছিল অযাচিত এই অনুদান। কর্ডোভার অলিগলিতে কবিরা তাদের বিজয়ী সিপাইদের শানে চর্চা করছিল বীরত্বপূর্ণ কাব্যমালা। রাতের কর্ডোভা আলোতে আলোতে সাক্ষাৎ দিনে পরিণত হলো।

পাঁচশ' সৈন্য সমভিহারে গভীর রাতে শহরে প্রবেশ করে সুলতান আব্দুল মালিক দেখলেন–বাজারে লোকজন বিজয় কীর্তন করছে। শান্ত হলেন তিনি। অনুমান করলেন তাদের ধারনা ভিত্তিহীন। তিনি যাহ্‌রা প্রাসাদের দিকে রোখ করলে সেভিলে ফৌজ তাদের পথ আগলে দাঁড়ায়। ফৌজি সালার বললেন,

'আপনি সামনে যেতে পারবেন না!'

আব্দুল মালিকের এক সঙ্গী আশ্চর্য হয়ে বললো,

'আমাদের চলার পথে বাদ সাধতে তোমরা কে?'

www.amarboi.org

'শহরের কেউ যেন যাহ্রার দিকে না যেতে পারে–এ মর্মে উপর থেকে নিষেধ আছে।'

'ইনি সুলতান আব্দুল মালিক। অতএব তোমরা তার পথ আগলাতে পার না।'

'কি প্রমাণ আছে আপনাদের কাছে যে, ইনিই সুলতান? উনিতো দুশমনের পশ্চাদ্ধাবনে ব্যস্ত!'

আব্দুল মালিকের এক ফৌজি অফিসার বললেন,

'এটা কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ হবে হয়ত! চলুন শহরে ফিরে যাই!

আব্দুল মালিক বুলন্দ আওয়াজে বললেন,

'সকলে রোখ পরিবর্তন করে শহরাভিমুখী হও।'

শহরাভিমুখী হতেই অচানক তাদের কানে ভেসে এলো সম্মিলিত অশ্ব খুড়ের খট-খটানী। রাস্তার পাশে ওঁৎপেতে থাকা সেভিল— ফৌজ সকলকে ঘিরে নিল। চকিতে এলোপাতাড়ী হামলা করে অনেক সৈন্য এদিক ওদিকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করল। বাদবাকীরা মামুলী হামলা করে অস্ত্র সমর্পন করল।

পরের দিন সকালে প্রাসাদের নিকটস্থ একটি কামরায় বন্দি বেশে পড়ে রইলেন সুলতান আব্দুল মালিক। তার স্বীয় পিতা ইবনে জহুর এবং খান্দানের নেতৃস্থানীয়রা বেশপূর্বেই এখানে বন্দি বেশে অবস্থান করেছিলেন। তাদের মুখে আব্দুল মালিক জানতে পারেন-ইবনে আম্মার কর্ডোভার কিছু গাদ্দার ও যাহ্রার দেহরক্ষী বাহিনীর যোগ সাজসে এশার নামাযান্তেই যাহ্রা প্রাসাদ দখল করে নিয়েছে।

এদিকে কর্ডোভার যে ফৌজ শত্রু সৈন্যের পিছুতাড়া করছিল, অপ্রত্যাশিত বিপদের সম্মুখীন হলো তারাও। আব্দুল মালিকের রওয়ানা দেবার কিছুক্ষণ পর সেভিলে সালার তার দু'হাজার বাহিনীকে ওয়াপস হতে নির্দেশ দিলেন। আব্দুল মুনয়িম সালারকে পীড়াপীড়ি করলে সে বললো, 'কর্ডোভায় গিয়ে অবশিষ্ট ফৌজের অবস্থা অবগত হতে হবে।' আব্দুল মুনয়িম তাকে বুঝালেন, এ উদ্দেশ্যে শ'পাচেক সৈন্যসহ খোদ সুলতান আব্দুল মালিক কর্ডোভাভিমুখী হয়েছেন।'

কিন্তু সালার স্রেফ এতটুকু বলে কথার ইতি টানলেন,

'এক্ষণে কি করতে হবে, তা আপনার চেয়ে আমরা কম বুঝিনা!'

সালারের এহেন ব্যবহারে কর্ডোভার জানবায ফৌজের সন্দেহ দৃঢ়মূল হলো যে, কর্ডোভায় এক্ষণে সুদুর প্রসারী কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে।'

স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর সিপাহসালার আব্দুল মুনয়িম সাথীদের লক্ষ্য করে বললেনঃ 'শত্রুর তাড়া না করে এখন কর্ডোভামুখী হওয়াই যুক্তিযুক্ত।'

স্বেচ্ছাসেবী ফৌজ পর দিন কর্ডোভায় ঢুকে দেখল রাজ প্রসাদে উড়ছে মুতামিদের পতাকা।

www.amarboi.org

পাঁচ.

শহরে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম আব্দুল মুনয়িম বাড়ীতে এলেন। তাঁর ঘরের দরজায় কোতোয়াল, সেভিল ফৌজের দু'অফিসার এবং কয়েকজন সেপাই তলোয়ার উঁচিয়ে কার যেন অপেক্ষা করছে। এই কোতোয়ালকে বছর কয়েক পূর্বে মজলিসে শুরা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আব্দুল মুনয়িম লাগাম টেনে ঘোড়ার গতি থামালে কোতোয়াল অগ্রসর হয়ে কোন রকম ভূমিকা ছাড়া বললো,

'আপনি এখুনি আমাদের সাথে চলুন। যাহ্‌রা প্রাসাদ আপনার দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে।'

'এটা কি কারো নির্দেশ?' আব্দুল মুনয়িম প্রশ্ন করেন।

কোতোয়ালের স্থলে সেভিলের অফিসার জওয়াব দিলেন,

'নির্দেশ ছাড়া কোথাও যাবার অভ্যাস না থাকলে মনে করুন তাই!'

'কার হুকুম?'

'কর্ডোভা গভর্ণর আববাদ ইবনে মুতামিদের!'

'ধূর্ত শিয়াল তার জাল তাহলে এতদুর বিস্তৃত করেছে?'

ফৌজি অফিসারের মুখে গোস্বায় রক্ত উঠল। কোতোয়ালকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি বললেন, 'আমরা আপনার সাথে অযথা তর্কে লিপ্ত হতে চাইনা। আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি স্বেচ্ছায় যেতে চাইলে আমরা যেন সম্মানের সাথে আপনাকে নিয়ে যাই। অন্যথায় গ্রেফতার করে ওখানে নিয়ে যাওয়া হবে। পলায়নের চেষ্টা না করলে ক্ষণিকের তরে আপনাকে পরিবারের সাথে মিলিত হবার সুযোগ দিতে পারি।'

আব্দুল মুনয়িম জনৈক নওকরের দিকে ইশারা করে ঘোড়া থেকে নেমে তার হাতে লাগাম তুলে দিয়ে বললেন,

'কারো ঘরে চোর ঢোকলে ঘরওয়ালার ক্ষতি সাধন ব্যাতিরেকে চোরের প্রত্যাবর্তন হয় না। আমি এখুনি আসছি, বলে আব্দুল মুনয়িম ঘরে প্রবেশ করেন।

খানিক পর। তিনি অন্দর মহলে বিবি-বাচ্চার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। বিবি অশ্রু সজল নয়নে বলেন,

'আপনার বোধহয় অজানা নেই যে, কর্ডোভায় মুতামিদের ক্ষমতারোহণের এলান করা হয়েছে।

'হ্যাঁ!' বিষন্ন চেহারায় হাসি টানার কোশেশ করে জওয়াব দেন আব্দুল মুনয়িম।

বিবি খানিক চুপ থেকে বলেন, 'মুতামিদকে অস্বীকারকারী আপনার বহু অন্তরঙ্গ বন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

'জানি!'

www.amarboi.org

আব্দুল মুনয়িম সা'দকে লক্ষ্য করে বললেন, 'সা'দ বেটা! তুমি একটু বাইরে যাও। নিয়ে যাও তোমার ভাইদেরও। আমি একটু পরেই তোমাদের ডাকব।

ওরা তিন ভাই দেউড়ীর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। আব্দুল মুনয়িম বিবিকে লক্ষ্য করে বলেন,

'ওরা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। এজন্য প্রেরণ করেছে বেশ কিছু সেপাইও।'

'জানি! ওরা অনেকক্ষণ ধরে আপনার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।'

' শোন! আমার ফিরতে দেরী হলে তুমি বাচ্চাদের সাথে নিয়ে গ্রানাডা চলে যেও!'

'না! না!!' সাকীনা বাকরুদ্ধ কণ্ঠে জওয়াব দেন।

'এখন বুঝতে না পারলেও অচিরেই টের পাবে-কর্ডোভার চার দেয়াল তোমার বাচ্চাদের প্রতিপালনের জন্য যথোপযুক্ত নয়। এখানে থাকলে ওদের সীনার মাঝে জ্বলা ধিকি ধিকি অগ্নিস্ফুলিংগ নির্বাপিত হয়ে যাবে। মুতামিদের নেতৃত্ব ধোঁকাবাজী, প্রবঞ্চনা আর ধ্বংসের পূর্বাভাস ছাড়া কিছু নয়। এখানে থাকলে তোমাদের জিন্দেগী বিষিয়ে ওঠবে। ঐ বাচ্চারাই আমার অসমাপ্ত কাজ সাড়বে। আমি একথা বলছিনা যে, গ্রানাডা কর্ডোভারচেয়ে শ্রেয়তর স্থান। আমি বলতে চাই, ওদের দেখ্‌ভালের জন্য ওখানে ওদের খালু রয়েছেন।'

বিবি বললেন, 'এটি আপনার নির্দেশ হলে আমার বলার কিছু নেই। তবে আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন না?'

'না! এখন না!! ডুবন্ত নৌকা ফেলে আমি আত্মরক্ষা করতে চাই না। আমরা একটি ক্ষুদ্র মাকছাদের জন্য লড়ছি। কুদরত আমাদের এক মহান স্বার্থের জন্য হাতছানী দিয়ে ডাকছেন। সেই স্বার্থোদ্ধারে তোমাদের প্রয়োজন পড়লে আমি গ্রানাডা যাবার নির্দেশ দিতাম না। হতে পারে আমি আজই ফিরতে পারি। হতে পারে এটাই আমাদের আখেরী মোলাকাত। কিন্তু তোমার কাছে আমার একমাত্র তামান্না হচ্ছে, আমার বাচ্চাদের প্রথম এবং শেষ সবক দিবে, একজন মুসলমান হিসাবে ওরা যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

বাধ ভাঙ্গা অশ্রু ওড়নায় মুছে বিবি বললেন,

'আপনার এই সবকের দরকার আছে আমারও!'

'রাতের বেলায় আব্দুল জব্বার বলেছিলেন। তাঁর অবস্থা আশংকাজনক। আলমাছকে রেখে এসেছি তাঁর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আলমাছ আসবে। আমাদের ঘরদোর দেখার দায়িত্ব আপাতত ওর ওপর সোপর্দ করতে হবে। প্রয়োজনাতিরিক্ত ঘোড়াগুলো বেচে দিতে পার।'

'গতকাল আপনি যখন দুশমনের পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন তখন আব্দুল জব্বারের বিবি এসে বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছিল। ওর স্বামী আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন, বিজয় হলে দু'জনে একসাথে হজ্জব্রত উদযাপন করতে যাবে। ওর জখম নেহাত আশংকাজনক নয় তো?'

www.amarboi.org

'ডাক্তার কে বেশ পেরেশান মনে হয়েছে। কর্ডোভার সন্নিকটে যখম হয়েছিলেন তিনি। ঘোড়ার থেকে বেহুশ হবার পর আমরা জানতে পারলাম তার অবস্থা।'

আব্দুল মুনয়িম বাচ্চাদের ডাকলে ওরা দৌড়ে বের হলো। এক এক করে সকলকে কোলে তুলে আদর করে সবশেষে তিনি সা'দকে লক্ষ্য করে বললেন,

'সা'দ বেটা! আমি অতীব এক জরুরী কাজে বাইরে যাচ্ছি। আমার অনুপস্থিতিতে ভাইদের দিকে খেয়াল রেখ এবং মাকে অযথা জ্বালাতন করো না।'

হাসান পিতার কোলে মাথা রেখে বললো।

'আব্বু। আমাকে আপনার সাথে নিয়ে চলুন। আপনি ওয়াদা করেছিলেন, লড়াই শেষ হলে আমাকে সাথে নিয়ে যাবেন।'

'লড়াই এখনো শেষ হয়নি বেটা!' চুমোয় চুমোয় ছেলেকে ভরে দিয়ে বললেন তিনি। অতঃপর শেষ বারের মত সাধের বিবি-বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি। বাচ্চারা তাকাল মা'র দিকে। সা'দের নিমিলীত আঁখি বলছিল, সে পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরেছে।

ছয়.

যাহ্‌রা প্রাসাদের দারুল উমারা কক্ষে আববাদ ও ইবনে আম্মারের সামনে আব্দুল মুনয়িমকে নিয়ে আসা হলো। মুতামিদের গভর্নর হিসাবে আব্বাদ গদীতে উপবিষ্ট। তার ডানে ইবনে আম্মার। বায়ে কর্ডোভার জজ। সকলের পিছনে নিস্প্রাণ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে দেহরক্ষী বাহিনীর ক'জন। মসনদের সামনে মুখোমুখি প্রলম্বিত উমরাদের আসন। সেই আসনের পিছনেও অস্ত্র উঁচিয়ে সৈন্যরা দাঁড়িয়ে আছে। মসনদের পাশে ভিন্ন উদ্দেশে কয়েকটি চেয়ার খালী রাখা হয়েছে।

আব্দুল মুনয়িম একজন সেপাইসূলভ দাপট নিয়ে দরবারে প্রবেশ করলেন। ঘৃণা বিমিশ্রিত এক চিলতে হাসি দিয়ে তাকিয়ে নিলেন দরবারস্থ উমরাদের দিকে। এরাই গদী লোভে কর্ডোভার আযাদী বিকিয়ে দিয়েছে। আব্দুল মুনয়িমের দিকে চোখ তুলে তাকাতে কেউই সাহসী হলো না। ইবনে আম্মারের নিদের্শে এক ফৌজি অফিসার আব্দুল মুনয়িমকে সিংহাসনের পার্শ্বস্থ একটি খালি চেয়ারে বসতে অনুরোধ করলেন। উনি তার কথায় কান দিলেন না। ইবনে আম্মার বললো, 'আমরা আপনাকে বন্ধুবেশে এখানে ডেকে পাঠিয়ে তকলীফ দিলাম না তো ... তাশরীফ রাখুন!'

আব্দুল মুনয়িম জওয়াব দেন, 'জীনা, ঐ চেয়ারের জন্য আমি আপনাদের বন্ধুত্ব গ্রহণ করতে পারিনা, তারচেয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই শ্রেয়।'

সিংহভাগ কর্ডোভাবাসী এক্ষণে সেভিল-রাজের হুকুমত মেনে নিয়েছে।'

'আমি তাদেরকে বেশ ভালো করে চিনি।

'চিনেন?'

www.amarboi.org

হ্যাঁ! তবে সে কাহিনী দীর্ঘ। আপনার তা শুনতে ভাল নাও লাগতে পারে।'

'নির্ভয়ে বলতে পারেন।'

'বলার জন্য আপনাদের এজাযতের দরকার ছিলনা। যতক্ষণ আমার মুখে জিহ্বা সচল থাকবে, ততক্ষণ সত্য উচ্চারণে আমি অকুণ্ঠ। শুনুন!

কর্ডোভার আযাদী ও সম্ভ্রমবোধের ওপর আঘাত হানার জন্য টলেডোর একদল দস্যু আগমন করেছিল। কর্ডোভাবাসী লড়ছিল এসব ডাকুর সাথে। সেভিলের একদল চোর ওদের সাথে সঙ্গ দেয়। তারা এসব চোর-বাটপারদের নিজেদের আযাদী ও আত্মসম্ভ্রমবোধের মুহাফেয মনে করে ঘরে ঠাঁই দেয়। নিজেরা এগিয়ে যায় দস্যুদের পিছু ধাওয়া করতে। দস্যুরা পালাল। কর্ডোভাবাসী বাড়ী এসে দেখল তাদের ঘরদোর চোরেরা কব্জা করে নিয়েছে। তোমরা সেই দরদী শত্রু, যারা দোস্তীর হাত বাড়িয়ে আমাদের পিঠে বিষাক্ত তলোয়ার ঢুকিয়ে দিয়েছ এবং আমি একথা নিশ্চিন্ত বলতে পারি যে, কর্ডোভার দেহে তোমাদের বিষ সংক্রমিত হয়েছে। তবে ভুলে যেওনা, আযাদী বিকিয়ে গোলামী জিন্দেগী খরীদ করতে আদৌ রাযী নই আমরা। তোমাদের তলোয়ার গরদানের উপর দেখে কর্ডোভাবাসী নিজেদের অসহায়ত্ব ও কমযোরীর স্বীকৃতি দিয়েছে— যদি মনে করে থাক-তারা তোমাদের গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পরিতৃপ্ত, তাহলে শুনে নাও, একবারের জন্য হলেও তোমাদের সৈন্য-সামন্ত কর্ডোভার চার দেয়ালের বাইরে নিয়ে যাও। অতঃপর দেখ, কর্ডোভাবাসী তোমাদের জন্য যাহ্রার দুয়ার পুনরায় খুলে দেয়, না সেভিলের চৌহদ্দী পর্যন্ত তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে? সেভিল থেকে কর্ডোভায় পৌঁছুতে তোমাদের একমাস সময় লেগেছিল। আমি নিশ্চিন্তে বলতে পারি, কর্ডোভাবাসী একদিনেই তোমাদেরকে সেভিলে পৌঁছে দিবে।'

ইবনে আম্মার টেবিলের উপর ছড়ানো কাগজ হাতে তুলে নিল। পরে তা আব্দুল মুনয়িমকে দিয়ে বললো,

'আমি আপনার অসম দুঃসাহসিকতার প্রশংসা করছি, তবে একবার নযর বুলিয়ে দেখুন, মুতামিদের নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল উলামাদের ফিরিস্তি।'

আব্দুল মুনয়িম জওয়াব দেন, 'এ কাগজ না দেখেও আমি ঐ সব আলেমদের নামোচ্চারণ করতে পারব। এসব আলেমদের ঈমান আমার কাছে ঐসব সেপাইর চেয়েও কম মূল্যের, যারা এ কাগজকে টুকরো টুকরো করতে আপোষহীন। যে বনে বাঘ থাকে, সেখানে থাকে শিয়ালও। তবে বাঘের চেয়ে শিয়ালের সংখ্যা বেশি। কাগজের ওপর ঐসব আলেমরাই দস্তখত করেছে, যারা নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, তোমরা কর্ডোভাবাসীর লাশের উপর রাজনীতির রুটি ছ্যাঁক দিতে এসেছ। এসেছ শকুনের প্রলম্বিত চঞ্চু দ্বারা কর্ডোভাবাসীর লাশ ঠোকরাতে। অবশ্য কর্ডোভায় বর্তমানে এমনও অসংখ্য আলেমে দ্বীন রয়েছে, যারা তোমাদের গদীর চেয়ে কয়েদ খানাকে প্রাধান্য দিবেন।'

সেভিলের কাজী বললেন, 'আমি আশান্বি ছিলাম, স্পেনকে শত খণ্ডে বিভক্তকারীদের বিরুদ্ধে আপনি আমাদের সহায়তা করবেন। মুতামিদ ছাড়া স্পেনকে একই পতাকাতলে আনায়নকারী আর কেউ আছে বলে আপনি জানেন কি?'

www.amarboi.org

'এ কথা কেন বলছেন না জনাব! এ যুগ স্বার্থপরতা, ধোঁকাবাজী, আরামপ্রিয় ও চাটুকারীতার যুগ। কাজেই স্পেনবাসী খণ্ডিত স্পেনের দাবীদারদের মধ্যে ঐ ব্যক্তির গোলামী কবুল করবে, যে সবচেয়ে বেশি চাটুকার ও আরামপ্রিয়। সবচেয়ে বেশি স্বার্থান্ধ, ধোঁকাবাজ। সত্যি করে বলুন তো! আপনারা কি বাস্তবিকই মুতামিদের বায়াত নিতে চাচ্ছেন, না আল-ফাঞ্জোর বায়াত? মুতামিদের চেহারায় আমি আল-ফাঞ্জোর প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছি। আফসোস! আপনারা এমন এক লোককে স্পেনবাসীর ত্রাণকর্তা মনে করেছেন, যিনি খণ্ডিত স্পেনের স্বপ্নে বিভোর। যিনি এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছেন।'

আব্দুল মুনয়িম তার বক্তব্য জারী রাখলেন। থামলেন না। কর্ডোভার গাদ্দাররা হৈ হুল্লোড় করতে লাগল, কিন্তু আব্দুল মুনয়িম আওয়াজ ছিল সবার চেয়ে অধিক জোরালো।

শেষ পর্যন্ত ইবনে আম্মার বললো, 'বদমাশকে নিয়ে যাও।'

মুহূর্তে জনাপনের সেপাই আব্দুল মুনয়িমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিয়ে গেল বাইরে। কর্ডোভার এক কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন লোক যিনি মুতামিদের হাতে বায়াত হয়েছিলেন তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইবনে আম্মার! আব্দুল মুনয়িম যা বলছেন–তাতে একমত আমিও। ইবনে আম্মার জওয়াবের তোয়াক্কা না করে তিনিও আব্দুল মুনয়িমের পিছু নিলেন সেচ্ছা কারাবরণ করতে।

সাত.

চিরাচরিত নিয়ম মাফিক রাতের বেলা মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে হাসান বললো,

'আম্মিজান! একটা গল্প বলোনা!'

মা বললেন, 'বেটা! আজ সা'দ গল্প বলবে।'

সাকীনা সা'দকে গল্প বলতে বলে বিছানা ছাড়লেন। বসে রইলেন স্থানুর মত কুরসীতে। শেলফ থেকে তুলে নেন একটি কেতাব। মশালের আলোতে মনোনিবেশ করেন পড়ায়। কিতাবটি আব্দুর রহমান আদ-দাখেলের জীবনীবিষয়ক। বিক্ষিপ্ত কয়েকটি পৃষ্ঠার প্রতি নযর বুলিয়ে কেতাব বন্ধ করে বিছানায় গা এলিয়ে দেন তিনি।

লঘু পায়ে সা'দ মায়ের কামরায় প্রবেশ করল।

'আম্মিজান!'

মা বললেন, 'কি বেটা? তুমি এখনো ঘুমোওনি!'

'আম্মিজান। আব্বু কয়েদ হয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস।'

সাকীনা ছেলের বাযু ধরে ঝাকুনি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে বলেছে তোমায়?'

'মাগরিবের নামায পড়তে গিয়ে মুসুল্লীদের বলাবলি করতে শুনেছি।'

'এ খবর তোমার ভাইদের বলেছ কি?'

www.amarboi.org

'আম্মিজান! মসজিদে আমার সাথে আহমদও ছিল। কাজেই ও জেনেছে। অবশ্য হাসান কিছু জানেনা। আপনি দেখবেন, বড় হয়ে আমি আব্বুকে কয়েদখানা থেকে উদ্ধার করব।'

সাকীনা পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, সা'দ! তোমার আব্বুর নির্দেশ, আমরা যেন গ্রানাডা চলে যাই।'

সাদ পেরেশান হয়ে বললো, 'কিন্তু আব্বুকে কয়েদখানায় রেখে আমরা যাব কি করে?'

'বেটা! কয়েদখানার কপাট ভাঙ্গার জন্য শক্তি অর্জনের দরকার। তোমার আব্বুর খায়েশ, তোমরা যেন গ্রানাডা থেকে এক একটা মুজাহিদ হয়ে বের হও! একজন মুজাহিদ হিসাবে যতটুকু প্রশিক্ষণের দরকার তা দিবেন তোমাদের খালু।'

সা'দ কিছু বলতে যাচ্ছিল। বলা হলো না। কামরায় ঢুকে খাদেমা বললো, 'আলমাছ এসেছে। সে জানতে চাচ্ছে, তার কি হবে?' সাকীনা বললেন, 'ডাকো ওকে। আমি ওর সাথে আলাপ করব।' খাদেমা চলে গেল।

খানিক পর দরজার বাইরে আলমাছের পদাচারণ, শোনা গেল। দরজার আড়ালে পর্দা করে দাঁড়ালেন সাকীনা। সা'দ বাইরে এসে প্রশ্ন করল, 'চাচা আলমাছ! ইদ্রীসের আব্বা কেমন আছেন?'

আলমাছ জওয়াব দেয়, 'তাকে বাড়ী পৌছে দিয়ে এসেছি। তাঁর অবস্থা ভাল নয়। সাকীনা বললেন, 'তাঁর চিকিৎসার জন্য এখানকার কোনো বিজ্ঞ হেকিমকে নিয়ে গেলে পারতে।'

'কর্ডোভায় আবুল ফাতাহরচে ভালো হেকিম আর কে আছে? তাঁর মতে, আব্দুল জব্বার বাঁচেন কিনা সন্দেহ। আমি জানতে চাই, মনিব আমার ব্যাপারে কি বলেছেন। আয যাহ্‌রায় থাকাকালীন শুনেছি তার গ্রেফতারের খবর। খবরটি সত্য কি-না তা পরখ করতে গিয়ে আমার আসতে বিলম্ব হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে আমার করনীয় কি জানতে চাইলাম কর্ডোভাস্থ তাঁর বন্ধুদের কাছে, কিন্তু যারা সৎপরামর্শ দিবে তাদের কেউ কর্ডোভা ছেড়েছে, অন্যেরা বন্দি হয়েছে জালিমদের কারাগারে।'

'এখন তোমার মাথা ঠিক নেই। মনিবের পরামর্শ পরে জানলেও চলবে। যাও আরাম কর গিয়ে। কাল সকালে গিয়ে আব্দুল জব্বারের অবস্থা জেনে এসো। সা'দের আব্বা তোমাকে ভাই মনে করতেন। আজ থেকে তুমি নওকর নও, ভাই আমারও। কিন্তু সেভিলবাসী যদি তোমার উপর এই মর্মে সন্দেহ করে বসে যে, এক দোস্ত ও ভাই হিসাবে তুমি আমাদের সাহায্য করছ তাহলে গ্রেফকার করবে ওরা তোমাকেও।'

'কি বলছেন আপনি! আপনাদের সাহায্য করার অপরাধে ওরা আমার টুটি চিপে ধরলেও আমি উহ্ করব না।'

'জানি আলমাছ, আমি তা জানি। কিন্তু এ দুর্দিনে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে কয়েদখানায় না থেকে তোমাকে বাইরে থাকতে হবে। যাও, বিশ্রাম কর!'

www.amarboi.org

সা'দ অন্দরে প্রবেশ করে বললো,

'আম্মিজান! আলমাছ চাচার সাথে সকালে আমিও যাব।'

'আচ্ছা যেও।'

আলমাছ চলে গেল। বিছানায় গা এলিয়ে দিল সা'দ। ডুবে গেল চিন্তার অথৈ সাগরে। কচি মনে তোলপাড়ও করতে লাগল ভবিষ্যৎ ভাবনা। চিন্তার সাথে কল্পনা সংযোগ করে দেখতে লাগল, সে যেন কয়েদখানার লৌহ কপাট ভাংছে। লড়াই করছে সেভিল ফৌজের সাথে। মায়মুনা ও ইদ্রীস যেন ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে, চিন্তা করোনা সা'দ। তোমার আব্বাকে পাষাণ কয়েদখানা আটকে রাখতে পারবে না।'

মধ্যরাতে ওর দু'চোখ জুড়ে নেমে এলো রাজ্যের ঘুম। সকাল বেলায় ওর মা মাথায় হাত রেখে ডাকলেন,

'সা'দ! সা'দ!! ওঠ বেটা!!! নামাযের ওয়াক্ত চলে যাচ্ছে।'

সাদ আড়মোড়া দিয়ে জেগে বললো, 'আম্মিজান! আলমাছ চলে গেছে?'

'হ্যাঁ বেটা! ও তোমাকে ডাকতে এসেছিলো। তুমি ঘুম থাকায় জাগ্রত করেনি। ওঠো। নামায পড়। আলমাছ কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে।'

নামাযান্তে সা'দ নাস্তা করল। অতঃপর অধীর আগ্রহে আলমাছের পথচেয়ে তাকিয়ে রইল। আলমাছের আসতে দেরি দেখে সা'দ ঘোড়ায় চেপে যাহ্‌রাভিমুখী হলো।

ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ইদ্রীস ওর মৃত বাবাকে শেষবারের মত দেখে নিচ্ছিল। ওর দু'চোখে পিতাহারা অশ্রু।

ওদের দরজায় এসে দাঁড়াল সা'দ। অতঃপর চললো কবরস্থানের দিকে।

দাফন শেষে সকলে কবরস্থান থেকে বের হচ্ছিল। সা'দ কবরস্থানের কাছে এসে ঘোড়পৃষ্ঠ থেকে নামল। চকিত ঢুকল ওখানে। অনেকে মুর্দারের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করছিল তখনো। আলমাছ ও ইদ্রিসের চোখ অশ্রুতে ভরপুর। ফাতেহাখানি করে সা'দ ওদের পাশে এসে দাঁড়ালো। অনেক চেষ্টা করেও বন্ধুকে সমবেদনা জানানোর শব্দ খুঁজে পেলনা ও। ইদ্রীস কবরস্থান থেকে বেরুতে লাগলে সাঁদ ওর কাঁধে হাত রেখে বললোঃ

'ইদ্রীস!'

ইদ্রীস তাকাল। সা'দের মুখ থেকে বন্ধুর নামটি ছাড়া আর কোনো শব্দ বেরুল না। ওর চোখের অশ্রুই সমবেদনা ও অব্যক্ত কথা বলে দিচ্ছিল। ইদ্রীস শক্ত করে ওর হাত নিজের মুঠোয় চেপে ধরল।

পরদিন। সা'দ তার মা ও ভাইদের নিয়ে ইদ্রীসদের বাড়ী এলো। বললো ইদ্রীসকে লক্ষ্য করে, 'আমরা আগামীকল্য গ্রানাডা যাচ্ছি।

ইদ্রীস বললোঃ 'ফিরছ কবে?

www.amarboi.org

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সা'দ বললো, জানি না। আম্মিজান বলছেন, আমরা আর কর্ডোভায় আসব না।'

মায়মুনা শুনছিল ওদের কথা। কাঁদতে কাঁদতে সে বললো, 'আমরাও এখানে থাকতে চাইনা।'

সা'দ ওকে সান্ত্বনা দিতে চাইল, কিন্তু ও কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। সা'দের মা অগ্রসর হয়ে ওকে কোলে টেনে নিলেন। স্নেহভরে মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আমরা খুবশীঘ্র ফিরছি বেটি। এরপর দৈনিক তোমাদের বাড়ী আসব।'

সা'দ ও তার মা যখন ওদের বাড়ী থেকে বের হয়ে যান, তখন ইদ্রীস ও মায়মুনা অশ্রু সজল নয়নে তাকিয়ে ছিল ওদের গমন পথের দিকে।

গরুর গাড়িতে উঠে সা'দের মা মায়মুনার মাথায় হাত রাখেন। সবশেষে ইদ্রীসকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'বেটা! ভুলে গেলে চলবেনা–তুমি একটা পুরুষ। তাই মা-বোনকে সান্ত্বনা দিতে ভুলো না।'

গরুর গাড়ী ছাড়ল। মায়মুনা এক নিমিষে তাকিয়ে রইলো সেদিকে।

তৃতীয় দিন। এই গরুর গাড়ীতেই আব্দুল মুনয়িম পরিবারকে গ্রানাডামুখী হতে দেখল আলমাছ। গাড়ীর ছইয়ের মধ্য থেকে মাথা বের করে সা'দ বললো,

'চাচা আলমাছ! ইদ্রীসদের বাসায় খবরাখবর রেখো কিন্তু!'

www.amarboi.org

উদ্বেগাকুল পরিস্থিতি

গ্রানাডায় আব্দুল মুনয়িমের বিবি বসবাসের জন্য একটি বাড়ী খরিদ করেছিলেন। কর্ডোভার ভূ-সম্পত্তির আয়-রোজগার থেকে এর ব্যয়ভার বহন করা হত। আব্দুল মুনয়িম গ্রেফতার হবার পূর্বে নিঃস্ব এতিমদের যে খর্চা তার পরিবার বহন করত-সাকীনা তা বন্ধ করতে চাননি। এদিকে মুতামিদ প্রশাসন তাদের বিলাসী জীবন যাপনের ব্যয়ভার ও খর্চা সামলানোর জন্য কর্ডোভাবাসীর উপর ট্যাক্সের বোঝা পূর্বের চেয়ে বাড়িয়ে দেয়। আলমাছ প্রস্তুত করে এই কর্মকর্তাদের ফিরিস্তি। ওরা ট্যাক্সের চেয়েও বাড়তি একটা ভাতা জনগণের মাথায় লাঠি মেরে উসুল করত। প্রতি বছর সে গ্রানাডায় এসে কর্ডোভার জমীনের আয় উন্নতির হিসাব সাকীনাকে এসে বুঝিয়ে যেত। সাকীনাকে লক্ষ্য করে বলত, আপনাদের উৎপাদিত ফসলের হিসাব-নিকাষ বুঝে নিন।

সাকীনা বলতেন, 'না আলমাছ। তোমার কাছ থেকে হিসাব নেয়ার কি আছে!']

পেরেশান হয়ে সে সা'দ কে বলতঃ 'তুমি বড় হয়েছোএতামার মা হিসাব নিতে না চাইলেও অন্ততঃ তুমি তো নিতে পার।'

'না চাচা! আব্বাজান কোনদিন তোমার থেকে হিসাব নেননি-আমরা নেই কি করে?'

'বেটা! সে যুগ পেরিয়ে গেছে। এখন কর্ডোভায় যা কিছু হচ্ছে-তা সবিস্তার তোমাদের জেনে রাখা দরকার। শোন! অন্যথায় আমি রাগ করব। আহমদ, হাসান! তোমরাও এসো।'

বাধ্য হয়ে সকালে আলমাছের কাছে এসে বসল। ওদের মা-খালা পর্দার আড়ালে কথা শুনছিলেন। আলমাছ উৎপাদিত ফসলের হিসাব-নিকাশ শেষে বললো,

'সা'দ! গত বছর মুতামিদ প্রশাসনের ছত্রছায়ায় কর্ডোভায় বিশাল চারটি বৈঠক, চল্লিশটি ভোজ সভা এবং কবিগানের পঞ্চাশটি আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত এসব আসরের ব্যয়ভার সবই সামাল দিতে হয়েছে প্রজাদের। গত বছর মুতামিদ গরীব মারা একটি রাজস্ব কর' অনুমোদন দিয়েছিল। সর্বোপরি কর্ডোভা গভর্নর লঙ্গরখানার ব্যয়ভারের অজুহাতে আরো একটি হারে টাক্স আদায় করে। সচেতন জনগণ অভিমত দিয়েছেন, এগুলো সবই ফ্রান্সীয় মদ খরীদের জন্য ব্যয়িত হয়েছে। আমার থেকে তারা বিশাল একটি অংক আদায় করেছে। গত বছর রানী রমিকিয়া এক মাসের জন্য কর্ডোভায় অবস্থান করেছিলেন। এ বছর করেছেন তিন মাস। সঙ্গত কারণে গত বারের চেয়ে এবার তিনগুন বেশি ট্যাক্স দিতে হয়েছে। কয়েকজনকে বলাবলি করতে শুনলাম, রানী আগামী বছর থেকে স্থায়ীভাবে কর্ডোভায় অবস্থান করবেন। অনেকেই ইতিমধ্যে ভূ-সম্পত্তি বিক্রি করে তাই কর্ডোভা ছেড়েছে।'

www.amarboi.org

উৎপাদিত ফসলের হিসাব-নিকাশ শুনিয়ে অবশেষে আলমাছ একটি কাগজ বের করে সা'দকে দিতে গিয়ে বললো,

'কাগজটি সযত্নে তোমাদের কাছে রেখ। এতে নাম লেখা আছে যেসব লোকের যারা আমার থেকে যবরদস্তিমূলক ট্যাক্স উসুল করেছে। ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজ এসব প্রশাসনের পতনে খুব একটা দেরী নেই। কিন্তু এর পূর্বে মারা গেলে তোমরা 'পাই-পাই' করে তোমাদের প্রাপ্তি উসুল করো ওদের থেকে।'

দুই.

কর্ডোভার কয়েদখানা। বন্ধু কিংবা শুভাকাংখী কারোর সাক্ষাতানুমতি নেই আব্দুল মুনয়িমের সাথে। জনগণ মনে করছে, শাহী খান্দানের কয়েদীদের সাথে তাঁকে দ্বীপান্তরিত করা হয়েছে। অনেকে মনে করছে, তিনি অন্য জগতে চলে গেছেন।

বছর দুয়েক পর আব্দুল মুনয়িমের এক সাথী ফেরারী হয়ে কর্ডোভায় এসে আবু সালিহকে জানাল, আব্দুল মুনয়িম কর্ডোভার কারা অভ্যন্তরে আছেন এখনো।

সাদ, আহমদ ও হাসানের জীবনে পিতার অনুপস্থিতি গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। ওদের মা সেই যুগের রমনীদের মত ছিলেন, যাঁরা জাতির অতীত ও বর্তমান নিয়ে সন্তানদের শৈশবেই ভাবতে শিখাতেন।

গ্রানাডা পৌঁছার পর পরই ওদেরকে ফৌজি মকতবে ভর্তি করে দেয়া হয়।

এই মকতব হতে বিগত শতাব্দীতে বহু নামকরা মুসলিম বীর মুজাহিদ তৈরি হয়েছিল। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে চলত এখানে ফৌজি ট্রেনিং। কিন্তু বর্তমানে প্রশাসকদের উদাসীনতা ও অবহেলায় উহা আজ একটি বিরান বাড়ীতে পরিনত। প্রশাসকদের থেকে কোন প্রকার ভাতা না পেয়ে পরিচালকগণ এর দরজায় দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রেখেছিলেন তালা। জনৈক ব্যবসায়ী তার লভ্যাংশের বিরাট এক অংশ মকতবের নামে ওয়াক্ফ করার বদৌলতে সূর্যের মুখ দেখে এটি। পরবর্তীতে উলামাদের বদান্যতায় হুকুমতের পক্ষ থেকে ভাতা ব্যবস্থা জারী হয়।

সাকীনা তার পুত্রদের যেভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন– এ মকতব সে অনুযায়ী ছিল না। তাই তিনি গ্রানাডার এক ঝানু অফিসারকে ব্যক্তিগত ভাবে পুত্রদের রণচর্চার জন্য নিয়োগ করেন। আব্দুল মুনয়িমের পুত্ররা গৃহশিক্ষকের কাছে কুরআন, হাদীছ, ফিক্হ, ইতিহাস, ভূগোল এবং গণিত শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করে।

মকতবের শিক্ষকরা ওদের খোদাপ্রদত্ত মেধা ও যোগ্যতার ভূয়শী প্রসংসা করতেন। গ্রানাডার কোন শিশু-কিশোর প্রতিযোগিতায় তীরন্দাযী ও ঘোড়দৌড় থাকলে আব্দুল মুনয়িমের পুত্রদের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হত।

গবেষণার প্রতি অপর দু'ভায়ের চেয়ে আহমদের ঝোক একটু বেশি ছিল। শায়খ আবু সালিহ-এর মকতবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের হাজারো কিতাবের ঢের ছিল। দু'তিনদিন

www.amarboi.org

অন্তর ঐ মকতবে গিয়ে আহমদ কিতাব পড়ায় ডুবে যেত। সা'দ ও হাসান সাধারণতঃ দরসের বইগুলো পড়ত। রণচর্চা ও একজন সেপাই হবার খায়েশ আহমদ অপেক্ষা ওদের দুজনের মাঝে ছিল বেশি।

সতের বছর বয়সে দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতায় গ্রানাডার হাজারো নওজোয়ানের ঈর্ষার পাত্রে পরিনত হলো সা'দ। এ বছরই তার ফৌজি মতকতবের আখেরী ট্রেনিংও সমাপ্ত হলো।

তিন.

সেভিল প্রশাসনের স্বেচ্ছাচারীতায় কর্ডোভাবাসীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলেও ইবনে আম্মারের ষড়যন্ত্রের দরুন তারা তেমন কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। যে সকল উলামা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গদের থেকে বিদ্রোহ হবার সম্ভবানা ছিল তাদেরকে অত্যন্ত সুক্ষ্মভবে হাত করে নিল ইবনে আম্মার। কাউকে অর্থ আবার কাউকে উঁচু পদের টোপে আটকে ফেলল সে। সুতরাং কর্ডোভা দখলের অব্যবহিতেই কয়েকটি মসজিদের খতীব মুতামিদের আদল-ইনসাফের গুণকীর্তন শুরু করে দিলেন।

টলেডো প্রশাসনের সাথে লড়াই করে জনগণের হা-পিত্যেস উঠেছিল। তাই তাদের কেউ বললো, যাই কিছু হোক না কেন, মুতামিদ একজন মুসলমানতো। অনেকে মন্তব্য করল, মুতামিদ আব্দুল মালিকের চেয়ে শতগুণে ভালো প্রশাসক। পক্ষান্তরে যারা মুতামিদের পরিচয় জানত, সেভিলের তলোয়ারের কোপ খাবার ভয়ে তারা মুখ খুলত না। নেতৃবৃন্দ অন্ধকার কয়েদখানায় ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন। সুতরাং তাদের অনুপস্থিতিতে গোলমাল বাধিয়ে দিলে আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। গোলমাল লাগালে পরিণতি বর্তমানের চেয়ে আরো ভয়াল হতে পারে। অতএব, তারা নিশ্চুপ হয়ে সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষায় থাকল।

শাহী শান-শওকতের সাথে কর্ডোভার যমীনে পা রাখলেন সুলতান মুতামিদ। যাহ্‌রা প্রাসাদের হাক-ডাক দেখে জনগণের বিরাট একটা অংশ প্রভাবিত হলেও সচেতন জনতা এতে তেমন একটা প্রভাবিত হলো না। বিশেষ করে রানী রমিকিয়ার বাহ্যিক বেশভূষা- আমন্ত্রিত মেহমান ও দরবারস্থ আমীর-উমরাদের চোখ দেয় ঝলসে। সস্ত্রীক যাহ্‌রা প্রাসাদের এ পদার্পণ মুতামিদের জীবনে অন্যতম লক্ষ্য ছিল। সে লক্ষ্যে পৌছুতে পেরে মুতামিদের সে কি আনন্দ।

মুতামিদ-রমিকিয়া দম্পতি কয়েক মাস যাহ্‌রায় অবস্থান করতেন। অন্য সময়টা প্রাসাদের সকলকে রাজা-রানীর অভ্যর্থনার কাজে নিয়োজিত থাকতে হত।

মুতামিদের পুত্র আব্বাদ কর্ডোভার গভর্ণর। পিতামাতা ও ইবনে আম্মারের সাথে সংসর্গের দরুন শৈশবেই সে নেহাৎ বিলাসপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাই কর্ডোভাবাসীর ঘাড়ে

www.amarboi.org

টাক্সের বোঝা পূর্বাপর যে কোন বাদশাহর চেয়ে বেশি করে চাপত। রাজস্ব কর ছাড়াও সরকারি হোমরা-চোমরাদের বিলাস দ্রব্যাদির খরিদের যোগান জনগণকেই দিতে হত। সরকারি কোন ভোজ সভার এলান শুনলেই জনগণের পিলা ঠিক সেভাবে চমকে উঠত, যেভাবে চমকে ওঠে হরিণ বাঘের কথা শুনলে। মুতামিদের বিরুদ্ধে তাই কর্ডোভাবাসী ক্রমেই ফুঁসে ওঠতে লাগল। একদিন কর্ডোভার বড় মসজিদে বিশাল ইশহেতার দেখা গেল। যাতে লেখা রয়েছে।

'মুসলিম সাধারণ্যের রক্ত শুষে যে প্রশাসন নিজেদের বিলাস সামগ্রী খরিদ এবং বিধর্মীদের মদের যোগান দিয়ে থাকেন তাদের সম্পর্কে সচেতন জনতা ও ধর্মীয় উলামায়ে কিরামের মতামত কি? কি মনে করেন ঐ প্রশাসকের ব্যাপারে, যার বেগম কাইসার ও কিসরার বেগমদের চেয়েও আরামপ্রিয় ও বেহায়া?

তোমাদের শাসক আল-ফাঞ্জোর তল্পীবাহক। তোমাদের ভবিষ্যত এমন এক নারীর খায়েশাতের উপর বিসর্জিত, যিনি যাহ্‌রা প্রাসাদকে ক্রীড়া-কৌতুকের আড্ডায় পরিণত করেছেন।

জাগো! হুংকার মারো! উল্টে দাও ঐ হুকুমতের ময়ুর সিংহাসন, যে হুকুমত আল্লাহ-রাসূলের স্বঘোষিত দুশমন।'-কর্ডোভাবাসী

অনেক সময় কর্ডোভার বাজারে মুফতীয়ানে কিরামের ফতোয়া বিলি করা হত। এসব ফতোয়া দিতেন সে সব অঞ্চলের মুফতীগণ— মুতামিদের স্বৈরাশাসন যাদের ছুঁতে পারত না। এসব ফতোয়ায় রানী রমিকিয়াকে লক্ষ্য করে জনগণকে হুঁশিয়ারী দেয়া হয়।

বছর চারেকের মধ্যে কর্ডোভাবাসীর মনে ধিকি ধিকি করে জ্বলা আগুন ফুঁসে ওঠল। জনগণ সেভিল প্রশাসনের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেও এর নেতৃত্বে তেমন কোন জাদরেল নেতা ছিলেন না।

ঐ যুগে ইবনে উক্কাশা নামী এক সুযোগ সন্ধানী লোক নেতৃত্বহীনতায় ভোগা কর্ডোভাবাসীর হাল ধরেন। দলে ভীড়েন বিদ্রোহীদের।

একদিন আব্বাদ তার অধীনস্থ সেপাইদের নিয়ে যাহ্‌রা প্রাসাদে পাশা খেলছিল। আচানক ইবনে উক্কাশা সদলবলে সেখানে হাজির হলেন। আব্বাদ ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে ওঠল। কিন্তু বুঝে ওঠার পূর্বেই উক্কাশা বাহিনীর এক আঘাতে আব্বাদের জিন্দেগীর সফর শেষ হলো। পরের দিন কর্ডোভাবাসী দেখল-উক্কাশা যাহ্‌রা প্রাসাদের মসনদে বসেছেন।

চার.

একদিন সা'দ ও তার ভায়েরা মক্তবে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আচানক বাইরের দরজায় কারো করাঘাত অনুমিত হলো। দরজা খুলে দেখল কড়া নাড়ছেন ওদের গৃহশিক্ষক।

www.amarboi.org

গৃহশিক্ষক ওদের দেখামাত্রই বললেন, 'সাদ! কর্ডোভা থেকে আমাদের কাছে অভিনব এক সংবাদ এসেছে। বিদ্রোহীদের একদল ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। সবিস্তার না জানলেও এতটুকু জেনেছি-মুতামিদের গভর্ণরপুত্র কতল হয়েছে। বিদ্রোহীদের নেতা হয়েছে ইবনে উক্কাশাহ নামী এক লোক।

সা'দ বিস্ময়াভিভূত শুনছিল এ খবর। শেষ পর্যন্ত ও প্রশ্ন করল,

'কার থেকে শুনলেন এ সংবাদ?'

'গ্রানাডার কোতোয়ালের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটলে তিনি বলেন, রাতের বেলায় কর্ডোভার কিছু লোক এসে এখানকার পাহারাদারদের কাছে এই সংবাদ পরিবেশন করেছে। পাহারাদাররা এ সংবাদে সন্দিহান হয়ে সংবাদ বাহকদের বসিয়ে রেখেছিল। শেষপর্যন্ত দুপুর নাগাদ গ্রানাডা প্রশাসন এ খবরের স্বীকৃতি দিলে ওদের যেতে দেয়া হয়। আমার কথায় আস্থাভাজন না হতে পারলে তুমি গ্রানাডা প্রাসাদে গিয়ে খবর নিয়ে আসতে পার।'

'দরকার নেই। আমি সোজা কর্ডোভায় যেতে চাই।'

খানিক পর সা'দ তার মা ও ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কর্ডোভামুখী হলো। ঘোড়পৃষ্ঠে সওয়ার হবার পূর্বে সে আহমদের কাঁধে হাত রেখে বললো, 'আহমদ! তুমি এখন আর আগেকার আহমদ নও। আমার ঘরোয়া জিম্মাদারী তোমার কাঁধে রেখে গেলাম।'

পাঁচ.

কর্ডোভার প্রবেশ দ্বারে ইবনে উক্কাশার সেপাইদের পাহারা। শহরের যে কেউ বাইরে যেতে চাইত-তাকে কয়েদ খানায় পুরে রাখা হত। মুতামিদের সমর্থনপুষ্ট লোকজন ইবনে উক্কাশার কাছে হাতিয়ার সমর্পণ করলে তাদেরকে সেভিলে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হল। সেভিলের যে সব সেপাই ইবনে উক্কাশার সাথে টক্কর দিয়ে কতল কিংবা কয়েদ হয়েছিল কর্ডোভা ত্যাগের অনুমতি ছিল তাদেরও। অবশ্য সীমান্ত চৌকির অফিসারদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, কর্ডোভা ত্যাগে উৎসাহী সকলেরই প্রতি যেন গভীর নযর রাখা হয়-যাতে নেতৃস্থানীয় কেউ দেশত্যাগ করতে না পারে। যে রাতে ইবনে উক্কাশা ক্ষমতা দখল করেছিল, সে রাতে বেশ কিছু মুতামিদ-সমর্থক অফিসার কর্ডোভা ত্যাগ করেছে। তারা সীমান্তবর্তী জনপদে নয়া প্রশাসকের বিরুদ্ধে বিষোদাগার তোলে। ইবনে উক্কাশা গুপ্তচর মারফত এখবর অবগত হওয়া মাত্রই ফরমান জারী করলেন, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে লিখিত অনুমতি ছাড়া কাউকে যেন সীমান্ত পার হতে দেয়া না হয়।

সা'দ কর্ডোভার পূর্ব-দক্ষিণ সীমান্ত থেকে প্রবশ করতে গিয়ে দেখল প্রবেশদ্বারে শ'পাচেক সেপাই জড়ো হয়েছে। এদের অধিকাংশই অনিবার্য কারণে অভ্যুত্থানের দিন

www.amarboi.org

শহরের বাইরে ছিল। আবার অনেকে সেভিল থেকে ছুটে এসেছিল। তাদের প্রিয়জনের খবর নিতে। ইবনে উক্কাশার নির্দেশ, এরা যেন দশদিন এখানে অপেক্ষা করে। বাধ্য হয়ে আগন্তুকরা সীমান্তবর্তী বস্তি ও জেলেদের কুটিরে আশ্রয় নেয়।

প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে এদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল সা'দ। অনেক লোক লিখিত অনুমতি দেখিয়ে শহরে প্রবেশ করছিল। সা'দ সাহস করে সীমান্ত অফিসারের কাছে গিয়ে বললো,

'আমি গ্রানাডা থেকে এসেছি। কর্ডোভায় রয়েছে আমার প্রিয়জন। জানতে এসেছি তাদের খবরাখবর।'

অফিসার বাইরে অপেক্ষমান লোকজনকে দেখিয়ে বললেন,

'দেখছনা! ওদের সবারই লোকজন কর্ডোভায় আছে। তুমি গিয়ে কমপক্ষে দশ দিন অপেক্ষা কর।'

অনুনয় বিনয় করে সা'দ অফিসারের মহানুভবতার ব্যর্থ কোশেশ করে বললো,

'জনাব! বিশ্বাস না হলে আপনার এক সিপাইকে আমার সাথে দিন। আমি শুধু খবর নিয়ে ফিরব।'

অফিসারের স্বর পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি কর্কশ গলায় বললেন, 'নওজোয়ান! তুমি আমার সময় নষ্ট করছ যে?'

সা'দ ভাবল, যদি আব্বাজানের দোহাই পাড়ি, তাহলে হয়ত প্রবেশানুমতি মিলে যেতে পারে। কিন্তু লোক মুখে কর্ডোভা বিপ্লবের কাহিনী যা ওর কানে এসেছে, তাতে বাপের নাম নিলে হিতে বিপরীত হতে পারে ভেবে সিদ্ধান্ত বদল করল ও।

আরেক নওজোয়ান অগ্রসর হয়ে বললো,

'দেখুন! আমার বিবি খুব অসুস্থ। আপনারা কর্ডোভার অভিজাত লোকদের জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন, আমি একজন গালিচা বানানো কারিগর-রাজনীতির সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই।' ফৌজি অফিসার তাঁকে ধমকি দিয়ে বললেন, 'দূর হও এখান থেকে!'

সা'দের পেরেশানীর অন্ত নেই। গালিচা কারিগরকে ধমকি দিয়ে ভাগিয়ে অফিসার ওকে লক্ষ্য করে বললেন,

'তুমি দেখছি এখনো দাঁড়িয়ে আছ নওজোয়ান?'

সা'দ ঘোড়ার জিন কষে অগ্রসর হয়ে বললো, 'জানতাম না, বনি আব্বাদের রোষানল থেকে মুক্তি পেয়ে কর্ডোভাবাসী এক্ষণে এক নয়া নেকড়ের খপ্পরে পড়েছে। জানলে তোমাদের অযথা পেরেশান করতাম না।'

গোস্বায় কাঁপতে কাঁপতে অফিসার কোড়ার কয়েক ঘা লাগিয়ে দিল ওর গায়ে। সা'দ উদ্বেগাকুল পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে উল্টা দিকে ঘোড়া ছুটাতে ব্যাপৃত হলো। ওকে ধরতে না পেরে গোস্বাবিক্ষুব্ধ অফিসার জড়ো হওয়া লোকদের পিটুনী দিতে লাগল।

www.amarboi.org

কিছুদূর গিয়ে ঘোড়া থামাল সা'দ। তরবারী কোষমুক্ত করে পুণরায় প্রবেশ দ্বারের দিকে অগ্রসর হলো ও। আচানক এক নওজোয়ান ওর ঘোড়ার লাগাম ধরে বললো ঃ

'বেকুফ নাকি তুমি! এহেন নাযুক পরিস্থিতিতে তরবারী কোষাবদ্ধ করে রাখাই হচ্ছে বড় বাহাদুরী। প্রবেশদ্বারে তুমি একটা নেকড়ে দেখেছ মাত্র। এ রকম হাজারো নেকড়ে কর্ডোভা শহর ছেয়ে আছে।'

ভ্রু-কুঞ্চিত করে সা'দ নওজোয়ানের দিকে তাকাল। নওজোয়ান এক বার্বারী রাখালের ছদ্মবেশে ছিল। এতদসত্ত্বেও সা'দের মন বলল—এ নওজোয়ান তার পরিচিত নয়।

নওজোয়ান হাসল। স্মৃতির বালুচরে এমন একটি হাস্যোজ্জ্বল মুখ ওর মানসপটে রেখাপাত করেছিল। অনেক লোকজন ইত্যবসরে ওদের মাঝে এসে দাঁড়াল। নওজোয়ান বললো, 'তুমি যদি গ্রানাডা থেকে এসে থাক আর তোমার নাম সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম হয়ে থাকলে নদীর তীরে এক অন্তরঙ্গ বন্ধু তোমার অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। এখানে সে তোমার সাথে কথা বলতে চায় না।'

নওজোয়ান তার ঘোড়া নদীর দিক রোখ করাল। এদিকে জড়ো হওয়া লোকজন সা'দের কাছে এসে ফৌজী অফিসারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে লাগল। সা'দ তাদের কথায় কর্ণপাত না করে ঘোড়া নিয়ে নদীর দিকে ছুটল। গোস্বা না হয়ে ওর মনে খেলে গেল আনন্দের এক অভিনব শিহরণ। নদীর তীরে দেখা হল সেই নওজোয়ানের সাথে। নওজোয়ান কে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে সা'দ বললোঃ

'লেবাছের মতে তোমার চেহারাও কৃত্রিম হলে আমি তোমার সেই বন্ধুর সাথে এখানে মিলিত হতে চাই।'

নওজোয়ান স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বলে উঠলোঃ আমি ইদ্রীস বিন আঃ জব্বার।'

'তুমি এখানে কেন? আর বন্ধু মহলকে ঘাবড়ে দিতে ভেতরের সেপাইসুলভ পৌরুষকে ঢেকে রেখে বার্বার রাখালের বেশভূষা গ্রহণ করতেই বা গেলে কেন?'

'আমার ছদ্মবেশের প্রশংসা এখনো কিন্তু করোনি বন্ধু! আমি যখন তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, আমাকে তুমি তখনও আবিষ্কার করতে পারোনি।'

ছয়.

উপকূলীয় একটি বৃক্ষের সাথে ঘোড়া বেধে দু'বন্ধু ঘাসের উপর বসে পড়ল। সা'দ খুশী আতিশয্যে বললোঃ

'তোমার মা ও প্রতিবেশীরা ভালো তো?

'কর্ডোভা থেকে যখন ফেরার হয়েছিলাম তখন ভালোা দেখে এসেছিলাম। আল্লাহই ভালো জানেন-এখন তারা কেমন আছেন। ও হ্যাঁ, তোমার মা-ভাই, ওরা কেমন আছে?'

www.amarboi.org

'ভালো। খোদার শোকর, গ্রানাডা এখনও হামলাবাজদের থেকে মাহফুয। আচ্ছা, তুমি ফেরার হয়েছিলে কেন?'

ইদ্রীস এদিক ওদিক তাকিয়ে বলতে লাগল,

'হপ্তা দুয়েক পূর্বে আমি এক লজ্জাস্কর ষড়যন্ত্রের খবর আঁচ করতে পেরেছিলাম। মুতামিদের তখত-তাজ উল্টে দিতে যারা বিদ্রোহ করেছিল– তাদের নিয়ত খারাপ ছিল না। কিন্তু মুনাফিক এবং ক্ষমতা লিপ্সুদের একদল অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে ওদের দলে ঢুকে পড়ে। একদিন আমার এক বাল্যবন্ধুর বিয়ের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করেছিলাম। ফিরতে বেশ দেরী হলো। মামুজানও এসেছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'বেশ দেরী হয়ে গেল, তুমি আমাদের এখানে থেকে যাও। সকালে যেও।' কিন্তু বাসার বাইরে থাকতে মন চাচ্ছিল না। মধ্য রাত্রীতে ঘোড়পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে বাসাভিমুখী হচ্ছিলাম। গোয়াদেল কুইভার ব্রীজের কাছে এলে আচমকা সম্মিলিত ঘোড়ার পদধ্বনী আমাকে চমকে দেয়। সচকিত হয়ে রাস্তা ছেড়ে ঝোপের মধ্যে লুকালাম। তড়িৎ একটা ঘোড়া গাড়ী অতিবাহিত হলো, তার পিছে চলছে বেশ কিছু সওয়ারও।

সেভিলবাসীর ঘোড়া গাড়ীর সাথে সওয়ার থাকে বলে শুনেছিলাম। এদিকে ঘোড়া গাড়ীর তেমন একটা গতি না থাকায় আমি দ্বীধাবিভক্ত হয়ে পড়ি। অনুমান করলাম-ঘোড় সওয়াররা গাড়ীটির অনুসরণ করছে না। কিন্তু মাইল খানেক চলার পর বেশ কিছু সওয়ারকে শহরের দিকে থেকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। ভাবলাম, এরা কি তারা, যারা ঘোড়া গাড়ীর পিছনে ছিল? সামনের ঘটনা দেখার জন্য আত্মগোপন করলাম। এক সওয়ার সঙ্গীদের বললোঃ

'এক্ষণে রাস্তা ছেড়ে আমাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে। ওরা এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়লে আমি রাস্তায় উঠে এলাম। বাড়ালাম ঘোড়ার গতি। কিছু দূর গিয়ে দেখলাম ঘোড়া গাড়িটি গভীর খাদে পড়ে আছে। আচানক গাড়ীর মধ্যে কারো কাতরানোর ক্ষীণ-শব্দ আমার কর্ণে এলো। অন্ধকারে তাকে চিনতে পারলাম না। আহত ব্যক্তি হুঁশ আসতেই আমাকে প্রশ্ন করল,

'তুমি কে?'

আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

'আমি কারো সাহায্যের প্রত্যাশী নই। অবশ্য তুমি কর্ডোভাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পার। তোমাকে কয়েকটা নাম বলব-অতি তাড়াতাড়ি কর্ডোভা প্রশাসনের কাছে পৌছুবে। যথাসম্ভব গর্ভনরের সাথে দেখা করতে চেষ্টা করবে। গভর্নর বেকুফ হলেও কমপক্ষে আপনার জান বাঁচানোর স্বার্থে কর্ডোভাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবে।'

আহতজনিত গোঙানি সত্ত্বেও তার আওয়াজ আমার কাছে অপরিচিত ছিল না। তার কথা অসম্পূর্ণ রেখে বললাম,

'আপনাকে ঘরে পৌছে দি?' আমার যদ্দুর ধারনা, আপনি আব্দুর রহমান।'

তিনি বললেনঃ 'এর প্রয়োজন পড়বে না। আমার সময় শেষ।'

www.amarboi.org

বারংবার তাকে ঘরে পৌছে দিতে চাইলাম। তিনি আমার হাত ধরে বললেন,

'আমি আর ক'টা শ্বাস নেয়ার জন্য জিন্দা থাকতে চাই। বলতে চাই অব্যক্ত কথাগুলো।'

তাঁর বুকে ঘাতকের তলোয়ার বিঘত খানেক ঢোকা। আমি বললাম,

'আপনি শান্ত হোন। আপনার অন্তিম বাণী যথাসাধ্য কার্যকর করতে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

অতঃপর তিনি যা বললেন-তার সার সংক্ষেপে হচ্ছে ঃ

'তিনি কর্ডোভা প্রশাসনদ্রোহী জামাতের রোকন ছিলেন। আঁধার রাতে হতে যাওয়া গুপ্ত বৈঠকে হিস্যা নিতে তাঁকে আহবান জানানো হয়েছিল। অনুষ্ঠিত বৈঠকে তিনি জানতে পারেন-ইবনে উক্কাশার পৃষ্ঠপোষকতায় মামুন জান-নূনের সাথে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। ইবনে উক্কাশা এক ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে হাজির হন এবং পূর্বে থেকেই আহুত লোকজনের নেতৃত্ব দেয়ার শক্তি লাভ করেন। আমন্ত্রিত লোকজন ইবনে উক্কাশাকে নানাবিধ অফাদারীর জন্য চাপ দেয়। আব্দুর রহমান তাদের ধিক্কার দিয়ে বলেন–

'তোমারা ইবনে উক্কাশার মত লোককে দিশারী বানাতে চাও? আমি তোমাদের সাথে নেই। দু'জন লোক তার সমমনা হয়ে গেল। ইবনে উক্কাশার গাদ্দার শ্রেণীর মাস্তান তার অঙ্গুলী ইশারার অপেক্ষায় বাইরে অপেক্ষমান ছিল। মনিবের ইশারা পেয়েই ওরা ঝাপিয়ে পড়ল মতবিরোধকারী এ তিন জনের ওপর। দু'নওজোয়ানের তলোয়ার ছিনিয়ে নেয়া হলেও আব্দুর রহমান অন্ধকারে বৈঠক খানা থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। বাইরে ভেড়ানো ছিল তাঁর ঘোড়া গাড়ী। চাপলেন তাতে।

ইবনে উক্কাশার মাস্তানরা ঘোড়পৃষ্ঠে সওয়ার হবার পূর্বেই তিনি কয়েক ক্রোশ অতিক্রম করেন। আয-যাহ্বার সন্নিকটে এসে তাকে ঘেরাও করে ফেলে ওরা। গাড়োয়ান এবং নওকরদের কতল করার পর তারা তাঁকে মারা গেছেন ভেবে ফিরে যায় রা।

এ কথা শুনে আমি বললাম-এ কথা কর্ডোভা প্রশাসনকে অবহিত করার প্রয়োজন হলে আমি অবশ্যই জানবাযী রেখে তাদের কানে দিব, তবে সর্বাগ্রে আপনার চিকিৎসা করা দরকার।'

তিনি বললেন, 'প্রথমে ঐসব লোকের নাম জেনে নাও, যারা ইবনে উক্কাশার মাধ্যমে মামুনের কাছে কর্ডোভা বিক্রি করে দিতে চায়। খোদা না করুন! নর পিশাচরা কামিয়াব হলে গোটা কর্ডোভাই নেকড়েদের শিকারস্থলে পরিণত হবে। আমি বনি আব্বাদের নিকৃষ্ট দুশমন। খোদা আমাকে জীবিত রাখলে হলফ করে বলতে পারি, এ নয়া ষড়যন্ত্রকারীদের বিষদাত ভাঙ্গার স্বার্থে আব্বাদগোত্রের পতাকাতলে সমবেত হওয়াকে সৌভাগ্য মনে করব। অতঃপর তিনি জনা বিশেক লোকের নাম শুনালেন। এর সিংহভাগই কর্ডোভার অভিজাত আমীর— উমরা। এমনো ক'জন সে দলে রয়েছেন যারা এক্ষণে হুকুমতের বড় বড় পদ দখল করে আছেন।

www.amarboi.org

শেষ পর্যন্ত আমি আব্দুর রহমান কে ঘোড়ার পিঠে তুলে নেই। তার বাসা আমাদের বাসা থেকে খুব একটা দূরে ছিলনা। পথিমধ্যে বারকয়েক উনি বেহুঁশ হয়ে যান। হুঁশ আসতেই শুরু করেন কথা। বাসায় পৌছুতে পৌছুতে তিনি অসাব হয়ে পড়েন। নাড়ীর স্পন্দন পরীক্ষা করে মনে হলো তিনি বুঝি জিন্দেগী সফর শেষ করতে যাচ্ছেন।

আমি ঐ সব নাম ভুলিনি। তাঁকে তার পরিবারের কাছে সমর্পণ করে এক টুকরা কাগজ চেয়ে নিয়ে লিখে ফেললাম নামগুলি।

খানিকপর! হুঁশ ফিরে আসতেই উনি বিড় বিড় করে বলেন,

'দেখ! তোমার ওয়াদা ঠিক রেখো কিন্তু। নামগুলো মনে থাকবে তো?

লিখিত নামগুলি তাকে শুনালাম। তিনটি নাম ভুল লিখেছিলাম। উনি তা সংশোধন করে দিলেন। সাথে জুড়ে দিলেন আরো আটটি নাম। অতঃপর তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি এখানে থাক?

'জী হ্যাঁ! আমার বাসা এখান থেকে একটু দূরে। আব্দুল জব্বার আমার বাবা।

'তুমি এক বাহাদুর পুত্র। আমি আশ্বস্থ হলাম।'

মসজিদের মীনার থেকে ফজরের আজান ভেসে এলো। একটি বিদায়ী ঝাকুনী দিয়ে আব্দুর রহমান তার জিন্দেগীর সফর শেষ করলেন। বেরিয়ে এলো মনের অজান্তে আমার মুখ থেকে-ইন্নালিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজেউন।

বাসায় ফিরে কর্ডোভা গভর্ণরের নামে বিশাল একটা পত্র লিখলাম। বিষয়বস্তু ও গুলোই যা আমাকে গতরাতে বলেছিলেন বেচারা আব্দুর রহমান। দুপুরের দিকে গভর্ণর হাউজে সাক্ষাৎ করতে গেলাম, কিন্তু প্রবেশ করতে পারলাম না। বিকালের দিকে যাহ্‌রা প্রাসাদের নাযেমের সাক্ষাৎ–অনুমতি মিললো। তিনি বললেন,

'তোমার যা বলার আমাকে বলো, আমি তা গভর্ণরের কাছে পৌছে দেব। বাধ্য হয়ে আমার চিঠি তার হাতে দিতে হলো। বললাম তাকে, 'গভর্ণরের হাতে এ চিঠি আজ পৌছাতে পারলে কর্ডোভা ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে।'

সন্ধ্যার দিকে আমার বাল্যসাথী কোতোয়াল-পুত্র আমাদের বাসায় এসে বললো, 'ইদ্রীস! আমার আব্বা তোমাকে স্মরণ করেছেন। এখুনি আমাদের বাসায় চলো।'

ওর সাথে আমি কোতোয়ালের বাসায় পৌছুলাম। আমার আব্বা তার পরিচিত জন। তিনি আমাকে দেখামাত্রই বলে উঠলেনঃ

'ইদ্রীস! বড় ধরনের একটি বোকামী করে ফেলেছো। কিছুক্ষণ পূর্বে গ্রেফতারের জন্য আমার কাছে গভর্ণরের ফরমান এসেছে-পরবর্তী আদেশ না আসা পর্যন্ত হাজতে যেন তোমায় পুরে রাখা হয়। জানো, এর মতলব কি?

'আপনি ঠাট্টা করছেন কি?'

'ঠাট্টা নয়। পরবর্তী আদেশ এর অর্থ হলো-তোমাকে আদালতে উঠানো হবে না। সম্ভবতঃ এমন কোন অন্ধকার কুঠরীতে ঢুকিয়ে রাখা হবে-যেখান থেকে কেবল তোমার লাশই বেরুতে পারবে। এখন বলো, তুমি কি অন্যায় করেছ?'

www.amarboi.org

তার প্রশ্নের জবাবে আমি আব্দুর রহমানের পুরো কাহিনী শুনিয়ে দিলাম।

কোতোয়াল কিছুক্ষণ আমার দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত বললেন, 'বেশ! তোমার লিখিত নামগুলো দাও তো?'

নাম লেখা কাগজের একটা নকল কপি আমার কাছে ছিলো। পকেট থেকে ওটি বের করে তাকে পুরো নামগুলি শুনালাম।

কোতোয়াল একটি নাম শুনে বললেনঃ 'আরে পাগল। তুমি দেখছি কুমির-হাঙ্গরের ঝিলে ঝাপ দিয়েছো! তুমি যাদের ব্যাপারে অভিযোগ করেছ, তন্মধ্যে যাহ্‌রা প্রাসাদের নাযেম— ভ্রাতাও রয়েছেন। নাযেম পত্র পড়ে গভর্নরের মাধ্যমে তোমার গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করিয়েছেন। এখানে তোমার কয়েদী জীবন মৃত্যুর চেয়েও ভয়াল। আর যাদের নাম তুমি অভিযোগ নামায় লিখেছো-গভর্ণর তাদের হাতের ক্রীড়নক।'

আমি বললাম, 'আমাকে একবারের জন্য হলেও গভর্ণর পর্যন্ত পৌছার সুযোগ দিন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাকে পরিস্থিতি বুঝাতে সক্ষম হব।'

'তুমি দেখছি একটি আস্ত বেকুফ! ওরা তোমাকে গভর্ণর পর্যন্ত পৌছুতে দিবে বলে মনে করছ? কোনক্রমে পৌছতে পারলে দেখবে-গভর্ণর তোমার কথায় কান দিচ্ছে না। তারচেয়ে ভালো তুমি পালিয়ে যাও। কর্ডোভাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হলে সরাসরি সেভিলে চলে যাও। শোনাও পুরো ঘটনা-সেভিল প্রশাসন কে। মুতামিদের সাথে দেখা করতে না পারলে কমপক্ষে তাঁর কর্মচারীদের কাছে অভিযোগ নামা পেশ করো। দাও খতীবদের কানে কর্ডোভার কথা। চিৎকার দাও 'কর্ডোভা বাঁচাও' বলে সেভিলের চৌরাস্তায়। কেউ না কেউ তোমার আহ্বানে সাড়া দিবে। সাড়া কেউ না দিলেও অন্ততঃ তোমার জীবন নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেলতে আসবে না। আজ সন্ধ্যার পূর্বে তোমাকে গ্রেফতার করতে না পারলে আমাকে বহিষ্কার করে অন্য কারো মাধ্যমে তোমাকে গ্রেফতার করা হতে পারে।

নাযেম আমাকে আদেশ করেছেন তোমাকে গ্রেফতার করা মাত্রই তাকে যেন খবর দেই। দেরী হওয়ায় সে বোধহয় খুব পেরেশান হয়ে আছে। আমার মন বলছে-তোমাদের বাসা এতক্ষণে ওরা ঘেরাও করে ফেলেছে। হাতে সময় নেই। শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে সেভিলের একটি সরাইখানা আছে। তুমি ওখানে গিয়ে অপেক্ষা কর। বাদ এশা তোমার জন্য একটি ঘোড়া আর মুতামিদের নামে একটি পত্র নিয়ে আমার নওকর ওখানে যাবে। মুতামিদকে বলবে-তোমার সেভিল আগমনে আমার হাত ছিল।'

অতঃপর তিনি পুত্রকে ডাকলেন। একটি ঘোড়ার গাড়ীতে করে আমাকে সেভিলের সরাইখানায় পৌছে দিল সে। বাদ এশা কোতোয়ালের জনৈক নওকর একটি ঘোড়া, কিছু দীনার এবং সুলতান মুতামিদকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি পত্র আমার কাছে হস্তান্তর করল।

সেভিলে পৌছে দেখলাম–কবিগান, পাশা আর জুয়ার আসর জমজমাট। দশ দিনের দীর্ঘ মেহনতের বদৌলতে জনৈক খতীবের বদান্যতায় মুতামিদের সাথে সাক্ষাৎ হলো

www.amarboi.org

আমার। কিন্তু আমি যখন আমার কাহিনী শুনাচ্ছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে কর্ডোভার এক দূত এসে খবর দেয় যে, মুতামিদের পুত্র কতল হয়ে গেছে এবং ক্ষমতারাহণ করেছে ইবনে উক্কাশা নামে জনৈক বিদ্রোহী।

মুতামিদ সর্বপ্রথম ফরমান জারী করলেন–ঐ সব অফিসার ও পাহারাদারকে গ্রেফতার করা হোক, যারা এ নওজোয়ানকে আমার সাথে সাক্ষাৎ করা নিয়ে টালবাহনা করেছে। আমাকে বললেন-সেভিলে তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।"

এক্ষণে আমি আমার মা-বোনের সন্ধান নিতে এসেছি। এখানে এসে শুনলাম-ইবনে উক্কাশার লোকজন আমাকেই তালাশ করছে।

আজ সকালে এখানে পৌছেছি। যাহ্‌রা প্রাসাদের পাহারা কর্ডোভার চেয়ে অধিক কড়া। তাই ওখানে প্রবেশ করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে ভেবে প্রবেশ করিনি। আমার খোঁজে গুপ্তচর এখানে ওখানে ওঁৎপেতে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। তাই সর্বাগ্রে কর্ডোভা প্রবেশের চেষ্টা করি। আমার মামুর গৃহে মা-বোনের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে কিন্তু মামা বাড়ির খবর নেওয়াওতো চাট্টিখানি কথা নয়। ফলমূল, শাক-সব্জী, জ্বালানী কাঠ নিয়ে কর্ডোভার দক্ষিণ-পূর্ব প্রবেশদ্বার দিয়ে শহরে প্রবেশ অনুমতি দেয়া হয় জেনে জ্বালানী কাঠের বোঝা মাথায় তুলে শহরে প্রবেশের অপেক্ষায় ছিলাম।

এখানকার একটি বসতিতে আমার ঘোড়া রেখে গিয়েছিলাম। বসতিতে তোমাদের মালি বাস করত। ছদ্মবেশের সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল সে-ই।

এখানে অপেক্ষা করছি শহরের থেকে পরিচিত কেউ এলে তার কাছে প্রিয়জনের খবর নিব। বলো! তোমার এরাদা কি?'

সা'দ জওয়াব দিল, 'আমি আব্বাজানের খবরাখবর নিতে এসেছি। আমার ধারনা ছিল, বিদ্রোহীরা সর্বপ্রথম তাকে আযাদ করে দিবে। তবে পরিস্থিতি দেখে বোঝা যাচ্ছে ইবনে উক্কাশার আনুগত্য স্বীকার না করে তিনি কারাবাসকে প্রাধান্য দিবেন। তুমি যে কাহিনী শোনালে তাতে বোধকরি শহরে প্রবেশ তোমার না করাই ভাল। শহরে গিয়ে তুমি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পার। তার চেয়ে আমি শহরাভিমুখী হতে চাই। একাকী গিয়ে তোমার ও আমার পরিবারের খবরাখবর নিয়ে আসি। তোমার মা-বোনকে নিয়ে যদি সেভিল যেতে চাও তবে আমি সে ব্যবস্থাও করে দিতে পারব। সীমান্ত দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে যেটুকু যা সমস্যা আমার। এরপর শহরের সর্বত্রই নির্বিঘ্নে ঘোরাফেরা করতে পারব। কিন্তু তোমার খোঁজে শহরের অলিতে গলিতে শত্রু ওঁৎপেতে আছে। বিশেষ করে যাহ্‌রা প্রাসাদ ও তোমার আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে ওদের বিচরণ অন্যান্য স্থানের চেয়ে বেশি বৈ কম হবে না। এমন না হয় যে, পরিবারকে বাঁচাতে গিয়ে তাদের জন্য বিপদ ডেকে আনো।'

ইদ্রীস খানিক চিন্তা করে বললো, 'কুদরত তোমাকে আমার মদদের জন্য প্রেরণ করে থাকলে খামোকা আমি ঝামেলায় জড়িত হতে চাই না।'

www.amarboi.org

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। রাত্রী যাপনের জন্য সা'দ ও ইদ্রীস বসতি অভিমুখী হলো। পরের দিন সা'দ ঘোড়া ছেড়ে গাধার পিঠে বোঝা চেপে শহরমুখো হলো। ওকে বিদায় দেয়ার প্রাক্কালে ইদ্রীস মোসাফাহা করে বললো,

'সা'দ! জীবনে এই প্রথম কোন অভিজাত নওজোয়ানকে কাঠুরির ছদ্মবেশে দেখলাম। যে কোন পোষাকেই তোমাকে শাহজাদা মনে হয়। আমার মনে হয়, তুমি পাহারাদারদের ধোঁকা দিতে পারবে না।'

'শান্ত হও বন্ধু! শান্ত হও! পাহারাদার আমাকে তোমার চোখে দেখবে না।'

সাত.

নিঃসঙ্গ আলমাছ আস্তাবলের দরজার সামনে উপবিষ্ট। গভীর চিন্তার ভাঁজ তার ললাটে সুস্পষ্ট। আচমকা কেউ তার পিছনে হেঁকে ওঠলোঃ

'কাঠ লাগবে, কাঠ?'

চকিতে পিছে তাকালো সে। ঝাঝালো কণ্ঠে বললো, 'দূর হও! কাঠের প্রয়োজন নেই।' হঠাৎ তার দৃষ্টি কাষ্ঠ বোঝাই গাধার পিঠের দিকে নিবদ্ধ হলো। অকস্মাৎ সে গাধার উপর ঝাপিয়ে পড়ল। তার ধারনা, দুষ্ট কোন কাঠুরি তার আস্তাবলের কাঠ চুরি করে গাধার পিঠে চেপেছে। হামলার দরুন গাধাটি উর্দ্ধশ্বাসে পালাতে লাগলো। সা'দ ধরে ফেললো তার হাত। ছাড়াতে চাইলো সে। কিন্তু সা'দের পৌরুষের কাছে হার মানলো চল্লিশোর্ধ বয়সী আলমাছ। তার চোখ দিয়ে রাগে আগুন ঝরছে। এই পথম সে গভীরভাবে কাঠুরির দিকে তাকালো। মুহূর্তে তার গোস্বাকম্পিত চেহারায় খুশীর বন্যা বয়ে গেল।

'সা'দ! তুমি!' ওকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ প্রকাশ করলো সে।

সা'দ প্রশ্ন করলো, 'আব্বার খবরাখবর কি?

আলমাছ ভারাক্রন্ত আওয়াজে বললো, 'জানি না। এখন পর্যন্ত তার কোন সঙ্গী-সাথী মুক্তি পায়নি।

আলমাছ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে এতদিনের শংকা দূর করতে চাচ্ছিল, কিন্তু নওকরদের উপস্থিতিতে সে চুপ করে রইলো। শেষ পর্যন্ত হাত ধরে ওকে মহলের ভেতরে নিয়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'কর্ডোভায় এ মুহূর্তে তোমার অবস্থান অত্যন্ত ঝুঁকিবহুল এক মুহূর্তও এখানে অবস্থান করোনা। শান্ত হয়ে বস! আমি নওকরদের কিছু নির্দেশনা দিয়ে আসি।

সা'দ বললো, 'চাচা আলমাছ! তুমি খুব ঘাবড়ে যাচ্ছ যে? শহরে প্রবেশ করার জন্য আমি ছদ্মবেশ ধারণ করেছি। এক্ষণে আমাকে এক ছাত্রের ছদ্মবেশ ধারণ করে বেরুতে হবে। শহরে একটি জরুরী কাজ আছে।'

www.amarboi.org

'তোমার আব্বার কথা অনেকের কাছে জিজ্ঞাসা করেও কিছু জানতে পারিনি। তাঁর এক বন্ধু বলেছেন, কারামুক্তির জন্য তোমার আব্বাকে মামুনের আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। মামুন দু'একদিনের মধ্যে কর্ডোভা আসবে।'

'কিন্তু তোমার ধারনাকি-কর্ডোভাবাসী তার আনুগত্য স্বীকার করবে?

'কর্ডোভাবাসী এখন বকরীর পালে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই বাইরের যে কেউ ছড়ি নিয়ে তাদের কে হাঁকাতে সাহস করে। উমারাদের একদল তাদেরকে সেভিল প্রশাসনের হাতে বিক্রি করে দিয়েছে। ইবনে উক্কাশা যেদিন ক্ষমতা দখল করেছিল সেদিন আমরা খুশীর নাকারা বাজিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, সেভিলের জালিমদের থেকে কর্ডোভাকে বাঁচাতে কুদরত বুঝি তাকে নির্বাচিত করেছেন। কিন্তু পরের দিন অবগত হলাম, কর্ডোভার নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে সে মামুনের আনুগত্যে বাধ্য করছে। যারা এতে বাদ সাধছে-দেখা গেছে তাদের জীবনাবসন হয়েছে সেদিনই।

কর্ডোভা হামলার হপ্তা খানেক পূর্বে আওয়াম তাদেরকে নিজ বাড়ীতে ঠাঁই দিয়েছিল। আওয়ামের ধারণা, মামুন বাহিনী তাদের ত্রাণকর্তা। এমনকি নিষ্ঠুর এই বাহিনীর জন্য কয়েকজনকে এ বাড়ীতে ঠাঁই দিয়েছিলাম আমিও।'

'আচ্ছা! ইদ্রীস পরিবারের কোন খবরাখবর আছে?'

'অভ্যুত্থানের একদিন পূর্বে ইদ্রীস গা ঢাকা দিয়েছিল। কয়েকজন পুলিশ ওর সন্ধানে এসেছিল। ইবনে উক্কাশা আমীর-উমরাদের হাত করতে যতটা উদগ্রীব ছিল তারচেয়ে বেশী ছিল ওর অন্বেষায়। ভাবতে অবাক লাগত, কি অন্যায় ওর? কেন ওকে ধরার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে কর্ডোভা প্রশাসন? শহরের প্রতিটি বাড়ীতে ওর তল্লাশী চলছে। ওর মামু ওর মা-বোন কে যাহ্‌রা অঞ্চলে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রশাসন অনুমতি দেয়নি। আমার ধারণা ছিল, ইবনে উক্কাশা আব্বাদের মত নয়, বরঞ্চ সে ইদ্রীস পরিবারের প্রতি সদয় হবে। কিন্তু ওর বার বছরের মামাতো ভাইকে জেলে পুরে যে পীড়াদায়ক শাস্তি দিয়েছে, তাতে আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ইদ্রীস কোথায় তা ওর মামাত ভায়ের জানা ছিল না।'

'ওর মা-বোনের সঙ্গে কোন অসদাচারণ করা হয়নি তো?'

'সেভিল প্রশাসন তো অসহায় নারীদের উপর হাত উঠায়নি কোনদিনও। কিন্তু এখন ক্ষমতা এক হায়েনার হাতে। ওদের জন্য সব-ই সম্ভব।'

'আমি তাদেরকে ইদ্রীসের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। শহরের বাইরে ও ওদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

'ওর সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে?

'জী-হ্যাঁ। গতকাল।

'ওর অন্যায় জানতে পেরেছ কি?'

www.amarboi.org

'হুকুমতের বিরুদ্ধে ইবনে উক্কাশার ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেওয়া ওর একমাত্র অন্যায় বলে জেনেছি।'

আলমাছ হয়রান হয়ে বললো,

' সেভিল প্রশাসন তাহলে ওকে গ্রেফতার করতে যাবে কেন?'

এ প্রশ্নের জবাবে সা'দ ইদ্রীসের কাহিনী বলে গেল।

আট.

মোমবাতির আলোতে ইদ্রীসের বোন মায়মুনা বই পড়ছিল। চিরাচরিত নিয়ম মাফিক ওর মা এশার নামাযান্তে অজীফা পাঠ করছিলেন। আচানক কেউ দরজার কড়া নাড়ল।

চকিতে টিপয়ের নীচে লুকানো খঞ্জর বের করে লঘুপায়ে মায়মুনা দরজার দিকে এগুলো। ভিতরে থেকে দরজা বন্ধ। দরজায় কান রেখে দাঁড়ায় ও। পুনরায় আগন্তুক দরজার কড়া নাড়ল।

'কে?' দিলের অনবরত ধুক-ধুকানী সংযত করে মায়মুনা প্রশ্ন করল। বাইরে থেকে কেউ নীচু আওয়াজে জওয়াব দিল,

'ভয় নেই আমি সা'দ, ইদ্রীসের খবর নিয়ে এসেছি।'

ইতিমধ্যে মায়মুনার মা মেয়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তার মুখে ভীতির ছাপ।

'কি হলো, বেটি?'

মায়মুনার স্থলে বাইরের থেকে সা'দ জওয়াব দেয়, 'আমি সা'দ ইবনে আব্দুল মুনয়িম। ইদ্রীস আমাকে পাঠিয়েছে।'

বেশ কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে ইদ্রীসের মা দরজা খুললেন। ঝড়ের বেগে ঢুকল ও। ওর পড়নে এক সেপাহীর বেশ। তাকালো ওর দিকে ওরা। পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে মায়মুনার মা'র হাতে দিল সা'দ।

'আপনারা আমাকে চিনতে পারেন কিনা-এ ভয়ে কাটাচ্ছিলাম হার লমহা। ইদ্রীস এই চিঠি দিয়ে আমার শংকা দূর করেছে।'

দজার ছিটকানি আটকে ইদ্রীসের মা চিঠিটি মোমবাতির সামনে মেলে ধরলেন।

আচানক পিছনের কামরা থেকে কারো দরজা খোলার আওয়াজ শোনা গেল। নারী কণ্ঠে ধ্বনিত হলো-'মায়মুনা! মায়মুনা!!'

হতবাক হয়ে মায়মুনা ওর মায়ের দিকে তাকাল।

কড়িডোরে পায়ের আওয়াজ ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছিল। মা নেহাৎ পেরেশান হয়ে সা'দ কে বললেন, 'বেটা তুমি ডানপার্শ্বের কামরায় আত্মগোপন কর। ও আমাদের নতুন চাকরানী। যাহ্‌রার নাযেম ওকে গুপ্তচর হিসাবে আমাদের ঘরে ঢুকিয়েছে।'

www.amarboi.org

সা'দ দ্রুত এক পাশের কামরার গিয়ে আত্মগোপন করল। মায়মুনার মা পুত্রের চিঠি মুড়ে আঁচলে লুকোলেন।

চাকরানী দরজার কাছে এসে বললো,

'বাইরের থেকে কেউ এসেছে কি?'

মা বললেন, 'এ সময় কে আসবে?'

কেন? দরজার কড়া নড়ল যে?'

'মায়মুনার কামরা খোলা ছিল। আমি এইমাত্র বন্ধ করলাম।'

'তাহলে কথা বললো কে? আমার কান কি তাহলে আমাকে ধোঁকা দিল?'

'মায়মুনার সাথে কথা বলছিলাম।'

'জি নাকড়িডোরে যে আওয়াজ আমি শুনেছি-তা আপনার হতে পারে না।'

'তুমি খামোকাই পেরেশান হচ্ছো। দেউড়ীর কাছে নওকররা চেচামেচি করছিল।'

মায়মুনা! তুমি কারো আওয়াজ শুনোনি?'

মায়মুনা বিরক্তিভরে বললো, 'তোমার কানটা অপারেশন করে নাও!'

মায়মুনার কথায় চাকরাণীর মনের ঘনীভূত সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত আনমনে বিড়বিড় করতে করতে সে তার কামরার দিকে পা বাড়াল।

ইদ্রীসের মা পুনরায় দরজা বন্ধ করলেন। চাকরানী চলে যাওয়ার পর ফেললেন স্বস্তির নিঃশ্বাস। ভেজানো দরজা ঠেলে সা'দ এলো তাদের কাছে। মেয়েকে লক্ষ্য করে মা বললেন,

'বেটি! ওর সামনে তুমি এভাবে আলাপ করোনা। খোদা না করুন, চাকরানী অন্যান্য চাকর-বাকর দিয়ে ঘর তল্লাশী করলে অবস্থাটা কি দাঁড়াত, বলো তো?

মায়মুনা বললো, 'আমার খঞ্জর তাহলে এতোক্ষণে ওর বুক এফোড় ওফোড় করে দিত।'

সা'দ বললো, 'আমার খেয়াল, মায়মুনা ঠিকই বলছে। মায়মুনা বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিস্থিতি সামাল না দিলে চাকরানীর সন্দেহ আরো ঘনিভূত হতো।'

' বেটা! তুমি ওকে জানো না! ঘুমানোর পূর্বে সে নওকরদের চৌকান্না থাকতে বলবে। তাই আমাদের এভাবে প্রকাশ্যে কথাবার্তা বলা বোধহয় ঠিক হবে না। ও হ্যাঁ! তুমি আমাদের বাড়ীতে এত নিচ্ছিদ্র পাহারা থাকতেও ঢুকলে কি করে?'

'বাড়ীর পেছনের দিকে দিয়ে দেয়াল টপকে।'

'চলো, ঐ কামরায় চলো!' মায়মুনার মা, সা'দ ও মায়মুনাসহ এক কামরায় প্রবেশ করেন।

মায়মুনার মার পীড়াপীড়িতে সা'দ ইদ্রীসের বলা কাহিনী শোনাল। উপসংহারে কর্ডোভা ত্যাগের কথা বললে মায়মুনার মা বললেন,

'বেটা! তুমি হয়ত জানো না, আমাদের পুরানো নওকরদের বিদায় করে দিয়েছে প্রশাসন। যে দু'নওকর দেউড়ীতে পাহারা দিচ্ছে-ওরা পুলিশের লোক। এই চাকরানীও

www.amarboi.org

ওদের দলভুক্ত। গত পরশু আমার নাবালেক ভাইপো এসেছিলো। পুলিশরা অবগত হওয়া মাত্রই তাকে থানায় নিয়ে গেছে। জানি না ওর সাথে কি ব্যবহার করা হচ্ছে।'

'ওকে হয়ত জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে-ইদ্রীসের ব্যাপার নিয়ে।'

'বুঝতেই পারছ-এ নাযুক পরিস্থিতিতে বাড়ী ছাড়া আমাদের পক্ষে চাট্টিখানি কথা নয়।'

'চিন্তা করবেন না। আমি সব ব্যবস্থা করেছি।'

'আমার ভয় হচ্ছে, আমাদের কারণে ইদ্রীস না আবার ধরা পড়ে যায়। হায়! তুমি তাকে যদি পুনরায় সেভিলে চলে যেতে বলতে। আহা! পরিস্থিতি এমন নাযুক হওয়ার পূর্বেই আমরা যদি কর্ডোভা ত্যাগ করতাম!'

'কর্ডোভার বাইরে একটি সংরক্ষিত জনপদে ইদ্রীস আপনাদের অপেক্ষা করছে। অতএব ওকে নিয়ে পেরেশান হবেন না। আমি ক্ষণিকের তরে বেরুচ্ছি। ততোক্ষণে আপনারা ঝটপট সফরের প্রস্তুতি নিন!'

মায়মুনা পেরেশান হয়ে বললো, 'খবরদার! আপনি দেউড়ীর পাহারাদারদের সাথে টক্কর দিতে যাবেন না। সংখ্যায় ওরা দু'জন হলেও সড়কে ওদের সাহায্যার্থে আরো সৈন্য টহল দিয়ে থাকবে হয়ত।'

'আজ লড়াই করার অভিপ্রায়ে আসিনি। জরুরত পড়লে মনে রেখ-আমি একাকী লড়ব না, লড়তে হবে সকলকে।'

বন্ধ দরজার ছিটকানী খুলে আস্তে বেরিয়ে গেল সা'দ। মা-মেয়ে দেখতে লাগলেন চাকর-চাকরানীদের গতিবিধি।

নয়.

সফরের প্রস্তুতি শেষে মা-মেয়ে শয়নকক্ষে ওর অপেক্ষা করছিলেন। অলংকারাদি ছাড়াও জরুরী কাপড়-চোপড় ব্যাগে ঢুকাচ্ছিলেন ওর মা। মায়মুনা ফরাশের তলা থেকে ইদ্রীসের চিঠি বের করে মাকে লক্ষ্য করে বললো, আম্মিজান! চিঠিটি রেখে গেলে আমাদের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যেত!

চিঠিটি পুড়িয়ে মা বললেন, 'খোদার শোকর বেটি! তুমি লক্ষ্য না করলে বাস্তবিকই মারাত্মক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হত।'

ঘণ্টা খানেক পর।দেউড়ীতে শোর গোল শোনা গেলে মায়মুনা চকিতে খঞ্জর বের করে মাকে বললো, 'আম্মিজান! ও বোধহয় গণ্ডগোল বাধিয়ে দিয়েছে।'

মায়মুনা বেরুতে চাইলে মা বাধা দিলেন। বললেন, 'খবরদার বেটি! এক্ষণে বোকামি করে বসলে পরিণতি আরো ভয়াল হতে পারে।'

www.amarboi.org

পিছু হটে মায়মুনা দরজায় ঘেষে দাঁড়াল। এক্ষণে সে তেমন কোন আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে না। আচানক চাকরানী মায়মুনার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে কামরার থেকে বেরুল। মায়মুনা মাকে বললো, আম্মী! ওকে আসতে দিন। নতুবা চিৎকার দিয়ে সকলকে সজাগ করে তুলবে ও।'

চাকরানী ওদের কাছটিতে এসে বললো, 'মায়মুনা শোর গোল হচ্ছে কেন? মায়মুনা! কথা বলছো না কেন? দরজা খোল!'

'দরজা খোলাই আছে। কিন্তু তোমার এত উৎকণ্ঠা কিসের?'

'তোমারা আমাকে ধোঁকা দিতে গেলে কেন? খানিকপূর্বে ইদ্রীস এসেছিল, বলো ওকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?'

মায়মুনা চকিত তলোয়ার বের করে ওর বুকে ছোঁয়াল। হয়রান হয়ে পিছু হটলো চাকরানী। মায়মুনা ওর গতিরোধ করতে গিয়ে বললো, 'দেখ, শোর গোল করার চেষ্টা করছ কি-তলোয়ার আমূল ঢুকিয়ে দেব পেটে।'

'না না! আমি তোমাদের সাথে কোন অসদাচরণ করিনি। তোমার তলোয়ারটি সূতীক্ষ্ম। আমার সাথে ঠাট্টা করো না। বেগম সাহেবা! ওকে ঠেকান !'

'শেষবারের মত বলছি-মুখ বন্ধ কর বে-তমিজ! প্রাণের মায়া থাকলে এই কামরায় প্রবেশ কর!' মায়মুনা এবারে তরবারীর অগ্রভাগ একটু চাপ দিয়ে বললো। কাঁপতে কাঁপতে হুকুম পালন করল চাকরানী। মায়মুনা অগ্রসর হয়ে বাইরের থেকে দরজার ছিটকানী বন্ধ করে দিল। বললো,

'কপট আর বদ-তমীজরা চিরকালই ভীরু। কোন রকম শোর গোল করলে বাড়ীতে আগুন দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ব।'

খোলা উঠানে সা'দকে কথা বলতে শুনে মা-মেয়ে বেরিয়ে এলো। ওর মুখে নেকাব। সাথে ঠিক ঐ ধরনের মুখোশ পড়া আরেক জন। নিকটে এসে সা'দ বললো, মায়মুনা! তোমাদের চাকরানী কোন্ রুমে ?

'আমি ওকে কামরাবদ্ধ করে রেখেছি।'

'বেশ ভালো কাজ করেছ, এক্ষণে তোমাদের নওকরদের জন্য আরেকটি কামরার প্রয়োজন।'

'ওদের জন্য আমাদের গোসলখানা-ই যথেষ্ঠ।'

'কোথায় গোসল খানা?'

মোমবাতির আলোতে মায়মুনা পথ দেখাচ্ছিল। এক ধাক্কায় মুখোশধারী নওকরকে সা'দ গোসলখানায় ঢুকিয়ে দিল। নওকরের মুখে কাপড় গোঁজা।

লোকটার অসহায় অবস্থা দেখে মায়মুনার হাসি পেলো।

সা'দ সঙ্গীদের বললো, 'আরেক জনকে নিয়ে এসো।!'

সাদের সঙ্গীরা আরেক নওকরকে এনে গোসলখানায় পুরে দিয়ে বাহির থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। সা'দ' চাকরানীর রুমের দরজা খুলে তাকে লক্ষ্য করে বললো, 'দেখুন!

www.amarboi.org

আপনি একজন নারী। আমরা আপনার ওপর কোন ধরনের কঠোরতা করতে চাই না। কিন্তু শোর গোল করার খায়েশ থাকলে জেনে নিন-আপনার গলা টিপে দিতে আমরা কুণ্ঠিত হব না!'

মায়মুনা বললো, 'ওর চিন্তা আপাতত বাদ দেয়া হোক। চিল্লাচিল্লি করলে কামরায় আগুন ধরিয়ে দেব। সা'দ দরজা বন্ধ করে চাকরানীর ভীতির মাত্রা বাড়াতে গিয়ে বললো, 'আপনারা সবে আরাম করুন। স্রেফ একজন লোক এদের পাহারায় থাকবে।'

দশ.

সা'দের সাথে মুখোশ পড়া লোকটি আলমাছ। মাঝ রাত্রীতে মা-মেয়েকে সাথে নিয়ে প্রশস্ত উঠান পেরিয়ে ওরা দেউড়ীর কাছে এসে দাঁড়াল। দেউড়ীর কপাট খুলে সা'দ চারদিকে দৃষ্টি বুলাল। অতি নিকটে কিছু লোকের সম্মিলিত পদচারণা শুনতে পেল ও। চকিতে বন্ধ করল কপাট।

আলমাছ বললো, 'বাড়ীর পিছন দিয়ে দেয়াল টপকে ঢুকলেই ভালো হত।'

'দাঁড়াও।' সা'দ চকিতে কপাট খুলে পুনরায় মাথা ঢুকিয়ে বাইরে উঁকি মারল।

পদশব্দ অতি নিকটে আসতেই আলমাছ বললো, 'দরজা বন্ধ করো। মনে হচ্ছে এটা নৈশ প্রহরীদের টহলের শব্দ। সা'দ পুনরায় কপাট বন্ধ করল। টহলদার প্রহরীরা চলে গেলে ও পুনরায় দরজা খোললো। বললো,

'সকলে জলদী বেরিয়ে পড়ুন!'

কয়েক পা হাটার পর সা'দ একটি ঘন ঝোপের আড়ালে ঢুকল। যাবার আগে আলমাছকে লক্ষ্য করে ও বললো,

'চাচা আলমাছ! তুমি ওদের নিয়ে চলো।'

আলমাছ সবার আগে চলতে লাগল।

যাহ্‌রা প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন সরকারী কর্মচারীদের বাস ভবনের চারদিকেই সবুজ শ্যামল বৃক্ষরাজী। পাইন, নাশপাতি আর আপেলের ঝাড়। পাহাড় কেটে কৃত্রিম নালা তৈরি করা হয়েছে মহলের চারপাশে দিয়ে। বর্ষা মওসুমে ঢল নামে এসব নালা দিয়ে। কয়েক বছর ধরে বৃষ্টি না হবার দরুন নালাগুলো শুষ্ক। এর অশুভ প্রতিক্রিয়ায় বাগানও যেন কেমন মৃতপ্রায়।

রাত্রীর তৃতীয় প্রহরে ওরা গোয়াদেল কুইভার তীরে এসে উপনীত হলো।

আলমাছ বললো, আপনারা এখানে খানিক বিশ্রাম নিন।'

সে একটি পুটলি যমীনের ওপর রাখল। অতঃপর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। মায়মুনার মা টানা সফরে হাঁপিয়ে উঠছিলেন। তিনি বসে পড়েন যমীনের ওপর।

www.amarboi.org

সা'দ বললো, 'আপনার বহুত তকলীফ হয়েছে। আপনাদের জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাতে উপকারের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি ভেবে তা করিনি।'

'বেটা! ইদ্রীসের সাক্ষাৎ ঃ পেলে আমার তামাম ক্লান্তি মুছে যাবে। ও এখান থেকে কতদূরে?'

'দরিয়া পার হয়ে আধা মাইলের মত অতিক্রম করলে ওর সাক্ষাৎ মিলবে। দোয়া করুন! আল্লাহ্ যেন কোন জেলের নৌকার সন্ধান দেন।'

অবস্থিথ পুল পার হতে হবে। অতঃপর হতে হবে সেভিলমুখো। তবে আমার যদ্দুর ধারনা-জেলের নৌকা অবশ্যই মিলে যাবে। আলমাছ যে জেলেকে এখানে অপেক্ষা করতে বলেছিল, সে বড় কর্মঠ ও হুশিয়ার।'

এগার.

নদীর তীরে নেমে মায়মুনা কোষ ভরে পানি পান করল। আচানক ওর মার মনে একটি খেয়াল এলে তিনি বললেন,

'বেটা! আমি এতই বে-খেয়াল হয়েছিলাম যে, তোমার মা'র কথা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। তা উনি কেমন আছেন?'

'আল্লাহর ইচ্ছায় ভাল। আম্মাজান কর্ডোভায় পৌছামাত্রই আপনাদের খবরাখবর নিতে বলেছিলেন।'

'আর তোমার আব্বাজান? তার কোন সন্ধান পেলে?

'তিনি এখনো কারা অভ্যন্তরে।'

সা'দ মায়ের কথপকথনের মাঝে মায়মুনা এসে তাদের কাছে দাঁড়াল। আচমকা ও বলে ওঠল ঃ 'আমাদের সাথে সেভিল যাবেন আপনিও।'

'না। আমি তোমাদেরকে ইদ্রীসের কাছে পৌছে দিয়ে আবারো কর্ডোভা যাব। আব্বাজানের খবরাখবর নিতে হবে।'

মা বললেন, 'তাঁর কোন খবর পেলে তা আমাদের অবশ্যই জানিও। খোদা না খাস্তা তিনি ছাড়া না পেলে তুমি কর্ডোভায় থেকো না। ইবনে উক্কাশা নেকদিল লোক মাত্রকেই দুশমন মনে করে।'

'স্পেনের সরেজমীনে এক্ষণে খোদার নাম নেয়া ব্যক্তি মাত্রকেই দুশমন মনে করা হয়।'

'আল্লাহই ভালো জানেন–এর পরিণাম কি হবে?'

দূর থেকে আলমাছ উচ্চস্বরে ডাক দিল, 'সা'দ! এসো!'

সা'দ, মায়মুনা ও তাঁর মা নদীর তীরে এলো। নৌকার কাছে এসে সা'দ প্রশ্ন করল, 'জেলে কৈ, তাকে দেখছি না যে?'

www.amarboi.org

'নৌকা বেধে সে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছিল। এই তো এলো বলে।'

খানিকপর তীর দিয়ে হাটতে হাটতে ওরা নৌকার পাশে এলো। চড়লো সকলে এক যোগে নৌকায়।

জেলে বললো, 'আপনারা কেউ কথা বলবেন না। সেপাইদের কেউ এ সময় আমাকে নৌকা চালাতে দেখলে আমার নৌকা বাজেয়াপ্ত করে দিবে এবং বাকী জীবন আমাকে জেলে কাটাতে হবে। রাতের বেলা কাউকে নৌকায় ওঠানো নিষেধ। ওপার গিয়ে কাউকে বলবেন না যে, আপনারা নৌকায় চেপে পার হয়েছেন।'

ওপার গিয়ে পকেট থেকে একটি থলে বের করে জেলের হাতে দিয়ে আলমাছ বললো,

'এতে দশ দীনার আছে। তোমার প্রাপ্য ছিল ৮ দীনার। দু'দীনার বেশি দিলাম। খুশী তো!'

পর দিন। মায়মুনা ও তার মা একটি বসতিতে ইদ্রীসের সাথে কথা বলছিলেন। তাদের ঠোঁটের কোনে মুচকি হাসির ঝিলিক আর চোখের কোনে কৃতজ্ঞতার আঁসু।

ঘোড়ার জিন কষে সা'দ বললো, ইদ্রীস প্রস্তুত হও! কথা বলার সময় নাই।'

বস্তির বাইরে এসে ওরা ঘোড়ায় চাপলো। বোনকে নিজের ঘোড়ায় তুললো ইদ্রীস। আর ওদের মা চাপলেন আরেকটি ঘোড়ায়। সা'দ পকেট থেকে একটি থলে বের করে ইদ্রীসকে দিয়ে বললোঃ

'নাও এটা! পথে এর প্রয়োজন আছে।'

কৃতজ্ঞতা আর প্রীতিবশে ইদ্রীস বললো, 'সা'দ রাস্তার প্রয়োজনীয় অর্থ আমাদের কাছে আছে। প্রয়োজন পড়লে আমি নিজেই চেয়ে নিতাম।

'সেভিলে প্রবেশের পূর্বে তোমাদের আরো একটি ঘোড়া কিনতে হবে। অন্যথায় মায়মুনার তকলীফ হবে।'

'ঘোড়া কিনতে হবে না। মুতামিদের উজীর কর্ডোভা সীমান্তের চৌকির প্রধানের কাছে সুযোগ করে দেয়ার জন্য পত্র লিখে দিয়েছিলেন। আমার যা কিছু লাগবে তা উনিই ব্যবস্থা করে দিবেন।'

ইদ্রীসের মা বললেন, সা'দ বেটা! ঘর থেকে রিক্ত হস্তে বেরুইনি আমিও। পুটলিতে অলংকার ছাড়াও নগদ বেশ কিছু নিয়ে বের হয়েছি।'

সা'দ বললো, 'বেশ ভালো। আপনাদের বাধ্য করবনা। ইদ্রীস গ্রানাডা গিয়ে আমাদের বাড়ীর খবরখবর নিও কিন্তু। আমি অবশ্য এখানে খুব একটা দেরী করব না।'

'তুমি কখনো সেভিল যাবে না?'

সা'দ খানিকটা থতমত খেয়ে বললো, 'এক্ষণে কিছু বলতে পারছিনা, তবে আমার ধারণা, সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন সেভিল হবে আমার স্বপ্নের শহর। জানিনা সেদিন আবার কোন বেশে তোমাদের দরজায় কড়া নাড়তে হয়। তবে এবারের মত একে অপরকে চিন্তে কষ্ট করতে হবে না।'

www.amarboi.org

মায়মুনা সা'দের পৌরুষদীপ্ত চেহারার প্রতি গভীর ভাবে তাকিয়েছিল। ও এখন কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিতে যাচ্ছে। এ বয়সের মেয়েদের প্রতিক্রিয়া তেমন একটা প্রগাঢ় ও স্থিতিশীল হয় না। বিগত কয়েক ঘণ্টা ধরে ভেবেছে-তার ভায়ের বন্ধু বলে ও তাদেরকে সাহায্য করেছে। ভেবেছে, ও বীর-বাহাদুর বলে ওদেরকে কর্ডোভার হায়েনাদের থেকে উদ্ধার করতে পেরেছে। একবার ও তার খরগোশকে তীর চালিয়ে গাছ থেকে নামিয়েছিল। সেদিন ও সখীদের বলেছিলো-তার ভায়ের এক দোস্ত কর্ডোভার নামী দামী তীরন্দায। এবার সেভিলে গিয়ে সাথীদের বলবে-পাঁচ বছর আগেকার সেই তীরন্দাযের সেপাহীসুলভ দুঃসাহসিক অভিযানের কথাটি।' আচানক সা'দ মায়মুনাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'কি মায়মুনা! তুমি আমাকে চিনতে পারবেনা?'

মায়মুনা এক চিলতে হেসে চোখ বন্ধ করে মাথা নীচু করল। কাফেলা রওয়ানা করলে মায়মুনা বারবার ঘাড় কাত করে সা'দের দিকে তাকাল। সা'দের কথাগুলো যেন তার কানে গুঞ্জন করছে। স্বপ্নের এক মধুময় জগতে ও যেন বিচরণ করছে। ভবিষ্যতের এক সোনালী দিনের রাজপথের চৌরাস্তায় ও যেন কোন আগন্তুককে বলতে শুনছে, 'মায়মুনা! তুমি আমাকে ভুলে যাও নি-তো!

অতীতের গহবরে বিলীয়মান স্মৃতির রুদ্ধ কপাট হাতড়াতে ছিল ও। ওর ওই শিহরণ জাগা হৃদয় যেন কানে কানে বললো-খোদা! ঐ আগন্তুক সা'দ ছাড়া অন্য কেউ যেন না হয়।

ইদ্রীস ও তার মা-বোনকে রওয়ানা করে দিয়ে সা'দ ও আলমাছ গ্রাম্য কৃষকের বেশে শহরাভিমুখী হলো। সা'দ তার নিজের মাথায় আপেল আর আলমাছ মুরগীর ঝুড়ি তুলে নিল।

বার.

কর্ডোভায় হপ্তা তিনেক থাকল সা'দ। এ সময়ে মামুন এক বিজয়ীর বেশে এখানে দাখেল হয়েছিলেন। মামুন কে দেখে কর্ডোভাবাসীর আত্মসম্ভ্রমবোধ সজাগ হয়ে উঠবে বলে অনেকে মনে করছিলো, কিন্তু এটা নিছক অলীক কল্পনা। মামুনকে সাদর সম্বর্ধনা জানাতে ইবনে উক্কাশার সাথে শহরের গণ্যমান্য আমীর-উমরারা এগিয়ে এলেন। নয়া শাসকের আগমন উপলক্ষে গোটা কর্ডোভায় সাজ সাজ রব। দোকানীরা সাজালেন বাজার। ইবনে উক্কাশার নির্দেশ মোতাবেক আওয়াম রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়ালো। মামুনের রাজকীয় কাফেলা শহরে প্রবেশ করলো। জানালো সকলে করতালী দিয়ে উষ্ণ অভিনন্দন। খুলে দেয়া হল শহরের তামাম দরজা। কেউ টু শব্দটি করল না। হলো না কোন ধরনের সংঘর্ষ। কর্ডোভাবাসীর শুষ্ক হাড়িডর ওপর রাজনীতির রুটি ছ্যাঁক দিলেন টলেডীয় মামুন। রাতের আঁধারে শহরের এক ব্যস্ত চৌরাস্তায় দু'জনকে কিছু

www.amarboi.org

বলতে শোনা গেল। একজন বলল, 'মুতামিদের শাহী দরবার শানদার বেশি। অপরজন বললো, মামুনের দরবারকে খাটো করে দেখলেন যে। তার দরবারই তো সবার চেয়ে চোখ ঝলসানো বেশি। এক বৃদ্ধালোক এ দুজনার কথা শুনে বিরক্ত হয়ে বলতে বলতে চলে গেলেন, ইবলিস শয়তানও এদেশে এক মুহূর্ত থাকতে রাজী হবে না। কারণ ক্ষমতায় যে আসছে–শয়তানের চেয়ে সে কম নয়। এক্ষণে কোন মোজেযাই স্পেনকে পতনের হাত থেকে রেহাই দিতে পারে।'

দেশ প্রেমিক যে সব নেতৃবৃন্দকে বিগত পাঁচ বছর পূর্বে মুতামিদের গভর্নর কয়েদ করেছিলেন–তাদের লক্ষ্য করে ইবনে উক্কাশা বললো, মামুনের হাতে বায়াত হলে আপানদের রেহাই দেয়া যেতে পারে। নগণ্য ক'জন ছাড়া কেউ-ই এ শর্ত মেনে নিলেন না।

আব্দুল মুনয়িমকে মামুন ও ইবনে উক্কাশার সকাশে হাজির করা হলে ইবনে আম্মারের সামনে তিনি বছর কয়েক পূর্বে অসম সাহসিকতার সাথে যেভাবে তার ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন এখানেও। তিনি বললেন,

'বিগত পাঁচ বছর পূর্বে এক ডাকুর হাতে বায়াত নিতে আমি অস্বীকৃতি জানিয়েছিলাম। ফলে সে আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেছিল; এক্ষণে আরেক ডাকু সেই কারাগার থেকে মুক্তিকল্পে তার বায়াত নিতে বলছে। শুনে নাও তোমরা, আমি সেই কারাগারে পুনরায় ফিরে যেতে চাই।'

মামুন বললেন, 'তোমার এ আমন্ত্রণ সানন্দে গৃহীত হলো। কিন্তু কর্ডোভার কারাগার তোমার জন্য যথোপযুক্ত নয়।'

কয়েকদিন পর বিশজন প্রহরীর মাধ্যমে কর্ডোভা থেকে আব্দুল মুনয়িমকে টলেডোর কারাগারে স্থানান্তর করা হলো। ঘুণাক্ষরে জানতে পারলনা কর্ডোভাবাসী। জনগনকে আশ্বস্থ করার স্বার্থে ইবনে উক্কাশা এলান করলো, আমরা কর্ডোভা দখল করার পূর্বেই আব্দুল মুনয়িম তার কয়েকজন সাথীসহ ফেরারী হয়েছে। অনুসন্ধান চলছে এ নিয়ে। কর্ডোভার জামে মসজিদের প্রধান ফটকে দাঁড়িয়ে আব্দুল মুনয়িমের সাথে বন্দি হওয়া এক লোক বলে ওঠলেনঃ

'আমি আব্দুল মুনয়িমের সাথে বন্দী হয়েছিলাম। একদা আব্দুল মুনয়িম পালাতে উদ্যোগ নিলে কারারক্ষীরা তাকে ধরে ফেলে। কারাপ্রধান অজানা আশংকায় তাকে কতল করে ফেলেন। আমি এ সময় অসুস্থ ছিলাম বলে সে যাত্রা বেঁচে যাই। ইনি সেই লোক, যিনি মামুনের হাতে বায়াতের শর্তে কারামুক্তি পেয়েছিলেন। ইবনে উক্কাশা-ই তাকে এ এলান করতে বাধ্য করেছিল।

এরপর ইবনে উক্কাশা সরকারি ওলামাদের দ্বারা ঘোষণা করাল যে, আব্দুল মুনয়িম হত্যাকারীকে মামুন প্রশাসন ছাড়বে না। এর প্রতিশোধ কড়ায় গণ্ডায় নেয়া হবে। এমনকি একদিন কর্ডোভার জাতীয় মসজিদে দাঁড়িয়ে খোদ মামুন ঘোষণা করলেন,

www.amarboi.org

'আব্দুল মুনয়িমের মত দেশপ্রেমী লোকের হত্যায় আমরা শোকাহত। কর্ডোভাবাসীদের সামনে আমি ঘোষণা করছি, জানাচ্ছি মরহুমের শোকে সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা। আর তাদের জীবিকা নির্বাহের গুরুদায়িত্বও কাঁধে তুলে নিচ্ছি আমরা।'

তের.

মোমবাতির আলোতে কেতাব পড়ছিল সা'দ। আলমাছ প্রবেশ করলে কেতাব বন্ধ করল ও। বললো, 'কোতোয়াল কি বলছে?'

'তিনি বলছেন-গ্রানাডা থেকে তোমার মা-ভাই না এলে খোদ তোমাকেই মামুনের দরবারে যেতে হবে।

'তুমি তাকে বলোনি যে, আমরা সরকারি অনুদানের অভিলাষী নই?'

'বলেছিলাম। কিন্তু তিনি রেগে বললেন, তোমরা বেকুফ। মামুনের পৃষ্ঠপোষকতা মামুলী ব্যাপার নয়। জলদী সা'দকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

সা'দ খানিক চিন্তা করে বললো, 'আলমাছ চাচা। আগামীকল্য যাব। যাব এ বিশ্বাসে যে, আব্বাজান কতল হয়নি। হতে পারেন না। বোধহয় তাঁকে কর্ডোভা থেকে অন্য কোথাও চালান দেয়া হয়েছে। অন্যথায় তার কতলের এলান করতে এত টালবাহানা চলত না। মামুনের আগমনের পর পরই কেন তার কতলের এলান করা হলো? আমার মন বলছে- আব্বা ও তার জানবায সেপাইরা বোধহয় মামুনের আনুগত্য স্বীকার করেননি, এজন্য তাদেরকে কর্ডোভার বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। অনন্তর তাকে কতল করা হলে করা, হয়েছে মামুন আর ইবনে উক্কাশার যৌথ পরামর্শে। আমরা তার অনুদানের ভিখারী নই। যে নাপাক হাত কওমের শাহরগে তলোয়ার রেখেছে-সে হাতের স্বর্ন— রৌপ্যের ঝুনঝুনিতে আমরা প্রভাবিত হব না। কস্মিন কালেও না। শেষের কথাগুলো বলতে গিয়ে সা'দের চোয়াল দুটি শক্ত হয়ে উঠল।

'কোতোয়াল বলেছেন, সা'দ না আসতে চাইলে মামুনের সকাশে আমাকেই হাজিরা দিতে হবে। বলতে হবে-তোমাদের অন্তর্ধানের কারণ।

'তুমি নির্দ্বিধায় বলে দিবে-আব্দুল মুনয়িম-পুত্র মামুন প্রশাসনের বিদ্রোহী।'

'পরিনতি ভেবে বলেছো তো?'

'জানি, কর্ডোভায় থাকতে পারবে না তুমিও। অচিরেই আমাদের ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। কিন্তু আমি এ পরোয়া করিনা। পেটে পাথর বেধে স্পেনকে স্বাধীন করতে আমি প্রস্তুত। কর্ডোভার যমীনে থাকতে তোমার কষ্ট হলে তুমি গ্রানাডাভিমুখী হয়ো।'

'কিন্তু গ্রানাডায় গিয়ে তো আমি বেকার হয়ে যাব।'

www.amarboi.org

'সর্বস্থানে তোমাকে আমাদের প্রয়োজন। গ্রানাডায় তুমি সে সব নওজোয়ানদের তীরন্দাযী শিখাবে, যারা স্পেনকে স্বাধীন করতে চায়।'

'এটা কি তোমাদের নির্দেশ?'

'না। আমরা তোমাকে নির্দেশ করতে পারি না। বরং এটা তোমার মর্জির ওপর নির্ভরশীল। আমি জানি, কর্ডোভায় বিষময় পরিস্থিতি একদিন বিদ্রোহী করবে তোমাকেও। সেদিন আমার আর তোমার কষ্ট এক ও অভিন্ন হবে।'

'আমার প্রতিজ্ঞা-তোমাদের ভূ-সম্পত্তির কাছে নয়া ডাকুদের পা ফেলতে দেব না।'

'যে সব চোর-দস্যু গোটা স্পেনকে গ্রাস করছে-তাদের রোধকল্পে বেশীদন বোধহয় ঘরে খিল এঁটে থাকতে পারবে না। আলমাছ চাচা! এক্ষণে স্পেনের ভাগ্যতরী দোদুল্যমান। খোদা না করুক। এ তরী ডুবলে আমরা সকলে ডুবে মরব।'

'তুমি কি করতে চাও?'

সা'দ খানিক ভেবে আশাহত কণ্ঠে বললো, 'এখনি বলতে পারছিনা-কি করব। আমি চারদিকে অন্ধকার দেখছি। ইসলামের বলে বলীয়ান হয়ে আমরা এই অমানিশা দূর করতে পারি। আমাদের নেতৃস্থানীয় লোকজন এক্ষণে ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন। আমীর— উমরাদের স্বার্থপরতা আর প্রজাহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের তল্পীবাহকতার এ পরম্পরা জারী থাকলে আমার ভয় হয় বোধহয় সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন ঈসায়ীয়া ভেড়া বকরীর মত আমাদেরকে ভূ-মধ্যসাগরে চুবিয়ে মারবে। স্পেন-ভাবুক বলতে এদেশে কাউকে দেখছি না। তবে নিজের ব্যাপারে বলতে পারি-জাতির এহেন মহাক্রান্তিকালে আমি চুপটি মেরে বসে থাকব না।'

শেষ রাতে কাতর স্বরে সেজদা নিপতিত হয়ে সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম দোয়া করছিলো, 'আল্লাহ! আমার জাতিকে পতনের হাত থেকে রেহাই দাও। দ্বীন-ইসলামের একজন নগন্য খাদিম হিসাবে আমাকে কবুল কর। দাও আমাকে গাযীর জিন্দেগী কিংবা শাহাদতের মৃত্যু। জ্বেলে দাও আমার অন্তরে প্রগাঢ় ঈমান আর খোদাভীতির দীপ্ত মশাল। গোমরাহী আর কুহেলিকার ঝাপটা যেন ঐ আলো কিছুতেই নির্বাপিত করতে না পারে।'

ফজরের নামাজান্তে দ্রুতগামী একটি ঘোড়াপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে গ্রানাডাভিমুখী হলো সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম।

www.amarboi.org

স্বেচ্ছা সেবক

গ্রানাডা প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাস পর সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম ফৌজি-ট্রেনিং সমাপ্ত করল। ট্রেনিং শেষে নওজোয়ানরা সাধারণতঃ যুদ্ধে গিয়ে থাকে। কিন্তু নামকাওয়াস্তে সিপাই হওয়ার অভিলাষ বাদ দিল ও। যে সেন্টার থেকে ও ট্রেনিং নিয়েছে সেখানে ওর সাথে ট্রেনিং দিয়েছে গ্রানাডার প্রভাবশালী মহলের পুত্র-সন্তানরাও। ওদের সহায়তায় ট্রেনিং সেন্টারের দায়িত্ব দেয়া হলো ওকে। কিন্তু রাজী না সা'দ এতেও। অবশ্য খালু আর গ্রানাডার বিজ্ঞ কাজী আবু জাফরের পীড়াপিড়িতে ওকে এ পদ গ্রহণ করতে হলো। কাজী আবু জাফর স্পেনে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার স্বার্থে নওজোয়ানদের একটি গ্রুপ দাঁড় করানোর কোশেশে লিপ্ত ছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। গ্রানাডা ছাড়াও বেশ কয়েকটি শহরে তার প্রভাব ছিল। সঠিক আকীদার ফৌজি মুয়াল্লিম অভাবে ভুগছিলেন তিনি। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে তিনি সা'দকে বললেন,

'একজন নীতিবান মুয়াল্লিম হিসাবে তুমি আমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পার। গ্রানাডায় আমরা যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছি-কলমের সাথে সাথে তাতে দরকার পড়বে তলোয়ারেরও। প্রতিদিন যে সব নওজোয়ান এই সেন্টার থেকে ফৌজী তালীম নিয়েছে রাজপ্রাসাদ আর আভিজাত্য রক্ষায় মশগুল হয়ে গেছে তারা। শেষের কথাগুলো বলতে গিয়ে ধরে এলো তার কণ্ঠ।

সা'দ বললো, 'আপনার রায় আর অভিলাষ এমনটি হলে আপনার যে কোন আদেশই শিরোধার্য।

কাজী সাহেব বললেন, 'খবরদার! সেন্টারের অন্যান্য মুয়াল্লিমকে তুমি এ ব্যাপারে অবহিত করো না যেন। তারা জানলে তোমাকে এখানে প্রবেশ করতেও দিবেনা।'

পর দিন সেন্টারের নওজোয়ানরা জানতে পেল তীরন্দায, তেগ চালনা আর ঘোড় দৌড়ের ট্রেনিং দিতে কর্তৃপক্ষ সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িমকে নির্বাচিত করেছেন। সেন্টারে ট্রেনিংরত নওজোয়ানদের ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি কিতাব অধ্যয়ন, গ্রানাডাস্থ ওলামাদের জ্ঞান-গর্ব আলোচনা, সর্বোপরি স্পেনের অতীত ও বর্তমান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগল সা'দ। তার কামরায় স্পেন ও অন্যান্য দেশের ম্যাপ ছিল। সুবিশাল সেই ম্যাপে মুসলিম জাতির উত্থান-পতন ছিল চিহ্নিত। সংক্ষেপে লেখা ছিল তাতে-গৌরবোজ্জ্বল উপাখ্যান কিংবা হতাশাজনক পতন কাহিনী। এ কামরায় বসে সা'দ কল্পনা করত মরুচারী কাফেলায় এমন একদল সহযাত্রী যাদের সম্মুখে মাথানত করতে দুনিয়ার যে কোন শক্তি বাধ্য। যে কারনে মুসলিম জাতির বিজয়োত্থান অতীত ইতিহাসের বস্তু হয়েছিল, সে কারণ ভাবতে গিয়ে ডুবে যেত ও চিন্তার অথৈ সাগরে। কখনো বা আহমদ

www.amarboi.org

ও হাসান কে পাশে বসিয়ে স্পেনের অতীত ও বর্তমানের পর্যালোচনা শুরু করে দিত। এ কারণে গ্রানাডার অনেক নওজোয়ান সমমনা হয়ে গেল ওদের। বর্তমান স্পেন নিয়ে ওদের চিন্তার শেষ নেই। এতদসত্ত্বেও চিন্তার কোন কূল কিনারা পেত না ওরা। ওরা তাকিয়েছিল একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্বের দিকে। তাকিয়েছিল একজন লৌহমানবের পথচেয়ে। তাকিয়ে ছিল একজন বীর মুজাহিদের আশে।

সাদের এক বছর পর ট্রেনিং সমাপ্ত করল আহমদ। অতঃপর ওর ব্যস্ত সময় কাটতে লাগলো স্পেনের কুতুবখানাগুলোয়।

ছয়মাস পর মামুন মারা গেলেন। ইবনে উক্কাশা তার স্থলে বসলো ক্ষমতার মসনদে। টলেডোর শাসনভার হাতে নিলেন মামুনের পুত্র ইয়াহইয়া। পিতার যাবতীয় গুনাগুন টইটুম্বর ছিল গুণধর পুত্রটির মাঝেও।*

ইবনে উক্কাশার ক্রমাগত জুলুমে হাঁপিয়ে ওঠল কর্ডোভাবাসী। বছর দুয়েক পর কর্ডোভা ছেড়ে গ্রানাডা এসে আলমাছ জানাল,

'এক্ষণে আমি ওখানে আর থাকতে পারছিনা বাপু। উৎপাদিত ফসলের অর্ধেকটাই এখন নিয়ে নিচ্ছে স্বৈরাচারী ইবনে উক্কাশার লুটেরা বাহিনী। ধৈর্য্যের বাধ ভেঙ্গে গেছে কর্ডোভাবাসীর। আমার যা ধারনা, প্রশাসনের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠতে তাদের খুব একটা দেরি নেই।'

পরবর্তী বছর ফৌজি ট্রেনিং সমাপ্ত করল হাসানও। খালুর ব্যবসা দেখা শোনা ছাড়াও তীরন্দাযী নেযাবাজী আর ঘোড়দৌড়ের প্রতি ছিল ওর অকৃত্রিম শখ। কখনোবা ও আহমদের সাথে কুতুব খানায় যেত কেতাব অধ্যায়ন করতে। কিন্তু দু'চার অক্ষর পড়তেই হা-পিত্যেস ওঠত ওর।

৪৭১ হিজরী সনে আরেকটি অভ্যুত্থান হলো। বার কয়েক ব্যর্থ অভিযান শেষে সুবিশাল এক বাহিনী নিয়ে কর্ডোভার ওপর চড়াও হলেন মুতামিদ। শহরের লোকজন সঙ্গ দিল তার। পলায়ন করতে গিয়ে ধরা পড়লো ইবনে উক্কাশা। চলে এলো কর্ডোভা সেভিল প্রশাসনের হাতে। ইবনে উক্কাশার দানবীয় জুলুম থেকে মুক্তি পেয়ে জনতা যখন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাচ্ছিল ঠিক তখন মুতামিদের শাহী খানা-পিনা, দরবারী জৌলুস আর কবি গানের আসরের খর্চা জোগাতে কর্ডোভাবাসী প্রমাদ শুনল। রানী রমিকিয়ার বিলাসি সামগ্রীর যোগান দিতে গিয়ে জনগণ অনুধাবন করলো-হিংস্র এক পশুর কোপানল থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে তারা তারচেয়ে অধীক এক রক্তপায়ীর গর্ভে ঢুকে যাচ্ছে। অস্ত্রবিহীন এক চোরকে ধাওয়া করতে গিয়ে সা'দ আরেকবার কর্ডোভা গেল। কিন্তু মিললো না ওর বাপের সন্ধান। কর্ডোভার নয়া গভর্নর ওদের বাজেয়াপ্ত ভূ-সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলে, পুরানো ভৃত্যেদের দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে আলমাছ ওর সাথে চলেএলো গ্রানাডা।

* টীকা ঃ অনেক ঐতিহাসিকের মতে, মামুনের মৃত্যু ইবনে উক্কাশার-ই ষড়যন্ত্রের ফসল।

www.amarboi.org

কর্ডোভা দখল শেষে মার্সিয়া অভিযানের উদ্যোগ নিলেন মুতামিদ। মার্সিয়া দখলের স্বপ্ন তার মনে জাগিয়েছিল সুচতুর উজীর ইবনে আম্মার।

এদিকে মার্সিয়ার জনগণ তাদের বিলাসী প্রশাসনের ওপর পূর্বের থেকেই বীতশ্রদ্ধ ছিল। কাজেই বিনা রক্তপাতে মার্সিয়া চলে এলো তার হাতে। অতঃপর টলেডোর নয়া রাজা ইয়াহইয়ার দুর্বলতার সুযোগে গোয়াদেল কুইভার এবং এব্রো নদীর তীর পর্যন্ত সুবিশাল এলাকা কব্জা করে নিলেন মুতামিদ।

খন্ডিত স্পেনের দরুন যারা একদিন বিরাগভাজন হয়েছিল মামুনের ক্রমবর্দ্ধমান বিজয়ের খবর শুনে খুশীহল তারা। কিন্তু মুতামিদের ও বিজয়কে ভালো চোখে দেখছিলেন না কপট ঈসায়ী— রাজ আল-ফাঞ্চো। একদিন তিনি মুতামিদের কাছে শাহী ফরমান পাঠালেন।

'ক্রমন্বেয়ে আপনার রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করেছে। কাজেই এখন থেকে দিগুণ ট্যাক্স দিতে হবে।'

আল-ফাঞ্চোর সাথে টাল বাহানা করার দরুন একদিন সে বিশাল এক সৈন্য বহর নিয়ে সেভিল অবরোধ করল। মুতামিদের উপর যারা নাখোশ ছিলেন-ঈয়াসীদের হাতে সেভিলকে তুলে দিতে রাজী হলেন না এক্ষণে তারাও।

সেভিলের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম ও মুফতীগণ এমর্মে ফতোয়া জারী করলেন, সেভিল রক্ষা করা এক্ষণে মুসলমানের উপর ফরয। ভেগো প্রদেশে মশহুর আলেম কাজী আবুল ওয়ালিদ ওলামাদের এক প্রতিনিধি নিয়ে শহরে এসে জড়ো হতে লাগলো। গ্রানাডার কাজী আবু জাফর ও আবুল ওয়ালিদ এ আন্দোলনে সাড়া দেন। তিনি গ্রানাডা গভর্নরকে অনুরোধ জানালেন, ঈসায়ীদের হাত থেকে সেভিলকে রক্ষাকল্পে রাষ্ট্রীয় ভাবে মুজাহিদ সংগ্রহ করা হোক। পুরানো শত্রুতার জের হিসাবে প্রশাসন মুখে কুলুপ এটে দিলে খোদ কাজী সাহেব-ই ব্যক্তিগত ভাবে মুজাহিদ সংগ্রহে নেমে পড়েন।

প্রথম দিন কাজী সাহেব গ্রানাডার এক বড় মসজিদে ভাষণ দেন। সেভিলের সাহায্যে এগিয়ে যাবার আহবান রাখলে সর্বপ্রথম তিন নওজোয়ান ডাকে সাড়া দেয়। তন্মধ্যে তিনজনই আব্দুল মুনয়িমের পুত্র। ওদের দেখাদেখি আরো পনের/বিশজনের মত নওজোয়ান দাঁড়িয়ে গেল। কয়েকদিনের ঘামঝরা শ্রমের বদৌলতে আড়াইশোর মত স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করলেন তিনি। গ্রানাডা প্রশাসন সেভিলের জন্য তো কিছু করলেন-ই না উপরন্তু তারা স্বেচ্ছাসেবকদের নানাবিধ ধমকি দিতে লাগলেন। কিন্তু জানবায স্বেচ্ছাসেবকরা এতে বিন্দুমাত্র ভীত হলোনা। সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম ট্রেনিং সেন্টার থেকে ছুটি চাইলে অনুমতি দেয়া হলোনা তাকে। বাধ্য হয়ে সে ইস্তফা দিল।

এ ক্ষুদ্রবাহিনী রওয়ানা দেবার প্রাক্কালে সালার হবে কে তা নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। সকলের তামান্না সা'দ-ই এর যোগ্য। ভাইদের সাথে আলমাছও যেতে চেয়েছিল কিন্তু সা'দ ও তার খালু ওকে বারণ করে বললেন, বাসা বাড়ী দেখার জন্য তোমার প্রয়োজন।

www.amarboi.org

দুই.

আব্দুল মুনয়িমের তিন পুত্র সেপাই বেশে মায়ের সামনে দাঁড়ানো ছিল। এ এমন এক আয়না-যার মধ্যে আব্দুল মুনয়িমের বিবি স্বামীর প্রতিচিত্র দেখছিলেন। সা'দের চেহারায় আব্দুল মুনয়িমের পৌরুষত্ব, আহমদের মধ্যে তার গাম্ভীর্যতার প্রতিচিত্র আর হাসানের মধ্যে স্বামীর দৃঢ়তা ও আপোষহীনতা খুঁজে পান তিনি।

ওদের বাসার সামনে স্বেচ্ছাসেবীদের হৈ-হুল্লোড় শোনা যাচ্ছিল। সা'দের খালা শার্সী খুলে ঘন ঘন তাকাচ্ছিলেন বাইরের দিকে।

সা'দ মুচকি হাসি দিয়ে বললো, আম্মীজান! ওরা আমাদের অপেক্ষা করছে। মা যেন এতোক্ষণ গভীর দৃষ্টিতে পুত্রদেরকে নয়া রূপে আবিষ্কার করতে মশগুল ছিলেন। সা'দের কথায় স্বস্তি ফিরে পেয়ে তিনি বলেন,

'যাও বেটা! আল্লাহ তোমাদের হার ময়দানে বিজয় দান করুন।

মা দরজা পর্যন্ত ওদের সাথে এলেন। মা-খালাকে যখন আল্লাহ হাফেয বলে ওরা বিদায় নিচ্ছিল তখন আচমকা সাকীনা অগ্রসর হয়ে হাসানকে ডাকলো।

হাসান ঘাড় কাত করে মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে বললো, 'কি হলো আম্মী!'

'এদিকে এসো!' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে পুত্রকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলেন।

হাসান মায়ের কাছটিতে এসে প্রশ্ন করলো, 'আম্মা! আপনি কিছু বলবেন?'

'কিছু না বেটা!' স্নেহ ভরে পুত্রের মাথায় হাত বুলালেন তিনি। বাইরের থেকে আহমদের আওয়াজ শোনা গেল 'হাসান! হাসান!!'

'এই আসছি ভাইজান! আম্মী আমায় হাসিমুখে বিদায় দিন!'

মা তার পুত্রের ললাটে চুমোয় চুমোয় ভরে দিলেন। বললেন,

'যাও বেটা! যাও!!'

হাসান বেরিয়ে পড়লে মা তার বোনের সাথে দাঁড়িয়ে ওদের চলে যাবার দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। আলমাছ ও তিন নওকর ওদের ঘোড়া প্রস্তুত করে দাঁড়িয়েছিল। সা'দের খালু শাইখ আবু সালিহ ও কাজী আবু জাফরসহ শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ওদের বিদায় জানাতে এসেছিলেন।

ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে সা'দ প্রথমে আলমাছ, পরে খালু সবশেষে কাজী সাহেবের সাথে মুসাফাহা করল।

আহমদ ও হাসান ঘোড়পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে স্বেচ্ছাসেবীদের কাতারে শামিল হলো।

ঘোড়া ছুটলো সেভিল পানে।

যতক্ষণ ঘোড়ার খুর ধ্বনী শোনা যাচ্ছিল ততক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন সা'দের মা। আওয়াজ যখন বাতাসে মিলে গেল তখন ওদের খালা এসে মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,

www.amarboi.org

'সাকীনা! তুমি দুঃখিত হয়োনা। আজ তোমার বিজয়ের দিন। আজ আব্দুল মুনয়িম তাঁর বাচ্চাদের দেখলে মনে করতেন, বিশ্ব নেতৃত্ব তার হাতের মুঠোয়। চলো ভেতরে চলো!'

বোনের হাত ধরে সাকীনা অন্দরে প্রবেশ করেন। কামরার মধ্যে ওদের তিন ভায়ের কথাবার্তা-হাসি কোলাহল তখনও যেন শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি।

বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বারবার সা'দ আহমদ ও হাসানের নামোচ্চারণ করেন। অতঃপর সিজদায় লুটিয়ে দোয়াচ্ছলে বলেন,

'আয় আল্লাহ্! তুমি আমাকে ধৈর্য্য ধারণ করার শক্তি দাও!

তিন.

সেভিল ফৌজের নেতৃত্বে দেয়ার মত লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু মুতামিদ ও রমিকিয়ার আশা ইবনে আম্মারের উপর। শেষ পর্যন্ত মান্যগণ্য লোকদের বাধাদান সত্ত্বেও সেনাপতিত্বের গুরুদায়িত্বটি তারা চাপালেন ইবনে আম্মারের স্কন্ধে।

উত্তর সীমান্তে ছাউনি ফেলে ক্রীড়া কৌতুকে ডুবে গেল আরামপ্রিয় ইবনে আম্মার। ছাউনির চারপাশে গোটা স্পেন থেকে সংগ্রহিত স্বেচ্ছাসেবীদের তাবু। আগত মুজাহিদরা ভাবলো সেনাপতি তো নয় যেন আজীমুশ্বান কোন রাজত্বের কর্ণধার তিনি। প্রশস্ত তাবুতে তার খানাপিনা ও শয়নের জন্য দামী গালিচা বিছানো হয়েছে।

তাবুর ছাউনি মখমলের। খোশবু হিসাবে মেশক-আম্বর লাগানো হয়েছে। পাহারার জন্য নির্বাচিত হয়েছে হাজারো সিপাই। চিত্ত বিনোদনের জন্য বংশীবাদক, গিটার ও তবলাবাজদের উপস্থিতি প্রচুর। একমাত্র কবি ও বংশীবাদক ছাড়া অন্য কারো প্রবেশের অনুমতি ছিল না এ নরককুন্ডে। সেভিলের মুজাহিদরা এতে তেমন একটা প্রভাবিত হলো না। প্রভাবিত হলো তারা-যারা এ বুঝে এ সুদুরে ছুটে এসেছে যে, সেভিল প্রশাসন ঈসায়ীদের রোধকল্পে ময়দানে জড়ো হয়েছে। ওরা সেভিলের অফিসারদের লক্ষ্য করে বললো, 'আমরা কেন এসেছি? কতদিন আমাদের বেকার রাখা হবে? সিপাহসালারের তাবুতে পাশা আর মদের আসর চলবে কতকাল?

মুজাহিদের প্রশ্নের জবাবে অফিসাররা বললেন, 'অচিরেই তোমরা জানতে পারবে এ প্রশ্নের জওয়াব। অবশ্য তারাও জানতেন না-এর মধ্যে হচ্ছেটা কি?' একদিন সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম এক ঈয়াসী পাদ্রীর ছদ্মবেশে তাবুতে প্রবেশ করল। তার এক সাথী দেখামাত্রই বলে ওঠলোঃ 'আপনি বেশ দেরী করে ফেলছেন, আমরা বহুত পেরেশান। বলুন! খবরাখবর কি?'

সা'দ জওয়াব দিলঃ 'আমি সব কিছু সরেজমীনে তদন্ত করে এসেছি। আল-ফাঞ্চোর সৈন্য বাস্তবিকই ক্রোশ চারেক দূরে। সেভিলের যেসব অফিসারকে এখান থেকে দুশমনের তাবু অভিমুখী দেখেছিলাম তাদেরকে ঈসায়ীদ্রের ছাউনীতে প্রবেশ করতে

www.amarboi.org

দেখেছি এবং বুঝতে পেরেছি ওরা দীর্ঘক্ষণ ওখানে অবস্থান করেছিল। জনৈক পাদ্রীর মুখ থেকে এ কথার সত্যায়ন মিলেছে যে, আমাদের আফিসাররা ওখানে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ করেছে।

আহমদ বললোঃ 'গত পরশু দিন আমাদের সেনাপতির সাথে দুশমন ফৌজের যারা সাক্ষাৎ করতে এসেছিল তাদের ব্যাপারে এক অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ 'ওরা কার্ডিজের নামী দামী নাইট। তন্মধ্যে দুজন আল-ফাঞ্চোর নিকটাত্মীয়। আমার যা ধারনা, আপোষের কথা চলছে।'

সা'দ বললো, 'আমি ওদের প্রস্তুতি স্বচক্ষে অবলোকন করেছি। আপোষের কথা মনে করা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছু নয়।'

আহমদ বললো, কিন্তু উন্মাদ এই কবি, মুতামিদ যাকে তার পতনের জন্য নির্বাচিত করেছেন সে প্রবঞ্চিত হলে তাকে রুখবে কে? সেভিলের ঐ অফিসার আমাকে এও বলেছিলেন যে তোমরা পেরেশান হয়ো না, কিছু একটা হতে যাচ্ছে।

কর্ডোভার জনৈক স্বেচ্ছাসেবী বলে ওঠল, 'কার্ডিজের উমরাগণ যখন ইবনে আম্মারের তাবুতে প্রবেশ করে তখন আমি তাদের দেখেছিলাম। ওরা যখন বের হয়, দেখেছি তখনও। তখন ওদের গলে হীরার মালা ঝুলছিল। দেখেছি ওদের হাতির হাওদায় আশরাফীর থলে। রোধ হয় ইবনে আম্মার লড়াই না করার স্বার্থে ওদের কে ঘুষ দিচ্ছে।

সা'দ বললো, 'ওরা ঘুষ খেয়েও লড়বে।'

হাসার এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। এবার ও ভাইকে লক্ষ্য করে বললো, 'ভাইজান! আমি যখন এখানে এসেছিলাম, তখন মনে করেছিলাম সেভিলবাসী দস্তরখানে কার্ডিজবাসীর মোকাবেলা করার তৈরি নিবে। ইবনে আম্মার দুশমনদেরকে তার দস্তরখানে আহবান রেখে বলেছে, আসুন! বসুন মদের দু'পেগ গলধঃকরন করুন। উপভোগ করুন নর্তকীদের নাচ-গান! প্রয়োজনে দাবার দু'চাল দিন। হায়! আজ যদি কাজী আবু জাফর এখানে থাকতেন।'

এক নওজোয়ান চিৎকার দিয়ে বললো, 'ইবনে আম্মার যেন কোথাও যাচ্ছে। আমি তাকে সোনার পাল্কীতে চড়তে দেখেছি। সেভিল ও কার্ডিজের ক'জন অফিসার তার সঙ্গে রয়েছে। দেখুন। ঐ যে ওরা যাচ্ছে।

নওজোয়ানের পেরেশানী অনর্থক নয়। স্বেচ্ছাসেবীদের খুব কমই ইবনে আম্মারের সাথে সাক্ষাৎ করতে পেরেছে। তার শাহী খানাপিনা ও সংগীতের সুর-মুর্চ্ছনা নিচ্ছিদ্র পাহারার মধ্যে হয়ে থাকে। হাসান বললো, 'ভাইয়া! পর্দানিশীন সেনাপতিকে আমি অবশ্যই দেখব। ক'জন স্বেচ্ছাসেবক হাসতে হাসতে ওর পিছু নিল।

সা'দ, আহমদ ও মাঝ-বয়সী ক'জন মুজাহিদ কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত সা'দ বললো,

'চলুন! আমরাও এ দৃশ্য উপভোগ করি। এ ধরনের দৃশ্য জীবনে বারবার আসবে না।

www.amarboi.org

চার.

শক্তিশালী আটজন নিগ্রো বেয়ারার কাঁধে ইবনে আম্মারের পাল্কী। পাল্কীটা দেখতে বেশ বড়সড়। ইবনে আম্মারের মাথায় শোভা পাচ্ছিল মণি-মাণিক্য খচিত ইয়াবড় মুকুট। সেভিলের ক'জন পদস্থ অফিসার আর আল-ফাঞ্জোর চার নাইট তার আশে পাশে সওয়ার ছিল ঘোড়ায়। স্বর্ণ-খচিত লাঠি নিয়ে নকীবরা সামনে হাটছিল। পাল্কী কোথাও থামলে নকীবরা চিৎকার দিয়ে বলত,

মুসলিম ভায়েরা! আজ তোমরা অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন। তোমাদের সিপাহসালারের জন্য দোয়া কর! সে যেন কামিয়াব হতে পারে।' হাসান বিন আব্দুল মুনয়িম তার সমবয়সী এক মুজাহিদের কানে কানে বললোঃ

'বেকুফ কোথাকার! ওকি সেনাপতি, না দুলহান। হায়! আমি যদি সেভিলে গিয়ে মুতামিদকে ধিক্কার দিতে পারতাম।'

ইবনে আম্মার উত্তর দিকে যাচ্ছিল। জগণের জানতে বাকী নেই, তিনি যে জন্য দোয়া চাচ্ছেন– তা অশ্যই সফলকাম হবে।

ইবনে আম্মার লড়াই না করে ফাঁদ ও টালবাহানার দ্বারা দুশমনকে কুপোকাত করতে চাচ্ছিল। আল-ফাঞ্জোর প্রভাবশালী সর্দার ও অফিসারদের চুপিসারে ডেকে পুরস্কার ও ঘুষ দিয়ে তাকে যুদ্ধ বিমুখ করতে পরামর্শ দিত। এমনকি এও বলতো যে, তোমরা আল-ফাঞ্জোকে যুদ্ধ বিমুখ করতে পারলে পুরস্কার আরো বাড়িয়ে দেয়া হবে। কার্ডিজের অফিসারগণ সুচতুর ইবনে আম্মারের ধোঁকা জালে বন্দি হয়। কিন্তু আল-ফেঞ্জোকে যুদ্ধ বিমুখ করার কোন সূত্র তারা খুঁজে পেল না। ইবনে আম্মার আল-ফাঞ্জোর নাইটদের ডেকে একটি দাবার কোট নিয়ে বসল। বললো, হীরার গুটি আর মণি-মাণিক্য খচিত এমন একটি কোট তোমরা দুনিয়াতে দ্বিতীয়টি পাবে না। আল-ফাঞ্জোর কাছে গিয়ে এর প্রশংসা করো। আমার যদ্দুর বিশ্বাস, এ কোট দেখলে তিনি হয়ে পড়বেন বে-কারার।

এ কোট তাকে হাসেল করতে হলে দাবা খেলায় আমাকে হারাতে হবে। আমি হারলে কোট তিনি পাবেন। পক্ষান্তরে উনি হারলে আমার একটি শর্ত তাকে মানতে হবে। আমি জিতলে আল-ফাঞ্জোকে সেভিলের হামলা পরিত্যাগ করতে হবে।

অফিসারগণ গিয়ে উক্ত দাবার প্রশংসা করলে আল-ফাঞ্জো হয়রান হয়ে যায়। অবশ্য শর্তের কথা আসতেই সে কেমন যেন দো-টানায় পড়ে যায়। এ সময় নাইটরা তাকে বললো,

আপনি শর্ত নিয়ে এতটা ভাবছেন কেন?

আমরা জিতলে কর্ডোভার বেশ কয়েকটি জনপদ ছিনিয়ে নেব। পক্ষান্তরে হেরে গেলে তার শর্ত মানব না। বলব-এ শর্ত মান্য করার মত নয়।'

শেষ পর্যন্ত দাবা খেলা শুরু হলো। জিতে গেল ইবনে আম্মার। আল ফাঞ্জো বললো, 'এবার তোমার অভিপ্রায় কি?

www.amarboi.org

ইবনে আম্মার বললো, আমার অভিপ্রায় যুদ্ধ ছাড়া আপনি ফিরে যাবেন।'

আল-ফাঞ্চো চিৎকার দিয়ে বললো, 'না, না! এ কিছুতেই হতে পারে না। সেভিল বিজয় ছাড়া আমি কিছুতেই প্রত্যাবর্তন করব না।'

'কিন্তু আপনি খেলায় হেরে গেছেন যে? আর হারলে শর্ত পালন করা দরকার। এক বাদশাহ্ সামান্য একটি প্রদেশের জন্য অঙ্গিকার ভঙ্গকারী হতে পারে না। আল-ফাঞ্চো নাইটদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসল। নাইটরা তাকে বুঝালো এ বছর যুদ্ধ করলে আমরা বোধহয় পেরে উঠব না। কারণ, গোটা স্পেন থেকে মুজাহিদ সংগ্রহ করা হয়েছে। তারচেয়ে পরিপূর্ণ রণ সাজে সজ্জিত হয়ে আমরা আগামী বছর হামলা চালাব। ইবনে আম্মারের শর্ত মেনে নিন। অবশ্য তার কাছে বিশাল অংকের টাকা দাবী করে ফৌজি খর্চা সামাল দেয়া যেতে পারে। কার্ডিজের প্রতিনিধি পাদ্রীরা নাইটদের যুক্তিতে প্রভাবিত হয়ে বললো, 'জনাব! দাবার চালে মাত্ হয়ে আমাদের যাবতীয় আশা-ভরসা ধূলিসাৎ করে ফেলেছেন আপনি। সুতরাং নাইটদের কথা মেনে নিন। শেষ পর্যন্ত আল-ফাঞ্চো বাধ্য হলো লড়াই স্থগিত রাখতে।

দাবার চালে আল-ফাঞ্চোকে পরাজিত করে ইবনে আম্মার সেভিলের ছাউনীতে ফিরে এলে সৈন্যরা তাকে গগণ বিদারী নারাধবনী দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল। রাতের বেলা গোটা ছাউনীতে চললো বিজয় উৎসব। ধুম পড়ে গেল শাহী খানা-পিনার। বসলো পাশার আসর। গাইতে লাগল তল্পিবাহক কবিরা ' যেমন খুশী তেমন'। মনে হলো তারিক বিন জিয়াদের পর এমন বিজয় বুঝি স্পেনে দ্বিতীয়টি হয়নি। ইবনে আম্মারের মদ্যপ বাহিনী মনে করল তিনি সর্বকালের সেরা সমরবিদ। পক্ষান্তরে যেসব মুজাহিদ ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দূর-দূরান্ত হতে ছুটে এসেছিলেন-সকলেই মুষড়ে পড়লেন। লজ্জা আর ক্ষোভের আঁসু নিয়ে তারা দেখছিলেন পাগলদের পাগলামি।

ইবনে আম্মারের ছাউনীতে যখন পাশা আর নতর্কীদের কলধবনী চলছিল, তখন এক নওজোয়ান তাবুর কোনে সেজদা নিপতিত হয়ে দোয়া করছিল।

'রাব্বুল আলামীন! আমার কওমকে তুমি পতনের হাত থেকে বাঁচাও! গুটি কয়েক লোকের পাপের সাজা তুমি সকলকে দিওনা!

মাওলায়ে কারীম! আসন্ন পতন কালে তুমি আমাদের বাযু ইস্পাত কঠিন রেখো! যারা আজ নিজেদের হাতে পতনের গর্ত খুঁড়ছে-উহা ভরাট করার শক্তি দাও আমাকে। হিম্মত দাও যাতে যুগের ফেরাউনের সামনে মুসা কালীমুল্লার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারি!'

এ নওজোয়ানের নাম সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম।

পর দিন মুজাহিদ বাহিনী গ্রানাডাভিমুখি হলো সা'দ তার ভাইদের লক্ষ্য করে বললো,

' তোমরা ওদের সাথে যাও! আমি কিছু দিনের মধ্যে ফিরব।'

www.amarboi.org

আহমদ জিজ্ঞাসা করলো, 'এখানে আপনার কাজ কি?'

'আমি আমার আখেরী জিম্মা আদায় করতে সেভিলে ক'দিন থাকতে চাচ্ছি'।

'মুতামিদের কাছে যাবেন?'

' গেলে কোন ফায়দা হবে বলে মনে হয় না। তবুও একবার যাব।'

'আমিও আপনার সাথে যেতে চাই।' আহমদের কণ্ঠে কাতর অনুরোধ।

'আমিও।' বললো হাসান'

ইলিয়াছ নামী গ্রানাডার এক মুজাহিদ বললো, 'আমি বাদ থাকবো কেন ? আমাকেও আপনাদের সাথে নিয়ে নিন। ফিরে গিয়ে গ্রানাডাবাসীকে মুখ দেখাব কি করে? এক্ষণে মুতামিদকে বলতে হবে আপনারা পরাভূত হয়েছেন। হতে পারে এতে তার ভেতকরকার পৌরুষটা সজাগ হয়ে ওঠবে।

গ্রানাডার আরো জনা তিনকে মুজাহিদ সা'দের সাথে যেতে চাইল। সা'দ মায়ের কাছে দু'কলম লিখে জনৈক মুজাহিদের হাতে দিয়ে বললো, বাড়ীতে পৌছাবে। হপ্তা খানেকের মধ্যে আমরা প্রত্যাবর্তন করব।'

www.amarboi.org

স্ত্রৈণ এক সেপাই

একদিন রাণী রমিকিয়া মুতামিদের সাথে নৌ বিহারে বেরিয়ে নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করছিল। সাগর পাড়ে ইট বানানোর জন্য বেশ কিছু মহিলা শ্রমিক মাটির খামির তৈরি করছিল। রানীর নির্দেশে মাঝি-মাল্লারা উপকূলে নৌকা ভেড়াল। মহিলারা তাকাল পেরেশান হয়ে একে অপরের মুখের দিকে। এক গাল দুষ্টুমির হাসি হেসে রমিকিয়া তাকাল স্বামীর দিকে। অতঃপর মুঠভরে স্বর্ণ-মুদ্রা নিক্ষেপ করল খামিরের ওপর। মহিলাদের আশ্চর্যের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেল। কিন্তু মুতামিদও যখন আরেক মুঠো আশরাফী নিক্ষেপ করল তখন অযাচিত এ দান সংগ্রহে কামড়া-কামড়ি করতে লাগল ওরা। 'কে কতো মুদ্রা হাতরে নিতে পারে' এ নিয়ে চললো ওদের মাঝে প্রতিযোগিতা। সকলের গায়-মাথায় লেগে গেল কাদার প্রলেপ। এদিকে অভাবনীয় দৃশ্য উপভোগ করতে গিয়ে রমিকিয়া হেসে লুটোপুটি খেল। মুতামিদ আফসোস করে বললেন,

'হায়! আজ কেন আরো স্বর্ণ-মুদ্রা নিয়ে এলাম না।'

মহলে ফিরে স্বামীর উপর অভিমান ঝেড়ে রমিকিয়া বললো,

'বাঁদী-চাকরানীদের মত তুমি আমাকে মহলের চার-দেয়ালের মধ্যে আটকে রেখেছ।'

'রানী হে! বলো তোমার কোন আহলাদটা আমি অপূর্ণ রেখেছি?'

'এক্ষণে আমার অন্তরে এমন একটি খায়েশ এসেছে যা তুমি পুরা করতে পারবে না।'

'পরীক্ষা প্রাথনীয়!'

'শ্রমজীবি ঐ মহিলাদের জীবনের ওপর আমি ঈর্ষান্বিত। ওদের মত আমাকে মাটির খামির তৈরি করতে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে।'

কয়েকদিনের মধ্যে মহলের এক প্রশস্ত কামরায় মেশক-আম্বরের স্তুপ জমা করা হলো। পানির বদলে ছিটিয়ে দেয়া হলো দামী গোলাপ পানি। খামির তৈরির অশ্রুতপূর্ব এ সরঞ্জামাদি তৈরি হলে রমিকিয়াকে ডেকে পাঠানো হলো। রমিকিয়া তার সহচরী আর শহরের অভিজাত ঘরণীদের নিয়ে মেশক-আম্বরে খামির করতে নেমে গেল। এসব সরঞ্জামাদি গোছাতে লাখো স্বর্ণ-মুদ্রা ব্যয় করতে হলো স্ত্রৈণ মুতামিদকে। পদস্থ ফৌজি অফিসারদের বেগমগণকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রমিকিয়ার মনোরঞ্জনে এ ছেলে খেলায় নামতে হলো। মুতামিদ আর তার মন্ত্রীবর্গ মহলের এক উঁচুস্থানে বসে এ দৃশ্য উপভোগ করলেন। দৃশ্য উপভোগ করতে এলো শহরের অনেক বংশীয়া রমনীগণও। রমিকিয়ার জবরদস্তিতে খামির বানাতে নামল তারাও।

www.amarboi.org

মুতামিদের সামনে সোনার তশতরীতে মনি-মুক্তা ভরে দাঁড়িয়েছিল এক বাঁদী। মুতামিদ মুঠভরে খামিরের উপর মুক্তা বর্ষণ করতে লাগলেন। লেগে গেল বেশ কিছু মহিলা মুক্তা সংগ্রহে। ধাক্কাধাক্কিও হলো এতে। এমনকি আনন্দ উদ্বেলে একে অপরকে খামিরের উপর কুস্তীগীরদের মত ভূতলশায়ীও করল। শৌখিন কিছু মহিলা মুঠভরে খামির নিক্ষেপ করল সকলের শরীরে।

সখীদের পীড়াপীড়িতে মায়মুনা এই প্রথম শাহী মহলে এলো। তার সখীরা তাকে এ কথা বলে এনেছে যে, রানী রমিকিয়ার আহ্বানে শহরের অভিজাত ঘরনীরা মহলে জমা হচ্ছে। কিন্তু এ বেলেল্লাপনা দেখে ওর চোখ ছানাবড়া। ভরা যৌবনা মেয়েদের ঢলাঢলি সকলের কাছে প্রিয় হওয়ায় পুরুষদের উপস্থিতিতে ও কিন্তু নামল না। এমনকি ঘৃণা ও ক্ষোভে ওর সারা শরীর রি রি করে ওঠল। খামির বানানো শুরু হতেই ও কামরার একটি স্তম্ভের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। আচমকা ওর খেয়াল হলো, কে যেন ওর দিকে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত তাকাচ্ছে। জলদী মুখে নেকাব টেনে দিল ও। গিয়ে ঢুকলো দর্শক মহিলাদের কাতারে। রমিকিয়ার সখীরা যখন ওকে জবরদস্তি করে খামির করতে নামাতে চাইল-দৌড়ে তখন আরেকটি স্তম্ভের কাছ ঘেষে দাঁড়াল। এক্ষণে এক নওজোয়ান ওর কাছটিতে এসে বললোঃ

'উপভোগ করুন! এ ধরনের অনুষ্ঠান আর কোনদিন কিসমতে নাও জুটতে পারে। ভাল না লাগলে চলুন। হাত ধারাধরি উদ্যানটায় বিচরণ করি। আপনি কোত্থেকে এসেছেন?

মায়মুনা ঘাড় কাত করে তাকাল। গোস্বায় কাপছিল ওর দু'ঠোঁট। পুনরায় ও মহিলাদের কাতারের দিকে ছুটল। ঢেলে দিল নেকাব দিয়ে চেহারার পুরোটা। বেহায়া এক যুবতী ওর নেকাব কেড়ে দূরে ছুঁড়ে মারল। আরেকজন ওর বাযু ধরে খামিরের দিকে নিয়ে যেতে চাইল। মায়মুনা এক ঝটকায় নিজকে ছাড়িয়ে নিল। ওর এক সই 'মায়মুনা, মায়মুনা' বলতে বলতে এগিয়ে এলো। গোস্বায় মায়মুনা অধর দংশন করতে ওর শরীর ধরে ঝাঁকুনি দেয়। তোমরা আমাকে এ কোথায় নিয়ে এলে? এক রাশ ঘৃণা ঝেরে তাকাল ও সখীর চেহারা পানে। ইতিমধ্যে যুবতী ওর চেহারায় খামির ছুঁড়ে মারল। মুহূর্তে গোটা মজলিসে হাসির রোল পড়ে গেল। দৌড়ে বেরুল মায়মুনা। কিন্তু বিশাল মহল থেকে বের হবার রাস্তা খুঁজে পেল না ও! খানিক চলার পর খাজা শুরাই নামী এক লোককে দেখতে পেল ও। তার কাছে বের হবার রাস্তা জানতে চাইলে হলের এক কোন থেকে পূর্বেকার সে নওজোয়ান বেরিয়ে এসে বললোঃ

'আসুন! আপনাকে বাড়ি পৌছে দি!'

গোটা শরীর কেঁপে ওঠল মায়মুনার। ক্রুদ্ধ ফনীনীর মত ফোঁস ফোঁস করতে করতে এগিয়ে চলল মায়মুনা। চলছিলো সাবধানে। এতদসত্ত্বেও পা পিছলে যায় ওর। নওজোয়ান এগিয়ে ওর বাযু ধরে ওঠাতে গিয়ে বললো,

'আপনার লাগেনি তো?

www.amarboi.org

এক ঝটকায় নিজকে ছাড়িয়ে নিয়ে মায়মুনা বললো, আমার জানা ছিলনা, কর্ডোভার শাহী মহল তোমার মত বেহায়া নওযোয়ানে টইটুম্বুর।'

খাজা শুরাই অগ্রসর হয়ে বললো, 'তুমি চুপ কর!'

মায়মুনা পূর্বেকার মত জলদী চলতে শুরু করল। নীচে নামার সিঁড়িতে এসে শাহজাদা রশিদের সাথে ওর ধাক্কা লাগতে চকিতে এক পাশে সড়ে গেল। আচানক রশিদ ওর গতি রোধ করল। গোস্বা কম্পিত কণ্ঠে মায়মুনা বললো, 'কি চাও তুমি?

'আমি শুধু জানতে চাই, আপনি কে? কি আপনার পরিচয়? মানে, আপনার নাম জানতে চাই। কোত্থেকে উড়ে এসে দৃষ্টিবান নিক্ষেপ করে আমাকে উতলা করে তুলেছেন। আর আমি কিইবা এমন অন্যায় করলাম, যদ্দরুন আপনার গোলাপী চেহারা রক্তজবার মত হচ্ছে?

'আমি এক মুসলিম যুবতী। তোমার যাবতীয় প্রশ্নের জবাব কেবল এটিই।'

এটা কোন জবাব হলো?'

মায়মুনা ঠাস্ করে এক চড় দিয়ে বললে, পেলে তো জবাব!'

শাহজাদা রশিদ গোস্বায় কাঁপতে কাঁপতে মায়মুনার জবাব— স্থলে হাত বুলাতে লাগলো। মায়মুনা জলদী সিঁড়ি থেকে নেমে দেউড়ীর দিকে এগিয়ে গেল।

দরজা খুলে বেরুলে ওর উপলব্ধি হলো-কে যেন ওর অনুসরণ করছে। ঘাড় কাত করে তাকিয়ে দেখল খাজা শুরাই আসছে। ওর দৃষ্টি থেকে বাঁচতে মায়মুনা চলার গতি কমিয়ে দিল। খাজা শুরাই ওর নিকটে এসে বললো,

সেভিলে তোমার মত বেকুফ যুবতী দ্বিতীয়টি আছে কি-না জানি না। তুমি জানতে না উনি শাহজাদা রশিদ? এ শহরে সম্ভবতঃ এই প্রথম কোন যুবতী শাহজাদাকে থাপ্পড় দিয়ে হাসতে পারছে। থাম! আমার কথা শোন! বেকুফ হয়োনা। ওর ওপর গোস্বা না হয়ে অনুরাগিনী হলে ক্ষতি কি? শাহজাদা তোমার প্রেম-প্রিয়াসী। তোমাকে এমন এক যুবক পছন্দ করছে, হাজারো সেভিল তরুণী যার ওপর কোরবান হতে প্রস্তুত। এমন এক যুবককে নিজের দুশমন ভেবে দূরে তাড়িয়ে দিওনা-যার শুভদৃষ্টি তোমাকে একদিনেই স্পেন সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা দিতে পারে। ওর দুশমন হওয়ার অর্থ হলো তোমার খান্দানকে অস্তিত্বের পৃষ্ঠা থেকে মুছে দেয়া।

মায়মুনা অনুধাবন করছিল-কে যেন তার মাথায় গরম পানি ঢেলে দিচ্ছে। এতদসত্ত্বেও বড় কষ্ট করে নিজেকে সংযত করল ও। এদিকে খাজা শুরাই বক বক করে চলছে তখনও। নিজের অজান্তেই মায়মুনার চলার গতি বৃদ্ধি পেল। বিশাল ভূড়ি নিয়ে খাজা শুরাই ওর থেকে পঞ্চাশ কদম দূরে পিছিয়ে পড়েছিল। বাসায় প্রবেশ করে তড়িত গতিতে তীর-তূণীর তুলে নিল ও। দাঁড়াল দেউড়ীতে। খাজা শুরাই ওদের বাসার কাছে এসে এক বালককে জিজ্ঞাসা করল-এ বাড়ী কাদের?

'ইদ্রীসদের।'

www.amarboi.org

'ইদ্রীস?'

'আপনি চিনবেন না। উনি দারুজ্জ-জরবের নাযেম।

আচানক সাঁ করে একটা তীর মায়মুনার ধনুক থেকে বেরিয়ে এসে খাজা শুরাই'র টুপি উড়িয়ে নিয়ে গেল। ভয়ে পিছু হটলো সে! আরেকটি তীর এসে তার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল। এক বৃদ্ধ নওকর দেউড়ীর কাছে এসে মায়মুনাকে বললো,

'বেটি! সাবধানে তীর নিক্ষেপ কর। মনে হচ্ছে শাহী মহলের খাজা সাহেব উনি। খবরদার! তোমার তীর ওকে ঘায়েল করলে আমাদের উপায় নেই।'

খাজা শুরাই জমীনের নিপতিত টুপি তুলে নিল। ভোঁ করে দৌড় দিল সে। আচমকা পা পিছলে মুখ থুবড়ে পড়ল সে। এখন আর দৌড়াতে পারছে না। কাজেই টলতে টলতে দ্রুত প্রস্থান করল। রাতের বেলায় শাহজাদা রশিদকে বললো'

'হুযুর এ যুবতীর সাথে মুহব্বাত রাখলে আজীবন আপনাকে বর্ম পড়ে কাটাতে হবে। শোকর খোদার! ওর নিশানা ব্যর্থ না হলে এতোক্ষণে আমি চালনির মত ঝাঝরা হয়ে যেতাম।

দুই.

দরিয়ামুখী দ্বি-তলের কামরায় দাঁড়িয়ে সান্ধ্য বাতাস সেবন করেছিল মায়মুনা। ঋতুরাজ বসন্তের বৈকালিন ফুরফুরে বাতাস আর প্রকৃতির টাটকা সতেজ আমেজ গ্রহণ করতে বেরিয়েছে সেভিলের আমীর-উমরাগণ। সাগর তীরে বসছে কারুশিল্পের বসন্ত মেলা। সাগর বক্ষে রং-বেরংয়ের ছিপি নৌকা করছে ছুটোছুটি। অভিজাত তরুন-তরুণীরা চাপছে এতে। বেশ কিছু নৌকার থেকে ভেসে আসছে বিবিধ গান আর শিহরণ জাগানো কবিতা। এছাড়া যাদুকর, নেযাবায আর আতশবাজী ফুটানেওয়ালা লোকদের অভাব নেই। সকলের মধ্যে যেন কি একটা মাদকতা, একটা আনন্দের দোলা।

দৈনিক সফর শেষ করে পশ্চিম আকাশে ঘুমুতে গেল সূর্য। চাঁদ আর তারকারাজী, উঠলো হেসে। মায়মুনা গেল মাগরিবের নামাজ আদায় করতে। নামাজ শেষে দোয়ার জন্য হাত উঠালো ও। আচানক করিডোরে সম্মিলিত পদচারনা কানে এলো ওর। কারা যেন আসছে। ঠিক ওর কামরার দিকে। ওর চার সখী আসছে। একজন ওকে দেখে স্বতঃস্ফুর্তচিত্তে বলে ওঠল, 'আরে মায়মুনা! এসো না! দেরী হয়ে যাচ্ছে, আশ্চর্য! তুমি এখনো কাপড় বদল করো নি!'

দ্বিতীয় এক তরুণী বলে ওঠলো, না না! মায়মুনাকে কাপড় বদলাতে হবে না। সাদাসিধা পোষাকেও ওকে এক রানীর মত দেখা যাচ্ছে।' সকলের দৃষ্টি ওর চেহারায় নিবদ্ধ। বান্ধবীদের গুণ-কীর্তনে মায়মুনাও যে একটু-আধটু গৌরববোধ করল না-তা নয়। বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে সকলের সাথে সিড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

www.amarboi.org

অনেক তরুণী বললো:' আমরা ভাবছিলাম-তুমি চলে গেছ।'

'কোথায়?' বেপরোয়া জওয়াব দেয় মায়মুনা।

দ্বিতীয় এক তরুণী বললো, 'বাহ্! উনি জানেনা, কোথায় যেতে হবে। রানী রমিকিয়া তোমাকে নিতে আসবেন বলে মনে করছ?

'আমি কখন বললাম যে, রানী রমিকিয়া না নিতে এলে আমি যাব না?

বেশ তাহলে প্রস্তুতি নাও। আমরা দেরী করে ফেলেছি। এসো আমি তোমার চুল পরিপাটি করে দেই। এক দীর্ঘদেহী তরুণী ওর বাযু ধরে নীচ তলার এক কামরায় নিয়ে গেল। মায়মুনা এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, 'আমি যাব না!'

'যাবে না?' সমবেত কণ্ঠে বলে ওঠল সকলে।

'না!'

'কেন?'

'আমার ইচ্ছা!'

এক তরুণী বললো, 'রমিকিয়ার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতে চাও?'

'সুলতানা রমিকিয়ার দাওয়াত কবুল করা দ্বীনের অঙ্গ হয়ে গেল নাকি?'

দীর্ঘদেহী তরুণী বললো, 'মায়মুনা! আমরা তোমার ইচ্ছার ওপর হস্তক্ষেপ করতে চাইনা। কিন্তু ভেবে দেখ, মহামান্য রানীর বিরুদ্ধে যাওয়াটা তোমার ঠিক হচ্ছে কি? স্বেচ্ছায় তুমি দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করছ জানলে তিনি নাখোশ হবেন। মনে করবেন এটা তোমার ঔদ্ধত্য। আর তোমার ভাইও এটা ভালো চোখে দেখবেন না। তুমি বোধহয় জানো না-'রানী রমিকিয়া সেভিলের মেয়েদের বেহায়া করছেন, এ মর্মে খুৎবা পড়ায় এক খতীব কে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে।'

মায়মুনা গম্ভীর হয়ে বললো, 'আমার ভাইকে নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না। দেশান্তর তার জীবনে নতুন কোন অধ্যায় নয়। রানীর স্থলে তিনি খোদাকে সন্তুষ্ট করতে পছন্দ করেন বেশী।'

ওর আরেক বান্ধবী বললো, 'বহুত আচ্ছা। আপনার যা মনে চায় করুন! তবে রানী রমিকিয়া আপনার গর হাজিরার কারণ জিজ্ঞাসিলে এসব বাক্যালাপের পুনরুল্লেখ না করে আমরা সংঘাতহীন কোন জওয়াব দেওয়ার চেষ্টা করব।'

বান্ধবীরা খানিকটা বিরক্তিভরে মহল থেকে বেরিয়ে গেল। সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল ওদের টাঙ্গা। টাঙ্গায় চড়ে এক তরুণী বললো, আমি জানতাম। মায়মুনা যাবে না।'

আরেকজনে বললো, 'কারণ?'

তোমরা হয়ত জাননা শাহজাদা রশিদের বেগম হওয়া কি যেন তেন কথা? বোধহয় ওর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে।'

না না! মস্তিস্ক বিকৃত হবে কেন? আসলে ও আপনার সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ ও জানে যত উপেক্ষা করবে শাহজাদাকে তত-ই ওর কদর করবে।

www.amarboi.org

শেষ পর্যন্ত এক তরুণী বললো, তোমরা সবে তিলকে তাল করছো, আমি ওকে জানি। রমিকিয়া-পুত্র গোটা জাহানের বাদশাহ হলেও মায়মুনা তাকে পছন্দ করবে না। মা মারা যাবার পর ও কোন মাহফিলে যায় না। মাত্র একবার রমিরকিয়ার রঙ্গ জলসায় শরীক হয়েছিল এবং ওখানে যা দেখেছিল, তাতে ওর ধৈর্য্যের বাধ ভেঙ্গে গেছে। বিশেষ করে শাহজাদা রশিদের কামুক দৃষ্টি ওর নারী সুলভ অনুভূতিতে চরম আঘাত হেনেছে।'

মায়মুনার ব্যবহারে দীর্ঘদেহী তরুণী যারপরনাই রুষ্ট। সে বললো,

'তলে তলে সম্পর্ক কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তা কিন্তু তোমাদের কারো জানা নেই। অচিরেই জানতে পারবে-মায়মুনা শাহজাদা রশিদের পাণি গ্রহণ করেছে। আমার ভাই ...'

এটুকু বলে সে খামোশ হয়ে গেল। অন্য তরুণীরা পীড়াপীড়ি করে বললোঃ

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো না! চুপ করলে কেন?'

'কিছু না! আমার কথার মতলব হচ্ছে, আমার ভাই শাহজাদা রশীদের দোস্ত। সে তার কোন রহস্য ভাইয়ার কাছে গোপন রাখেনা।'

'তোমার ভায়ের কাছে শাহজাদা রশিদের এ অভিলাসও তাহলে গোপন নেই?'

দীর্ঘদেহী তরুণী খানিক ভেবে বললো, 'ভাইজান আমাকে এ ব্যাপারে কিছু বলেন নি। কিন্তু তার কথায় এতটুকু উপলব্দি করা গেছে যে, মায়মুনার ভালবাসায় শাহজাদা রশিদ গলা অবাধি ডুবে গেছে।

'এতে বিচিত্রের কি আছে! শাহজাদা রশিদের কথা কেইবা না জানে, ভালবাসা আর নারীর মন জয় করতে সে দাদার পথ অবলম্বন করে থাকে।'

'তোরা তো দেখছি নিরস কথাকে বেশ সরস করে বলতে শিখেছিস্! রাখতো এসব কথা! চল্ জলদী শাহী মহলে যাওয়া যাক!

এর জবাবে অন্যান্য তরুণীরা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কেউ কিছু না বলে একে অপরকে কেবল চিমটি দিলো।

তিন.

বান্ধবীদের অন্তর্ধানের পর মায়মুনা আলমারী থেকে একটি বই বের করে মোমের সামনে মেলে ধরল। বসে পড়ল একটি কুরসীর ওপর। করিডোর থেকে চাকরানী আওয়াজ দিল,'

'খানা খেতে আসুন।'

না! ভাইজান এলে খাব।' উঠে দাঁড়াল ও। উযু করে জায়নামায বিছালো। নামায শেষে আবারো কেতাব খুলল। খানিক পর ইদ্রীস এলো। উঠানে প্রবেশ করতেই চাকরানীকে প্রশ্ন করল,

www.amarboi.org

'মায়মুনা কোথায়?'

'আমি বাড়ীতে আছি ভাইজান! 'মায়মুনা তর তর করে সিড়ি থেকে নামতে নামতে বলল।

ইদ্রীস আস্তে আস্তে মহলে প্রবেশ করল। বসলো একটি কুরসীতে। ওর চেহারায় ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট।

'আপনার তবিয়ত ভালো তো ভাইজান?' ভ্রু-কুঞ্চিত করে মায়মুনা ভাইকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করল। ইদ্রীস হাসল্ তবে সে হাসিতে আনন্দের লেশমাত্র নেই। ওর চেহারায় ফুটে ওঠল বেদনার চিহ্ন। বললোঃ

'আমি ... ' আমি ভালো আছি। তুমি খানা খেয়েছ?

'না! আপনার অপেক্ষা করছিলাম।'

'আমার অপেক্ষা না করে তোমাকে সর্বদা খেয়ে নিতে বলছি না!'

'কিন্তু আজ আপনি বড্ড দেরী করেছেন ভাইজান, আমি এই মাত্র নামায আদায় করেছি।'

ইদ্রীসের পেরেশানীটা মায়মুনা আন্দায করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত ভাই-বোন দস্তরখানে বসল। খেতে খেতে শাহী মহলের অনুষ্ঠানের কথা বলল ইদ্রীস। আচানক মায়মুনাকে প্রশ্ন করে বললো ও,

'মায়মুনা! তোমাকে কেউ ডাকতে এসেছিল কি?'

'কিছুক্ষণ পূর্বে জেয়াদের বোন তার ক'জন বান্ধবীসহ আমাকে নিতে এসেছিল, যাইনি। ইদ্রীস খামোশ হয়ে গেল। ওর চেহারায় ফুটে ওঠল পেরেশানীর ছটা। ইদ্রীস আমচকা বোনক বললো, তুমি খানা খাচ্ছ না যে!'

'ক্ষিধে নেই ভাইজান!' বললো মায়মুনা।

'মায়মুনা! দুপুরের দিকে শাহজাদা রশিদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এর পর থেকে মনটা আমার খারাপ। এক ভায়ের এরচেয়ে বেশি আর পেরেশানী কি হতে পারে যে ..., এতটুকু বলে থামল ইদ্রীস। বসে এলো গলা এক্ষণে। দস্তরখানের দিকও ওর নযর নেই। উভয়ে কেবল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।'

মায়মুনা বললো, 'ভাইজান! আমরা দু'জন একই মায়ের দুধপান করেছি, একই বাপের সম্ভ্রমবোধ বিজড়িত আমাদের মাঝে। আপনার সেই বোন জিজ্ঞাসা করছে- শাহজাদা আপনাকে বললো কি, আর জবাবই বা আপনি কি দিয়েছেন?'

'সেই জবাব কেবল তুমি-ই দিতে পার মায়মুনা! তিনি তোমাকে শাদীর প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বললেন-'আমার বাবা-মা এতে বাদ সাধবেন না। মাকে বলব 'মা-রাজী হলে বাবার কিছু বলার নেই।' এখন বলো মায়মুনা! এর উত্তর আমি দেই কি করে?"

মায়মুনার চেহারা গোস্বায় রক্ত জবার মত হয়ে গেল। তাকিয়ে রইলো নিস্পলক নেত্রে ভাইয়ের প্রতি। অতঃপর খানা রেখে উঠে গেলে ইদ্রীস ওর পিছু নিল। 'মায়মুনা!

www.amarboi.org

মায়মুনা!!' বলতে বলতে কামরায় প্রবেশ করল ও। মায়মুনা দু'হাত দিয়ে চেহারা ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ইদ্রীস এগিয়ে গেল বোনের কাছে। বললো স্ব-স্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে,

'মায়মুনা!-শাহজাদা রশিদ তোমার সাক্ষাৎ কবে, কোথায় করল? যদি এমন কোন কথা হয়ে থাকে যদ্দরুন সে আজ এই দুঃসাহস দেখাল-তা আমাকে আগে বলোনি কেন?'

চেহারা থেকে হাত নামাল ও। তাকাল অশ্রু সজল নয়নে। বললো, আমার অপরাধ হচ্ছে, বান্ধবীদের আহবানে আমি রমিকিয়ার রঙ্গ রসের জলসায় যোগ দিয়েছিলাম। আমার অপরাধ-রমিকিয়ার নির্লজ্জ অঙ্গ-ভঙ্গি আর বেলেল্লাপনায় বিরক্তি হয়ে সিঁড়িতে নামতে গেলে ওর মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমার অপরাধ-এক বেগানা যুবতীর পথ আগলে দাঁড়ানোর দরুন এক পশুর গালে থাপপড় দিয়েছিলাম। আমার অপরাধ-পশুটা এক আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্ন যুবতীর কাছে কুরুচিপূর্ণ প্রেমপত্র লিখলে উত্তর তো দূরে থাক, পুড়িয়ে দিলাম তার সবটা। জানালাম না ন্যাক্কারজনক এই কথা এই ভাইকে-বলতে পারেন এটাও একটা অপরাধ।

শাহজাদা রশিদের সাথে সামনা-সামনি হলে তোমার কোন ক্ষতি হতে পারত। ভাই প্রিয় এক বোন হিসাবে তা আমি করতে পারিনি-বলতে পার এটাও একটা অপরাধ। ভেবেছিলাম, আমার নিশ্চুপ নির্বিকার ভূমিকায় শাহজাদা তার অভিলাস থেকে পশ্চাৎমুখী হবে। করবে না আর ঘুর ঘুর আমার পেছনে। জেয়াদের বোন আমাকে শাসিয়ে ছিল, এ খবর রাষ্ট্র হলে তোমার ভায়ের ক্ষতি হবে।'

'আর তোমার ভায়ের অপরাধ হল-শাহজাদার গালে সে চড় মারেনি। তোমার ভাই তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছে। মায়মুনা! সত্যিই তুমি এমন এক বোন-যাকে নিয়ে এক ভাই গর্ব করতে পারে।'

ইদ্রীস মায়মুনার মাথায় হাত রাখল। পকেটস্থ রুমাল বের করে মুছে দিল ওর অশ্রু। শেষ পর্যন্ত ইদ্রীস বললোঃ

'শাহাজাদার প্রেম পত্র নিয়ে তোমার কাছে জেয়াদের বোন আসত?

'হ্যাঁ!'

'তাহলে দু'ভাইবোন-ই শাহজাদার ওকালতি শুরু করেছে। বাসায় ফিরছিলাম। পথিমধ্যে জেয়াদ আমার পথ আগলে দাঁড়াল। বড় নিকৃষ্ট ও। আমাদের প্রধান ফটক পর্যন্ত আমার সাথে এসেছে। সারা পথ রশিদের ওকালতি করেছে।'

'ভাইজান! আমাকে এমন কোন স্থানে প্রেরণ করুন—যেখানে মানুষের মত মানুষের শাসন চলে।'

'এক্ষণে গোটা স্পেনেই অমানুষের শাসন। মানুষের শাসন পাবে কোথায়? অবশ্য গ্রানাডা পরিস্থিতি ভাল বলে মনে হচ্ছে। সা'দের খবরাখবর নিচ্ছি। সম্ভবত ও গ্রানাডা-ই আছে। ওর চেষ্টায় আমি গ্রানাডায় কোন চাকুরী পেতে পারি।'

www.amarboi.org

'সা'দ ও গ্রানাডার কথা যেন মায়মুনার মনে আনন্দের তুফান বয়ে গেল। বিলীয়মান অতীতের আবছায়া যেন নির্মল ছবি হয়ে ওর দু'চোখের সামনে ভেসে ওঠল। বিশেষ করে সা'দের প্রতিচ্ছবি ওর কল্পনার রঙ্গিন জগতে উদ্ভাসিত হয়ে ওকে যেন সান্ত্বনা দিয়ে বলছিল-মায়মুনা! পেরেশান হয়ো না! তোমার নারী লজ্জা আর আত্মসম্ভ্রম হেফাজতে আমি এক দুর্ভেদ্য কেল্লা গড়ে তুলছি।"

ইদ্রীসের কথায় সম্বিত পেল ওঃ 'রমিকিয়া আর তার পুত্রের দৃষ্টি আচমকা তোমার ওপর পড়ার হেতুটা জানো কি?... প্রকৃতপক্ষে ওরা বেহায়া ও বেলেল্লাপনা কে জীবনের ব্রত বানিয়ে নিয়েছে। আর অন্যের লজ্জা আর বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বকে ভাবছে নিজেদের জন্য অপমান স্বরূপ। রমিকিয়র উদ্দেশ্য-সেভিলের অভিজাত ঘরণী ও তরুণীরা তার মত বেহায়া হোক। এজন্য পর্দানিশীন সমস্ত মহিলার অবগুণ্ঠন খোলতে সে কালো হাতের থাবা বিস্তার করছে ...। তার পুত্রও এ মানসিকতার। এক্ষণে সেভিলের রাজকীয় চেয়ার নির্দিষ্ট থাকছে তাদের জন্য, যারা দিগম্বরপনা আর বেলেল্লাপনার প্রতি আকৃষ্ট। সুতরাং এখানে আমাদের বেশিদিন থাকা চলবে না। আর কিছুদিন এখানে থাকলে যেমনিভাবে দম আটকে আসবে তোমার, তেমনি আমারও।

'ভাইজান! আমার মন বলছে, গ্রানাডার পরিবেশ এখানকার চেয়ে ভিন্নতর। অন্যথায় আমাদের কর্ডোভামুখি হতে হবে। ওখানে আমরা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারব।'

'কিন্তু মায়মুনা!'

'কিন্তু কি?'

'শাহজাদা রশিদ কিছু দিনের মধ্যে কর্ডোভার গভর্নর হতে যাচ্ছে। শেষে ভেড়া-শিয়ালের খপ্পর থেকে বাঁচতে গিয়ে বাঘের পেটে পড়তে না হয়।'

চার.

চাকরানী ভেজানো দরজা ঠেলে উঁকি মেরে বললো, উঠানে এক নওকর দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত কোন মেহমান এসেছেন।'

ইদ্রীস নওকরকে ডাকল। নওকর বললো 'গ্রানাডা থেকে আপনার দোস্ত এসেছেন। আমি তাকে দেওয়ান খানায় বসিয়ে রেখে এসেছি।'

ইদ্রীস কামরা থেকে বেরুতে বেরুতে বললোঃ 'তুমি তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করোনি?

মুহূর্তে মায়মুনার মন-মীনারে কম্পন ওঠল ... 'গ্রানাডা থেকে কে এলো?'

মনের ধুক ধুকানী ওর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল। জীবন যৌবনের শান্ত সমুদ্রে আচানক খেলে গেল আনন্দের উত্তাল। এক প্রত্যাশিত শিহরণ জুড়িয়ে দিয়ে গেল ওর তনু মন।

www.amarboi.org

খোলা উঠানে দাঁড়িয়ে তাকালো দূর..অন্তরীক্ষে মিটি মিটি করে হাসা তারকার প্রতি। অধর কোনের চাপা হাসি পরিনত হলো আনন্দদ্যুতিতে ....সা'দ! সা'দ!! আমার সা'দ !!! মনে মনে বললোও, এমন ও কি হতে পারে যে, তুমি ....?

ওর জিন্দেগীর নয়নাভিরাম কানন কুঞ্জে ডেকে গেল কোকিল পাপিয়ার কুহুতান তোলা সুর। সেই সুর ওকে নিয়ে গেল সুখের অচীনপুরীতে। সা'দ আর ও যেন সেখানে পাশাপাশি বিচরণ করছে। বারবার সা'দের নামের সুখানুভূতি ওর হৃদয় বীনার সূক্ষ্ম তারে ঝংকার তোলে।

উঠান পেরিয়ে দেওয়ান খানার বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে ও তাকাতে লাগলো অভ্যন্তরে। ওর ভাই আগন্তুকের বুকে নিজকে সঁপে দিয়েছে ততক্ষণে। দু'জনে বলাবলি করছে, মনের কোনে গুমোট বাধা কথা। আগন্তুকের চেহারা ইদ্রীসের আড়ালে। মায়মুনা তাই তাকে দেখতে পায়নি। আচানক ইদ্রীস খানিক সড়ে গেল। এবার মায়মুনার সামনে প্রতিভাত হলো আগন্তুক-সা'দ। তার বাল্যকালের সা'দ। পৌরুষ আর বাহাদুরী নিয়ে সেই সা'দ আজ কত বড় হয়েছে। ওর হৃদয়ের তোল পাড় কানে গুঞ্জন তুলছিল।-হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি সেই সা'দ। তুমি আমার! আমার জন্যই সেভিলে এসেছ!'

আনন্দাতিশয্যে দেহলিযে পা রাখল ও। মাতোয়ারা করে তুললো ওকে প্রিয়জনের উপস্থিতি। সা'দ যেন তার মরুজীবনে সুখের বারী বর্ষণ করতে এসেছে। প্রচন্ড শিহরণের এক ঝাপ্টা ওকে নিজের কামরায় নিয়ে গেল। কামরায় ঢুকে চৌকাঠে দাঁড়াল ও। বললো আনমনে- 'সা'দ'! আমি জানতাম তুমি আসবে।' ওর চোখ আঁসুতে টইটুম্বুর। জিন্দেগীর সোনালী প্রান্তর ক্রমেই যেন ঝাঁপসা হয়ে আসছে সেই আঁসুর দরুন।

আচানক দখিনা মলয় দু'কপাট খুলে দিল। কেঁপে ওঠলো ও। ভয়ে পিছু হটেলো কদম দুয়েক। ইদ্রীস দেখে ফেললো ওকে। বললো ডেকে,

'মায়মুনা, মায়মুনা! সা'দ এসেছে-!'

কিন্তু ওর হৃদয়ে গহীনে বয়ে যাওয়া সেই শিহরণের দোলা ক্রমে যেন স্তিমিত হয়ে আসছে। ভায়ের কথায় মুখে নেকাব টেনে লুকোয় ও। বসে যায় কামরাস্থ কুরসীতে।

খানিক পর উঠে দাঁড়ায়। থেমে যাওয়া পা হয় সঞ্চালিত। গিয়ে দাঁড়ায় আয়নার সামনে 'পাগল কোথাকার!' দু'হাতে মুখমন্ডল ঢেকে বলে ও। বিক্ষিপ্ত ভাবনায় বার কয়েক কামরায় পায়চরী করে কড়িডোর দিয়ে ছাদে ওঠল। দেখলো মধ্য গগণে তারকালোকের পরস্পর কানাকানি। দূর নদীতে সুখের জাল ফেলে জেলে যেন ভাটিয়ালী গান ধরেছে। সেই সুর এসে ঝংকার তুলছে ওর কর্ণ-কূহরে। জীবনে এই প্রথম বার ও অনুমান করলো-এ ধরনের হাজারো সুখ-সংগীত ওর হৃদয় তন্ত্রীতে গেঁথে আছে।

চাকরানী এসে বললো, 'মেহমানের জন্য খাদ্য তৈরি করতে হবে কি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ! জলদী অগ্রসর হয়ে জবাব দিলো মায়মুনা, 'এটাও জেনে নেয়ার মত কথা? জলদী কর! না, না থাক! আমি আসছি। আমি নিজের হাতে ওর জন্য রান্না করব।'

www.amarboi.org

দেওয়ান খানায় মুখোমুখি চেয়ারে বসে ইদ্রীস ও সা'দ আলাপ করছিল। আত্মকথা শেষ করে সা'দ বললো, তোমার আম্মীজান কেমন আছেন? সর্বাগ্রে তাকে আমার সালাম বলে এসো, তারপর অন্যান্য আলাপ করা যাবে।'

'আম্মিজান গত বছর আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো ইদ্রীস। সা'দ সমবেদনা জানানোর মত শব্দ তালাশ করছিল। ইদ্রীস উঠে বললো, 'তোমার খানার এন্তেজাম করে আসি!'

'সরাই খানায় ও কাজ সেড়ে এসেছি।'

'কত দিন হয় এখানে এসেছ?'

'আজই সন্ধ্যার আগক্ষণে। তোমরা এখানে আছো-ভাবতেও পারিনি। ধারনা করছিলাম-তোমার কর্ডোভামুখী হয়েছো। ভাগ্যিস বড় মসজিদের খতীবের কাছে তোমাদের সংবাদ পেয়ে যাই। তাঁর এক লোক আমাকে তোমাদের বাসায় পৌছে দিয়ে যায়। আহমদ ও হাসানও আমার সাথে এসেছে। ওদেরকে ওখানে রেখে এসেছি। ওরা খুব ক্লান্ত।'

কামরা থেকে বেরিয়ে ইদ্রীস এক নওকরকে ডেকে বললো, 'জলদী আমার ঘোড়ার গাড়িটা তৈরি করো।' অতঃপর কামরায় এসে সা'দকে লক্ষ্য করে বললো,

'আহমদ ও হাসানকে নিয়ে আসতে যাচ্ছি। তুমি ততক্ষণে আরাম করতে পার। আমি বিছানা পেতে দিচ্ছি।'

সা'দ উঠে ওর হাত ধরে বললো 'ইদ্রীস! খোদার দিক চেয়ে বসো। আমার কথা এখনো শেষ হয়নি। ওরা দু'জন ছাড়া বেশ ক'জন নওজোয়ান এসেছে। আমাকে রাত্রী যাপন করতে হবে ওখানেই।'

'কী বলছো তুমি-এওকি সম্ভব! আমার বাসা রেখে তোমরা সরাই খানায় রাত কাটাবে? তোমাদের লোক সংখ্যা ৫০ হলেও এখানে তাদের সংকুলান হবে। দরকার হলে আমি সরাই খানায় থাকব। পুরে বাড়ীটা খালী পড়ে আছে, দেখছ না!'

'যাই বলনা কেন আমার এখানে থাকা সম্ভবপর হবে না। আমি এক জরুরী ব্যাপার নিয়ে সেভিলে এসেছি। আগে আমার সেই কথা জেনে নাও! তার পর না হয় করো।'

হতাশ হয়ে ইদ্রীস বসে পড়ল। বললো, 'জানি তুমি জিদ্দী মনোভাবসম্পন্ন। আচ্ছা বলো তাহলে তোমার সেভিলে আগমনের হেতু।'

সা'দ বললো,

'তুমি জান না, ইবনে আম্মার শুধু মুতামিদকে ধোঁকা দিচ্ছেনা, বরং গোটা স্পেনীয় মুসলমানদের ধোঁকা দিচ্ছে। স্পেনের বিভিন্ন শহর থেকে যে পাঁচ হাজার স্বেচ্ছাসেবক কুফর ও ইসলামের মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে এসেছিল বিফল মনোরথে ফিরে গেছে তারা। যাবার কালে তারা বলে গেছে, স্পেন-ছাড়া হতে মুসলমানদের খুব একটা দেরী নেই। আল-ফাঞ্চোর সাথে যুদ্ধ লাগলে আমার ধারণা-স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা

www.amarboi.org

কয়েক দিনের মধ্যে দশ হাজারে উন্নীত হত। সঙ্গ দিবে এদের সাথে খন্ডিত স্পেনের স্বপ্নধারী রাজাগণও। আমি মুতামিদের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। তার কর্ন-কুহরে এ কথার গুঞ্জরণ তুলতে চাই-ঘুষ দিয়ে যে ঈয়াসীদের যুদ্ধ বিমুখ করেছে ইবনে আম্মার, আগামীতে আরো সুসংহত হয়ে সেভিল আক্রমণ করবে তারা। দ্বিতীয় বার ওরা এলে ঘুষ আর ট্যাক্সের মাত্রাটা পূর্বের' চেয়ে দ্বিগুন হবে এবং স্বাধীনতার প্রতিটি শ্বাসের বিনিময় আদায় করতে হবে মুতামিদকে। ফলে একদিন সেভিলের রাজকোষ হবে শূন্য। এবার শ' পাঁচেক ঘোড়া ইবনে আম্মার দুশমনকে দিয়েছে। হতে পারে, পরের বার দরকার পড়লে সে বিক্রি করে দিতে পরে মুসলিম সেনাও। পরিনতিতে খালি হয়ে যাবে সেভিল আর বিনা বাধায় সেভিল প্রাসাদে ক্রুশের পতাকা উড়াবে আল-ফাঞ্চো। ঈসায়ীদের সাথে লড়াই তো দূরে থাক-সেমতবস্থায় অস্তিত্ব রক্ষা হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়বে। বাইরের মুসলমান বা তাদের পূর্বাপর অভিজ্ঞতা মোতাবেক খ্রীস্টানদের আনুগত্য স্বীকার করবে। সে দিন ইবনে আম্মার মুতামিদের স্থলে আল-ফাঞ্চোর স্তুতি গান বর্ণনায় হবে বিভোর। এ ব্যাপারে মুতামিদের কানে পানি দিতে চাই। অন্যথায় মনে রেখ। সেভিলের ধ্বংস স্তুপের উপর প্রোথিত হবে তৃত্ববাদের ঝান্ডা।

'তুমি পাগল হয়ে গেলে কি? একা কি করে নীতিজ্ঞানহীন প্রশাসকের কানে পানি দিবে? দুশমনের জন্য যারা নিজেদের অন্দর তুলে দেয়-শত শত সা'দ কি তাদের বোধোদয় ঘটাতে পারবে? তুমি জানো না, ইবনে আম্মারের এ বিজয় কে মুতামিদ তার জীবনে সবচে' বড় বিজয় বলে মনে করছে। আল-ফাঞ্চোর ফিরে যাবার খবর শোনা মাত্রই সে বিজয় মিছিল নামিয়েছিল। মহলের মিলনায়তনে বসিয়েছিল মদ আর নৃত্যের আসর। আসছে পরশুদিন ইবনে আম্মার সেভিলে আসছে। তার সম্বর্ধনা জানাতে প্রবেশ দ্বারে দাঁড়াবে সেভিলের পদস্থ অফিসার আর অভিজাত ঘরের লোকজন। এখানেও হবে বিজয় উৎসব। জানি না কতদিন তা অব্যাহত থাকে!

প্রথমতঃ তুমি মুতামিদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগই পাবে না। সুযোগ পেলেও মুতামিদ ইবনে আম্মারের বিরুদ্ধে যাবে বলে মনে হয় না। বরং গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিবে। মুতামিদ তোমার জন্য কোন প্রকার সাজা নির্ধারণ না করলেও দেখবে সেভিলের প্রতিটি দেয়ালের পার্শ্বে তোমার দুশমন ওঁৎপেতে আছে। সেমতাবস্থায় প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে কি-না ভেবে দেখ!'

সা'দ কতকটা থতমত খেয়ে বলল্য, 'জীবনের মায়া ত্যাগ করেই আমি সেভিল এসেছি। জানি, সত্য কথা বললে অন্ধকার কুঠরী-ই আমার আবাসস্থল হবে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমার প্রতিবাদ-দ্বীপ্ত কণ্ঠ ওরা স্তব্দ করতে পারবে না। আমার কথায় মুতামিদের অন্তরে সত্য গ্রহণের স্পৃহা জেগে ওঠবে। আমি তার অন্তরলোকে ঝিমানো বাঘটাকে সচেতন করে তুলতে চাই। ভাগ্যহারা জাতির পতন রুখতে এ ছাড়া আমার আর কিইবা করার আছে ইদ্রীস?

'মুতামিদের সাথে মত বিনিময় না করে তুমি ফিরবে না-তা আমার জানা হয়ে গেছে। তোমার প্রতিজ্ঞা পাহাড়েও টলাতে পারে কি-না সন্দেহ।'

www.amarboi.org

'আমার কামিয়াবীর জন্য দোয়া করো। কোন অসম পরিস্থিতির সম্মুখীন না হয়ে যদি রাজ মহল থেকে বেরুতে পারি তাহলে আহমাদ ও হাসানসহ সোজা তোমাদের বাসায় চলে আসব। থাকব ততদিন, যতদিন তোমাদের অনিরাপত্তা না কাটছে। তবে আমাদের দোস্তি ভাবটা আপাততঃ কেউ না জানলেই ভালো।'

'তোমার বন্ধুত্বের কথা জানলে আমার চাকুরী নিয়ে টানা-টানি পড়ে যাবে তাই? কিন্তু হায়! তুমি যদি জানতে-সেভিলের আকাশ বাতাস এক্ষণে আমাদের সহ্য করতে পারছে না। আমরা হার লমহায় অনিরাপত্তায় ভুগছি। মায়মুনা না থাকলে আমি সেই কবে সেভিল ছেড়ে চলে যেতাম কোথাও।'

'ইদ্রীস! তোমার-আমার বন্ধুত্ব কোন মামুলি না। তাই ঘর ছেড়ে গাছতলাতে শুতেও আমার আপত্তি নেই। যেখানে যে অবস্থায়-ই থাকিনা কেন, পরস্পরে আমরা মিলিত হবোই।'

'এ নাযুক পরিস্থিতিতে মুতামিদের সাথে বোধহয় মিলিত হতে পারবো না! মহলের নাযেম আমার পরিচিত। কিন্তু তিনি মহল সাজাতে ব্যস্ত রয়েছেন!'

'চিন্তা করো না বন্ধু। কোন না কোন ভাবে আমি মহলে প্রবেশ করব। এখন আমি বিদায় চাচ্ছি।'

'সরাই খানা পর্যন্ত আমি তোমার সাথে থাকতে চাই-আমি আসছি। একটু অপেক্ষা কর!'

'মায়মুনা! মায়মুনা!!' ইদ্রীস অন্দর মহলে ঢুকতে ঢুকতে বোনকে ডাকল।

'কি ভাইজান!' রান্না ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে বললো মায়মুনা।

'এখানে কি করছো তুমি?'

'কেন, রান্না করছি!'

'খামোখাই কষ্ট করলে। সা'দ খানা খাবেনা। ও চলে যাচ্ছে!'

মায়মুনা হতবাক হয়ে গেল। শুরু হলো ওর মনে তোলপাড় ... ও চলে যাচ্ছে?

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো ও।

'হ্যাঁ!' আগুনের ম্লান রশ্মি এসে ইদ্রীসের চেহারায় পড়লো। সে চেহারায় মুচকি হাসি দেখে আশ্বস্থ হলো ও। ভেসে ওঠলো ওর হতাশার আকাশে তারার মিটিমিটি আলো।

'ভাবছিলাম .. ও সত্যি সত্যিই চলে যাচ্ছে!'

'ঠাট্টা করছি না বোন। ও সরাই খানায় যাবে! ওখানে বেশ ক'জন বন্ধু-বান্ধব ওর অপেক্ষা করছে। সা'দের ছোট ভাইও এসেছে।'

'আপনি ওকে ... ' বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো ওর কণ্ঠ। ব্যথায় মুখটা ফিরিয়ে নিল।

'পাগলী! ওকে ফিরাতে পারব না। ও এক মহান উদ্দেশে এখানে এসেছে। উদ্দেশ্য সাধন হলেই আমাদের বাসায় উঠবে। আমি ওকে সরাই খানা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'আপনি ওদের বাড়ীর খবরাখবর নিয়েছেন কি?

হ্যাঁ! ওরা সবে ভালো।'

www.amarboi.org

পাঁচ.

আজীমুশ্বান হাঁক ডাক নিয়ে শহরে প্রবেশ করল ইবনে আম্মার। স্বতঃস্ফূর্ত জনতা আর পদস্থ অফিসারগণ রাস্তায় দু'পাশে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে তাকে জানাল উষ্ণ অভ্যর্থনা। বিগত দু'দিন ধরে সেভিলবাসী ভাবছে-ইবনে আম্মার তাদের মহাপোকারী। তাই ঘর থেকে বেরিয়ে ইবনে আম্মারের চলার পথে পুষ্প বৃষ্টি বর্ষণ করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব। শাহী মহলের দৈউড়ীতে এসে ইবনে আম্মারের রথ থামল। মহলের প্রবেশ দ্বারে বিছানো লাল-গালিচা। দু'পাশে সারিবদ্ধ ফুটন্ত ফুল গাছের টব। মহলের বেলকনীতে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য অবলোকন করছে রানী রমিকিয়া।

ঘোড়ার থেকে নামল ইবনে আম্মার। মুতামিদ ও রানীকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন শেষ করে পরস্পরে করল হীরার মালা বদল। অতঃপর রানী ও রাজার সাথে প্রবেশ করল সে সম্বর্ধনা মাহফিলে।

সা'দ ও তার সঙ্গীরা দেখছিল এ দৃশ্য। ইলিয়াছ সা'দের কাঁধে হাত রেখে বললো, 'বুঝতে পারছি না-নীতিজ্ঞানহীন এ লোকদের তুমি কি করে সচেতন করে তুলবে? মত বিনিময় তো দূরের কথা-এক্ষণে প্রবেশ করাই তো মুশকিল।'

'আমি অবশ্যই তার সাথে মিলিত হবো। এটা আমার প্রতিজ্ঞা। আজকের ঘটনা দেখার পর তো মোলাকাত না করে কিছুতেই ফিরে যাওয়া যায় না।'

মাগরিবের নামায সেড়ে ওরা তিন ভাই ইদ্রীসদের বাসায় এলো। ঘরে ছিল না ইদ্রীস। সা'দ চাচ্ছিল ঐ অবস্থায়-ই ফিরে আসতে। এক বৃদ্ধ নওকর বললেন,

'উনি এখুনি এসে পড়বেন। আপনাকে যেন না ছাড়ি-বলে গেছেন এ কথা।'

নওকরের কথামত সা'দ আহমদ ও হাসান দেওয়ান খানায় বসে গেল। খানিক পর এলো ইদ্রীস। রাতের খানা খেয়ে ওরা দীর্ঘক্ষণ আলাপ করল। শেষ পর্যন্ত সা'দ বললো, 'আজ বেশ দেরী করে ফেলেছি। এখন ওঠা যাক।'

ইদ্রীস বললো, এত রাত্রে ওখানে গিয়ে কি করবে। রাতটা এখানেই কাটিয়ে দাওনা।'

'না, না। আমাদের সঙ্গীরা তাহলে খুব পেরেশান হবে।'

আচানক উঠানের দরজার কড়া নড়ে ওঠলে ইদ্রীস উঠে ফিরে এসে বললো, 'মায়মুনা তোমার ওপর নাখোশ হয়েছে। ও বললো-তোমরা যদি আমাদের মেজবানী কবুল করতে না পার, তাহলে ছোট ভাইয়াকে রেখে যাও।'

'সেভিল ত্যাগের পূর্বে আমরা তোমাদের মেজবানী থেকে পুরোপুরি ফায়দা লুটতে চাই। এখন এজাযত দাও।'

'তোমার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আমি নিজেই দেখা করতে যেতাম। ইদানিং কাজের চোট যে বাড়ছে-সেই সকাল থেকে রাত অবধি, দম ফেলানোর সময় নেই। আগামীকল্য রাজস্ব মন্ত্রী আল-ফাঞ্জোর কর নিয়ে যাচ্ছেন। এ'কদিনের মধ্যে সোনা-রুপা পরিবর্তন

www.amarboi.org

করে মুদ্রা তৈরি করে দিতে হবে। এখনো বেশ কিছু কাজ পড়ে আছে। বাকী রাতটা বোধহয় টাকশালেই কাটাতে হবে। কালও বোধহয় ফুরসত পাবো না। এরপর থেকে অবশ্য ঝামেলা কমে আসবে। হতে পারে তখন মুতামিদের সাথে তোমার মত বিনিময়ের একটা সুযোগ করে দিতে পারব। বিজয় উৎসব শেষে ইবনে আম্মার মার্সিয়া ফিরে যাচ্ছে। ওর গর হাজিরাতে তুমি দিলখুলে কথা বলতে পারবে।'

· 'না, না! আমি যা কিছু বলবো-ইবনে আম্মারের উপস্থিতিতে-ই বলব। দু'একদিনের মধ্যে দরবারে প্রবেশানুমতি মিলে যাওয়ার আশা করছি আমিও।'

'তুমি খুব জেদী প্রকৃতির। বেশ চলো।'

বাসা থেকে বেরিয়ে তিন ভাই ও ইদ্রীস রথে চাপল। ইদ্রীস গেলো টাকশালে আর ওরা সরাইখানায়।

ছয়.

পর দিন। শাহী মহলের চার পাশে সারাদিন ঘুর ঘুর করল সা'দ, কিন্তু মুতামিদের দরবারে প্রবেশানুমতি মিলল না। ফটকের নাযেমের সামনে ও জ্বালামায়ী ভাষণ রাখল। সবই গেল বৃথা। নাযেম ওকে বললো, সুলতান এক্ষণে বিজয় উৎসব করছেন। গ্রানাডার গভর্নর হলেও তার প্রবেশানুমতি নেই। সুতরাং বুঝতেই পারছ-তোমার অনুমতি মিলবে কি— না? সপ্তা খানেক দেরী কর। তারপর তোমার দরখাস্ত পেশ করব। অনুকূল সাড়া পেলে তিনি তোমার দরখাস্ত কবুল করতেও পারেন। এরচেয়ে বেশি কিছু তোমায় বলতে পারছিনা। অবশ্য দেহরক্ষী বাহিনীর কমান্ডারের সাথে সাক্ষাৎ করে দেখতে পার। ভীনদেশী যুবকের প্রতি রহমদিল হলে বিজয় উৎসবে তোমায় প্রবেশানুমতি দিতেও পারেন।

কমান্ডারের কাছে পৌঁছুল সা'দ। কিন্তু তিনি ওযর পেশ করে বললেন,

'বাইরের কবি ও জারী গান বিশেষজ্ঞদের অনুমতি দেয়ার অধিকার আছে। এর বাইরে কাউকে অনুমতি দিতে গেলে সর্বাগ্রে দেখতে হবে-অনুষ্ঠিত উৎসবের যোগ্য কিনা সে!

তৃতীয় প্রহরে সাহস করে সা'দ কবিদের দলে ঢুকে পড়ল। প্রবেশ করল শাহী মহলের দেউড়ীতে। কিন্তু উৎসব কক্ষে প্রবেশের পথে পুলিশ প্রবেশপত্র দেখতে চাইলে সা'দ ওদের চোখে ধুলা দিতে প্রয়সী হলো। কিন্তু পারল না। এক পুলিশ অফিসার ওকে বললো,

'আপনার প্রবেশ পত্র?'

'আমি গ্রানাডা থেকে সুলতানে মোয়াজ্জমের জরুরী পয়গাম নিয়ে এসেছি।' সা'দ তার পেরশানীর ছটা দূর করে কোনক্রমে জবাব দিল।

www.amarboi.org

'প্রবেশ পত্র ছাড়া ভেতরে যাওয়ার অনুমতি নেই কারো।'

'দেখুন সুলতানে মোয়াজ্জমের সকাশে হাজির হওয়া আমার জন্য অতীব জরুরী। আমার ব্যাপারে সন্দিহান হলে গ্রেফতার করে সরাসরি তার কাছে নিয়ে যেতে পারেন।'

'আপনার পরামর্শ মত কাজ করা আমাদের সাধ্যের বাইরে। দয়া করে আপনি চলে যান। দ্বিতীয় বার কদম এস্তেমালের চিন্তা-ভাবনা করবেন না।'

সাদ' রীতিমতো ঝগড়া বাধিয়ে দিল। ইতোমধ্যে কোতোয়াল এসে পৌছুলে পুলিশরা সড়ে গেল। দাঁড়াল রাস্তা ছাফ করে। কোতোয়াল প্রশ্ন করল,

'এত গন্ডগোল কিসের?'

এক অফিসার জওয়াব দেন, এ নওজোয়ান জবরদস্তিমূলক উৎসব কক্ষে ঢুকতে চাচ্ছে। বলছে-'প্রয়োজনে তাকে গ্রেফতার করে হলেও সুলতানের সামনে উপস্থিত করতে।

কোতোয়াল বলেন, 'সেভিলে পাগলদের উৎপাত বড্ড বেড়ে গেছে। তোমরা এখন থেকে দেউড়ীর বাইরে থেকেই প্রবেশ পত্র চেক করে লোক ঢুকাবে।'

অফিসার বললেন, 'সেভিলের পাগলরাও শাহী আদব বজায় রাখতে জানে। কিন্তু গ্রানাডার পাগলের যে সেই অনুভূতিটুকুও নেই দেখছি।

'ওকে শুধু' সেপাই দ্বারা মহলের বাইরে নিয়ে যাও। ছেড়ে এসো সেখানে ওকে।'

সা'দ এক নিমিষে কোতোয়লের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। স্মৃতির ঝাপসা পর্দা ঘেটে সেখানে আবিষ্কার করতে চাইল বিলীয়মান থলথলে গোস্ত সর্বস্ব এক কোতোয়ালের প্রতিচ্ছবি। কোতোয়ালের মত যেন এমন এক যুবককে পূর্বে দেখেছে। সা'দের দিকে বার কয়েক গভীর নযরে তাকাল সেও। সা'দ যখন বিফল মনোরথে দরজার দিকে পা বাড়াল তখন কোতোয়াল ডেকে বলেন,

'দাঁড়াও!' উচ্চকণ্ঠে তিনি নির্দেশ ছুঁড়লেন।

সা'দ থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

কোতোয়াল কয়েক কদম অগ্রসর হয়ে সন্ধিগ্ধ দৃষ্টিতে সা'দের দিকে তাকালেন। বললেন,

'এর পূর্বে বোধহয় তোমাকে কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।'

'আপনি কখনো গ্রানাডা গিয়েছিলেন?'

'না। তবে তোমাকে দেখেছি।'

'দু' দিন ধরে আমি শাহী মহলে প্রবেশের পথ খুঁজছি।'

'এ দু'দিনে বুঝতে পারোনি যে, সেভিলের রাজমহল সরাইখানা নয়? যেখানে প্রবেশে হার দরজা সর্বদা উন্মুক্ত থাকে। বলোতো, তোমার মূল অভিপ্রায়টা কি?

'আমি সুলতান মুতামিদের সাথে মত বিনিময় করতে চাই।'

'সুলতানে মোয়াজ্জমের সাথে মত বিনিময় করতে তুমি এতটা উদগ্রীব কেন?'

www.amarboi.org

'গ্রানাডা থেকে এক স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকায় এসেছি এবং ফিরে যাওয়ার পূর্বে ... কোতোয়াল ওর কথার মাঝখানে বললেন, 'সুলতানের পক্ষ থেকে তোমার শোকরিয়া আদায় করছি। তুমি ফিরে যাও। খামোকা গলা ধাক্কা খাওয়ার চেয়ে এই ভালো।'

সা'দ পা পা করে মহল থেকে বেরিয়ে এলো। বলছিলো পুলিশদের লক্ষ্য করে, 'এসব লোকের মতিভ্রম হয়েছে-সেভিলের গাছে পাতার বদলে ওরা রৌপ্য-পাতা দেখছে। আমি দ্বিতীয় বার এলে সবগুলোকে অন্ধকার কারাগারে পাঠাব।'

সাত.

রাতের বেলা সা'দ তার ভাই ও অন্যান্য সাথীদের নিয়ে গোটা দিনের কার্যক্রম বর্ণনা করছিল। উপসংহারে আহমদকে লক্ষ্য করে বললো ও,

'আহমদ! তোমার মনে আছে-বাল্যকালে 'মদীনাতায্-যাহ্রায় এক দুষ্ট বালকের সাথে আমার কুস্তি হয়েছিল? আমি তাকে রাম ধোলাই দিয়েছিলাম!'

আহমদ জওয়াব দেয়, 'হ্যাঁ, মনে আছে। ওর নাম জেয়াদ। আমার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়ে না থাকলে ওকে আমি মহলে এক ঝলক দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। দ্বিতীয় বার দেখলে ঠিকই আঁচ করতে পারব।'

'আজ সে সেভিলের কোতোয়াল। ভাগ্যিস ও আমাকে চিনে নি!'

ইলিয়াছ বললো, 'এখন গ্রানাডা ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। খামোখা বাঘের লেজুড় দিয়ে কান চুলকিয়ে লাভ কি!'

ভাবনায় অথৈ সাগরে ডুবে গেল সা'দ। আহমদ ও হাসান এই প্রথম তাদের বড় ভাইয়ার মুখে হতাশার কালো রেখা দেখল। আহমদ বললো,

'ভাইজান' মুতামিদের সাথে মত বিনিময়করে শুভ পরিনতির আশা থাকলে রাজ প্রাসাদে প্রবেশ কোন ব্যাপারই নয়।

সা'দ বললো, 'নিশ্চিত হতে পারছিনা। আমি কল্পনায় লাল কেল্লা নির্মাণ করে চলেছি। স্পেন ভাবুক যুবক মাত্রই কল্পনার কেল্লা নির্মাণ করে ...!'

'কিন্তু আপনি চাইলে মোলাকাতের ব্যবস্থা করা যায়!'

সকলে এক যোগে আহমদের দিকে তাকাল। ও শান্ত হয়ে কেবল মুচকি হাসল। সা'দ এ হাসির কোন স্বার্থকতা খুঁজে না পেয়ে বিরক্ত হয়ে বললো,

'বলো! কি করে তুমি প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করবে?'

'আমি পূর্বেই বেশ কিছু ভেবেছিলাম। আমলও করেছি খানিকটা। যদিও এতে ফায়দা তেমন একটা হবে না। তবুও আমাদের জিম্মা পালন হয়ে যাবে এতে। আজো এ বিষয়ে বেশ দৌড় ঝাপ করেছি। পরিনতি একেবারে ফালতু নয়। আজকাল মহলের দরজা কবিদের জন্য উন্মুক্ত। আপনি কবি না হলেও কবিদের সুর টোন নকল করতে পারেন।'

www.amarboi.org

'তার মানে?! বিস্ময় বিস্ফোরিত লোচনে সা'দ তাকাল ভাইয়ের প্রতি।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে আহমদ একটা কাগজ বের করল। 'এই দেখুন! মুতামিদের মহলে ঢোকার চাবিকাঠি।'

'বাজে বকোনা তো! এতে আকর্ষণীয় তেমন কি আছে?'

'বাজে বকছি না ভাইজান! আমি আপনার থেকে এনাম দাবী করতে পারি। এটা রমিকিয়ার শানে রচিত কবিতার অনুলিপি। মূলকপিও আমার কাছে আছে। রমিকিয়ার কবিতার রচয়িতা সেভিলে আছে জানলে মুতামিদ অবশ্যই ফৌজ পাঠিয়ে দেবে। বলবে- যে আমার শানে এত সুন্দর কবিতা রচনা করেছে তাকে জলদী মহলে নিয়ে এসো। কবিতার গদ্য নিম্নরূপঃ

'সেভিলের প্রেমাস্পদ রানী হে! তোমার নজরকাড়া সৌন্দর্য মুতামিদের স্বপ্নের তাবীর। মুতামিদের কবি মোহদয়গণ বিহঙ্গ কূলকে কূজনরত করতে পারলে তুমি পারবে পুষ্পকলির রেণুর মাঝে ভ্রমরগুঞ্জন তুলতে।'

সা'দ বললো, 'কিন্তু এ কবিতা তুমি সংগ্রহ করলে কোত্থেকে-আহমদ?'

'কষ্ট করে আমাকে রচনা করতে হয়েছে ... কিন্তু ভাইজান! আপনি নাখোশ হবেন না। আমি সময়ের চাহিদা পুরন করছি মাত্র। আপনি এজাযত দিলে পুরো কবিতাটা শুনিয়ে দিতেচাই?'

'কবিতা না হয় পরে শুনলাম, কিন্তু এ নির্বুদ্ধিতা তোমার হলো কি করে?'

'বিশেষ একটা লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে কোন পরিশ্রম করা হয়। আমি যে নির্বুদ্ধিতার জন্ম দিতে যাচ্ছি-তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মুতামিদের দরবার। এ কবিতা আমি মহলের রক্ষী প্রধানের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রথমতঃ সে আমার সাথে বাক্য ব্যায়ই করতে চায়নি। কিন্তু এ কবিতা আবৃত্তি করতেই সে চিৎকার দিয়ে ওঠল, এর রচয়িতা কোথায়? সে আমার কাছে আসছে না কেন এখনো? ওকে আমার সালাম বলো। রানীমার কাছে কবিতার কপি আজই পাঠিয়ে দিচ্ছি ... 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস-কবিকে তিনি জলদী ডেকে পাঠাবেন।'

'সত্যি সত্যিই তুমি এর অনুলিপি পাঠিয়ে দিয়েছ?'

'ভাইজান! আমি আপনার সাথে ঠাট্টা করছি কোন কালে? আপনি খুব শীঘ্রই দরবারে আহূত হতে যাচ্ছেন।'

'আমার .... আমার নামেই এ কবিতা চালান দিয়েছ? দেখি, দেখি-তোমার কবিতা কৈ?'

সা'দ ওর হাত থেকে কাগজ নিল। কবিতা পড়ে ও বললোঃ

'নালায়েক কোথাকার। ঐ বুড়ি ঘুঘু তোমার এ কবিতায় মাত্ হবে বলে মনে করছ?'

আহমদ এতমিনানের সাথে জওয়াব দেয়, 'ভাইজান! ঘাবড়াবেন না।'

www.amarboi.org

সরাইখানার ঐদিকটায় কর্ডোভার এক কবি উঠছেন। গত সন্ধ্যায় আমি তাকে আমার কবিতা দেখিয়েছিলাম। আজ পুনরায় শোনানোর পর তিনি আমায় পাঁচশ' দীনার হাদিয়া দিয়েছেন। কবিবতার প্রথম চরণ হচ্ছে ঃ

'নিঠুর কালচক্র হাতিকে কংকালসার করে ফেলেছে। কিন্তু হে রমিকিয়া! তিনশো বছর পরও তুমি পূর্বেকারটি রয়ে গেছ!'

'অভিসম্পৎ রমিকিয়ার ওপর।' সা'দ শান্ত গলায় বললো। হেসে পড়লো সকলে এ কবিতা শুনে।

আহমদ বললে 'কবি -লেবাছের জরুরত মনে করে আপনার জন্য কর্ডোভার ঐ কবির আচকান ও টুপি নিয়ে রেখেছি। এতে স্রেফ বিশ দীনার খর্চা হয়েছে।'

'তোমার কথার মতলব হচ্ছে, সত্যি সত্যিই একজন কবি বেশে আমি মহলে যাব?'

'তবুও আপনার প্রতিজ্ঞা ভাংতে যাবেন না বলে আমার বিশ্বাস।'

'বেশ দুষ্ট হয়েছ তো!'

'শোকারিয়া ভাইজান!' আহমদ হাসল।

রাতে যখন তিন ভাই এক বিছানায় শুতে গেল তখন সা'দ বললোঃ 'আহমদ।'

'কি ভাইজান!'

'কাব্য রচনা শিখলে কার থেকে?'

'আপনার থেকে?'

'আমার থেকে!'

'হ্যাঁ ভাইজান। স্পেনের কবিদের উপর আপনার ঘৃণা ছিল। আপনার ঘৃণার কারণে আমি কাব্য-চর্চায় উৎসাহী হয়েছিলাম। আমার ধারনা-ইসলামের শুরু যুগে কাব্য-চর্চার প্রচলন ছিল। সে যুগে একে এ যুগের মত ঘৃণার চোখে দেখা হত না। আমি ঐ যুগের কবিদের জীবনী পড়েছি। উপলব্দি হয়েছে, ওরাই ছিল সে যুগের নকীব। ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত করেছে ওরা। দিয়েছে মৃতপ্রায় জাতির বুকে প্রাণের ফুৎফার। আফসোস! তাদের উত্তরসুরীরাই আজ মরণ ঘুমে বিভোর।'

'তুমি এছাড়া আরো কবিতা লিখেছ কি?'

আহমদ ইতস্ততঃ করলে হাসান জওয়াব দিল, 'হ্যাঁ ভাইজান। আজ আমাকে ও আরেকটি কবিতা শুনিয়েছে। সেভিলবাসীর পক্ষে ওর লেখার তুলনাই হয়না।'

আত্মপক্ষ সমর্থনে আহমদ তেমন একটা আগ্রহ দেখাল না। আশাহত দৃষ্টিতে তাকালো ভাইয়ের প্রতি। কিন্তু মোমের আলোতে সা'দের মুখ উজ্জ্বল দেখায় ওর মনে পানি আসল।

গোস্বার পরিবর্তে সা'দের ঠোঁটে, খেলে গেল মুচকি হাসি। সা'দ খানিকটা চিন্তা করে বললো, 'আহমদ! আমি জানতাম তুমি কবি হবে!'

'না না।' আহমদ ওঠতে ওঠতে বলল, 'ভাইজান! আমি মাঝে মাঝে একটু ইয়ার্কি করি। এটাকে আপনি অন্য চোখে না দেখলেই ভালো।'

www.amarboi.org

'না না। তোমাকে ঘাবড়াতে হবে না। আমি ঐ সব কবিদের বিরুদ্ধবাদী নই, যারা ঘুমন্ত জাতির কানে বিপ্লবের গান শোনায়। পরিবেশ-পরিস্থিতির শিকার না হয়ে ওরা যদি এ মহান দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিত-তাহলে ঐতিহাসিক লিখত স্পেন ইতিহাস অন্য ধারায়। শোনাও তো তোমার কবিতা।'

'শোনাও না!' আবারো বললো সা'দ।

আহমদ কবিতা শোনানোর প্রস্তুতি নিতেই সঙ্গী-সাথীদের সকলেই ওদের কামরায় এসে জড়ো হলো। আহমদের কবিতা নিম্নরূপ।

বদলে দিয়েছে সেভিল কবিরা ছন্দেরও মর্ম
কাপুরুষ সব হয়েছে বীর-শিয়ালরা ব্যঘ্র।
আজ হতে আর ছুঁবে নাকো ভাই পরাজয় মুতামিদে
দুষ্ট কবিরা হারকে জিত বলছে আগে ভাগে।
ডাকে যদি কভু পিচ্চি দুশমন বাদশাহ মুতামিদে
যুদ্ধ নাহি করে পোলাও-কোরমা ফেলে দিবে তার জিভে।
নাইকো প্রয়োজন আজ থেকে তাই সেভিলে তলোয়ার
বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আছে গো তাদের দাবাড়ু আম্মার।
পর্দার থেকে নারীরা আজ বেরিয়েছে রাজ পথে
বেহায়া বেগম-রমিকিয়া রতন বলবে ওড়না ফেলতে।
ফুৎকার দিচ্ছে ইসলাম বৈরীর দ্বীনের দীপদারে
ভয় ডর আজ নাই কোরে তাই কুফরের শবাধারে।

আট:

ঐ রাতেই শাহজাদা রশিদ প্রমোদ ভবনের এক কামরায় বিক্ষিপ্ত পায়চারী করছিল। তার চেহারায় কখনো গোস্বা আবার কখনো পেরেশানীর কালো রেখা প্রস্ফুটিত হচ্ছিল। জনৈকা চাকরানী এসে বললো,

' জেয়াদ আপনার সাক্ষাতানুমতি চাইছে।'

গর্জে ওঠল রশিদ, 'কখনো বলছি কি-ওর প্রবেশানুমতি লাগবে?'

চাকরানী সেলাম করতে করতে বেরিয়ে গেল। খানিক পর ঢুকলো জেয়াদ।

'মাফ করুন! দেরী করে ফেলেছি। আপনি ঘুমিয়ে গেছেন ভেবে চাকরানীর মাধ্যমে খবর নিয়েছি।'

'আচ্ছা, খবরাখবর কি?'

'আশাব্যঞ্জক নয়।'

'আমি জানতাম-ও বড্ড জিদ্দী প্রকৃতির। বস!'

www.amarboi.org

জেয়াদ একটি কুরসীর ওপর বসল। বললো, 'জিদ্দী হলেও লোকটা বড় বেকুফ। সম্ভাব্য সকলদিক তাকে বুঝিয়েছি, কিন্তু কুকুরের লেজ কি নয় মন তেলে সোজা হয়!'

'এ কথা তাকে বলো যে, আমি অচিরেই কর্ডোভার গভর্নর হতে যাচ্ছি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু সে বললো, 'রশিদ গোটা স্পেনের রাজা হলেও আমার ঐ একই উত্তর।'

'এখন কি করা?' রশিদ হতাশ হয়ে ধপাস করে একটি কুরসীতে উপবেশন করল।

'ও বললো, 'আমি সরকারি কর্মচারী বটে, কিন্তু বোনের ইজ্জত সওদা করতে পারি না।'

'আমার কাছে বোন বিয়ে দিলেও ইজ্জত সওদা হবে, এ কেমন কথা? তুমি তাকে একথা বলোনি-স্পেনের হাজারো তরুণী আমার আশায় রাতের ঘুম হারাম করেছে?'

জেয়াদ বললো, 'শাহজাদা! ও সব কিছু অবগত আছে। কিন্তু এ জগতে বোকামির কোন চিকিৎসা নেই। তবে আমি আশ্চর্য না হয়ে পারছি না-আপনি ওর বোনের জন্য এতটা উৎকণ্ঠিত কেন? আপনি চাইলে স্পেনের বাইরের রাজা-বাদশাহগণও তাদের মেয়ে দিতে রাজী হবেন এবং মনে করবেন একে গৌরবের বিষয় বলে। এ মেয়ে নিয়ে শংকা আছে। ইদ্রীস রাজি হলেও সুলতান মুতামিদ হয়ত রাজি হবেন না।'

'আম্মাজানের দৃঢ় বিশ্বাস, ইদ্রীস কে রাজি করানো গেলে আব্বাজান কে রাজি করানো কোন ব্যাপারই না... কর্ডোভার গভর্ণর হবার পর আমার প্রভাব তার উপর আমি নিজেই খাটাতে পারব। কিন্তু ইদ্রীস মোড় দিয়ে বসলে আব্বাজান সম্পর্ক না-করার একটা অজুহাত খুঁজে পাবেন।'

'শাহজাদা অভয় দিলে আমি একটা কথা বলতে পারি-এ মেয়ের মধ্যে আপনি এমন কি দেখলেন? আমার মনে হয় জিন্দেগীর পিছল পথে আপনার পদস্খলন হতে যাচ্ছে। সুলতান রাজি হলেও একটি পীড়া আমায় কুড়ে কুড়ে খাবে-স্পেনের হাজার অভিজাত ঘর রেখে আপনি একটি সাধারণ ঘরের মেয়ের সাথে দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।'

রশিদ কতকটা বিমর্ষ হয়ে বললো, 'জেয়াদ! মায়মুনা সাধারণ মেয়ে নয়। আমি ওর মায়াবী চেহারা ভুলতে পারছিনা। ওর মুখমন্ডলে নারীসুলভ লজ্জা আর আকর্ষণের ঢেউ খেলে যায়। তুমি ঐ বিজলীর চমক দেখোনি, যা ওর দু'চোখে জ্বল জ্বল করে। সেভিল তরুণীরা যেদিন জবরদস্তি করে ওর মুখের নেকাব ফেলে দিয়েছিল, সেদিন লজ্জায় ও কুকড়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, কেঁদে পড়বে ... কিন্তু যখন ও মহল থেকে দৌড়ে বের হয়েছিল, তখন সিড়িতে ওর পথ আগলে দাঁড়িয়েছিলাম। খোদা জানে, ও সেদিন বাঘিনীর রূপ নিয়েছিল কি করে। আমি ওকে ভুলতে পারব না। ভোলা সম্ভব নয়। তাই বলে হাত ধুয়ে বসেও থাকছি না। ও-কে না পাওয়া আমার জীবনে চরম পরাজয়, নিকৃষ্ট পরাজয়। এক সাধারণ কর্মচারীর বোনের কাছে শাহজাদা রশিদ ভেজা বেড়ালে পরিণত হবে? না না! এ কিছুতেই হতে পারে না। কিছুতেই হতে দেয়া যায় না। হলে আমার জীবন বিস্বাদ হয়ে যাবে। দোস্ত! আমি তোমার সহায়তা চাই। এক নগণ্যা মেয়ের কাছে আমাকে পরাভূত হতে দিও না। যে কোন মূল্যে আমি ওকে অর্জন করতে চাই।'

www.amarboi.org

'আমি ভালো করে জানি না, আপনি দিলে কতটা স্থান দিয়েছেন। নতুবা ...!'

'নতুবা?' রশিদদের কণ্ঠে আশার সুর।

'কার্যোদ্ধার অতি-সহজ।'

'খোদার দিকে চেয়ে বলো! এটা আমার জীবন-মরণের সমস্যা।'

জেয়াদ মুচকি হেসে বলল, 'জানি। বর্তমানে আপনি আত্মপ্রবঞ্চিত হচ্ছেন। আমি আপনার পেরেশানী দূর করতে চাই।'

'খোদাকে সাক্ষী রেখে বলো–তুমি কি করতে পারবে?'

'এক্ষণে ব্যাপারটি সুলতানের কানে না যাক। আপনি মহামান্য সুলতানকে বলবেন কর্ডোভায় আপনার কাজ আছে। এদিকে আমি মায়মুনাকে কর্ডোভা পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। আমার মনে হয়, মায়মুনা এর পর চুপ করে থাকবে না। দরকার পড়লে ইদ্রীসকে চাপ দেয়া হবে ... অন্যথায় কর্ডোভার লাল দালানে প্রেরণ করা হবে ওকে।'

ইদ্রীসের উপস্থিতিতে ওকে কি করে বশে আনা যায়?'

'এ কথাই ভাবছি। আগামী কাল অর্থমন্ত্রী সাহেব আল-ফাঞ্জোর ট্যাক্স নিয়ে কাটাজেনা যাচ্ছেন। ওনাকে বলবেন-ইদ্রীসকে যেন সাথে নিয়ে যায়। অর্থমন্ত্রী আপনার অনুরোধ ফেলতে পারবেন না। নৈশ বৈঠক চলছে এখনো। আপনি শীঘ্র গিয়ে তার কাছে এ কথা বলুন। ভায়ের অনুপস্থিতিকে মায়মুনাকে আমি কর্ডোভা পৌঁছে দেব।'

'জেয়াদ! কসম খোদার, তুমি বখশিশ পাওয়ার মত কাজ করে ফেলেছ। আমার শক্তি থাকলে তোমাকে মার্সিয়ার গভর্ণর বানাতাম।'

'যেদিন কাউকে ক্ষমতারোহণ-ক্ষমতাচ্যুতির অধিকারী আপনি হবেন-সেদিনের অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকব আমি গভীর আগ্রহে।'

নয়.

দুপুরের দিকে রাজদূত এসে সা'দকে খবর দিল-সুলতানে মোয়াজ্জম নৈশ অধিবেশনে 'কবি জলসায়, আপনাকে আমন্ত্রন জানিয়েছেন। শাহী মেহমান খানার কমান্ডার সাহেবের তামান্না-রাতের খানা ও রাত্রী বাস আপনি ওখানেই করবেন। আপনাকে পৌঁছে দেয়ার দায়-দায়িত্ব ওনারই। আমি আপনার সম্মানে টাঙ্গা নিয়ে এসেছি।'

সা'দ সঙ্গীদের প্রতি তাকাল, অতঃপর দূতকে লক্ষ্য করে বললো, 'কিন্তু আমি যে এখানেই অবস্থান করতে চাচ্ছি।'

'শাহী মেহমান খানায় না থেকে সরাই খানায় থাকছেন জানলে সুলতান খুবই মর্মাহত হবেন। প্রধানমন্ত্রী ইবনে আম্মার নির্দেশ দিয়েছেন–আপনার সেবায় যেন কোন প্রকার ত্রুটি না হয়।'

www.amarboi.org

'বহুত আচ্ছা। একান্ত যাওয়া লাগলে সন্ধ্যার দিকে যাব।'

'আপনি হুকুম করলে সন্ধ্যার দিকে টাঙ্গা পাঠিয়ে দেব।'

'টাঙ্গার দরকার নেই। আমি এমনিতেই পৌছে যাব।'

সালাম দিয়ে দূত চলে গেল। সা'দ মাথা নীচু করে ডুবে গেল চিন্তার অথৈ সাগরে। শেষ পর্যন্ত সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বললো, 'আমি তোমাদের মিনতি করে বলি-সকলে সরাইখানা ছেড়ে চলে যাও! যে কাজের জন্য একজন যথেষ্ট, সে কাজে শরীক হয়ে সকলে বিপদের সম্মুখীন হোক-তা আমি চাই না।'

ইলিয়াছ বললো, 'সা'দ তুমি আমাদের বুযদিল ভাবলে কি করে?'

সা'দ নরম সুরে বললো, 'ভুল বুঝলে আমাকে! পূর্বে সিদ্ধান্ত ছিল সকলে মুতামিদের দরবারে যাবো। কিন্তু এখন যাচ্ছি একা এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে মনে হচ্ছে, মুতামিদ আমাকে দোস্ত না ভেবে ভাববে নিকৃষ্ট দুশমন। আর হ্যাঁ, আমি কিছুতেই মুতামিদের কারাগারে ধুঁকে ধুঁকে মরতে চাই না। আমার ওপর গ্রেফতারী পরওয়ানার খবর এলে কারার জিন্দান ছেড়ে পালাতে চেষ্টা করব। কিন্তু সে অবস্থায় সেভিল পুলিশ সর্বপ্রথম এ সরাইখানা ঘেরাও করবে এবং আমাকে না পেয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করবে তোমাদের। ফলে বাধ্য হয়ে স্বেচ্ছায় ধরা দিতে হবে আমাকে।'

ইলিয়াছ বললো, 'তুমি ধরা খেলে গ্রানাডা ফিরে মুখ দেখাব কি করে?'

'ইবনে আম্মার যদি নিকৃষ্ট পথ বেছে না নিয়ে আল-ফাঞ্চোর সাথে যুদ্ধ করতো। এবং আমি শহীদ হতাম তাহলে মুখ দেখাতে কি করে?'

ইলিয়াছ নিরুপায় হয়ে বললো, 'সরাইখানা ছেড়ে দূরে কোথাও তোমার অপেক্ষা করলে কোন আপত্তি নেই তো?'

দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো-আহমদ ও হাসান থাকবে ইদ্রীসদের বাসায়, বাদবাকীরা সেভিল থেকে মাইল পাঁচেক দূরে কোন সরাইখানায় গিয়ে ওঠবে। মুতামিদের দরবারে অনুষ্ঠিতব্য মত বিনিময়ে অশুভ কোন সংবাদ এলে সকলে ইদ্রীসের বাসায় মিলিত হবে। সকাল নাগাদ সা'দ এসে ইদ্রীসদের বাসায় না পৌছুলে আহমদ ও হাসান সরাইখানায় যাবে।

ফয়ছালার পর সা'দ ভাইদের লক্ষ্য করে বললো, 'আমাদের কারণে ইদ্রীসের কোন ক্ষতি হোক-তা আমরা চাইব না। তোমরা বাসায় গিয়ে অত্যন্ত চৌকান্না থেকো। রাতারাতি চলে গেলেই ভালো। দরবার থেকে আমি সোজা বাসায় যাব। কিন্তু আমার আসতে দেরী হলে মনে কর, সেভিলে অবস্থান তোমাদের জন্য সুখকর নয়। সে অবস্থায় ইলিয়াছকে অবগত করতে সরাইখানায় ছুটে যেও। আমার সাথে মুতামিদের কৃত ব্যবহার ইদ্রীস তোমাদেরকে গ্রানাডায় শোনাবে।

www.amarboi.org

জ্বালাময়ী ভাষণ

এশার নামাযের পর এক পাহারাদারের মাধ্যমে সা'দ একটি প্রশস্ত ইমারত খানায় এসে দাঁড়াল। শাহী মহলের গাত্রে মেশক-আম্বরের সুঘ্রান। স্থানে স্থানে চমকদার ঝাড় বাতি শোভা পাচ্ছে। মহলের রাস্তায় পাতা আছে লাল গালিচা। মুতামিদের উমরা এবং আগত কবিদের মনি-মানিক্য খচিত আচকান দেখে সা'দ হতভম্ব। যে টুপি পড়ে সে ঢুকেছে-অন্যান্য কবিদের তুলনায় তা ছোট এবং আচকানটিও বেশ ঢিলা ঢালা। ওর ধারনা-কবিরা ওকে দেখে মুখ টিপে হাসবে। দিলে দিলে সঙ্গীদের গালমন্দ করছিল ও। কিন্তু আসরে পৌছার পর ওর ধারনা পাল্টে গেল। মামুলি আচকান আর টুপি পড়া সত্ত্বেও এক মর্দে মুজাহিদী অভিব্যক্তি ওর চেহারায় দেখে কবিরা এক নিমিষে তাকিয়ে রইল। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত লোকজন ওকে খালি কুরসী দেখিয়ে উপবেশন করতে অনুরোধ জানাল। ওদের সামনের সিংহাসন এখনো খালী। মুতামিদ-রানী কেউই আসেননি। কবিরা এ সুযোগে দু'চার কথা পরস্পরে আলোচনা করছে। সিংহাসনের পিছনে মোটা ইয়ামেনী ঝালরের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসছে সংগীতের মৃদমন্দ সূর।

আচানক ইবনে আম্মার আসরে প্রবেশ করল। দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান জানাল সমবেত কবিগণ। ইবনে আম্মার সিংহাসনের বাম পার্শ্বস্থ একটি কুরসীতে উপবেশন করল। কবিরা বসল নির্ধারিত সিটে।

খানিকপর। নকীব ঘোষণা করল, 'হুঁশিয়ার সাবধান! মহামান্য সুলতান ও রানী রমিকিয়া আগমন করছেন। উজির-নাজির মন্ত্রী-মিনিস্টার, পাইক-পেয়াদা, বকরন্দায-হুঁশিয়ার-সাবধান!'

কবিরা দাঁড়িয়ে গেল। মুতামিদ-রমিকিয়া উপবেশন করলেন হীরা ও মনি-কাঞ্চন খচিত রাজাসনে। সিংহাসনের ডানে-বামে বসল সেভিলের অভিজাত ঘরের ঘরণীরা।

রানী রমিকিয়ার গায়ে জওহার ও চুনি-পান্নার চমক। ঝাড় বাতির আলো তার উপর পড়ায় বিদ্যুৎদ্যূতি খেলে যায়।

তার যৌবনে যেন বেশ ভাটা পড়েছে। দামী অলংকার তার প্রসাধনী সত্ত্বেও সেই ভাটাকে সে রুখতে পারেনি। ত্বকের ভাজ বলে দিচ্ছে বার্ধক্যের খবর। এতদসত্ত্বেও তার মাদকতাপূর্ণ চাহনী যেন দর্শনদের লক্ষ্য করে বলছে-আমাকে দেখ! প্রশংসা কর আমার। আমি তোমাদের দেখতে চাই না। আমি বিশ্ব সুন্দরী-ভূবন মোহিনী। রঙ্গ-রসের এ জলসা কেবল আমার খাতিরেই ডাকা হয়েছে।

www.amarboi.org

মুতামিদের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তার চেহারা এমন এক জীর্ন শীর্ণ বইয়ের পৃষ্ঠা যাতে লেখা আছে পুরানো যৌবনের কাহিনী। প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষ তাকে এক সিপাহীর পরিচয় করে দিলেও অধিক মদ পানের দরুন চোখ দুটো লাল এবং চোখের কোনে কালো দাগ পড়ায় এক কুলাঙ্গারের পরিচয় বহন করছে।

সেভিলে এসে সা'দ লোক মুখে শুনেছিল, মুতামিদ একজন প্রভাবশালী লোক। ইবনে আম্মারের সংসর্গ না পেলে সে এক ভূবনজয়ী মুজাহিদ হতে পারত।

আচানক সংগীতের সুর বন্ধ হলো। শুরু হলো আসরের কার্যক্রম। তল্পীবাহক কবিগণ মুতামিদের বিশাল ব্যক্তিত্ব, রানীর নারী সূলভ সৌন্দর্য আর ইবনে আম্মারের পৌরুষত্বের বর্ণনা দিয়ে মহলকে রীতিমতো কাঁপিয়ে তুলছিলেন। কবিদের কাব্য-চর্চা শেষ হতেই তাদের হাতে তুলে দেয়া হতো প্রাপ্য হাদিয়া। যদি কেউ রানীর হাত থেকে ব্যক্তিগত কৃতিত্বের পুরস্কার পেত, তাহলে একে মনে করা হত আসরের শ্রেষ্ঠতর উপহার। উপস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল ইবনে জায়দুন নামি এক লোক। জনাআষ্টেক কবির কাব্য-চর্চা শেষে ইবনে জায়দুন দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিল,

'সুলতানে মোয়াজ্জমের এযাযতক্রমে এক্ষণে আপনাদের সামনে আসছেন গ্রানাডার এক তরুন কবি প্রতিভা। নাম সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম।'

আসরের নিয়ম ছিল-কবিরা কবিতাবৃত্তি করতে এসে প্রথমে রাজা-রানীকে ঝুঁকে সালাম করবে, অতঃপর গিয়ে মঞ্চে দাঁড়াবে। কিন্তু এক দুঃসাহসিক অধ্যায়ের জন্ম দিয়ে সা'দ বীর-বাহাদুর সেপাইর মত সোজা গিয়ে মঞ্চে দাঁড়াল। করল না কুর্নিশ। কবিতা বাদ দিয়ে দিতে লাগলো এক জ্বালাময়ী ভাষণ—

'সুলতান মুহামিদ! সমবেত কবি সাহেবান! সম্ভবতঃআপনারা শুনে হতাশ হবেন যে, আমি কোন কবি নই। আমি নিছক একজন সেপাই এবং সেই হিসাবে আমার জিম্মা পালন করতে এসেছি। জানি, এ রঙ্গ-রসের আসর আমার মত ব্যক্ত করার জন্য যথোপযুক্ত জায়গা নয়। কিন্তু আমি বাধ্য। যে আচকান ও টুপি শিরে ধারণ করে উপস্থিত হয়েছি, তা ঐ জাতির পড়নে শোভা পায় না-যাদের প্রশাসন অন্যের অনুকম্পার ভিখারী।

সেভিলের কবি মহোদয়গণ! প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ!

তোমরা সবে সাক্ষী! যখন তোমরা চোখ বন্ধ করেছিলে, তখন এক নওজোয়ান তোমাদের ঝাকি দিয়ে জাগিয়ে তোলার কোশেশ করেছিলো।'

রানী রমিকিয়া মুতামিদের দিকে আর মুতামিদ হয়রান হয়ে সমবেত কবিদের দিকে তাকাতে লাগল। অধর দংশন করছিল ইবনে আম্মার। হাতের ইশারায় ক'জন সেপাইকে ওর চার পাশে জড়ো করল। কিন্তু মুতামিদ হাতের ইশারায় নিষেধ করে বললেন ঃ 'দুনিয়ার সব বোকামির সাজা হয় না। আমার নওজোয়ানকে তার কথা শেষ করতে দিতে চাই।'

www.amarboi.org

সা'দ বেপরোয়া ভাবে সমবেত শ্রোতাদের দিকে তাকাল। অতঃপর মুতামিদকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল,

'সুলতান মুতামিদ! চরম সত্যের দ্বারোদঘাটন করে আমি যে কোন সাজা মাথায় পেতে নিতে প্রস্তুত। আমি ঐ হাজারো নওজোয়ানের একজন, সেভিলের বিপদ দেখে যারা স্পেনের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে ছুটে এসেছিল। আমার ধারনা ছিল-সেভিল আর কার্ডিজের তলোয়ার রণাঙ্গনে ঝংকার তুলবে। আনুগত্য স্বীকার করে আমাদের পতাকা তলে সমবেত হবে স্পেনের লাখো নওজোয়ান। বুকের তাজা খুন নজরানা দিবে তারা ইসলাম আর তৃত্ত্ববাদের লড়াইতে। অংশ নিবে এ যুদ্ধে খন্ডিত স্পেনের ধবজাধারীগণও। কিন্তু হায়! এটা ছিল আমাদের ভ্রান্তি বিলাস, অলীক কল্পনা। সেভিলে এসে জানতে পারলাম-আমরা এক ভগ্ন দেয়ালের নীচে সুখের নীড় রচনা করছি। জানবায যে সব মুজাহিদরা খুন বহাতে এখানে এসেছিল-ধিক্কারের ঘাম মুছতে মুছতে ফিরে গেছে তারা। উত্তর স্পেন থেকে ধেয়ে আসা তুফানকে রুখতে ওরা লাশের প্রাচীর নির্মাণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু ওদের সেই আশার গুড়ে বালি দিয়েছে নীতিজ্ঞানহীন এক সেনাপতি। রণাঙ্গনে সৈন্য খাড়া না করে দাবার গুটি খাড়া করে দিয়ে তিনি সেই তুফান সামাল দিতে চেয়েছেন।'

গোস্বায় কাঁপতে কাঁপতে ইবনে আম্মার কুরছি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মুতামিদের পক্ষ থেকে এ্যাকশন নেয়ার আশায় তাকিয়ে রইল এক নিমিষে। কানাঘুষা শুরু হলো উপস্থিত কবি মহলেও। মুতামিদ ঠোঁটে আংগুল রেখে সকলকে শান্ত করে বললেন, 'নওজোয়ান! আমরা তোমাকে কথা শেষ করার মওকা দিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিতে যেওনা। শেষ পর্যন্ত না আবার তোমার গোস্তাক জবান রুদ্ধ করতে হয় আমাদের!'

সা'দ বলতে লাগল ঃ

'আপনি এক নওজোয়ানের বাকরুদ্ধ করতে পারেন, কিন্তু একটি জাতির গলা টিপে দিতে পারবেন না। এই প্রমোদ ভবনের চার দেয়ালের বাইরে আমার সমমনা লাখো নওজোয়ান রয়েছে। তফাৎ স্রেফ এতটুকু, ওদের কথাগুলো আমি আপনার কর্ণ-কুহরে পৌঁছে দিচ্ছি। আমার এ আওয়াজ আজ অত্যন্ত ক্ষীণ হলেও সেদিন বেশি দূর নয়, যেদিন বজ্র আওয়াজ হয়ে উহা পাষাণ লৌহ পর্দা ছেদন করে আপনার বিবেকের রুদ্ধ কপাটে আঘাত হানবে। যে মহান শহীদানের জীর্ণ কংকালের ওপর আপনি এ প্রমোদ ভবন নির্মাণ করেছন, অচিরেই তা থরথর করে কেঁপে ওঠবে।'

সুলতানে মোয়াজ্জম! পৃথকীকরণের সেই দেয়ালকে আমি মিসমার করে দিতে এসেছি, যা আওয়াম ও আপনার মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিতে এসেছি সেই অহমিকা বোধ, নিশ্ছিদ্র মহলে কালাতিপাত করার দরুন নির্যাতিতের আহাজারী শুনতে যা বাদ সেধে আছে। খামছে ছিড়ে ফেলতে এসেছি সেই কোট, দাবার গুটি রেখে যার ওপর আপনারা ক্রীড়া-কৌতুক করে থাকেন। কওমের গগণ বিদারী আর্তনাদ শুনতে আপনাদের যে কানে মোহর পড়েছে, চিৎকার দিয়ে সেই মোহরকে মোমের মত গলিয়ে দিতে চাই আমি।

www.amarboi.org

আমার আহবান এক কওমের আহবান। আহবান সেই জাতির-দুশমনের তলোয়ার যাদের শাহরগের নিকট দেখছি। আহবান-সেই কওমের, যাদের প্রশাসন গাফিলতির নিদ্রায় বিভোর। আহবান সেই সব মুজাহিদদের, যাদের প্রশাসন গাফিলতির নিদ্রায় বিভোর। আহবান সেই সব মজাহিদদের-যাদের চিন্তাবিদ, কবি ও সাহিত্যিকগণ ঘুমন্ত প্রশাসনের চেতনাবোধ শানিত না করে কেবল ঝুলি ভারী করার চিন্তায় আছেন। আমার বিদ্রোহী মুখে স্ফুরিত হচ্ছে সেই সব সেপাইদের অব্যক্ত রোষ, যাদের কে এই অনুভূতি দেয়া হয়েছে যে, আজ থেকে স্পেনের ভাগ্য তলোয়ার দিয়ে নয়, লেখা হবে দাবার গুটি দিয়ে।

মুতামিদের চেহারায় শরীরের সমস্ত রক্ত জমা হলো। যে রমিকিয়ার স্মীৎ হাসি রঙ্গ আসরকে বিমোহিত করে তুলেছিল, সেই হাসি এখন বিষাদে রূপ নিল। রানী বে-চাইন হয়ে বললো,

'আত্মহত্যার জন্য তোমাকে এখানে আসার প্রয়োজন ছিল না। জিন্দেগীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে থাকলে গোয়াদেল কুইভারের অথৈ পানিতে ডুবে মরতে পারতে।'

সা'দের কণ্ঠ পূর্বেরচে' দৃঢ় হলো ঃ

'কওমের চিন্তা আমার নিজের জীবনের চেয়েও বেশি। আমি চাই না-জাতির ভাগ্যতরী শরাবের মটকায় ডুবে যাক। শুনে নাও হে মুতামিদ প্রশাসন! তোমরা যাকে বিজয় ভাবছ ওটা নিকৃষ্ট এক পরাজয় ছাড়া কিছুই নয়। জাতির আত্মত্যাগী মুজাহিদদের দাঁড় না করে দুশমনের সামনে দাবার গুটি দাঁড় করিয়ে যে বিজয়োল্লাসে তোমরা বিভোর-তার ইমেজ বেশি দিন টিকছে না। মরণ আঘাত হানার জন্য আল-ফাঞ্চো তার তরবারীতে শান দিচ্ছে, সুতরাং গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিও না। আমি সেই ট্যাক্স দিতে কিছুতেই রাজী নই, দ্বিতীয় বার সেভিল ঘেরাও করে যে ট্যাক্স চাপিয়ে দিবে আল-ফাঞ্চো। ওর ট্যাক্সের লিপসা পূর্বের চে 'দ্বি-গুন হবে। ট্যাক্স দিতে দিতে একদিন সেভিলের রাজকোষ পৌঁছুবে শূন্যের কোঠায়। ফলে একদিন ভারবাহী ঐ ট্যাক্স তোমরা আওয়ামের গলায় চাপিয়ে দিবে। আল-ফাঞ্চো যখন দেখবে যে, সেভিল প্রশাসনের ভিক্ষার ঝুলি হাতে নেবার মত অবস্থা, তখন সে আর ট্যাক্স চাইবেনা। বরঞ্চ দখল করে নেবে সেভিল। সে বলবে তখন, আমি আর ট্যাক্স চাই না। চাই সেভিল। সেভিল আমাকে দিয়ে দাও। অতঃপর সে এমন এক ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেভিলে প্রবেশ করবে, যা কেনা হয়েছিল তোমাদের ট্যাক্স দিয়ে। তার হাতে শোভা পাবে সেই তলোয়ার, যার চমকে দেখতে পারবে তোমরা তোমাদেরই সম্পদের কার্বন কপি। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তোমাদের দাবাড়ু তার গতিরোধ করতে পারবে না কিছুতেই। এরপর আত্মহত্যাকারীদের সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পাবে যে, গোয়াদেল কুইভারেও তাদের স্থান সংকুলান হবেনা।'

মুতামিদের ধৈর্য্যের বাধ ভেঙ্গে গেল। চিৎকার দিয়ে বললো, 'খামোশ! তুমি নিকৃষ্ট সাজার হকদার!

www.amarboi.org

সমবেত কবিরা তার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বললোঃ 'খামোশ! খামোশ!!'

সা'দ চিৎকার দিয়ে বললো,

'আমি খামোশ হব কেন? স্পেনের বাগ-বাগিচায় আমার পূর্বসূরীরা রক্ত সিঞ্চিত করেছেন। এ জাতির ইজ্জত, আমার ইজ্জত জাতির পরাজয়, আমার পরাজয়। তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত-আমার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত।

ইবনে আম্মারের ইশারায় ছয়-সাত জন সেপাই ওকে ঘিরে নিল এবং নিষ্ঠুর মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে ওকে ধাক্কাতে লাগল। ওকে যখন ওরা বাইরে নিয়ে গেল তখনও বুলন্দ আওয়াজে বলছে ও...,

'তোমরা সবে সাক্ষী! আমার জিম্মা আমি আদায় করেছি .. কওমের কথা মুতামিদের কানে দিয়েছি পৌছে। তোমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব আজ হুমকির মুখে ... তোমরা আজ জনতার রক্ত শুষে রঙ্গ-রসের আসর জমিয়েছ, কাল আল-ফাঞ্চো তোমাদের হাড্ডির ওপর বালাখানা নির্মাণ করবে .. সুলতান মুতামিদ! চোখ বন্ধ করে কাল চক্রের নিঠুর ছোবল থেকে নিজকে রক্ষা করতে পারবে না।'

দুই.

পাহারাদাররা সা'দকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে দরজার বাইরে নিয়ে গেল। শক্তিশীল ক'জন ওকে জাপটে ধরেছিল, বাদ বাকীরা ঠেলছিল সাধ্যমত। ক'জন ওর চারপাশে সশস্ত্র অবস্থায় টহলও দিচ্ছিল। সা'দের জোশ ততক্ষণে স্তিমিত হয়ে পড়েছে। তাই পাহারাদারদের সাথে ধস্তাধস্তি না করে ওদের নির্দেশ মেনে চলছে ও।

দেউড়ীর ত্রিশ কদম অদূরে এসে পূর্ণ শক্তিতে ঝাকুনি দিয়ে নিজকে ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত পালাতে লাগল সা'দ। সিপাইরা ওর পিছনে ছুটতে লাগল চিল্লাতে চিল্লাতে। দেউড়ীতে মোড় নিতেই ওর সামনে নেযা উঁচিয়ে দাঁড়াল দু'জন। এক নিমিষেই ওরা সাদ'কে বুঝি ঝাঝরা করে দিবে। হয়ত সা'দ লুটিয়ে পড়বে যমীনে, কিন্তু ওদের আশায় গুড়ে বালি দিয়ে সা'দ দ্রুত প্রাচীরে চড়তে লাগল। প্রাচীরের পর প্রাচীর টপকে এগুলো সামনে। প্রাচীরগুলো বেশ চওড়া থাকায় গাঢ় অন্ধকারেও ওর চলতে তেমন একটা বেগ পেতে হলো না। এতদূর অগ্রসর হয়েও স্বস্থি পাচ্ছিল না ও। ও জানেনা, এ চলার গন্তব্য কোথায়? তবে এতটুকু বুঝতে পারছে— যেদিকে ও ছুটছে, সমুদ্র সেদিকটায়।

পাহারাদাররা 'ধর ধর' করে মহল কাঁপিয়ে দেউড়ীতে চড়তে লাগল। পঞ্চাশ গজ চলার পর ওর কানে ভেসে এলো পাহারাদারদের চিৎকার ... 'ওকে ধর, গ্রেফতার করো, প্রবেশদ্বারগুলো জলদী বন্ধ করে দাও!

সা'দ ওর পরিহিতি আচকানকে ঝামেলা মনে করল। আচানক ওর সামনে উদ্ভাসিত হলো তলোয়ারধারী এক সেপাই। মশালের আবছা আলোয় আচকানে

www.amarboi.org

পেঁচিয়ে তাকে নীচে ফেলে দিল ও। ঐ পাহারাদারের পিছু পিছু এগিয়ে আসছিল আরো ক'জন। সা'দ ওকে নীচে ফেলার দরুন আগুয়ান সেপাইরা ভয়ে দাঁড়াল থমকে। ওদিকে সা'দ যাকে নীচে ফেলে দিয়েছিল-প্রকাণ্ড এক পাথরের সাথে টক্কর খেয়ে থেতলে গেল তার মাথা।

এক পাহারাদার বুলন্দ আওয়াজে চিৎকার দিল, 'আসামী উদ্যানমুখী হচ্ছে, হুঁশিয়ার।' ততোক্ষণে সা'দ বুরুজ থেকে নেমে গেছে। আচমকা দেখতে পেলো, মশালধারী ক'জন। একটি থামের আড়ালে লুকালো ও। মশালধারীরা ব্যস্ত হয়ে সামনে যাবার পর দেখতে পেল না ওকে। ওরা যাচ্ছে তাই গালি দিচ্ছিল। শেষে সকলেই চড়ল বুরুজের ওপর।

বাগানে প্রবেশ করেই সা'দ একটি গাছে চড়ে পরিস্থিতির দিকে নযর বুলালো। পাহারাদাররা সকলেই এগিয়ে আসছিল ওর দিকে। কারণ সা'দের বৃক্ষে ওঠার খস্ খস্ শব্দ ওরা শুনতে পেয়েছিল। সকলেই মশাল ধরাল। মুহূর্তে গোটা বাগান পরিণত হলো প্রকাশ্য দিবালোকে।

সাদ' প্রমাদ গুনল। ভাবলো গাছ থেকে নামতেই সে ঝাঝরা হয়ে যাবে। কিন্তু ও যাবে কৈ! বুরুজে মশালধারী। বাইরের প্রাচীরেও রক্ষীরা তীর-ধনুক তাক করে আছে। ও জানে এক্ষণে সকল দরজা রুদ্ধ। কাজেই গাছ থেকে নেমে কোন লাভ নেই। সুতরাং গাছ থেকে কোনক্রমে উঁচু প্রাচীরে চড়তে পারলে প্রাণে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। যেতে পারে টহলদার পাহারাদারদের চোখে ধুলো দেয়া।

খানিকপর। আট-দশজনের মত লণ্ঠনধারী ছুটে এলো। গাছ থেকে বাদুড় ঝোলা হয়ে চড়ল প্রাচীরে ও। থাকলো সেখানে উবু হয়ে। অন্যদিক থেকে আরো দু'জন শিকারী কুকুরের দ্বারা শুঁকে শুঁকে ওর দিকে এগিয়ে আসলো। সা'দের পেরেশানী শংকায় রূপ নিলো। অসহায় ভাবে তাকালো ও এদিক ওদিক। আচমকা একটি গর্ত দেখতে পেয়ে পানি এলো ওর মনে। পুরানো কয়েকটা ইট খসে পড়ায় ওখানে যেন একটি সুড়ঙ্গ হয়েছে। উবু অবস্থায়-ই সা'দ টুপ করে নিজকে সঁপে দিল। এ সুড়ঙ্গের মধ্যে থেকে সা'দ মাথা তুললো। দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দেখল-প্রাচীরটি নদীর তীরে দাঁড়ানো। পানি অনেক নীচে। এখান থেকে লাফ দিলে কলজে ফেটে যাবে। অনেকক্ষণ চিন্তা-ভাবনার পর সুড়ংগের থেকে বেরিয়ে এলো ও। দেখলো প্রাচীরের গা বেয়ে একটি প্রলম্বিত বটমূল পানির দিকে নেমে গেছে। কাল বিলম্ব না করে বটমূল ধরে আস্তে আস্তে নীচে নামতে শুরু করল সা'দ। কিছু দূর যাবার পর বটমূল শেষ হয়ে এলো। ততোক্ষণে মশালধারী ঠিক ওর মাথার উপরের প্রাচীরে জমায়েত হয়েছে। ওরা বটমূল কাটতে আরম্ভ করলো। সা'দের চোখে নেমে এলো রাজ্যের হতাশা। নির্ঘাত মৃত্যু যেন ওকে হাতছানী দিয়ে ডাকছে। চিন্তা করার ফুরসত নেই। নেই কারো সাহায্যের আশা। আল্লাহ ভরসা করে যেখানে ছিল ওখান থেকেই নদীতে লাফ দিয়ে পড়ল ও। পাহারাদাররা শিকড় কাটা বন্ধ করে এবার ওকে লক্ষ্য করে তীর বৃষ্টি শুরু করল।

www.amarboi.org

পানিতে পড়ার পর সা'দের দম আটকে আসার মত অবস্থা। অনেক উঁচু থেকে লাফিয়ে পরার দরুন ও পানির বেশ নীচে চলে গিয়েছিল। যার দরুন ঢোক কয়েক লবণাক্ত পানি অনিচ্ছাস্বেও ওর পেটে চলে গিয়েছে। খানিক পর ডুব সাতার দিয়ে ভেসে ওঠে সা'দ। অমনি কয়েক পশলা তীর ওর চার পাশে আছড়ে পড়ে। ভাগ্যিস তীর বর্ষণকারীদের নিশানা ব্যর্থ হয়েছিল। অন্যথায় ওর জিন্দেগীর সফর শেষ হতো এখানেই। ডুব দিয়ে সা'দ নদী বক্ষের দিকে এগুতে লাগলো। আচানক একটি তীর এসে ওর রানে বিধল। ব্যথায় কুকড়ে ওঠল। এক্ষণে ওকে গাঁথা তীর নিয়েই নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটতে হবে। ও ভাবলো-কিছুক্ষণের মধ্যেই মহলের অন্যান্য পাহারাদাররা পুলিশসহ নদীর কিনারা ঘিরে ফেলবে। সুতরাং পূর্ণ শক্তিতে সাঁতরাতে লাগল ও।

মহলের প্রাচীর শেষে সুবিশাল বাগ-বাগিচা। এখানে সকাল-সন্ধ্যা সেভিলের তরুণ-তরুণী ছাড়াও অভিজাত ঘরের লোকজন হাওয়া খেতে আসে। নদী সাঁতরে সা'দ এসে এই বাগানে প্রবেশ করল। খানিক চলার পর তীরবিদ্ধ রানটি অসার হয়ে ওঠল। দু'ঠোট কামড়ে এক ঝাটকায় তীর খুলে নিল ও। দৌড়াতে লাগলো দ্রুত। বাগান পেরিয়ে এসে দাঁড়াল একটি খোলা ময়দানে। বেশ কিছু নালা দেখা যাচ্ছে। গোয়াদেল কুইভার থেকে পানি এনে বাগান সিঞ্চিত করার লক্ষ্যে এগুলো খোদাই করা হয়েছে। সা'দ উবু হয়ে মুখ ধুয়ে ঢোক কয়েক পানি গলধঃকরণ করল।

আচানক ওর কানে এলো সম্মিলিত ঘোড়ার খট্ খট্ ধ্বনী। মুহূর্তে নালার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো ও। রইল খামোশ-আসর হয়ে।

পনের জনের মত সওয়ার নালার কাছে এসে দাঁড়াল। পরস্পরে বলাবলি করল- আসামী বোধহয় বাগান অতিক্রম করতে পারেনি। হয়ত লুকিয়ে আছে ঝোপঝাড়ের মাঝে। পদব্রজী ফৌজ আসার আগ পর্যন্ত তোমরা কতকে এদিকটার খেয়াল রেখ। আমি ক'জন নিয়ে নদীর কিনারটা ঘুরে আসি। বললো এক সওয়ার।

সা'দের কানে আসছে ওদের কথা। সঙ্গীদের ক'জন নদীর তীরে চলে যাবার পর বাদ বাকীরা নহরের আশ-পাশে টহল দিতে লাগল। তীরের আঘাতে প্রচুর রক্ত-ক্ষরণ হয়েছে সা'দের। ওর শরীর ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু এত ভাবাভাবির সময় নেই। পদব্রজী ফৌজ এসে পড়লে জীবন বাঁচানো অসম্ভব হয়ে পড়বে।

আচানক বাগানের থেকে কেউ চিৎকার করে ওঠল, 'আসামী বাগানে ঢুকেছে। তোমরা খোলা ময়দান ছেড়ে বাগানে এসো।'

টহলদার পাহারাদাররা বাগানের উদ্দেশ্যে ঘোড়ার জিন কষলো। পানি এলো সা'দের মনে।

কিছুক্ষণ নহরের মধ্যে দিয়ে উবু হয়ে চলল ও। অতঃপর নহর থেকে উঠে পালাল দ্রুত। খোলা ময়দান পেরিয়ে সা'দ এসে সরকারি অফিসার কলোনীতে প্রবেশ করল। কয়েকটা অন্ধকার সরুখাল পেরিয়ে প্রশস্ত রাস্তায় এসে দাঁড়াল ও। সামনে একটি মসজিদের মিনার দেখে ও ভাবলো, মনজিলে মাকছাদ খুব একটা দূরে নয়। ইদ্রীসদের

www.amarboi.org

বাসা মাত্র দেড়শ' গজ দূরে, কিন্তু অসার পা যে আর চলতে চাচ্ছে না। সর্ষে ফুল দেখতে লাগলো ও। খানিক চলার পর মানুষ চলার পদধ্বনী কানে এলো ওর। আত্মরক্ষার জন্য জীর্ন-শীর্ণ একটি পোড়া দেয়ালে লুকালো সা'দ। দেয়ালের অপর পাশ দিয়ে দ্রুত পালাতে থাকে ও। শেষ পর্যন্ত পৌঁছুল ইদ্রীসদের বাসার সামনে। ও ভাবল-কুদরতের রহম ছাড়া বাঁচার কোন উপায় ছিল না। কুদরত-ই তাকে বাঁচিয়েছে। সড়কে টহলদার পাহারাদার ওর প্রায় নিকটে এসে গেল। ঘাড় কাত করে সা'দ দেখল, সংখ্যায় ওরা চার কি পাঁচ। ইদ্রীসদের বাসা ঠিক ওর নাক বরাবর। প্রধান ফটকে মেহমান খানা। কিন্তু রাস্তা পেরিয়ে ওখানে গেলে পাহারাদাররা দেখে ফেলবে। সা'দ তড়িৎ গতিতে সরু গলিতে প্রবেশ করল। গলি পেরিয়ে এসে দাঁড়াল বাসার পেছন দিকে।

তিন.

চিরাচরিত নিয়ম মাফিক তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য উযু করতে বাইরে এলো মায়মুনা। আচানকও শুনতে পেল, টহলদার পাহারাদাররা যেন বলছে, আমি কোতোয়ালকে নিজ কানে বলতে শুনেছি, আসামী সাগরে লাফ দিয়েছে।'

দ্বিতীয় এক প্রহরী বললো, 'আমরা মনে হয়, রাজম হল থেকে ও এখনো বেরুতে পারেনি।'

তৃতীয় কেউ বললো, 'খালি হাতে মহলে না ফিরে-এসো না, একবার নদীর তীরটা চষে ফেরা যাক।'

'না। না। বাকী রাতটা এ বাসার আশে পাশে আমাদের লুকিয়ে থাকতে হবে। ভাগ্য ভালো হলে শিকার পেয়েও যেতে পারি।' বললো প্রথম প্রহরী।

'কিন্তু সাগর সাতরে যদি ও ওপার গিয়ে থাকে?' দ্বিতীয় প্রহরীর কণ্ঠে বিরক্তি।

'কিন্তু আমি মনে করি-ও নিশ্চয় সাগর সাঁতরে ওপার যেতে পারেনি। বাস্তবিক পক্ষে ও সাগরে ঝাপ-ই দেয়নি, আবার মহলেও নেই। আমার যদ্দুর ধারনা-ও বড় গভীর পানির মাছ। একটা মানুষের পক্ষে গোটা প্রহরীদের চোখে ধুলো দেয়া কি চাট্টিখানি কথা?'

'কিন্তু ওর পরিচয় কি?

'শুনেছি এক খুবছুরত নওজোয়ান। গ্রানাডায় বাড়ী।'

'সেভিলে গ্রানাডার হাজারো লোক রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ সকাল নাগাদ জানতে পারবে-সুচতুর নওজোয়ান ধরে পড়ে গেছে।'

মায়মুনার অন্তরে তোলপাড় শুরু হলো। লঘু পায়ে পৌঁছুল দেউড়ীর কাছে। দেউড়ীর পার্শ্বস্থ কামরা থেকে নওকরদের বিচিত্র নাক ডাকা আওয়াজ আসছে। দেউড়ীতে প্রবেশ করল ও। বৃদ্ধ যে নওকরকে ও রাতের বেলা চৌকস থাকতে বলেছিল, চিৎ হয়ে নাক ডাকছিল সেও। নওকরদের জাগিয়ে তুলে মায়মুনা বললো,

www.amarboi.org

'তোমরা সবে অলস হয়ে গেছ যে! বাইরের সেপাইরা সা'দকে তালাশে করছে। সম্ভবতঃ ও বাসায় এসে দরজা বন্ধ দেখে চলে গেছে।'

নওকরদের একজন বললো, 'দরজার ছিটকানী খোলা। আমি এই মাত্র চোখ বুঁজেছি। সেপাইরা এলো কখন?'

ওরা সড়কে টহল দিচ্ছে। ওাদের কথা আমি নিজ কানে শুনেছি।'

হাসান দেউড়ীর অপর পাশের কামরার থেকে বেরিয়ে বললো,

'বোন মায়মুনা! আমরা জাগ্রত। ভাইজান এদিকে আসেননি।'

'তোমরা নৈশ প্রহরীদের কথা শুনেছো কি?'

'জী–হ্যাঁ।'

মায়মুনা চারদিকের পরিস্থিতির উপর নযর বুলানোর জন্য উঠান পেরিয়ে ছাদে ওঠতে গেলে আচানক দেউড়ির কোনে টুপ করে একটি আওয়াজ হলো। চকিতে ফিরে দাঁড়াল ও। হয়ে পড়ল হতবাক। দেউড়ীর গায়ে দীর্ঘ এক নওজোয়ান দাঁড়ানো। চাঁদের আলোতে নওজোয়ান ক্রমশঃ ওর দিকে এগিয়ে আসছে। শেষ রাতের ঝাপসা আলোয় আগন্তুকের চেহারায় নযর পড়লে মায়মুনার আনন্দানুভূতি দু'চোখে এসে জমায়েত হলো।

আগন্তুক নীচু আওয়াজে বললো, 'ঘাবড়ে যেওনা মায়মুনা, আমি সা'দ!' মায়মুনা যেন স্বপ্ন দেখছিল। অনেক চেষ্টা করেও অনুভূতি প্রকাশের ভাষা খুঁজে পেলনা ও। সা'দকে যেন ও হামেশা দূর অন্তঃরীক্ষের ঐ নীহারীকা কুঞ্জে দেখতে পায়। স্থানুর মত দাঁড়িয়ে থাকে ও। সা'দের লেবাছ কাদা-পানিতে একাকার।

পুরুষ শৌচাগারের দিকে পা বাড়াল সা'দ। বললো, 'আমার ভায়েরা বোধহয় এদিকটায়।'

'আপনি যখমী' মায়মুনা ক্ষীণ কণ্ঠে আওয়াজ দিল, 'ওরা আপনার পিছু নিয়েছে। আমার সাথে আসুন। মহলের এ দিকটা মাহফুয নয়। অন্দরে চলুন।' সা'দের চোখে রাজ্যের অন্ধকার নেমে এলো। কিছু না বলে মায়মুনার অনুসরণ করল ও। দাঁড়ালো একটি স্তম্ভের সাথে ভর করে।

মায়মুনা এসে ওর বাযু ধরে বললো, 'আসুন!'

ক্ষীণ কণ্ঠে সা'দ বললো, 'আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। মাথাটা আচানক কেমন করে উঠল। আমি এখন বেশ চাঙ্গা অনুভব করছি।'

দেউড়ী সংলগ্ন দরজা খুলে গেল অকাস্মাৎ। হাসান ভেতরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'ভাইজান এসেছেন কি?'

সা'দের দিকে নযর পড়তেই হাসান ভায়ের বাযু ধরে নিয়ে চললো অন্দরে। থেমে থেমে বললো, 'ভাইজান! আপনার তবিয়ত ভালো তো!'

'আমি বিলকুল সুস্থ।'

www.amarboi.org

মায়মুনা বললো, 'ওকে দ্বি-তলে নিয়ে যাও হাসান! আমি ওর বিছানার ব্যবস্থা করছি। মায়মুনা দেয়ালে লটকানো মশাল নিয়ে নিজের কামরার দিকে পা বাড়াল। ততোক্ষণে আহমদ এসে সা'দের আরেক বাযু ধরল।

চার.

খানিক পর। পাড়ার মসজিদ থেকে ফজরের আযান ভেসে এলো। আহমদ ও হাসান ভায়ের যখমে বেধে যাচ্ছিল পট্টি। ইদ্রীসের ব্যবহৃত একটি পোষাক সা'দকে পড়িয়ে দিয়ে ওর-ই খাটে সা'দকে শুইয়ে দেয়া হলো আর মায়মুনা গবাক্ষ দরজা আলতো ফাঁক রেখে শুনছিল ওদের কথাবার্তা। সা'দ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাইদের লক্ষ্য করে বললো, 'ইদ্রীস বুঝি ঘুমুচ্ছে?'

আহমদ জওয়াব দেয়, 'উনি এখানে নেই। গতকাল টলেডো গিয়েছেন।'

'কেন!'

'অর্থমন্ত্রীর সাথে আল-ফাঞ্জোর ট্যাক্স নিয়ে। অনিচ্ছত্বেও মন্ত্রির পীড়াপীড়িতে তাঁকে যেতে হয়েছে।'

'ইদ্রীস টলেডো যাবে-তাতো আমায় বলেনি। অন্যথায় আমি কি এখানে আসতাম?'

এক্ষণে মায়মুনা কিছু একটা বলার প্রয়োজন মনে করে পর্দার আড়াল থেকে বলে ওঠল, 'উযীরে খাযানার হুকুম অপ্রত্যাশিত বিধায় আপনাকে বলে যাবার অবকাশ হয়নি ওর। এখানে আপনার সেবার বিন্দুমাত্র ত্রুটি হবে না।'

খানিক ভেবে সা'দ আহমদেক লক্ষ্য করে বললো, 'সূর্য ওঠার সাথে সাথে তুমি ইলিয়াছের কাছে গিয়ে বলবে, সকলে যেন সকালে সেভিল ত্যাগ করে গ্রানাডা অভিমুখী হয়। সেভিলের অনেকে আমার সঙ্গে ওদের ঘোরাফেরা করতে দেখেছে। হতে পারে এ সন্দেহে কিছুদিনের মধ্যে গ্রানাডার রাস্তায় পুলিশের পাহারা কড়া করে দেয়া হবে। এজন্য সকলকে কাল বিলম্ব না করে সেভিল ত্যাগ করতে হবে। আর তোমরা দু'ভাইও যাবে ওদের সাথে। গিয়ে আম্মিজান কে শান্ত করবে। না জানি-তিনি আমাদের জন্য কতটা বে-চাইন হয়ে আছেন।'

আহমদ জওয়াব দেয়, 'ভাইজান! আপনার যখম যতদিন না চাঙ্গা হচ্ছে, ততদিন আমরা বাড়ী যাব না। আপনার হুকুম আমি ইলিয়াছকে পৌছে দিয়ে আসি।'

'না না!' সা'দ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিতে গিয়ে বললো, 'তোমাদের থাকতে হবে না। এক শাহী মেহমানের বেশে তোমরা মহলের দারোগার সাথে মিলিত হয়েছিলে। সেখানে আরো অনেকে তোমাদের দেখেছে। তোমাদের ওপর কারো চোখ পড়লে রক্ষা নেই।'

www.amarboi.org

'তবুও একই বাসায় মৃত্যুর অপেক্ষা না করে তোমরা দু'জন অন্তত নিরাপদ স্থানে চলে যেতে পার। জানি, আমাকে এ অবস্থায় ছেড়ে যেতে কোন ভাই-ই রাজী হবে না, কিন্তু একটি জীবন বাঁচাতে তরতাজা আরো দু'টি জীবনকে হুমকীর মুখে রাখতে চাই না আমি। অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের দরুন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ২৪ ঘন্টার বিশ্রামেই সেড়ে ওঠব বলে আশা রাখি। তোমরা দু'জনে যেতে না চাইলে হাসান থাক। তুমি বাড়ি যাও। মাকে গিয়ে কিছু একটা বলে সান্ত্বনা দাও। আমার দেখভালের জন্য হাসান-ই যথেষ্ট। আমার পেরেশানীকে যতটা গুরুত্ব দিচ্ছো, ততটা গুরুত্ব কি মায়ের পেরেশানী নিয়ে নেই তোমার?'

আহমদ মাথা ঝুঁকে চিন্তা করে অবশেষে বলে, 'ভাইজান! আমার স্থলে আপনি হলে কি করতেন?'

সাদ' মুচকি হাসির কোশেস করে বললো, 'জানতাম, তোমার দিক থেকে এমন একটি প্রশ্ন আসবে। তোমার স্থলে আমি হলে অনর্থক বচ্‌সার জন্ম দিতাম না।'

'বহুত আচ্ছা ভাইজান! আমি যাচ্ছি।'

'এখন না। সূর্যোদয়ের পর। এ সময় সৈন্যরা বড় চৌকস থাকবে। ইদ্রীসের সইসকে বলবে-তোমার ঘোড়া নিয়ে সে যেন শহরের প্রবেশ দ্বারে বাইরে অপেক্ষমান থাকে। তুমি নওকরের লেবাছে সেখানে হাজির হবে। তলোয়ার বর্ম ইত্যাদি এখানে থাক।'

মায়মুনা দরজার আড়াল থেকে বললো, 'আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

সা'দ বললো, 'যাও আহমদ! প্রস্তুতি নাও।'

সূর্যোদয়ের পর নওকরের লেবাছে আহমদ সা'দকে 'খোদা হাফেজ' বলছিল। সিড়ি টপকে নীচে নেমে কি ভেবে আবার কামরায় ফিরে গেল ও। মায়মুনার কামরায় ভেজানো দরজা একটু ফাঁক করে বললো, 'বোন মায়মুনা। ভাইজানের জন্য এ জায়গা মাহফুয বলে মনে করেন আপনি? আমার কথার মতলব হচ্ছে, নওকরদের ওপর আস্থা রাখা যাবে কি?'

মায়মুনা বললো, 'তুমি চিন্তা করো না। নওকরদের উপর আস্থা আছে আমার।'

'ভাইজান আর হাসানের চেহারা প্রায় একই ধরনের। যথাসম্ভব ওকে বাইরে যেতে দিবেন না।'

মায়মুনা বলে, 'তুমি নিশ্চিন্তে চলে যেতে পার। বাড়ী গিয়ে মাকে আমার সালাম বলে, সান্ত্বনা দিও তাঁকে।

আহমদ সিড়ি বেয়ে নীচে নেমে দেখল হাসান উঠানে দাঁড়িয়ে। আহমদ কাছে এলে ও বললো, 'ভাইজান! আম্মা উৎকণ্ঠিত হন-এমন কোন কথা তাঁর কানে দিবেন না এবং চাচা আলমাছও যেন সেভিলে না আসেন-এ ব্যবস্থা কর। ভাইজান চলাফেরা করার মত সুস্থতা ফিরে পেলে আমরা বাড়ী ফিরব।'

www.amarboi.org

'হাসান! আমার জন্য ভাইজানের এমন দশা হয়েছে। খোদা না করুন, ভাইজানের কিছু হলে আমি নিজকে ক্ষমা করতে পারবনা।'

'আপনি শান্ত হোন। ভাইজানের অবস্থা আশংকাজনক নয়। তিনি যে কাজে মহলে গিয়েছিলেন-তাতে তেমন কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না। মুতামিদ আর ইবনে আম্মাররা পুনরায় পূর্বের পাপকার্যে লিপ্ত হবে বলে সচেতন মহল মনে করছেন।'

'আমার একটা তদবীর মনে পড়ছে। এতে কামিয়াব হলে মনে রেখ। ওরা ভাইজানকে সেভিলে তালাশ করবে না।'

'খোদার দিকে চেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কদম উঠাতে যাবেন না। ওয়াদা করুন! আপনি সোজা গ্রানাডা যাবেন।'

আহমদ মৃদু হেসে বললো, 'তুমি চিন্তা করো না। আমি সোজা গ্রানাডা-ই যাব। মায়মুনার কাছে থেকে কাগজ-কলম নিয়ে এসো।' আহমদ পকেট থেকে এক টুকরা কাগজ বের করল। এতে ইবনে আম্মার আর মুতামিদের ভর্ৎসনা লেখা। কাগজের ওপর আরো কিছু লিখে পকেটস্থ করে কলম ফিরিয়ে দিল।

হাসান বললো, ভাইজান! আপনি কি করতে যাচ্ছেন, খোদার দিকে চেয়ে বলুন!'

'তোমরা গ্রানাডা গিয়ে একথা জানতে পারবে। এখন নয়। 'আচ্ছা খোদা হাফেয'

আহমদ দেউড়ীর দিকে এগিয়ে গেল। হাসান এলো ভায়ের সাথে সাথে দরজা পর্যন্ত। যতক্ষণ আহমদকে দেখা যায় ততক্ষণ এক নিমিষে তাকিয়ে রইলো সেদিকে হাসান।

www.amarboi.org

বাঘের লেজে হাত

সা'দ জন্মগত ভাবে নির্বিক প্রকৃতির। কওমের চিন্তা নিজের চেয়েও বেশি। মুতামিদের শাহী মহল থেকে যখন পালাতেছিল তখন ও ভাবছিল-এক মহান উদ্দেশে আমাকে জিন্দা থাকতে হবে। এমনিভাবে ইদ্রীসের বাসায় যখমের জ্বালায় যখন কাতরাতে ছিল, 'স্পেনের ভবিষ্যত কি হবে' ভাবছিল কেবল তাই-ই। ওর সামনে এ প্রশ্ন ছিল না যে, এ বাসা থেকে পালিয়ে কিভাবে গ্রানাডায় পৌছুব! বরঞ্চ সর্বদা কেবল এ কথা চিন্তা করত, পথহারা জাতিকে পতনের অতল গহবর থেকে তুলে কি করে মাথা উঁচু করে দাঁড় করানো যায়। মুতামিদের দরবারস্থ জৌলুস দেখে উপলব্ধি করেছিল ও এক ঝুঁকিপূর্ণ পিচ্ছিল পথে পা দিয়েছে।

মায়মুনা সম্পর্কে ভাবছিলো-জীবনের এক এলেবেলে নাটকের অংক মঞ্চায়িত করতে গিয়ে দু'জনে এক রোলে উপনীত হয়েছে। তার জীবন চলার কন্টকাকীর্ণ পথে এমন এক বিন্দু স্থানও নেই, যেখানে ও পা রাখতে পারে। সুতরাং ঝুঁকিপূর্ণ বন্ধুর পথে মায়মুনার কথা কল্পনাও করা যায় না। এতদসত্ত্বেও উপলব্ধি করছিলো–অনাগত জীবনে যদি কোনদিন স্বপ্নিল অতীতকে নিয়ে ভাবতে হয়, তাহলে তার কেন্দ্রবিন্দু থাকবে কেবল ঐ মায়মুনা-ই।

বেশ কয়েক দিন পর শেষ রাতের চাঁদনী আলোয় মায়মুনার চন্দ্রিমা মুখের উপর ওর নযর পড়ে-যখন তীরের যখম আর কাঁদা-পানি খেয়ে ওর জীবন ওষ্ঠাগত। গতদিন সেবা করতে করতে হাসান যখন পার্শ্বস্থ একটি চেয়ারে ঝিমুতেছিল, তখন সে ক্ষীণ কণ্ঠে 'পানি পানি' করলে বিনিদ্র মায়মুনা পানির পেয়ালা এনে ওর মুখে ধরেছিল। কয়েক ঢোক গিলে সা'দ ওর দিকে তাকালো। অতঃপর বন্ধ করল চোখ। মায়মুনা তার কামরায় যেতে যেতে প্রশ্ন করলঃ'

'এখন আপনার কেমন লাগছে?'

'জী, মানে-আমি ... বিলকুল সুস্থ অনুভব করছি। আফসোস! আমার জন্য আপনাকে কতই না তকলীফ করতে হচ্ছে।'

মায়মুনা অনুচ্চ স্বরে এ কথা বলে কামরায় চলে গিয়েছিল'

'হায়! আপনার তকলীফে যদি হিস্যা নিতে পারতাম।'

অতঃপর সা'দের যখম যখন একটু আধটু চাঙ্গা হয়ে উঠছিল তখন হাসানকে কাছে ডেকে মায়মুনা জিজ্ঞাসা করত ... 'তোমার ভাইজানের অবস্থা এখন ভালো তো?

www.amarboi.org

সা'দের কানে দীর্ঘক্ষণ ধরে মায়মুনার নীচু অথচ মিষ্টি কণ্ঠের এ সুরেলা আওয়াজ গুঞ্জন করে ফিরত। মায়মুনা যখন লঘুপায়ে তার কামরায় চলে যেত, তখন এ শব্দ শুনে কল্পনার অচীনপুরীতে ও স্বপ্নের নীড় রচনা করত কিন্তু অজানা কোন তিক্ত অনুভূতির দরুন সহসাই দুমড়ে মুচড়ে যেত ওর সেই স্বপ্নের নীড়। ওর তিক্ত অনুভূতির মূলে ছিল-স্পেনের ভবিষ্যত। স্পেনের ভবিষ্যত চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেলেই সা'দের গোটা সত্ত্বা কেঁপে ওঠত। স্বপ্নঘোর যখন সুখের বাসর রচনা করত ও-তখন ওর সামনে ভেসে ওঠত, স্পেনীয় কান্ডজ্ঞানহীন প্রশাসনের ছিনালীরূপ যারা তাদের দন্ত নখর দিয়ে জাতির লাশ ঠোকরাচ্ছে। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে আক্ষেপে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে ও বলতঃ'

'হায়! আমি কতদিন এভাবে পড়ে থাকব! আমাকে যথাশীঘ্র এখান থেকে কেটে পড়তে হবে।'

পক্ষান্তরে মায়মুনার অনুভূতি ছিল ওর চেয়ে ভিন্নতর। সা'দকে মনে সেদিনই ও স্থান দিয়েছিল-যেদিন এক মদদগার হিসাবে কর্ডোভা থেকে ওদের উদ্ধার করেছিল। সেই পুলকহীন জীবনের শেষের দিকে সা'দের জন্য ওর মনটা কেমন যেন একটু আকর্ষিত হয়েছিল। কিন্তু জীবন যৌবনের প্রথম ধাপে পা দিতেই সখীদের কাছে হাস্যে লাস্যে বলে বেড়াত ও আমি এক নওজোয়ানকে জানি, যিনি বাহদুর যুবরাজ ও রহমদিল। ভবিষ্যতের জীবন মোহনায় ও সা'দের আগমন আপেক্ষায় থাকত। ওর অপেক্ষা যেন এক তপস্বীর অপেক্ষা। এমন এক অপেক্ষা, পেরেশনী চাপা পড়ে যেত যার আস্বাদনে। নামাযের পর দু'হাত উঠিয়ে দোয়া করত, 'খোদা! তুমি ওকে সুস্থ রেখ। ও আমার! আমি ওর! দু'জন দু'জনার। শুধু দু'জনার।'

অপেক্ষার কালো প্রহর শেষে চাঁদোয়ার ঝিলিক নিয়ে সা'দ আসবে। সময়ের নিঠুর দানব ওকে রুখতে পারবে না। ও আসবে ... শুধু তার জন্য। শাহজাদা রশিদ যখন ওর দিকে লালসার হাত বাড়িয়েছিল, তখন ও মনে মনে পেরেশান হত। সা'দের ধ্যান করতে করতে জায়নামাযেই ঘুমিয়ে যেত। গভীর রাতে ঘুম ভাংলে কেঁদে কেঁদে বলত, 'সা'দ তুমি কোথায়! আমাকে ভুলে যাওনি তো! তুমি কবে আসবে! তোমার মায়মুনার দিকে এক হায়েনা হাত বাড়িয়েছে। তুমি এসো হে প্রিয়! তোমার মায়মুনাকে রক্ষা কর। মায়মুনার মন তোমাকে পেতে চায়! শুধু তোমাকে! কেবল তোমাকে!

এখন সেই সা'দ ওদের বাসাতে। এক্ষণে ওর ভাবনা-সা'দের অকস্মাৎ সেভিল আগমন এবং যখমী হওয়া দৈববলে হয়নি, বরং কুদরত তাকে সেই অসীম কৃপা দেখাচ্ছে-যার জন্য বিগত দিনে ও দোয়া করত। মুতামিদের সেপাইরা ওকে হন্নে হয়ে খুঁজছে.. কিন্তু মায়মুনার কোন পেরেশানী নেই। ওর ধারনা-যে শক্তি ওকে মহলের নিশ্ছিদ্র বেষ্টনী ভেদ করে তাদের বাসায় পৌঁছে দিয়েছে, সেই শক্তি-ই ওকে রক্ষা করবে। সা'দের সামনে ও কোনদিন উপচানো হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশ করতে যায়নি এবং এর জরুরতও নেই। মনের পাতালপুরীতে ও এমন এক কেল্লা নির্মাণ করতেছিল, কোনদিন যা মিসমার হবার মত নয়।

www.amarboi.org

দুই.

সা'দের চিকিৎসার জন্য প্রথম দিন-ই মায়মুনা হেকিম ডাকতে চেয়েছিল, কিন্তু এতে সা'দ বাদ সেধেছিল। সা'দ বার বার বলেছে- আমার যখম মামুলী। প্রাথমিক চিকিৎসা-ই যথেষ্ট, কিন্তু পরের দিন ওর যখম জ্বালা বেড়ে গেল। সাথে সাথে এলো জ্বরও। মায়মুনা এক নওকরের দ্বারা বৃদ্ধ এক হেকিমকে নিয়ে এলো। মায়মুনার মার চিকিৎসা করেছিল এই হেকিম-ই। যদিও তার চিকিৎসা ওর মার জীবনে তেমন কোন কাজে আসেনি, তবুও এ পরিবারের প্রতি হেকিমের একটা টান থাকায় ও তারই শরণাপন্ন হলো। ইদ্রীস আর ও তাঁকে 'চাচা' বলে ডাকত। যখম ছাফ করে ডাক্তার সাহেব পট্টি বাধাকালীন মায়মুনা নেকাব পড়ে সা'দের অনতিদূরে দাঁড়িয়ে বললো,

'চাচাজান! ইনি ইদ্রীস ভাইয়ার দোস্ত। তাঁর বদৌলতে আমরা কর্ডোভা থেকে এখানে উপনীত হয়েছিলাম। গোটা শহরে পুলিশ ওকে খুঁজছে। খোদার দিকে চেয়ে আপনি ওর কথা প্রকাশ করবেন না। করলে বিপদ আমাদের সকলেরই।'

বৃদ্ধ হেকিম মাথা নীচু করে মায়মুনার কথা শুনছিলেন। হাসান এক নওকরের বেশে তার সামনে দাঁড়ানো ছিল। হেকিমের মামুলী ভাব দেখে ও পেরেশান। সা'দের যখমে পট্টি বেধে হাসানের দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেন,

'এ কে?

মায়মুনা জওয়াব দেয়ঃ 'ওর সঙ্গী।'

হেকিম সাহেব সস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'বেটি! আমাকে নছিহত না করে তোমাদের নওকরদের বুঝাও। ওরা যেন কোন কথা বাইরে প্রাকশ না করে। আর আমাকে ডাকতে কারো যেতে হবে না। সময় বুঝে আমি নিজেই আসব। রোগী ইদ্রীসের দোস্ত না হলেও আমার চিকিৎসার বিন্দুমাত্র হেরফের হত না। স্পেনে এ ধরনের নওজোয়ানের বড্ড প্রয়োজন।'

'আপনি ওকে চিনেন। মাফ করুন ...!'

হেকিম মায়মুনার কথার মাঝে বললেন, 'ওকে একবার দেখার পর কেউ কি ভুলতে পারে! কিন্তু পুলিশ ধারনাও করতে পারবে না যে, ও যখমী হয়ে সেভিলের এক বাসায় শয্যাসঙ্গী হয়ে আছে। ওরা ভাবছে-সেভিল পেরিয়ে ও পালিয়ে গেছে।'

সা'দ আচানক ওঠতে ওঠতে বললো, 'পুলিশ কি করে জানলো-আমি সেভিল সীমান্ত পাড়ি দিয়েছি?'

'আপনি ওঠতে চেষ্টা করবেন না।' হেকিম সাহেব সা'দ কে বাযু ধরে শুইয়ে বলেন। 'আমি আপনার আদ্যোপান্ত খবর জেনেছি। খোদার শোকর, আপনার মত নওজোয়ান জন্ম দিতে স্পেনের মায়েরা বন্ধ্যা হয়ে যায়নি। আপনি এক ভৌতিক অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছেন। আমি এক যখমী সেপাইর চিকিৎসা করতে গিয়েছিলাম। গত কাল সকালে দক্ষিণ সীমান্তের এক বিশ্ববিদ্যালয় ফটকে আক্কেল গুড়ুম করা এক ইশতেহার লাগানো হয়েছে। ইশতেহারে মুতামিদ, ইবনে আম্মার ও রমিকিয়া সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক একটি

www.amarboi.org

কবিতা লেখা। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনেক ছাত্র ঐ কবিতা পড়ে চিৎকার দিতে থাকলে তার পাশে জড়ো হয় আরো বেশ কিছু ছাত্র। দুঃসাহসিক কবি তার কবিতার উপসংহারে লিখেছেন-মুতামিদের শাসনকালে এই প্রথম বারের মত গতকাল রাত্রে সত্যবাদীর কণ্ঠ স্ফুরিত হয়েছিল। সেভিলবাসী সেই বুলন্দ কণ্ঠকে যেন স্তব্দ হতে না দেয়। মওকা মিললে আমি অধম এই কবিতা মুতামিদের কানে ঢুকিয়ে দিতাম। অনিবার্য কারনবশতঃ আমি সেভিল ছেড়ে যাচ্ছি। কিন্তু সেভিলের নওজোয়ানদের কাছে আমার উদাত্ত আহ্বান-তারা যেন কবিতার ছত্র মুতামিদের দরবারে পড়ে শুনায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কবিতা নকল করে যেন আওয়ামের মাঝে বিলি করে দেয়। এক যুবক কবিতা পাঠ করে ইশতেহারটি তুলে নিয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে যায়। পুলিশ কমিশনার তদন্ত করলে জনৈক নওজোয়ান বলে কাঁদা পানি সিক্ত এক উদভ্রান্ত নওজোয়ান সেভিল ত্যাগের পূর্বে একটি ফটকে লাগিয়ে যায়। তদন্তে আরো জানা গেল ইশতেহারটি লাগিয়ে নওজোয়ান তড়িৎ গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে অগ্রসর হয়। পুলিশরা সে মতে ওর পিছু নিতে চেষ্টা করে। ক্রোশ পাঁচেক দূরের একটি সরাইখানায় গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে মালিক জানান, গতকাল এখানে একদল ভিনদেশী নওজোয়ান উঠেছিল। পরে এক নওকর এসে তাদের সকলকে নিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে যায়। তারপর পুলিশরা সরাইখানার মালিকের কথামত দক্ষিণমুখো হয়, কিন্তু পুলিশেরা বিফল মনোরথে ফিরে আসে। ছয় জন পুলিশ তীরের আঘাতে যখম হয়। আমি যে সেপাইকে চিকিৎসা করেছি, সে বলেছে-জনৈক পুলিশের তীরের আঘাতে ওদের কয়েকটা ঘোড়ার পা যখম হয়েছে মাত্র।'

হাসান বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। হেকিমের কথার শেষে ওর দু'চোখে দেখা গেল মুচকি হাসি।

সা'দ প্রশ্ন করলো, 'আপনার কি মনে হয়-ওরা সীমান্ত অতিক্রম করেছে?

'আমার চেয়ে পুলিশদের বিশ্বাস দৃঢ় যে, নওজোয়ানরা চলে গেছে। আজ মসজিদে গিয়েও একথা শুনতে পেয়েছি।'

'পুলিশ অন্যভাবে ওদের পিছু নেয়নি তো?

'পুলিশ বাদ দিয়ে ফৌজ পাঠাতে চেয়েছিল ইবনে আম্মার। কিন্তু ইতোমধ্যে আরেকটি মুসিবতের জন্য হওয়ায় তা আর হয়ে ওঠেনি। গত কাল দুপুরের মধ্যে গোটা সেভিলে ঐ কবিতা কপি ছড়িয়ে পড়ে। মসজিদ-মাদ্রাসা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুতামিদ-বিদ্বেষী ছাত্ররা সেভিলের দেয়ালে দেয়ালে ঐ ইশতেহার সেঁটে দেয়। এমনকি মন্ত্রীদের বাসাও বাদ যায়নি। পুলিশ যথাসম্ভব ইশতেহারগুলো ছিড়ে ফেলেছে কিন্তু পরিস্থিতি দ্বারা আঁচ করা গেছে-ইশতেহার যে জন্য ছাপানো হয়েছিল, তা সার্থক হয়েছে। আজ সকালে মসজিদের দরজার সামনে অসংখ্য ইশতেহার পড়ে থাকতে দেখা গেছে। দেখা গেছে আমার বাসার সামনেও। একটি ইশতেহার সযত্নে পকেটস্থ করেছিলাম।'

হেকিম সাহেব ইশতেহারটি বের করে সা'দের হাতে দেন। পড়ল সা'দ। তাতে লেখা প্রথম কবিতাটি ছিল ঃ

www.amarboi.org

'বদলে দিয়েছে সেভিল কবিরা ছন্দের মর্ম
কাপুরুষ সব হয়েছে বীর-শিয়ালরা ব্যঘ্র।'

সা'দের চেহারায় ফুটে ওঠল এক চিলতে হাসি। দিলে দিলে আওড়ালো ও, 'আহমদ! তুমি বড্ড দুষ্টু।'

হাসান অগ্রসর হয়ে ভায়ের হাত থেকে কাগজটি নিয়ে মায়মুনাকে দিল। বললো,

'আপা, এই সেই কবিতার চরণ।'

হেকিম সাহেব বললেন, 'এক্ষণে এ বাসার সব কিছু আমার নখ দর্পণে। মায়মুনাকে বলছি-তুমি আমার উপর আস্থা রেখ। তোমার ভায়ের দোস্ত অচিরেই সেরে উঠবে। ওকে দিন চারেক থাকতে হবে শুয়ে। মনের তড়পানি লাঘব কল্লে-জানতে চাই দুঃসাহসিক কবিটির পরিচয় কি?

সাদ' বললো, আমার ভাই।'

'আমার দৃষ্টি আমাকে প্রতারিত না করলে এও বোধহয় আরেক জন! হাসানের দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন তিনি।

হাসান বললো, আপনার কাঁধে গুরুদায়িত্ব চাপলো কিন্তু!'

'বেটা! শান্ত হও। এ নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না।'

সা'দ ক্রমশঃ চাঙ্গা হয়ে উঠছিল। বাড়ছিল ওর বিরক্তি। দেশপ্রেমীক এক তাগড়া নওজোয়ান বদ্ধ কুঠরিতে এভাবে আটকা থাকতে পারে কি! এদিকে মায়মুনা তার সখীদের সাথে আলাপ আলোচনা করার জন্য নীচ তলার একটি কামরা ঠিক করেছিল। ভুলেও কোন সখীকেও দ্বি-তলে নিয়ে আসত না। চা-নাস্তা সাজিয়ে রাখতো-যাতে এগুলো আনতে ভেতরে যাওয়া না লাগে। সখীরা চলে গেলে দূর থেকে হাসানকে কাছে ডেকে রোজানা কয়েকবার সা'দের অবস্থা জিজ্ঞাসা করত। পরপর দু'রাত্রে যখন সা'দ প্রচন্ড জ্বরে ভুগেছে তখন ঠিক পাশের কামরাটিতে মায়মুনা বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে। সা'দ যখন ভালো হয়ে ওঠল তখন উপরে আসতে কেমন একটা বেখাপ্পা লাগছিল ওর কাছে। তবুও সকাল-সন্ধ্যা হাসানের মাধ্যমে সা'দের খবর না নিলে ওর পেরেশানী কমত না। মায়মুনা কোনদিন খবর না নিলে হাসান এসে খবর দিয়ে যেত। বলত, 'আপা! আজ ভাইজানের অবস্থা আরেকটু উন্নতি হয়েছে।'

তিন.

একদিন দুপুর বেলায় জেয়াদের বোন এসে মায়মুনার সাথে আলাপ করছিল। আচানক সা'দ ও হাসান বাসার পিছনের দিকে শোরগোল শুনতে পেয়ে উঠে দাঁড়াল। হাসান ডাকল মায়মুনাকে। এদিকে মায়মুনা উচ্চ কণ্ঠে তার রাগ ঝাড়ছে,

www.amarboi.org

'আমি তোমাকে সেদিন-ই বলেছি ঐ আত্মসম্ভ্রমবোধহীন সম্পর্কে কোন ওকালতি করতে আসবে না। তোমার ভাই যদি ওর বন্ধু হয়ে থাকে-তাহলে আত্মসম্ভ্রম নাই তারও। তুমি এক নর পশুর জন্য আমাকে সওদা করতে চাও! খোদার দিকে চেয়ে এখান থেকে চলে যাও, নতুবা পরিণতি ভালো হবে না।'

করিডোর থেকে নেমে গেল জেয়াদের বোন। এসে দাঁড়াল উঠানে। রক্ত চোখে তাকাল দোতালার দিকে। বললো, 'মায়মুনা! মনে রেখ, অচিরেই তুমি শাহজাদা রশিদের পায়ে আছড়ে পড়বে। প্রেম ভিক্ষা করে মরবে মাথাকুটে। তোমাকে তার রাণীরূপে দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু একদিন তোমাকে তার বাঁদী হতে হবে। স্পেনে এমন কোন দুর্ভেদ্য কেল্লা নেই, যা তোমাকে তার শ্যেনদৃষ্টি থেকে বাঁচাতে পারে।

বিজলীর চমকের মত দ্রুত উঠানে নেমে এলো মায়মুনা। বললো চিৎকার দিয়ে, 'দূর হও মুখপোড়া, হতভাগী! বলো তাকে গিয়ে-বাউলে কুত্তার ঘেউ ঘেউতে সিংহের কিছু আসে যায় না।'

সা'দ কামরা থেকে বেরুল। ওর পাশটিতে এসে দাঁড়াল হাসানও। মায়মুনা কাঁপছিল বেতসপত্র মাফিক। জেয়াদের বোন পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে পরাজিত শেয়ালের মত লেজ গুটিয়ে পালাল। দেউড়ীর কাছে এসে ঘাড় কাত করে সে বললো,

'মায়মুনা! তুমি পস্তাবে, আজ-বা কাল!'

'বের হও বাচাল।' মায়মুনা ধেয়ে এলো। জেয়াদের বোন মনে মনে বললো,

বাপরে বাপ! বাঘের লেজুড়ে হাত দিয়েছি!

চাকরাণী এসে দরাম করে ফটক বন্ধ করে দেয়। অতঃপর বলে, 'ওর সাথে এ ব্যবহার করা বোধহয় ঠিক হলো না।' মায়মুনা রাগে চাকরানীর হাত ঝাকি দিয়ে বললো, 'তোমার তরফদারীর সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু!'

সা'দ হাসানকে বললো, 'যাও! ওকে গিয়ে শান্ত করো।'

'কি হলো আপা! আপনি কাঁদছেন যে? হাসান ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে। মায়মুনা নিরুত্তর। প্রশ্নের জবাবে সে কেবল দু'হাতে মুখ ঢাকল।

'আপা! আপনি কাঁদছেন। কসম খোদার! কোন পুরুষ যদি আপনাকে দুঃখ দিত তাহলে আপনি দেখতেন-হাসান আত্মসম্ভ্রমবোধহীন নয়। কিন্তু ও যে এক যুবতী মেয়ে। ওকে আমি কিইবা বলতে পারি।'

'তুমি কিছু জান না, হাসান।' মায়মুনা ফোঁপানো কাঁদা বন্ধ করে বললো।

'আমি শুধু জানি, ইদ্রীসের গর হাজিরাতে আপনার আরো দু'ভাই এখানে রয়েছে। সেই দু'ভায়ের লাশ মাড়ানো ছাড়া কেউ-এ ঘরমুখো হতে পারবে না।'

মায়মুনার বিছানায় ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ক'টুকরো কাগজ পড়েছিল। চোখের পানি মুছে মায়মুনা ছেড়া টুকরোগুলো একত্রিত করে বললো, 'এ চিঠি নিয়ে জেয়াদের বোন এসেছিল। গোস্বা বশে আমি ওর সামনেই ছিড়েছি। এগুলো তোমার ভাইয়ার কাছে নিয়ে যাও।'

www.amarboi.org

খানিকপর সা'দ পড়ছিল। চিঠির বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

'বোন মায়মুনা!

'আমার বোনকে পাঠালাম পত্র দিয়ে। মৌখিকভাবে আপনাকে ও সম্ভাব্য সকল বিপদের কথা বলবে-যার সম্মুখীন হতে হবে ইদ্রীসকে। শাহজাদা রশিদ সে কাফেলার সহযাত্রী নন, যিনি অপমান হজম করতে পারেন। তার প্রেম নিবেদন উপেক্ষা করলে পরিণতি নেহাৎ মারাত্মক হবে। জেনে খুশী হবেন-কর্ডোভার ভাবী গভর্ণর আপনাকে একান্ত করে পেতে চান। তিনি ইচ্ছা করলে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে আপনাকে তার খাস কামরায় নিয়ে যেতে পারতেন। তার প্রতিশোধ বহ্নি জ্বলে ওঠলে ইদ্রীস ও আপনি পালানোর জায়গা খুঁজে পাবেন না। ভাই পাগল এক বোন হয়েও কি আপনি ইদ্রীসকে কয়েদ খানার অন্ধকার কুঠরীতে ধুঁকে ধুঁকে মরতে দেখতে চান?

ইদ্রীসের এক হিতাকাংখী হিসাবে আমাকে দু'কলম লিখতে হলো। এক দোস্তের বোন হিসাবে আপনার যতটুকু হামদর্দী দেখানো দরকার-ততটুকু দেখানোর জন্য আমার এই পত্রলেখা। কর্ডোভামুখো হবার পূর্বে শাহজাদা রশিদ ইদ্রীসের ব্যাপারে চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। হতে পারে, প্রত্যাবর্তন কালে ইদ্রীসকে গ্রেফতার করা হবে। হুকুমতের এক নগন্য কর্মচারীকে গ্রেফতার করার অজুহাত তাকে খুঁজতে হবে না। অতঃপর কি ভয়ালো পরিস্থিতির মুখে ওকে পড়তে হবে-তা আপনিই পরিসংখ্যান করে দেখুন।

শাহজাদার শয্যাসঙ্গী হলে ভাগ্যের অবারিত দ্বার শুধু আপনার জন্যে খুলে যাবে না, যাবে ইদ্রীসেরও। আমার এ ওকালতিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ইদ্রীসের দোস্ত হিসাবে তার মঙ্গল কামনা-ই আমাকে এ প্রয়াস নিতে হয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ার দরকার নেই। প্রয়োজনে আমি আপনার সাথে মত বিনিময় করতে চাই। আপনি ভালো মনে করলে আমার বোনের সাথে আমাদের বাসায় আসতে পারেন কিংবা খবর দিলে যেতে পারি আপনাদের বাসায় আমিও। আমার যদ্দুর বিশ্বাস-ভাইয়ার জীবন বিপন্ন করতে চাইবেন না আপনি।

সুন্দর ও আশ্বস্থকর একটি উত্তরের আশায় লেখলাম চিঠির শেষ লাইনটুকু।'

— আপনার এক নগন্য খাদেম

'জেয়াদ'

পত্র পাঠ করে সা'দ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হাসান তাকিয়ে থাকে ভাইয়ার প্রতি। ওর অবস্থাও কতকটা তাই। সা'দের ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চিন্তা ও পেরেশানীর কালো রেখা তাতে সুস্পষ্ট।

আচানক সিড়িতে কারো পদশব্দ অনুভূত হলো। বাইরে তাকাল হাসান। বললো ভাইকে লক্ষ্য করে, সে উপরে আসছে।'

সা'দ বললো হাসানকে লক্ষ্য করে, 'হাসান গ্রানাডা যাবার জন্য প্রস্তুত হও। ইদ্রীসের টাঙ্গা ও ঘোড়া এখানে আছে কি?

www.amarboi.org

'জী হ্যাঁ! ভাইজান।'

'মায়মুনাকে নিয়ে টাঙ্গায় চাপো। আমি টলেডো যাচ্ছি। সা'দ উঠে দাঁড়াল। ওপাশের কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে বললো, 'মায়মুনা! সেভিল তোমার জন্য নিরাপদ নয় ... হাসানের সাথে গ্রানাডা চলে যাও! ইদ্রিসকে নিয়ে আমি খুব শীঘ্র ওখানে পৌছুব। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এক্ষণে সফর করা ঠিক নয়। কাল অতি প্রত্যূষে রওয়ানা করো। দক্ষিণ সীমান্তের বাইরে আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব। নওকরদের বলো-আমি সখীদের বাড়ী যাচ্ছি। এতে কমপক্ষে একদিন নির্বিঘ্নে সফর করতে পারবে।'

মায়মুনা নিরুত্তর। শেষ পর্যন্ত সা'দ বললো, 'আমার প্রস্তাবে খুশী হতে পারনি-জানি। কিন্তু এ নাযুক পরিস্থিতিতে এছাড়া আর কিইবা করার আছে। সেভিল এক্ষণে বাঘের চারণ ভূমিতে পরিণত। রশিদের মত হায়েনা তোমর পিছু ছাড়বে না কিছুতেই।

মায়মুনা ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, 'জানি, এছাড়া আর কোন উপায় নেই, কিন্তু সফর করার মত সুস্থতা ফিরে পাননি যে আপনি।'

সা'দ জওয়াব দেয় 'আমি বিলকুল সুস্থ। হাসান আর তোমাদের বৃদ্ধ নওকর থেকে এর সত্যায়ণ নিতে পার।'

মায়মুনা শেষ পর্যন্ত বলল, 'আমি প্রস্তুত। যে কোন পরিস্থিতিতে আপনার হুকুম শিরোধার্য।

চার.

এশার নামাযের পর দ্বি-তলে প্রশস্ত কামরায় মায়মুনা সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আচানক বুড়ো নওকরের আওয়াজ শোনা গেল, 'আপনি জানেন না-ইদ্রীস বাড়ীতে নেই। রাত দুপুরে অভিজাত লোকের ঘরে প্রবেশ করা ঠিক হচ্ছে কি?'

বজ্রকণ্ঠে বলে ওঠল কেউ, 'বদমাশ! আমার পরিচয় দেয়া লাগবে? প্যান-প্যানানি বন্ধ কর, অন্যথায় কেটে দু'টুকরা করে ফেলব।'

'আমি জানি। আপনি শহরের কোতোয়াল, ইদ্রীসের দোস্ত। আপনার জন্য দেওয়ান খানা খোলা আছে। অন্দরে ওদের অতিথিরা থাকছেন। দেখুন! জবরদস্তি করা ভালো হচ্ছেনা কিন্তু!'

মায়মুনা চকিতে নীচে নামল। বরান্দায় দাঁড়িয়ে পরিস্থিতির দিকে নযর বুলালো। আবছা আলোয় দেখল-বৃদ্ধ নওকরকে ঠেলে জোর করে কে যেন অন্দর মহলের দিকে আসতে চাচ্ছে। উঠানে জমা হয়েছে অন্যান্য নওকররাও। কিন্তু সশস্ত্র সেপাইদের ভয়ে ওরা কিছু করতে পারছে না। এক লোক নওকরদের লক্ষ্য করে বললো, ভয় নেই। ইদ্রীসের বোনের কাছে জরুরী পয়গাম নিয়ে যাচ্ছি। ও কোথায়?'

www.amarboi.org

মায়মুনার চাকরাণী বারান্দায় দাঁড়িয়ে কি যেন ইশারা করে বলছে। মায়মুনা দৌড়ে সিঁড়িতে চড়ল। বেলকনীতে সা'দ ও হাসান দাঁড়ানো পাশাপাশি। মায়মুনা ওদের সাথে কথা না বলে কামরায় ঢুকল। তুলে নিল তীর-তূনীর। অতঃপর দরজা খুলে এসে করিডোরে দাঁড়াল। ধনুকে তীর সংযোজন করে ছুঁড়তে গেলে সা'দ এসে খপ্ করে ওর হাত ধরে ফেলল। বললো,

'থাম মায়মুনা! আমার কথা রাখ। ওরা সংখ্যায় ঢের বেশী। মহলের বাইরেও ওদের সংখ্যা কম নয়। তুমি জেয়াদকে কোনক্রমে ওপরে ডেকে নিয়ে এসো। খুব জলদি। নতুবা ওরা সকলে উঠে পড়বে। আমরা কামরায় আত্মগোপন করে আছি। ওর বুযদিলির পরিপূর্ণ ফায়দা লুটতে চাই।

সা'দ হাসান কে তার কামরায় ডেকে নিল। মোমবাতি বন্ধ করে রইল ওঁৎ পেতে। উঠানে চিৎকার দিতেছিল জেয়াদ, 'বলছো না কেন? মায়মুনা কোথায়? তোমরা মুখে কুলুপ এঁটে দিলে কেন? বেশ, কেউ যখন মুখ খুলবে না তখন আমাকেই তালাশ করতে হয়।'

'কে?' কম্পিত ঠোঁটে কোনক্রমে উচ্চারণ করল মায়মুনা। জেয়াদ কয়েক কদম অগ্রসর হয়ে উপরে তাকাল, 'আপনার এক নগন্য খাদেম, এসেছে আপনার সেবায়।'

এ কথার মধ্যে এক ধরনের শ্লেষ মিশ্রিত। মায়মুনা রাগ সংযত করে বললোঃ 'এক যুবতীকে পেরেশান করতে তোমার ফৌজ নিয়ে আসার জরুরত ছিল কি?'

'সামান্য ক'জন সেপাই আপনাকে সম্মান করতে এসেছে। অনুগ্রহ পূর্বক আপনি নেমে আসুন। অন্যথায় আমি উপরে আসব!'

'জানি তোমার রাস্তা রুখবার শক্তি আমাদের নেই। চাকরানী! ওকে উপরে নিয়ে এসো।'

সেপাইদের সিড়ির দরজায় দাঁড় করিয়ে চাকরানীর মাধ্যমে দ্বি-তলে ওঠল জেয়াদ। মায়মুনা চাকরাণীকে লক্ষ্য করে বললো, জেয়াদকে কামরায় নিয়ে যাও!

ওখানেই ওর সাথে আলাপ করবো।'

মায়মুনার অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে একদিকে অবাক হচ্ছিল জেয়াদ, অন্যদিকে হচ্ছিল খুশীও। কামরায় ঢুকল সে। বসে পড়ল একটি কুরসীতে। ঠিক অপর পার্শ্বের কামরার দরজা ফাঁক করে সে দৃশ্য দেখছে সা'দ ও হাসান। মায়মুনা জেয়াদের কামরার দরজা খুলে প্রবেশ করে বললো, 'আমার ভায়ের বন্ধুত্বের হক আদায় করতে এসেছ বুঝি?'

জেয়াদ জওয়াব দেয়, 'আপনার সাথে অতিরিক্ত বাক্যব্যয় করতে আসিনি। আপনাকে ইজ্জত-সম্মান দেখিয়ে কর্ডোভা পৌঁছে দেবার গুরুদায়িত্ব আমায় দেয়া হয়েছে। আপনার বাহন ফটকে দাঁড়ানো। আপনার অস্বীকৃতির প্রতিশোধে শাহজাদা রশিদ ইদ্রীসকে কর্ডোভায় নিয়ে যাবে। অতঃপর তাকে কোন কয়েদখানার যমপুরীতে ধুঁকে ধুঁকে মরা কিংবা পদস্থ কোন চেয়ারে উপবিষ্ট করা আপনার মর্জির ওপর নির্ভরশীল।'

www.amarboi.org

'আমি শুধুমাত্র একটি প্রশ্নের জওয়াব চাই, আমার স্থলে তোমার বোন হলে সেক্ষেত্রে তোমার ভূমিকা হতো কি?'

জেয়াদ অধর দংশন করে বলে, 'দেখুন। আপনার সাথে বাহাছ করতে আসিনি। আমি শুধু জানতে চাই-আপনি যাবার জন্য রাজী আছেন কি-না!

সা'দ' হাসানের কানে কি যেন বলে লঘু পায়ে অগ্রসর হলো। কামরায় ঢুকে সড়িয়ে দিল এক পার্শে মায়মুনাকে। দরজার শব্দ শুনে তার আগেই জেয়াদ কুরসী ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ততোক্ষণে সা'দের তরবারীর অগ্রভাগ ওর বুকে উঠে গেছে। করিডোর থেকে হাসান এলো। ওর তলোয়ার উঠে গেল জেয়াদের গর্দানে।

ঘটনার আকস্মিকতায় জেয়াদ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সা'দের কথায় ওর সম্বিত ফিরল। সা'দ বলল, শোর গোল করার চেষ্টা করেছ কি এ তলোয়ার তোমার জিহ্বার চেয়ে অধিক ধারাল প্রমাণিত হবে। বসো!'

জেয়াদ হুকুম পালন করল। তাকাল ফ্যাল ফ্যাল করে সাক্ষাৎ যমদূতের দিকে। ওর ললাটে চিন্তা ও শংকার বিন্দু বিন্দু ঘাম। সা'দ ধিক্কারের চিলতে হাসি দিয়ে বললো, 'তুমি হাশেমা-ই বুযদিল!'

হাসান খুলে নিল জেয়াদের তলোয়ার। সা'দ বললো, 'ভয় নেই জেয়াদ! আমার তলোয়ার এক কাপুরুষের রক্তে রঞ্জিত হবে না। উঠে দাঁড়াও। বেলকনীতে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের বলো, তাদের জরুরত নেই তোমার। মনে রেখ। চাতুরীর আশ্রয় নিলে মুহূর্তে তোমাকে তোমার পূর্বসূরীদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। হাসান ...! মোমবাতি অপর কামরায় নিয়ে যাও। মায়মুনকে বলো, চকিত প্রস্তুতি নিতে। চলো জেয়াদ!

সা'দের জবাবের চেয়ে তলোয়ারের ইশারায় অধিক প্রভাবিত হচ্ছিল জেয়াদ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে অগ্রসর হতে থাকল। সা'দ দাঁড়াল ওর পিছে। তলোয়ারের অগ্রভাগ মৃদু ভাবে ওর পিঠে চেপে ধরল। বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে জেয়াদ বললো, ' তোমার হুকুম পালন করলে আমার জীবনের নিরাপত্তা দিবে কি?'

'আমি অঙ্গিকার করছি-হুকুম পালন করলে তুমি নিরাপত্তা পাবে। যেতে পারবে আত্মীয়-স্বজনের কাছে।

বেলকনীতে এসে নীচের দিকে মাথা ঝোকাল জেয়াদ। বললো সঙ্গীদের লক্ষ্য করে, এক্ষণে তোমাদের জরুরত নেই। তোমরা যেতে পার।'

এক সেপাই হাঁক দেয় 'টাঙ্গা কি এখানে থাকবে?'

জেয়াদের কানের কাছে কান নিয়ে সা'দ ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ বলো'!

জেয়াদ বললোঃ 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, টাঙ্গা রেখে যাও!'

'আমরা সকলেই চলে যাব?'

জেয়াদ পুনরায় সা'দের দিকে তাকায়, সা'দ জিজ্ঞাসা করে, 'বাইরে ওরা কতজন?

'শ'দুয়েক।'

www.amarboi.org

'ওদের কে বলো, সওয়াররা থাকবে। বাদ বাকীরা চলে যাবে।'

সেপাইরা বেরিয়ে গেলে সা'দ হাসানকে বললো, 'হাসান! তুমি নীচের দু'জন নওকরকে সর্বাগ্রে দ্বি-তলে পাঠিয়ে দিও। মায়মুনা! তুমি দ্রুত মোম জ্বালাও। চলো জেয়াদ!'

কামরায় মোম জ্বলে ওঠল। জেয়াদের আচকান খুলে নেয়া হল। নীচের দু'নওকর এসে গেল কামরায়। সা'দের নির্দেশে আচকান ফেড়ে পিঠমোড়া করে ওকে বাধল নওকরদ্বয়।

ফটকের বাইরে টাঙ্গা ও সওয়ারদের সংখ্যা নিরীক্ষণ করে হন্তদন্ত হয়ে কামরায় প্রবেশ করল হাসান। বললো, 'ভাইজান! শ'দুয়েক সওয়ার, কোচওয়ান ছাড়াও আরো একজন আছে বলে মনে হল। ঝাপসা আলোয় তাকে দেখিনি। সম্ভবতঃ সে টাঙ্গার মধ্যে উপবিষ্ট।'

'জরুরী সামানপত্র নিয়ে নীচে নামো। হাসানকে নির্দেশ দেয় সা'দ।

সা'দের তরবারী জেয়াদকে প্রতিটি কথা মানতে বাধ্য করছিল। বেলকনির কাছে ওকে পুনরায় নিয়ে এলো সা'দ। বলতে বললো, 'অমুকের নাম ধরে ডাক। 'জেয়াদ' খাজা গুরাইকে ডাকল। খাজা গুরাই অগ্রসর হলো। উঠানে প্রবেশ করে দিতে লাগল চিৎকার, 'এখানে কি হচ্ছে? গভীর রাত এখন। শাহ্‌জাদার পেরেশানী বাড়ছে। ওনার কথাছিল আমরা না পৌঁছুলে খানা খাবেন না।'

জেয়াদকে নিশ্চুপ দেখে সা'দ তলোয়ারের অগ্রভাগ চেপে ধরে বললো, 'গর্দভটাকে নিশ্চুপ হয়ে উপরে আসতে বলো!

জেয়াদের সাথী-সঙ্গীরা উপরে এলে সে অনুচ্চস্বরে বললো, 'তোমরা মাল সামান নিয়ে টাঙ্গায় ওঠাও। আমরা আসছি।

খাজা গুরাই জিজ্ঞাসা করল, 'ওপরে ওঠার রাস্তা কৈ? অন্ধকারে কিছু দেখছি না ছাই... মোম-টোম কি কিছুই নেই এ বাড়িতে?

হাসান অগ্রসর হয়ে বললো, 'এসো আমার সাথে!'

পাঁচ.

জেয়াদকে অন্ধকার কুঠরীতে ঢুকিয়ে নওকরদের লক্ষ্য করে সা'দ বললো, 'ওকে ভাল করে বাধো!'

খাঝা গুরাই চিৎকার দিয়ে বলে, 'এ কোন অন্ধকার পুরীতে এলাম। আরে! তুমি আমাকে পিছনে টানছো যে?

এক সেপাই বললো, 'তুমি টাঙ্গায় বসলে না কেন?

www.amarboi.org

দ্বি-তলের করিডোরে এসে দাঁড়াল সে। নিশ্চুপ মহল। পিন পতন নিস্তব্ধতা। দু'টি কামরার দরজা খোলা, তবে দু'টোই আলোহীন। তৃতীয় একটি কামরায় ক্ষীণ আলো জ্বলছে।

'আপনি কোথায়? শুরাই ডেকে বললো।

হাসান পিছন থেকে বললোঃ আগে বাড়ো।

অগ্রসর হলো খাজা। কিন্তু সঙ্গীরা যার যে দাঁড়াল থমকে। আচানক সা'দ বেরুল কামরা থেকে। বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো এক সেপাইয়ের ওপর। ইত্যবসরে এক সেপাই তলোযার কোষ মুক্ত করলে পিছন থেকে হাসান তার গলা চেপে ধরে, আরেকজনকে পিঠে তরবারী অগ্রভাগ রেখে ও বলে, তোমরা কেউ চিৎকার দেয়ার অনর্থক চেষ্টা করো না। তোমাদের চিৎকার কেবল তোমাদের মৃত্যু-ই ডেকে আনবে। চুপ করে থাকলে স্পর্শ করা হবে না তোমাদের কেশাগ্রও। আলোর সন্ধানে খাজা শুরাই যতটা উদগ্রীব ছিল হাসানের কথায় তার ঘৃণা ততটা বেড়ে গেল। আলোকোজ্জ্বল কামরার সামনে দাঁড়িয়ে সে কাঁপছিল। আচমকা তার পিঠে কে যেন তলোয়ার ধরে বললো, 'চিৎকার দিলে শুকনো তরবারীটা কেবল ভিজে যাবে।'

খাজা শুরাইর পিলা চমকে ওঠল। নেকাব পড়া এক মহিলা তার পিছে দাঁড়িয়ে কথাগুলো ছুঁড়ল।

এ মহিলার নাম মায়মুনা। খাজা শুরাই ওর কথা শুনে ভয়ে দু'চোখ বন্ধ করল। খানিক পর। তরবারীর ছায়ায় খাজা শুরাইকে জেয়াদ, সেপাই ও অন্যান্য সঙ্গীসাথীসহ অন্ধকার কুঠরীতে বেঁধে চিৎ করে রাখা হলো। এদিকে মায়মুনার চোখে তখন ভেসে ওঠে বাল্যকালের একটি চিত্র ... সা'দ তীর দ্বারা তার খরগোশকে গাছ থেকে নামাচ্ছে .. পরে কর্ডোভা থেকে তাদের উদ্ধার করছে। কর্ডোভায় তার শৈশব আর যৌবন কেটেছে সেভিলে। এর মাঝে কত মাস-বছর পেরিয়ে গেছে-তাও ওর মনে নেই। ও ভাবছে সা'দ চিরদিন এভাবে বিপদে-আপদে ওকে ছায়ার মত ঘিরে রাখবে। হাসানের কথায় ও সম্বিত ফিরে পায়, 'এখন বাকী শুধু কোচওয়ান। আমি তাকে নিয়ে আসছি।'

সা'দ বললো, ওকে নীচের একটি কামরায় আটকে রেখ! সময় খুব কম। সবকিছু জলদি কর। জিন কষতে বলো, নওকরদের দু'টি ঘোড়া হলেই চলবে।'

বৃদ্ধ নওকর বললোঃ আমরা কেউ-ই সেভিলবাসী নই। আপনাদের সাথে নিয়ে চলুন আমাদেরকেও! আস্তাবল থেকে অধিক ঘোড়া নেবার জরুরত নেই। সেপাইদের ঘোড়া বাধা আছে নীচে। সইস আছে টাঙ্গায়।'

'বহুত আচ্ছা। স্রেফ হাসানের ঘোড়ার জিন কষো।' বললো সা'দ

এক চাকরানী বললো, 'জনাব আমিও যাবো আপনাদের সাথে, মায়মুনার সেবা করব আজীবন।

সা'দ মায়মুনাকে বললো, ' তোমার মাল-পত্র নিয়ে নীচে নামো দ্রুত!'

www.amarboi.org

'আমি তো সেই কখন প্রস্তুত হয়ে আছি।' মায়মুনা এ কথা বলে এক নওকরের মাথায় তার কামরায় নিয়ে গিয়ে একটি ট্রাঙ্ক চাপিয়ে দিল।

সা'দ রশি দিয়ে বাঁধা সেপাইদের আলাদা করে ভিন্ন ভিন্ন কামরায় ঢুকিয়ে বাইরের থেকে ছিটকানী আটকে দিল। খাজা শুরাইকে নিয়ে গেল ছাদে। এক পিলারের সাথে বাঁধল তাকে। হাসান এসে খবর দিল-কোচওয়ানকে বেঁধে নীচতলায় রাখা হয়েছে।

'হাসান! তুমি মায়মুনা ও চাকরানীকে টাঙ্গায় বসিয়ে দাও। নওকরদের বলো-ঘোড়ায় সওয়ার হতে। আমি এক্ষুণি আসছি।' বলে সা'দ মহলের সর্বকোণের কামরায় প্রবেশ করল।

কামরায় জ্বলছিল আলো। বিছানায় পিঠমোড়া করে বাধা হয়েছে জেয়াদকে। সা'দ ওকে ডাকল। বললো,

'জেয়াদ! আমি চলে যাচ্ছি। কাল নাগাদ তোমার প্রভূ তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার করবেন। তাকে বলে দিও-আমার পশ্চাদ্ধাবন করার জরুরত নেই।

আমি আবারো আসব। আসবে আমার সাথে এমন তুফান-যা কম্পন ধরাবে সেভিলের প্রমোদ ভবনে। আমি তোমাকে সেই বাল্যকাল হতেই চিনি। তুমি বড্ড অসৎ প্রকৃতির। মনে রেখ! ইদ্রীসের গায়ে নখের আঁচড় পড়লে মুতামিদের কোন কেল্লায়-ই তুমি আত্মগোপন করে বাঁচতে পারবে না। অন্ততঃ নিজের জীবন বাঁচানোর স্বার্থে তুমি শাহজাদার কোন নাপাক পরামর্শে কান দিও না!'

ফুঁ দিয়ে মোম নিভাল সা'দ। দরাম করে বন্ধ করে দিল কপাট। অধর দংশন করে ব্যর্থ হতাশা প্রকাশ করল জেয়াদ। রাজ্যের অন্ধকার নেমে এলো ওর দু'চোখে।

ছয়.

খানিক পর টাঙ্গা ছাড়ল। টাঙ্গায় বসা ছিল সা'দ, মায়মুনা ও চাকরানী। হাসান ও অন্য দু'নকওর ঘোড়পৃষ্ঠে। ঘোড়া চালাচ্ছে ইদ্রীসের সইস।

প্রশাসনের বাধার আশংকায় গোটা চারেক শাহী ঘোড়া চালাচ্ছিল ক'জন। শেষ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে সেভিল শহর অতিক্রম করল ওরা। গাঢ় অন্ধকারে টাঙ্গা চালাতে বেশ বেগ পেতে হয় সইসকে। সেভিল থেকে ক্রোশ আষ্টেক দূরে এক সওয়ারের সাথে দেখা হয় ওদের। সওয়ার চিৎকার দিয়ে টাঙ্গা থামাতে বললো, কিন্তু দ্রুতগতি থাকায় সে পথ ছেড়ে দাঁড়াল। টাঙ্গা রুখতে না পেরে সে ঘোড় সওয়ারদের সাথে মিলিত হল। হাসান এ আগন্তুকের কাছে ঘোড়া নিয়ে বললো,

'তুমি?'

আগন্তুক ওর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ল, 'টাঙ্গায় জেয়াদ আছে কি?'

'হ্যাঁ।'

www.amarboi.org

'একা, না সাথে অন্য কেউ?'

'তার সাথে আছে দু'মহিলাও!'

'শাহজাদা রশিদ আমাকে প্রেরণ করেছেন!'

'তিনি কোথায়?

'পথিমধ্যে তাঁর দেখা পাবেন। উনি ক্রোশ দু'য়েক সামনে আপনাদের অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন। সামনের রাস্তার ডানে মোড় নিলে তার কাফেলার আলো দেখতে পাবেন।'

খানিক দূর অগ্রসর হবার পর বড়ো রাস্তায় এসে দাঁড়াল টাঙ্গা। সইস টাঙ্গার মুখ অন্যদিকে ঘুরাল। আগন্তুক চিৎকার দিয়ে বললো, 'টাঙ্গা থামান! শাহজাদার কাফেলা এ দিকে নয়।'

তার চিৎকার সইসের কানে প্রভাব ফেলছেনা দেখে সে ঘোড়া পদাঘাত করে সামনে এলো। হাসান সইসের কাছে এসে বললো, 'টাঙ্গা থামান তো?'

টাঙ্গা থামল। আগন্তুক এসে উঁকি মারল টাঙ্গাস্থ ছইয়ের মধ্যে। বললো, 'দেখুন! সইস অন্যপথে ঘোড়া চালাচ্ছে।'

সা'দ পর্দা সড়িয়ে বললো, সইস এক নতুন লোক। তুমি ঘোড়া ছেড়ে চালকের সিটে বস। নিজের ঘোড়া দিয়ে দাও অন্য কাউকে!'

সা'দের আওয়াজ আগন্তুকের কাছে কেমন অপরিচিত মনে হলো। সে সন্দিহান হয়ে প্রশ্ন করল, 'আপনি?'

ইতোমধ্যে হাসান এসে ওকে ঘিরে নিল। রানে তলোয়ার ছুঁয়ে বললো, 'নামো!' হাসানের তলোয়ার ছাড়াও দু'নওকরের নেযা আগন্তুককে পেয়ে বসল। একলাফে টাঙ্গা থেকে নেমে সা'দ ওর ঘোড়ার লাগাম হাতে নিল। আগন্তুক বাধ্য হয়ে ঘোড়া থেকে নামল। ওরই পাগড়ী দ্বারা বেঁধে টাঙ্গার এক কোনে চ্যাংদোলা করে উঠাল। বললো মায়মুনাকে লক্ষ্য কর,

'মায়মুনা! ওর দিকে নযর রেখ। আমি আসছি।'

হাসান বললো, 'ভাইজান! আমরা আশাতীত সময় পাব বলে মনে করি। সকাল নাগাদ রশিদের দূত আসবে না। ওরা চতুর হলে রাতেই ইদ্রীসের বাড়ী যাবে। অবশ্য জেয়াদের চাকরানী কিংবা তার স্ত্রী তালাশে বেরিয়ে ওদের বাড়ীতে গেলে বিপদ। তারপরেও দুপুরের আগে তালাশ পড়বে বলে মনে হয় না।'

পরদিন সকালে ওরা একটি অনাবাদী জনপদ অতিক্রম করছিল। সইস বললো, 'কয়েদীকে এখানে ছেড়ে দিলে কেমন হয়?'

'এখান থেকে অতি নিকটবর্তী লোকালয় কত দূর?' প্রশ্ন করে সা'দ

তিন মাইলের মধ্যে কোন লোকালয় নেই। এবড়ো থেবড়ো দু'চার জন রাখাল ও কিষাণ কে দেখা যাচ্ছে। অবশ্য ওদের থেকে তেমন কোন ভয় নেই। নিকটবর্তী পুলিশী চৌকি ক্রোশ আষ্টেক দূরে।'

www.amarboi.org

কয়েদীকে টাঙ্গা থকে নামিয়ে গাছের সাথে বাঁধতে চেয়েছিল সা'দ। কিন্তু পরক্ষণে দিলে খেয়াল এলে ও বললো, মানবতা তোমাকে তকলীফ দিতে নিষেধ করায় নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে পারলাম না তোমার সাথে। তুমি মুক্ত। আযাদ করে দিচ্ছি তোমায়। সরাসরি সেভিলে যেও। ইদ্রীসদের বাড়ীতে তোমাদের কোতোয়াল বন্দি। অন্যান্য মদদগারের পূর্বেই তুমি তাকে উদ্ধার করবে বলে আমি আশা রাখি। এতে তোমার লাভও আছে। তোমার ঘোড়াটি আমরা নিয়ে নিচ্ছি। বিনিময়ে ইদ্রীসদের আস্তাবল থেকে একটি ঘোড়া নিয়ে নিও। শাহজাদা রশিদের দেখা পেলে বলো-তার কৃতকর্মের হিসাব নেওয়ার সময় আসন্ন।'

কয়েদীর বাঁধন খুললো সা'দ। চাপলো পুনরায় টাঙ্গায়। দুপুরের দিকে ওরা দু'ক্রোশ দূরে একটি ঘাঁটির কাছে এলো। সা'দের ইশারায় টাঙ্গা থামাল সইস।

সা'দ বললো, ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সরকারি ঘোড়া ব্যবহার আমাদের জন্য বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। আগত শহরগুলোতে প্রবেশের পূর্বেই ঘোড়া বদলাতে হবে।'

হাসান বললো, 'শাহজাদা রশিদ জেয়াদের বিলম্ব দেখে বোধহয় সেভিলমুখো হয়েছে। এতোক্ষণে হয়তো আমাদের পশ্চাবদ্ধাবনে সেপাইও প্রেরণ করেছে। ক্লান্ত ঘোড়াগুলোকে তাজাদম করতে বেশ সময় লেগে যাবে। টাঙ্গায় না চড়ে ঘোড়ায় চেপে অন্য রাস্তা দিয়ে চললে হয় না?'

'আমি ও তাই ভাবছি।'

সইস বললো, 'এখান থেকে কিছুদূরে একটি গিরিপথ আছে। তার ওপাশে আমাদের বাড়ী। পাহাড়টা অতিক্রম করলেই যাবতীয় শংকা দূর হয়। আমাদের সফর দূরপাল্লার বটে তবে এর দ্বারা একটি ফায়দা এই হবে যে, আমাদের বাড়ীর অনতিদূরে একটি বিকল্প রাস্তা আছে-যা লাকরুনা থেকে লোশা গিয়েছে। ঐ রাস্তায় ওঠতে পারলে নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌঁছা যাবে।'

সা'দ বললো, 'তুমি ঐ রাস্তা সন্ধান জান-তা আমাকে এতোক্ষণ বলোনি কেন? খামোকা পেরেশান হলাম। আচ্ছা, ঘোড়াগুলো ছেড়ে দাও। ওদেরকে তাজাদম করার এটাই যথোপযুক্ত স্থান।'

খানিক পর। ঘোড়া ছেড়ে টাঙ্গাটিকে ওরা গভীর খাদে ফেলে দিল। বৃদ্ধ নওকর মায়মুনার ট্রাঙ্ক ও জরুরী সামান পত্র উঠালো একটি ঘোড়ার পিঠে। হাসান ও অন্য দু'নওকর তাদের ঘোড়া দু'টি মায়মুনা ও তার চাকরানীকে দিল। হাসান চড়ল টাঙ্গার এক ঘোড়ায়, অন্যটা দিল সইসকে। হাসান ও সইসের পিছে চড়ল নওকরদ্বয়।

গিরিপথ পেরিয়ে ওরা বেশ ক'জন কিষাণ দেখতে পেল। সইসের বাড়ী ওখান থেকেও বেশ দূরে। তার ঘোড়াটি নেহাৎ ক্লান্ত। বাধ্য হয়ে সা'দ বস্তিতে যাত্রা বিরতি করল। কিষাণরা অত্যন্ত ভক্তিভরে ওদের আতিথেয়তা করল। ব্যবস্থা করল ঘোড়ার দানা-পানির।

এখানে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ওরা পুনরায় রওয়ানা হলো। সূর্যাস্তের পূর্বেই অন্য গ্রামে পৌছুল। রাত কাটাল সইসের বাড়িতে। শেষ রাত্রে কাফেলা চললো গ্রানাডামুখো।

www.amarboi.org

সাত.

পরের রাতে ওরা লোশায় উপনীত হলো। লোশার ক'জন নওজোয়ান সা'দের সাথে গ্রানাডার ট্রেনিং সেন্টারে ফৌজি তালিম নিয়েছিল। তন্মধ্যে একজন ছিল-লোশার কাজীপুত্র। সা'দ সরাইখানা তালাশ না করে সর্বাগ্রে ওদের বাড়ী খুঁজতে লাগল। পেয়ে গেল কাজী ভিলা। কাজী পুত্রের সেকি আনন্দ। দীর্ঘদিন পর বাল্যবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ। খুশীতে আটখানা সে। মায়মুনা ও চাকরানীকে নারী মহলে পাঠানো হলো। নওকরদের থাকতে দেয়া হলো মেহমান খানায়। কাজী সাহেব সাগ্রহে শুনলেন সা'দের বলা কাহিনী। কিন্তু আগামীকল্য রওয়ানা দেবার প্রসংগ এলে কাজী সাহেব বলে উঠলেন, 'বেটা। দূরপাল্লার সফর তোমাদের। তাছাড়া সাথে দু'মহিলাও রয়েছে। থেকে যাও না দু'টো দিন। এ সময়ে যেমনি তাজাদম হতে পারবে তোমরা, তেমনি পারবে তোমাদের বাহনগুলোও। তোমরা মুতামিদের শাসিত এলাকার বাইরে এসে পড়েছো। সুতরাং ঐ পিছুটানটা অন্ততঃ তোমাদের থাকছে না।'

সা'দের বন্ধু পীড়াপীড়ি করে বললো, 'অন্ততঃ না হয় কালকের দিনটা থেকে যাও!'

শেষ পর্যন্ত সা'দ বললো, 'হাসান ও নওরকরদের থাকতে আপত্তি নেই, কিন্তু তৃতীয় প্রহরে আমাকে অবশ্যই রওয়ানা দিতে হবে। যথাশীঘ্র কার্ডিজ পৌছুতে হবে। এখন দরকার শুধু একটা তাজাদম ঘোড়ার।'

কাজী সাহেব বলেন, 'ঘোড়ার চিন্তা করতে হবে না 'কিন্তু কাডিজ যাচ্ছ কেন?'

'পূর্বেই বলেছি-মায়মুনার ভাই ওখানে গেছে। আমার শংকা, ওকে সময়মত খবর জানাতে না পারলে গ্রেফতার করা হবে। সেক্ষেত্রে ওর সম্মুখীন হতে হবে নিষ্ঠুর নির্যাতনের।'

কাজী সাহেব বলেন, 'যেতে যখন হবে তখন আমি কিছু সঙ্গী দিয়ে দিলে তোমার কোন আপত্তি নেই তো?

'না না! এ কাজের জন্য লোকের প্রয়োজন পড়বে না।'

'চলতি মাসের মাঝামাঝিতে কাজী আবুল ওয়ালিদের আহ্বানে দেশবরেণ্য উলামা ও নেতৃস্থানীয় লোকজন ভেগোতে সমবেত হচ্ছেন। দাওয়াত পেয়েছি আমিও। ঐ সম্মেলনে যা উপস্থাপন করা হবে তা হচ্ছে, উলামা ও নেতৃবৃন্দের সম্মিলিত প্রতিনিধিবর্গ 'খন্ডিত স্পেনের' স্বপ্নধারীদের কাছে গিয়ে ইসলাম বৈরীদের বিরুদ্ধে সজাগ করে তুলবে। ওদেরকে ইসলামী প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ করার পরামর্শ দেয়া হবে।'

'আমার যদ্দুর বিশ্বাস-এক্ষণে ইসলামের সবচেয়ে বড়ো দুশমন হচ্ছে, খন্ডিত স্পেনের মুসলিম শাসকগণ-ই। ওরা পানি খ্রীস্টানদের গোলামি কে বরদাশত করতে পারে, কিন্তু ইসলামের নামে একতাবদ্ধ হতে রাজী হবে না আদৌ।'

'আমি তোমার কথা ফেলতে পারছি না। আমার আশা-তোমার মত দেশদরদী নওজোয়ান অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে যোগ দিক!'

সা'দ বললো, 'অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ভেগো থাকতে চেষ্টা করব।'

www.amarboi.org

আট

নারী মহলে অন্তরঙ্গ আলাপ শেষে এশার নামায পড়ল মায়মুনা। অতঃপর গেল শুতে। অতি প্রত্যুষে ওর ঘুম ভাংলো। চাকরানী ওর বাযু ধরে নাড়া দিয়ে বললো, 'মায়মুনা! মায়মুনা!! ওঠো! নামাযের ওয়াক্ত উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।'

মায়মুনা ধরফড়িয়ে উঠে উযু করে নামাযে দাঁড়াল। চাকরানীকে অভিযোগের সুরে বললো, 'তুমি আমাকে এত দেরীতে জাগালে কেন? আমাদের তো আরো আগে রওয়ানা দেয়ার কথা। উহ্! অনেক দেরী হয়ে গেল। ওদের গিয়ে বলো-আমি তৈরি হয়ে আছি।'

কাজীর মেয়ের সাথে ক্ষণিকের আলাপে মায়মুনা মুগ্ধ হয়েছিল। চাকরানীর সাথে ও যখন আলাপ করছিল তখন ভেজানো দরজা ঠেলে কামরায় প্রবেশ করে সে। হাসতে হাসতে বলে,

'আপনার প্রস্তুতির দরকার হবে না। আজ আপনারা এখানেই থাকছেন। আব্বাজান ওদের থেকে এজাযত নিয়েছেন।'

মায়মুনা চাকরানীকে বললো, 'ইনি ঠাট্টা করছেন। যাও। ওদের গিয়ে বলো।'

চাকরানী বললো, 'সা'দ শেষ প্রহরে কার্ডিজ রওয়ানা হয়ে গেছেন।'

'রওয়ানা হয়ে গেছেন?' মায়মুনার কণ্ঠে বিস্ময়!

'হ্যাঁ! এই মাত্র হাসান একথা বলে গেল।'

মায়মুনার চেহারায় আচানক হতাশার কালো রেখা ফুটে ওঠল। সা'দ ওকে পথিমধ্যে বলেছিল, লোশা পৌঁছেই ও কার্ডিজমুখো হবে। কিন্তু যাবার প্রাক্কালে ওকে 'খোদা হাফেয' বলে যাবে না-এ আশা ও করেনি। ওর ধারনা ছিল, লোশার উপকণ্ঠে সকল্পে ওকে বিদায় জানাবে। কার্ডিজে সা'দের নিরাপত্তা নেই জেনেও কিভাবে ওকে বিদায় জানাবে-সে ভাষা খুঁজে পায়নি। মনে হাজারো বাক্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু প্রিয়কে হুমকির মুখে বিদায় জানানোর জন্য সে বাক্যস্ফুরিত হয়নি। অবশ্য এক্ষণে নানান বাক্য ও সান্ত্বদায়ক শব্দ মনে তোলপাড় করছে।

'ও কবে ফিরবে? কে আমাদের পথ দেখাবে?' মনে মনে আওড়ালো ও, তুমি সা'দ একা একা দূরপাল্লার পথে ঘোড়া ছুটিয়েছো! হায়! আমি তোমার সাথে যেতে পারতাম। হায়! মায়মুনার অশ্রু কি তোমায় অতি শীঘ্র ফিরিয়ে আনবে?'

www.amarboi.org

অভিযান

সা'দের মা জোহরে নামাযান্তে হাত উঠিয়ে দোয়া করছিলেন, আচানক উঠানো কারো পায়ের শব্দে তার কান সচিকিত হয়ে ওঠল। দোয়া শেষে জলদী দরজায় এসে দেখলেন-হাসান দাঁড়িয়ে আছে।

তাঁর উদাস চেহারায় খেলে গেল এক চিলতে মুচকি হাসি। অগ্রসর হয়ে মাকে সালাম দিল হাসান।

'সা'দ কোথায়?' মা প্রশ্ন করলেন।

'আম্মাজান!' আমাদের লোশায় পৌছিয়ে তিনি কার্ডিজমুখো হয়েছেন। খুবশীঘ্র এসে পৌছুবেন। ইদ্রীসের বোন এসেছেন আমাদের সাথে। উনি উঠানে দাঁড়ানো।'

'কে-মায়মুনা!' হাসানের মা জলদি উঠানে চলে যান। উঠানে দাঁড়ানো মায়মুনা ও চাকরানী। চকিতে মা ওকে বুকে চেপে ধরেন। নিয়ে আসেন হাত ধরে অন্দরে।

আস্তাবলে ঘাড়া বেঁধে হাসান দু'নওকরকে দেউড়ীস্থ মেহমান খানায় বসিয়ে দিল। ইত্যবসরে এলো আহমদ ও আলমাছ। ওরা পাশের মসজিদে নামায পড়তে গিয়েছিল। হাসানকে দেখামাত্রই আলমাছ স্বতঃস্ফূর্ত চিত্তে বলে ওঠল

'হাসান! কসম খোদার, আজ সূর্যাস্তের পূর্বে তোমরা না এলে আমি সেভিলের পথ ধরতাম। আহমদকে জিজ্ঞেস করে দেখ। তোমাদের অনুপস্থিতিতে আমি কতটা পেরেশান ছিলাম।'

হাসান বললো, 'চাচা! এতে ভাইজানের হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ হত যে?'

আলমাছ বললো, 'শোকর খোদার! তা তোমার ভাইজান কোথায়?'

'ইদ্রীসকে আনতে কার্ডিজ গিয়েছেন।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ চাচা, আমাদের লোশা পৌছিয়ে উনি গেছেন।'

'আমিও তাহলে কার্ডিজ যাব।'

'আপনার যাবার জরুরত নেই। ইনশাআল্লাহ কিছু দিনের মধ্যে উনি গ্রানাডা ফিরবেন।'

'আচ্ছা, ওখানে ওর জীবন বিপন্ন নয় তো?'

'না চাচা! আপনি পেরেশান হবেন না। একথা বলার পর, কর্ডোভার পর হতে সেভিলে ঘটা তামাম ঘটনা খুলে বলল হাসান। বললো মায়মুনার কথাও। এদিকে মায়মুনার মুখে অন্দরে বসে ঘটনা শুনছিলেন ওদের মাও।'

www.amarboi.org

সা'দের মার সাথে অন্তরঙ্গ আলাপ শেষে মায়মুনা উপলব্ধি করলো, এ ঘর তার অপরিচিত নয়। সন্ধ্যার দিকে সা'দের খালা এলেন। খুশী হলেন মায়মুনাকে দেখে তিনিও। পরের দিন আবার এলেন। কাটালেন মায়মুনার পাশে। পরবর্তীতে তিনি রোজানা দু'চার ঘন্টার জন্যে হলেও এ বাড়িতে আসতেন।

একদিন মায়মুনার জন্য জোড়াচারেক কাপড় নিয়ে এলেন। মায়মুনা তা দেখে অবাক, 'খালাজান! আপনি এত তকলীফ করতে গেলেন কেন?' আমার তো অঢেল কাপড় রয়েছে। গতকাল আম্মাজান দু'জাড়া আমার জন্য খরীদ করেছেন।

'বেটি! এগুলো হাসানের খালু দিয়েছেন। উনি তোমাকে মেয়ে ডেকে ফেলেছেন। ওনার খায়েশ-তুমি আমাদের বাড়ীতে থাকবে।'

একথা বলে এক জোড়া লাল কাপড় বের করল। দাঁড়িয়ে রইল 'থ' হয়ে। হাসানের খালা বললেনঃ 'বেটি। এ রং আমি নিজেই পছন্দ করেছি।'

মায়মুনার চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। বললোঃ 'আমার আম্মাজান এ রং খুব পছন্দ করতেন। আমাকে পড়তে বলতেন সর্বদা এ ধরনের কাপড়।'

'বেটি! আমাকে আজ থেকে মা ডেকো।'

রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে হাসানের মার সাথে কথা বলছিল ও। মা বললেন, 'মায়মুনা! আমার আপার কোন সন্তান নেই। তোমাকে তাই তার কাছে রাখতে চাচ্ছেন।'

মায়মুনা বললো, 'আম্মিজান! আপনার এজাযত পেলে তার খেদমতকে আমি পরম সৌভাগ্য মনে করব।'

'তাদের মনোতুষ্টির দিকে খেয়াল রেখে তুমি এমনটি করলে আমি খুশী হব।'

পরের দিন চাকরানীসহ হাসানদের খালা বাড়ি গেল মায়মুনা। ওর আগমনে খালাবাড়ীতে আনন্দের বন্যা-বয়ে গেল। মায়মুনা মহলে প্রবেশ মাত্রই খালা পার্শ্ববর্তী মহিলাদের ডেকে বলেন, আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল করেছেন। দান করেছেন এক যুবতী মেয়ে।

পরবর্তীতে প্রতি রাতে মায়মুনা খালা বাড়ীতে থাকতে লাগল। দিনের বেলায় কখনো কখনো এসে হাসানের মার সাথে দেখা করে যেত। ইদ্রীসদের নওকররা দিন তিনেক সা'দদের বাড়ী থেকে চলে যাবার অনুমতি চাইল। আহমদ তাদেরকে যথাক্রমে একটি ঘোড়াও মায়মুনার পুঁজি থেকে ৫০ দীনার করে দান করল। বৃদ্ধ নওকর মায়মুনার সুপারিশে হাসানদের খালা বাড়ী থেকে গেল।

দুই.

শেখ আবু সালেহ ও তার বিবি যথাসম্ভব মায়মুনাকে আদর যত্ন করতে লাগলেন। হাসান, আহমদ ও ওদের মাও ওকে নেহাৎ মোহাব্বত করতেন। এতদসত্ত্বেও মায়মুনার পেরেশানীর অন্ত নেই। সা'দ ও ইদ্রীসের চিন্তা ওকে পেয়ে বসে। ও জানত, কার্ডিজ

www.amarboi.org

সেই কতদূরে। ওরা জলদী ফিরবে না। সকাল-সন্ধ্যা ওদের অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকত ও। যে কোন আনন্দঘন পরিস্থিতিতে পরিধি বাড়িয়ে হাসতে চাইত ও, কিন্তু ওদের চিন্তায় সেই হাসি বিলীন হয়ে যেত।

এক সন্ধ্যায় মায়মুনা উঠানে বসেছিল। এমন সময় হাসান ফটক খুলে বললো 'আপা! ইদ্রীস ভাই এসেছেন।'

'কোথায়?'

হাসান পিছু ফিরে বললো, 'আসুন ভাইজান।'

অন্দরে প্রবেশ করল ইদ্রীস। আনন্দাতিশয্যে ভাইকে জড়িয়ে ধরল মায়মুনা। ইদ্রীস ওর মাথায় হাত রেখে স্নেহভরে বললো, 'তুমি কাঁদছ। পাগলী কোথাকার!'

মায়মুনা এক কদম পিছু হটে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ভাইজান! আপনি আনন্দাশ্রু চিনতে ভুল করলেন? হাসানের খালা কামরায় প্রবেশ করে বললেন, 'হাসান! সা'দ কোথায়?'

'খালাজান! উনি আসেননি।'

মুহূর্তে মায়মুনার আনন্দ বিষাদে পরিণত হলো। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো ভাইয়ের প্রতি। ওর গোলাপী চেহারা হয়ে গেল পাংশুবর্ন।'

খালা অগ্রসর হয়ে বললেন, 'সত্যিই কি সা'দ আসেনি?'

ইদ্রীস জওয়াব দেয় 'ও ভেগো গেছে। ওখানে একটি সম্মেলন হতে যাচ্ছে। বোধহয় দিন তিনেকের মধ্যে এসে যাবে।'

জিন্দেগীর তামাম আনন্দ কোলাহল আবার যেন মায়মুনার চেহারায় ফুটে ওঠল।

'ও আমার ভাই'। খালাকে লক্ষ্য করে মায়মুনা বলে।

'বেটি! তামার ভাইকে না চেনার মত উপলব্ধি শক্তি আমার নেই বলে ভাবছ? চলো বেটা অন্দরে চলো!'

'নামাযের ওয়াক্ত হয়ে আসছে। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।'

'বেশ ভাল কথা। তবে যাবার আগে বলো-সা'দ ভালো আছে তো?'

'জি হ্যাঁ।'

মায়মুনা বলে, 'আপনি ওর সাথে কার্ডিজে মিলিত হয়েছিলেন কি?'

'না। প্রত্যাবর্তন কালে ওর সাথে পথিমধ্যে দেখা হয়েছে।'

দাঁড়ান ভাইজান। আপনার আদ্যোপান্ত কথা শুনিয়ে যান।'

ইদ্রীস বলতে লাগল, 'কার্ডিজ থেকে ফিরছিলাম। সেভিল সীমান্তে পৌছার সাথে সাথে চৌকি প্রধান শাহাজাদা রশিদের বরাত দিয়ে আমাকে কর্ডোভামুখো হতে বললেন। পীড়াপীড়ি করলে বললাম-বাড়ী যেয়ে তারপর যাব। আমার গড়িমসি ভাব দেখে চৌকি প্রধান আমাকে গ্রেফতার করে ফেলে। চারজন সেপাইর প্রহরায় রওয়ানা করে দেয়া হয়

www.amarboi.org

সেভিলের পথে। চলছিলাম কর্ডোভার পথ ধরে। আচানক দিগন্ত প্রবাসীর ধুলোঝড় উড়িয়ে এক সওয়ার আমাদের সাথে মিলল। কর্ডোভার পথ জানতে চাওয়ার বাহানায় ও ঘোড়া থামাল। অতঃপর মুখের থেকে নেকাব সড়িয়ে পুনরায় ঘোড়া হেঁকে সামনে চলে গেল। সওয়ারটির নাম সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম।'

'তারপর?' বৃদ্ধা খালা প্রশ্ন করেন ইদ্রীসকে।

খানিকদূর যাবার পর আমি মুক্ত হই। গাছের আড়াল থেকে দু'টি তীর এসে দু' সেপাইকে ঘায়েল করলে অন্য দুজন পালিয়ে যায়।

খালা বললেন, 'বেটা! কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষেপ করে ফেলেছ। নামায পড়ে এসো। বিস্তারিত শুনব।

তিন.

ভেগোর একটি খোলা ময়দান। পাশে কাজী আবুল ওয়ালিদের বাসভবন। এখানে জমায়েত হয়েছেন, কওমের নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কিরাম। এখানে সমবেত হলেন এমনো দু'শ প্রভাবশালী আলেম-কাজী সাহেব যাদেরকে দাওয়াত দিয়ে স্পেনের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নিয়ে আসেন। এখানকার সিংহভাগ আলেমই স্পেনের ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠিত ছিলেন। গ্রানাডার মশহুর কাজী আবু জাফর অত্র সম্মেলনের সভাপতি। কাজী আবুল ওয়ালিদ তার ভাষণে বলেনঃ

"স্পেনীশ উলামাগণ খন্ডিত স্পেনের ধ্বজাধারীদের কানে খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্রের কথা দিবেন। প্রথম দিনের বক্তৃতায় সকলে একমত হন। অবশ্য অনেকে এতে সন্দিহান হয়ে পড়েন। তারা বলেন, খন্ডিত স্পেনের জয়গানকারীদের কানে নীতিবাক্য দিয়ে কোন লাভ নেই। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে।

সা'দ একজন নীরব দর্শকের ভূমিকায় পয়লা দিনের ভাষণ ও পর্যালোচনা শুনছিল। মাঝরাতের দিকে সম্মেলন কার্য পরের দিনের জন্য মুলতবি রাখা হলো।

বাকী রাতটা ও একটি সরাইখানায় কাটাল। ফজরের নামাযের সময় কাজী আবু জাফরের সঙ্গে মসজিদে ওর সাক্ষাৎ।

'কবে এসেছ তুমি?' কাজী সাহেবের প্রশ্ন।

'গত পরশু।'

'সম্মেলনের বিষয়বস্তু-ফলাফর নিয়ে তোমার ভাবনা কি ধরনের?'

'আমি ভেবে অবাক হচ্ছি। আমাদের বুযুর্গরা হাওয়ার মাঝে কেল্লা নির্মাণের স্বপ্ন দেখছেন। অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে আপনার মতামত শোনার আশায় আছি।'

'আমার ব্যাপারে তোমার ধারনা কি?

www.amarboi.org

'একজন দেশদরদীর কাছে ইনছাফগার লোকজন যে ধারণা পোষণ করে, তেমনটি করি আপনার থেকে আমিও। ইবনে আম্মার ও মুতামিদ যে পথ দেখিয়েছে, তার আলোকে পর্যালোচনা করে আপনি সতন্ত্র একটি ফর্মুলা পেশ করতে পারেন।

'নামী দামী এই সম্মেলনের একজন সভাপতি হিসাবে সকলের মনরক্ষা করতে হবে আমায়। কিন্তু তোমার মত নওজোয়ানের নীরব দর্শকের ভূমিকা আমায় পীড়া দিচ্ছে।'

'আমার ভয় হচ্ছে, এতো নামজাদা লোকজন নগণ্য এক নওজোয়ানের পরামর্শে কান দিবেন কি?

'এক্ষণে আশীতিপর বৃদ্ধ এসব বুযুর্গদের স্থলে তোমার মত নওজোয়ানদের বড্ড প্রয়োজন। তোমাদের রক্ত তরতাজা, যৌবন টাটকা। আজ তোমাকে দু'চার কথা বলার সময় দেয়া হবে। এসো!'

কাজী সাহেবের সাথে কথা বলতে বলতে সা'দ সভাস্থলে পৌঁছুল। খানিকপর সম্মেলন শুরু হয়। যে উলামারা গতকাল কথা বলতে পারেননি, তারা একে একে যার যার মত ব্যক্ত করেন। পরিশেষে কাজী সাহেব সা'দকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

'নওজোয়ান! তোমার কোন মতামত থাকলে বয়ান করতে পার। সা'দ উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে এলো মঞ্চে। স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে বলতে লাগল ঃ

'বুযুর্গানে মিল্লাত!

স্পেনের দুর্ভাগ্য, যে কাজ আরো অনেক পূর্বে করার ছিল–তা করতে যাচ্ছেন বড্ড দেরীতে। আমাদের সম্মিলিত উদাসীনতার দরুন এক্ষণে স্পেনের গদী দখল করেছে এমন কিছু শাসক, যাদের থেকে হিতকামনা আত্মপ্রঞ্চনা বৈ কিছু নয়। আপনারা চাচ্ছেন-তৃত্ত্ববাদী শকুনদের করাল থাবা থেকে আত্মরক্ষার্থে খন্ডিত স্পেনের জয়গানকারীদের পতাকাতলে সমবেত হতে। আপনাদের ধারনা, ওরা ক্রুশের পরিবর্তে স্পেনে ইসলামের ঝান্ডা বুলন্দ করবে। কিন্তু এ বাস্তব সত্যটি আপনারা অস্বীকার করতে পারেন না যে, নামকাওয়াস্তের মুসলিম এসব কুলাঙ্গার শাসকের আযাদীর স্থলে আল-ফান্সোর সাথে মৈত্রী চুক্তি করতে আগ্রহী। আওয়ামের রক্ত শুষে যে সব শাসক আল-ফান্সোর ট্যাক্স আদায় করে থাকে, তাদের থেকে সুখকর কিছু আশা করা যায় কি? সুতরাং ওদের থেকে হিত কামনা করা অতীতের অবস্থা থেকে বিমুখ হয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে চোখ বন্ধ করার শামিল।

আপনাদের একনিষ্ঠতার ওপর আমি সন্দিহান নই আদৌ। কিন্তু কাঠের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বাজীমাত করার চিন্তা করা নিছক ছেলেমি ছাড়া কিছু নয়। নামকাওয়াস্তের এসব মুসলিম প্রশাসকদের জীবন মৃত হয়েছে। ওদের লাশ হয়ে গেছে দুর্গন্ধ। এক্ষণে কোন আসমানী মোজেযাই বিপর্যয়ের হাত থেকে স্পেনকে বাঁচাতে পারে। কোন অলৌকিকতা ওদেরকে কবরের অন্ধকার থেকে উঠিয়ে মুসলিম গাযীদের কাতারে করতে পারে শামিল।

www.amarboi.org

ওরা খোদা ও রাসুলের দ্রোহী। ওদের জীবনের লক্ষ্য, এখনও কাব্য-চর্চা, মদ, নারী আর গদী রক্ষা করা।

সমবেত বুযুর্গানে দ্বীন!

আসন্ন অভিযানে আমি ফলদায়ক কোন কিছু দেখছিনা। নিছক সম্মেলন, রঙ্গ-রসের আসর, আত্মসম্ভ্রমবোধহীন নারীদের বেলেল্লাপনা, খানা-পিনা যদি দুশমনদের প্রভাবিত করত তাহলে এসব প্রশাসক আমাদের কাজে আসত। রণাঙ্গনে সেপাইদের তলোয়ারের স্থলে কবিদের ধুয়াধার চরণ-পংক্তি যদি কার্যকরি ভূমিকা রাখত, তাহলে মুতামিদের দরবারের খোশামোদী কবিরা সেকেন্দার রুমির ইতিহাসকেও হার মানাত। কিন্তু ওদের বর্তমান কার্যবিধি ভাগ্যহারা জাতির কোন কাজে আসবে বলে মনে হয় না। সুতরাং ওদের পিছে সময় খর্চা করলে এক সাগর হতাশা ছাড়া আর কিছুই পাব না আমরা। কওমের আঁসু দ্বারা নিজেদের অট্টহাসির খোড়াক জোগাতে ব্যস্ত যারা, রণাঙ্গনের কষ্ট-ক্লেষ আর আহাজারীতে তারা আমাদের সঙ্গ দেবে না কিছুতেই।

এক লোক দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলঃ আপনার কথার মতলব কি তাহলে এই যে, আমরা খন্ডিত স্পেনের জয়গানকারীদের থেকে বিমুখ হয়ে ভাববো-মুসলিমদের আযাদী কল্পনাতীত এবং তাদের হিজরত ছাড়া কোন পথ নেই?'

গোস্বায় রক্ত জবার মতো হয়ে গেল সা'দের চেহারা। ওর কণ্ঠ পূর্বের চে' প্রতিবাদ দীপ্ত হলোঃ

'না না। আমার কথায় আপনারা ভুল বুঝবেন না। স্পেনের এক টুকরো মাটি রক্ষার্থে আমি গোটা দেহের রক্ত ঝরাতে রাজী। আমি শুধু আপনাদের গলদ আশার ভ্রান্তি থেকে হুঁশিয়ার করতে চাই। সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধবাদী আমি, যে সিদ্ধান্ত খন্ডিত স্পেনের জয়গানকারীদের হাতে যুদ্ধের পতাকা তুলে দিতে চায়। ইসলামের নামে বাঁচতে হলে আমাদেরকে এসব কুলাঙ্গারদের পায়ে তেল না মেখে জনগণকে ইসলামের প্রতি অনুরাগী বানাতে হবে। ইজ্জতের জিন্দেগী হাসিল করতে এসব উমরাদের প্রাসাদোপম মহলমুখো না হয়ে বুভূক্ষ নিরন্ন মানুষের বস্তিতে যেতে হবে। আমাদের চলার পথে হাজারো বাধা মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে। প্রশাসনিক অবকাঠামোর শিরোমনিগণ ইসলামী চেতনায় জনগণকে উৎসাহিত করতে গেলে ওরা প্রমাদ গুনবে ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ-রাসূলের নির্দেশে চালিত হয়ে আন্দোলনের দাবালন তুলতে পারলে আমরা একটি সুন্দর জনশক্তি গড়তে পারব। গড়তে পারব একটি শংকামুক্ত সমাজ-যেখানে বইবে কেবল সুখ-আহ্লাদের সুবিমল বাতাস।

বুযুর্গানে দ্বীন!

ঢিল ছোঁড়ার অপরাধে পাটকেল মারতে আমাদের উপর খড়গহস্ত হয়ে আছে দুশমন, কিন্তু নীতিজ্ঞানহীন প্রশাসনবর্গ মৃতঘোড়ার ওপর জিন কষে তৃপ্তির ঢেকুর

www.amarboi.org

তুলছে। আমি আপনাদের অভিমতের ওপর আঘাত করতে চাই না, তবে খন্ডিত স্পেনের ধ্বজাধারীগণের কাছে গেলে অনুধাবন করতে পারবেন যে, সুবিধাবাদ-জিন্দাবাদ গ্রুপ জিল্লতীর তামাম গাঠুরীকে দলামোচা করে ভাগ্যবিড়ম্বিত জাতির কাঁধে তুলে দিতেছে।

আসুন! পথহারা জাতিকে পথনির্দেশ দেই। আসুন! জিল্লতীর বোঝা বইতে বইতে যাদের কোমড় বাকা হয়ে গেছে, তাদের কোমড় সোজা করি।

চার.

সা'দের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় বেশ কিছু লোক ওর সমর্থক হয়ে যায়, কিন্তু সিংহভাগ ওলামা তাদের নিজস্ব মতামতের উপর ইস্পাত কঠিন। কিছু আপত্তিকরদের আপত্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কাজী আবুল ওয়ালিদ সভাপতিকে এ সবের সমুচিত জওয়াব দিতে অনুরোধ জানান। কাজী আবুল ওয়ালিদ আপিল করে বলেনঃ 'আপনি মওকা দিলে মাত্র ছয়মাসের মধ্যে আমরা আমাদের কার্যকারীতার ফলাফর বয়ে আনতে পারব।'

কাজী আবু জাফর আপীলের জওয়াব দিতে গিয়ে বলেন, 'সম্মানিত উলামায়ে কেরাম! আমার মতামত আপনাদের অজানা নয়। সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম আমার মনের কথাগুলো বিবৃত করেছে। এতদসত্ত্বেও সিংহভাগ ওলামাদের পূর্বাপর মতামতকে আমি হেলায় ফেলে দিচ্ছি না। তাদের মতামতই-খন্ডিত স্পেন শাসকদের সংশোধনের চেষ্টা বলার পক্ষপাতি আমিও। এসব শাসকগোষ্ঠির ওপর নেহাৎ ঘৃণা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ আমার যবান ও কলমে যত্রতত্র প্রকাশিত হয়েছে। আমি দোয়া করি-স্বার্থান্ধ শাসকগোষ্ঠী স্বার্থপুজা ছেড়ে খোদার সৈনিক হয়ে যাক। ওলামাদের নেতৃত্বের জন্য কাজী আবুল ওয়ালিদ যথোপযুক্ত। তবে তাঁর দলে কে-কে থাকবে সেটা নির্বাচনের দায়িত্ব তাঁর। তবে আমার এ মতের অর্থ এই নয় যে, যারা আমার মত এই প্রতিনিধিবর্গের কার্যক্রমের ফলাফলকে অর্থবহ ভাবতে পারছে না তারা হাত ধুয়ে বসে থাকবেন। আসন্ন প্রতিনিধিবর্গের চেষ্টা বিফলে না যায় সেজন্য জনতাকে সজাগ করে তুলতে হবে। খন্ডিত স্পেনের শাসকবর্গ এরপরও শিক্ষা না পেলে তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরতে হবে। বহিঃশত্রু ও আভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে একযোগে মোকাবেলা করতে গেলে আমাদের বিপুল শক্তির অধিকারী হতে হবে। আমাদের এ সম্মেলনের শর্তাবলী ও কর্মসূচী শত্রুদের অজানা থাকবে না। ঘাতকরা আমাদের চেয়েও চৌকস। সভাস্থলে বেশ কিছু জোয়ানদের দেখছি। তাদের লক্ষ্য করে বলব জাতির মরণ ঘুম ভাঙ্গাতে তোমরা রাত দিনকে এক করে ফেল। যুগের চাহিদা ও সময়ের পদক্ষেপ তোমাদের কানে টোকা দিয়ে বলছে "তোমাদের তীর-তূণীর প্রস্তুত করো। ভরে নাও ধনুকে তীর। অতঃপর আমি বলে দেব–তোমাদের লক্ষ্য বস্তু কি হবে।'

www.amarboi.org

কাজী আবুল ওয়ালিদ দাড়িয়ে ৭ সদস্যের নামোল্লেখ করেন। এর সাথে সম্মেলনের সমাপ্তি টানা হয়।

কিছু লোকজন সম্মেলন শেষে সা'দের পাশে জড়ো হয়। এরা যখন জানলো সা'দ সরাইখানায় উঠছে, তখন তারা নিজ বাড়ীতে থাকতে ওকে আগ্রহ জানাল। কিন্তু সা'দ বলেঃ 'আমি আজই এখান থেকে রওয়ানা দিচ্ছি। বেশ কিছু লোক কাজী আবু জাফরের পাশেও জমা হচ্ছিল, কিন্তু তিনি সেদিকে লক্ষ্য না করে সা'দের কাছে এলেন। রাখেন ওর কাঁধে হাত। আপনার প্রতি লক্ষ্য রেখে বলেন, সা'দ! বাড়ী যাবার পূর্বে আমার সাথে দেখা করে যেও। জরুরী আলাপ আছে। পারলে জোহরের নামাযের সাথে সাথে এসো কেমন!'

কাজী আবু জাফর আবুল ওয়ালিদের বাড়ীতে উঠেছিলেন। নামায শেষে সা'দ এলো এখানে। কুরসী ছেড়ে ওকে অভ্যর্থনা জানাল সকলে। কাজী আবু জাফর বলেন, 'আমার যা ধরনা, কয়েক মাস পরে এসব আলেম উলামা যখন পুনরায় একত্রিত হবেন-তখন তারা আফসোস করে বলবেন আমরা খামোকাই সময় নষ্ট করেছি। একনিষ্ঠতা ও এক বুক আশা নিয়ে প্রশাসনের সাথে মত বিনিময় করে কেবল হতাশ-ই হইনি হয়েছি হতোদ্যমও। খন্ডিত স্পেনের মসনদধারীরা ইসলামের থেকে দুরে চলে গেছেন। তাই ওদের থেকে কোন প্রকার সুখকর কিছু আশা করা যায় না। সুতরাং এক্ষণে আওয়ামের মাঝে চেতনা জাগাতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় গড়তে হবে দুর্গ। জড়ো করতে হবে ছিন্নমুল মানুষদের। ইসলামী জাগরণের স্পৃহা দিতে হবে। কিন্তু তুমি জান, এসব করতে গেলে বেশ সময়ের প্রয়োজন। ইসলামী জাগরণ দেখে শিউরে ওঠবে মসনদধারী কুলাঙ্গাররা। মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো শক্তিকে অংকুরেই বিনাশ করতে আদানুন খেয়ে নামবে ওরা। ওরা জানে, যে হাতে একবার হকের ঝান্ডা উত্থিত হবে, সে হাত একদিন ওদের টুটি চিপে মারতে কুণ্ঠিত হবে না। অবশ্য এসব দমণপীড়নে ভীত সন্ত্রস্থ না হয়ে নিঃস্বার্থ নিখাদ আন্দোলন চালিয়ে গেলে বিজয়ের সোনার হরিণ আমাদের পদচুম্বন করবেই। যে হারে উত্তর স্পেন থেকে তৃত্ত্বাবাদী আগ্রাসনের সয়লাব ধেয়ে আসছে তাতে গঠনমূলক কাজে আমরা খুব একটা সময় লাগাতে পারবনা। সেমতাবস্থায় আফ্রিকার মুসলমানরা আমাদের আখেরী ভরসা।

সারা দুনিয়ার মুসলিম জাতি যখন নিস্প্রাণ পাথরের মত বসে আছে, তখন আফ্রিকায় এক নতুন শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। আমি মোরাবেতীন আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনের নামে অনেক কিছু অবগত হয়েছি। তিনি আলজেরিয়া থেকে তাঞ্জানিয়া পর্যন্ত বিশাল একটি ক্ষেত্র তৈরি করে বার্বারদের একত্রিত করছেন। তার সততা ও সাহসিকতায় বিমুগ্ধ হয়ে আফ্রিকার স্বতঃস্ফুর্ত জনগণ তার পতাকাতলে ভিড়ছে। এযাবত হাজারো দাম্ভিক বিদ্রোহী সর্দারদের সামনে নিছক লৌহ মানব বলে নিজকে তিনি পরিচয় করিয়ে দিতে পেরেছেন। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছে লাখো লাখো কালো মায়ের সন্তান। তাঁর যাদুকরী সংস্পর্শে ওরা বর্নবাদের বহ্নিঃজ্বালা থেকে মুক্তি পাওয়ার

www.amarboi.org

স্বপ্ন দেখছে। আমার যদ্দুর বিশ্বাস, এ মহান ব্যক্তিত্ব একে একে নির্যাতিত মানবতার সেবা করে আরো বড় প্রমাণিত হবেন। বিগত হজ্জ মৌসুমে মক্কা শরীফে আফ্রিকার বরেণ্য ক'জন উলামার সাথে আমার সাক্ষাৎ। তাঁর প্রশংসায় সকলেই হলেন পঞ্চমুখ। হজ্জব্রত উদযাপন করে দেশে ফিরে আমি জনাতিনেক আলেমকে তাঁর ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানাতে পাঠিয়েছিলাম আফ্রিকায়।

ইউসুফ বিন তাশফীন সাবতা থেকে হাজার মাইল দূরে। আত্মম্ভারী এক সর্দারের শুনছিলেন। সপ্তাহ তিনেক পর তন্মধ্যে একজন পড়লেন অসুস্থ হয়ে। ফিরে এলেন তিনি। বাকী দু'জন ইউসুফ বিন তাশফীনের কাছে পৌছলেন। কিন্তু একজনে গরমের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে দেশে ফিরেন। রয়ে গেলেন মাত্র একজন। তিনি ইসলাম প্রচারে নিমগ্ন হলেন। অতঃপর তারও কেমন যেন অসহ্য লাগল মরুর বাতাস। শেষ পর্যন্ত ইউসুফকে একথা বলে তিনি আন্দালুসের পথ ধরলেন যে, এখানে এমন এক মর্দে মুজাহিদ দরকার, বার্বরী ভাষা রপ্ত আছে যার। মূল কথা হলো এরা তিনজনই ছিলেন শ্রমবিমুখ। ওখানে স্রেফ এমন লোক কাজ করতে পারে, যারা ইসলামের জন্য নিজেদের শেষ রক্ত বিন্দুটুকু ঢেলে দিতে পারেন। বার্দ্ধক্য আমাকে দুর্বল করে না তোললে গ্রানাডার স্থলে আমি তাদের সাথে মরু বিয়াবান চষে ধন্য হতাম।

সা'দ বললো, 'আমি ওখানে যেতে প্রস্তুত। প্রস্তুত আপনার আশা পুরণে। প্রস্তুত আপনার মিশন সফল করতে। আমি বার্বারী জবান রপ্ত করেছি।'

আবু জাফর বলেন, 'তুমি বার্বারী ভাষা শিখেছ। আহা, একথা গত বছর জানলে ওদের স্থলে তোমাকে পাঠাতাম। এক্ষণে অনুধাবন করছি কুদরত তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছেন। তুমি শীঘ্রই মরক্কো যাবার জন্য প্রস্তুতি নাও। ওখানে তোমার সর্বপ্রথম কাজ হবে ইউসুফ বিন তাশফীনের সাথে সাক্ষাৎ। বার্বারী ফৌজের ফকীহ ও শাইখদের সাথে হৃদ্যতা অর্জন করো। ফৌজের মাঝে যখন তোমার একটা প্রভাব পড়বে দেখছ তখন তাদেরকে স্পেনের ক্রান্তিকালের মুসিবতের উল্লেখ করো। তৃত্ববাদের তুফানে স্রেফ স্পেন সয়লাব হবে না বরং এর সয়লাবের গতি ভাসিয়ে নিবে গোটা মুসলিম বিশ্বকেও। ইউসুফ বিন তাশফীনের সুঁচালো তলোয়ার আল ফাঞ্চোর বিরুদ্ধে কোষমুক্ত হলে তিনি ভাগ্য বিপর্যস্ত স্পেনবাসীদের দিকে না তাকিয়ে পারবেন না।

স্পেনের আভিজাত ও সাধারণ জনতা বার্বরীদেরকে জাহেলী ও রক্ত পিপাসু মনে করে। স্পেনের হাল যামনার বিপদাপদেও তারা বার্বরীদের অনুপ্রবেশ মেনে নিবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু আল-ফাঞ্চোর ফৌজ যখন কর্ডোভা-সেভিলের চার দেয়ালের সামনে পৌছে যাবে, তখন এই বার্বারীদেরকেই তারা আখেরী ভরসা মনে করবেন। এমনকি খন্ডিত স্পেনের জয়গানকারীরাও।

স্পেনের এমন নওজোয়ান মেলা মুশকিল, যারা ঘরদোর ছেড়ে আফ্রিকা মরুতে থাকতে চাইবে। কিন্তু মনে রেখ-কওমের ইজ্জত ও আযাদীর ইতিহাস লেখা হয় কবরের নিঝুম পুরীতে ঘুমন্ত মুজাহিদের ঘামঝরা শ্রম আর রক্তের দ্বারা। আফ্রিকায় গিয়ে

www.amarboi.org

সফলতার কিছু দেখতে না পেলে ফিরে এসো। অবশ্য ইউসুফের সাহচর্যে থেকে বার্বারী ফৌজের মধ্যে স্পেন রক্ষার অনুভূতি পয়দা করতে পারলে ওখানে থেকে যেও। আমি বিশ্বাস করি-তুমি অচিরেই আফ্রিকা থেকে বিশাল ফৌজ নিয়ে তৃত্ববাদীদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

ইউসুফ বিন তাশফীনের ব্যাপারে আমার ধারনা ভুল প্রমাণিত হলেও কমপক্ষে আমি দৃঢ় আশাবাদী যে, জীবন রক্ষার যে আগুন স্পেনে নিভে ঠান্ডা হয়ে গেছে মরক্কোবাসীদের তা হয়নি। ইউসুফ তোমার সাহায্যে এগিয়ে না এলে কমপক্ষে এমন দু'চারজন শেরদিল মুজাহিদ পেয়েও যেতে পার।'

কাজী আবু জাফরের কথোপকথনের মাঝে সা'দের মন আফ্রিকার মরুদ্যান ও পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরছিল। চোখের সামনে উদ্ভাসিত হচ্ছিল,আফ্রিকান শেরদিল মর্দে মুজাহিদ ইউসুফ বিন তাশফীনের ঝাপসা প্রতিচিত্র।

পাঁচ.

শেখ আবু সালেহ ইদ্রীস কে তার ব্যবসার অংশীদার করে নিলেন। এজন্য ওকে প্রায়ই বাইরে থাকতে হত। আবু সালেহের বাড়ী থেকে সা'দের বাড়ী শ'তিনেক গজ দূরে। মায়মুনা প্রত্যহ সা'দের খালা কিংবা চাকরানীর সাথে সা'দের মার সাথে দেখা করতে আসত। ওর কখনো আসতে দেরী হলে খোদ সা'দের মা ওদের এখানে চলে আসতেন।

একদিন ফজরের নামাযের পর চাকরানীসহ মায়মুনা সা'দের বাসায় যাওয়ার জন্য বেরুতে গিয়ে দেখল ফটকে সা'দ দাঁড়ানো। একবার বড় চোখ করে তাকিয়ে মায়মুনা দৌড়ে দোতলায় উঠল। জানালা দিয়ে দেখতে লাগল সা'দকে। চাকরানীর কাছে এসে দাড়াল সা'দ। বললোঃ

'মায়মুনা কেমন আছে? আর খালাজান?'

মায়মুনাকে খালা আওয়াজ দিয়ে বললেনঃ 'মায়মুনা বেটি! তুমি এখনো যাওনি?' ঘাড় কাত করে তাকাল ও। ওর চেহারা নারী সুলভ লজ্জায় রক্তাভ। অনেকক্ষণ পরে ক্ষীণ কণ্ঠে জওয়াব দেয়ঃ 'আম্মাজান! ও.. ও এসেছে।'

'কে?'

'হাসানের ভাই।' মায়মুনা একথা বলে দৌড়ে কামরায় গেল।

দোতালায় দরজায় দেখা গেল সা'দকে। বৃদ্ধা খালার চেহারায় খুশির ঝিলিক। সা'দ এগিয়ে এসে ভক্তি ভরে সালাম দেয়। খালাজানও ওর মাথায় স্নেহপরশ বুলিয়ে বলেন, 'কখন এলে বেটা?'

'গত রাত্রে।'

www.amarboi.org

বেলকণীতে বসল ওরা। পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে মায়মুনা শুনছিল ওদের কথা। আচানক খালা ওর ওপর ক্ষেপে গেলেন, 'বলোতো তুমি কেমন একটা আহমক। এতোদিন কেউ গায়েব থাকে? দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয-জানি, কিন্তু মুতামিদ আর রমিকিয়াকে ওয়াজ শুনানো কোন ধরনের ফরয, বলো তো?'

'এটাও একটা ফরয খালাজান, বলতে পারেন ফরযে আইন।'

'কিন্তু সারা দুনিয়ার ফরয আদায় করার গুরুদায়িত্বটি তোমার ঘাড়ে চাপলে কবে থেকে? এ ফরয আদায় করার মত কি সেভিলে কেউ নেই?' সা'দ এতে লাভ হয়েছে কতটুকু? তোমার ভাষণে কি মুতামিদ-রমিকিয়ার মত খোদাদ্রোহীদের পাষাণ অন্তর গলেছে?

'না। খোদাদ্রোহীদের আত্মিক সংশোধন আমার সাধ্যাতীত। অবশ্য ওদেরকে এ অনুভূতি নিশ্চয় দিতে পেরেছি যে, তোমাদের দিন ঘণিয়ে আসছে। আমি শুধু মহড়ত করেছি। অচিরেই জানবে-আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ঐ ভাষণ দিচ্ছে সেভিলের হাজারো জোয়ান। হাসান কি আপনাকে বলেনি আহমদের একটি ছোট ইশতেহার গোটা সেভিলে আলোড়ন তুলেছে। ঐ ইশতেহার সেভিলের গলি থেকে রাজপথ পর্যন্ত লাগানো হয়েছে। লাগানো হয়েছে মুতামিদের প্রাসাদেও।

খালা লা-জওয়াব হয়ে গেলেন। বললেন, 'তোমরা সবগুলো বাপের মত হয়েছ আর কি!'

'খালাজান তিনি আমাদের গৌরব। সেদিন বেশী দুরে নয় যেদিন স্পেনবাসীও তাঁর গৌরবে গৌরাবান্বিত হবে।'

খালার চোখে অশ্রু বন্যা উপচে ওঠল। আলোচনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'বেটা তোমার আগামী কর্মসূচি কি?'

'সে ই বলতে এসেছি-এবারে আমাকে যেতে হবে দূরে-বহুদূরে।'

'কোথায়? খালার কণ্ঠে হতাশা।

'আফ্রিকা।'

'না না।'

'সত্যি বলছি খালাজান। আগামীকল্য রওয়ানা হচ্ছি। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। সন্ধার দিকে আরেকবার আসতে পারি। সা'দ উঠে দাঁড়াল। খালা বললেন, 'তুমি সত্যিই কি আফ্রিকা যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'মাকে বলেছো?'

'হ্যাঁ। উনি সানন্দে অনুমতি দিয়েছেন।'

'ওখানে তোমার কাজ?'

'আল-ফাঞ্চো উত্তর স্পেন থেকে দক্ষিণমুখো হলে আফ্রিকান মুজাহিদদের সাহায্য লাগবে। সে আশায় আমার এই সফর। এবার আমায় যেতে হয় খালা।'

www.amarboi.org

খালা খানিকটা ইতস্তত করে বলেন, 'সা'দ! তুমি কিন্তু এযাবত মায়মুনার নামটি উচ্চারণ করো নি! খালার কণ্ঠে অভিযোগ।

মাথা নীচু করে লাজুক কণ্ঠে বলে ও, 'বাড়ীতে এসে সর্বপ্রথম যার নামটি উচ্চারণ করেছি সে মায়মুনাই। তা যাকগে, আমার সালাম দিয়েন ওকে।'

সা'দ চলে গেল। খালা ঢুকলেন মায়মুনার কামরায়। মায়মুনা পাথরের মুর্তির মত নির্বাক দাঁড়িয়ে। যে চোখে একটু আগে খুশীর ঝিলিক দিচ্ছিল, অশ্রুতে পরিপূর্ণ তা এখন।

'বেটি! চিন্তা করো না। তোমার খালু ওকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ফিরাবেন।'

'না না।' ওড়নায় অশ্রু মুছে বলে ও, 'ওকে ওর দায়িত্ব পালনে বাধা দিবেন না।'

ছয়.

গ্রানাডার কোতওয়াল মেয়রের কাছে এসে যথাযথ সালাম প্রদর্শনপূর্বক বললো, 'ভেগো থেকে আমাদের গুপ্তচর জরুরী খবর নিয়ে এসেছে।

মেয়র সাহেব একটি কুরসী দেখিয়ে তাকে বসতে বললেন। কোতওয়াল বললেন। কয়েকটি ফাইলের জরুরী কাগজ পত্র নাড়াচাড়া করে তার দিকে লক্ষ্য করলেন।

'আচ্ছা কি বলছিলেন যেন-গুপ্তচরের সংবাদ?

মেয়রের প্রশ্নের জওয়াবে কোতওয়াল ভেগো সম্মেলনের যাবতীয় কার্যক্রম ও গৃহীত সিদ্ধান্তবলী শুনাল। সবশেষে কয়েক টুকরো কগজ টেবিলে রেখে বললোঃ 'এগুলো সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িমের বক্তৃতার অনুলিপি। পড়ে অনুভব করতে পারবেন-গ্রানাডার ফুঁসে ওঠা জোয়ানদের উত্থান কতটা ভীতিপ্রদ। মেয়র কাগজগুলো পড়ে বললেনঃ 'একি সেই নওজোয়ান, বিগত যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবী ফৌজ নিয়ে আমাদের সাহায্যে জড়ো হয়েছিল যে?'

ঃ'জি হ্যাঁ। শুনেছি ও গ্রানাডা চলে গেছে। ওর গ্রেফতারীর অনুমতি নিতে এসেছি।

আমার যতদুর ধারনা-সিদ্ধান্ত মোতাবেক ওলামা প্রতিনিধি রাজ দরবারে এসে বিফলকাম হলে স্পেনের আপামর জনতা প্রশাসন বিদ্বেষী হয়ে যাবে।

সা'দের বক্তৃতার আপাদমস্তক রাজদ্রোহীমূলক। ওকে গ্রানাডায় শান্তিতে বসে থাকতে দিলে আমাদের বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। পল্লবিত বৃক্ষের অংকুর বিশাল মহীরূহে রূপ নিলে শন্ শন্ বাতাসের ঝাপটা সকলকেই হতচকিত করবে।

মেয়র বললেন, 'এ ধরনের খতরনাক জোয়ানকে গ্রেফতার করতে আমার অনুমতির দরকার ছিলনা। তুমি ওকে গ্রেফতার করে নিয়ে এলেই ভালো হত।'

'আমাদের গুপ্তচরদের পূর্বেই ও ভেগো পৌছেছিল। আর হ্যাঁ, জাফরের মত বিদগ্ধ কাজী ওব সমমনা। সা'দকে গ্রেফতার করলে উনি আমীর আব্দুল্লাহর কাছে খবর দিলেই ওকে মুক্ত করে দেবেন। আমীর সাহেব বলেছেন-কাজী সাহেবের কোন হুকুমই উপেক্ষা করার মত নয়।'

www.amarboi.org

'আমীরের সাথে কাজী সাহেবের বর্তমান সম্পর্ক সাপে-নেউলে। বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবী ফৌজ উনি সংগ্রহ করায় আমীরের গোস্বানলে ঘৃতাহুতি হয়েছে। এখন কাজীর মত দুশমন দ্বিতীয়টি তার চোখে আছে কিনা, কে জানে! আমীরের বার্তা কাজীর তরফদারী না করলে ওনাকে এতোদিনে হয়তো জেলের ঘানি টানতে হতো।'

'তবুও সুলতান মুতামিদের সাথে একটু পরামর্শ করে নিলে হয় না! সা'দের গ্রেফতারীতে সম্ভাব্য বিস্ফোরনোন্মুখ পরিস্থিতির অবসান হলে আমরা বড় রকমের পদ পেয়ে যেতে পারি। আপনি জানেন, আমীর সাহেব পেরেশান হলে কয়েদীদের মুক্তি দিয়ে কোতওয়ালদের জেলে পুরে রাখা হয়।'

'তা অবশ্যই ঠিক। বেশ আমি তাহলে সুলতানের কাছে যাচ্ছি। তুমি খুব শীঘ্রই সুলতানের লিখিত অনুমতি পেতে যাচ্ছো!'

সাত.

এশার নামাযের পর সা'দ, হাসান, আহমদ ও ইদ্রীস ইলিয়াছদের বাসায় এলো। এখানে পনের জনের মত জোয়ান ছিল ওদের অপেক্ষায়। ওরা আসতেই অভ্যর্থনা জানিয়ে কোলাকুলি পর্ব সমাধান করল। ওদের প্রশ্নের জবাবে সা'দ শোনাল তার কাহিনী। সর্বশেষে বললো, আমি আফ্রিকামুখো হতে যাচ্ছি, এরপর আফ্রিকার কর্মকাণ্ড নিয়ে চললো আলোচনা পর্যালোচনা। সা'দ সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বলতেছিল, মোরাবেতীন আমীরের কাছে এক সাগর আশা নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের প্রতি তিনি কৃপাদৃষ্টি ফেললেও ফেলতে পারেন। অবশ্য তোমরা ততোদিন চুপটি মেরে বসে থেকো না। বরং অলসতার গাঢ় নিদ্রায় বিভোর কওমের চোখের পাতা খুলে পরিস্থিতির প্রতি অঙ্গুলি দৃষ্টি দিও।'

বেশ কিছু নওজোয়ান ওর সাথে আফ্রিকা যেতে আগ্রহ প্রকাশ করলে ও বললো, 'আফ্রিকা পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হওয়া পর্যন্ত কাউকে সাথে নেব না!'

মাঝরাতে মজলিসের ইতি টানা হলো। সঙ্গীদের সাথে মুসাফাহা করছিল সা'দ। ইলিয়াছদের নওকর এসে খবর দিল। সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িমের সাথে এক আগান্তুক সাক্ষাৎ প্রার্থী। নাম তার আলমাছ।

'ডাকো তাকে!' সা'দ জওয়াব দেয়।

খানিকপর। আলমাছ প্রবেশ করে। সা'দ ওকে পেরেশান দেখে জিজ্ঞেস করে, 'কি খবর চাচা?'

'পুলিশ আপনাকে খুঁজছে। তল্লাশী হয়েছে আপনাদের খালাবাড়ী। ফটকে বেশ কিছু সেপাইর পাহারা বসেছে। আমাদের কারোর বাইরে বেরুবার নেই অনুমতি। গবাক্ষ পথে সরু দেয়াল টপকে বেরিয়েছি আমি। আপনি এখানে তা জানতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। আপনার কয়েক বন্ধুর বাসায় গিয়ে এখানকার কথা জেনেছি।

www.amarboi.org

মজলিসে ছেয়ে গেল রাজ্যের নিস্তব্দতা। শেষ পর্যন্ত সা'দ বলে, 'বোধহয় ওরা আমার ভেগোতে দেয়া বক্তৃতার ঘ্রাণ পেয়েছে।'

'প্রথমে দারোগা ও দু'সেপাই এসে বললেন-সাদ'কে মেয়র সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন। 'আপনি বাড়ীতে নেই' জানালে ওরা চলে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পর দেখলাম-ফটকের বাইরে জনাপনের সেপাই পাহারা দিচ্ছে। অবস্থা খারাপ আঁচ করে আমি আপনাকে খবরটা জানাতে এসেছি।'

'ওরা কারো সাথে অসদাচরণ করেনি তো?

'না! কিন্তু হুমকি–ধমকির ঝড়-ঝাপটা গেছে সব আমার ওপর দিয়ে। সঙ্গীদের দিকে লক্ষ্য করে সা'দ বললো, শহরের অলিতে গলিতে ওরা আমায় হন্নে হয়ে খুঁজবে। সুতরাং তোমরা সবে কেটে পড়।'

আলমাছ বললো, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

'এখন থেকে সরাসরি মরক্কো। বাসায় আর যাওয়া যাচ্ছে না।'

'বহুত আচ্ছা! আমার ঘোড়া নিয়ে যান!'

'তোমার বর্ম ও তলোয়ারেরও প্রয়োজন আমার। আমি সাথে করে কিছুই নিয়ে আসিনি।'

আলমাছ বললো, 'দরিয়ার পুলের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করলে আপনার সফরের যাবতীয় যা ওখানে দিয়ে আসব আমি।'

সা'দ ভাইদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমরা বাসায় যাও। হতে পারে আমার স্থলে পাকড়াও করা হবে তোমাদের। হায়! ইদ্রীসকে এখানে না নিয়ে আসতাম।'

ইদ্রীস বললো, 'যে সাজা আহমদ ও হাসান সইতে পারবে, তা আমার জন্য সহ্যাতীত হবে না।'

আলমাছ বললো, 'আপনি খামোকা পেরেশান হচ্ছেন। প্রথমতঃ ওদের গায়ে প্রশাসন হাত-ই তুলবে না। তারপর খোদা না করুন! ওদের পাকড়াও করা হলে প্রশাসন যখন জানবে-সা'দ গ্রানাডা থেকে হাওয়া হয়ে গিয়েছে, তখন ওদের ছেড়ে দিবে। যদি তা নাও করে, তবে বে-গোনাহ্ এ তিন মানিক কে উদ্ধার করতে আলমাছ তার জানবাযী রাখবে। এক্ষণে আপনাকে দ্রুত গ্রানাডা ত্যাগ করতে হবে। হাতে সময় নেই। জলদি নদীর তীরে পৌছে যান। ওখানে দিলখোলা আলোচনা সাড়া যাবে।'

সা'দ দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আচানক কি মনে করে আলমাছকে লক্ষ্য করে বললো ও, 'চাচা আলমাছ! আপনার সাথে আসল কথা বলা হয়নি-আমি আপনাদের বাড়ীর কাছেই যাচ্ছি। রাবাত সে এলাকার নাম। পরিস্থিতি অনুকূল হলে আপনাকে ডেকে পাঠাব। আহমদ ও হাসান কে বাসায় নিয়ে যান জলদী। বাসায় ঢোকবেন, যে পথে বেরিয়েছিলেন সে পথেই।'

খানিকপর। নদীর তীরে এসে দাঁড়াল সা'দ। অল্প অল্প ক'জন করে ওর চার পাশে জমায়েত হতে লাগল। ইদ্রীস আহমদ ও হাসান এক সময় এসে পৌছুল।

www.amarboi.org

শেষ রাতের চাঁদোয়ার ম্লান আলোতে সকলের দৃষ্টি সা'দের ওপর নিবদ্ধ। সা'দ ব্যথাতুর হৃদয়ে বললো,

'যে পথ আমরা বেছে নিয়েছি, সে পথে এমন ঘটনা বিচিত্র কিছু নয়। আমার চেয়েও তেঁতো পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া লাগতে পারে তোমাদের। পা কেঁপে না ওঠলে স্পেনের ভাগ্য পরিবর্তনে তোমরা সহায়ক হতে পার। এসো, হক ও সততার বিজয়ের জন্য দোয়া করি।'

সা'দের অনুসরণ করলো সকলে। অন্তঃস্তল থেকে বেরিয়ে এলো রাহমানুর রাহীমের শানে শ্রদ্ধা বিমিশ্রিত হামদ। চোখ বেয়ে পড়ল বড় ক'ফোটা অশ্রু। এ অশ্রু কওমের আঁচল থেকে ধুতেছিল জিল্লাত আর অপদস্ততার দাগ।

সম্ভবতঃ আফ্রিকার মরু বিয়াবান হতে রহমতের ফেরেস্তা পয়গাম দিচ্ছিল, কুদরত তোমাদের হিম্মত ও ঈমানের পরীক্ষা নিতে এমন এক সরে জমীনে পাঠিয়েছেন, যেখানে একদিন তারিক বিন জিয়াদ আর মুসা ইবনে নুসায়ের ইসলামের হেলালী নিশান প্রোথিত করেছিলেন!'

দোয়া শেষ হলো। ঘোড়া নিয়ে পৌছুল ততোক্ষণে ইলিয়াছ।

ঘোড়া থেকে নেমে তীর, ধনুক ও তুনীর সা'দকে দিয়ে বললো, 'এছাড়াও দু'জোড়া বর্ম ও কয়েক সেট কাপড় ব্যাগের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এতে আছে আড়াইশো দীনার। সপ্তাহ খানেরকের মধ্যে সাবতায় আমাদের লোক পৌছুবে। তার মুখেই শুনবেন- আমাদের সাথে পুলিশের ব্যবহার। আপনার কর্মকাণ্ডও জানাবেন আমাদের। পয়সা-পাতির দরকার পড়লে কৃত্রিমতা না করে জানাবেন। সা'দ জওয়াবে বললো" এ দীনারগুলোই যথেষ্ট।'

'বেশ। ঘোড়ায় চড়ুন।'

সা'দ ঘোড়ার পীঠে চাপলে হাসান লাগাম ধরে সামনে এলো। কয়েক কদম চলার পর থামল ওর ঘোড়া। সা'দ বললো, 'যাও হাসান! আম্মাজানকে সান্ত্বনা দাও গিয়ে। তোমাদের জীবনে ঝড় এলে মনে করবে-মুমিনের জিন্দেগীতে এগুলো এসেই থাকে।'

হাসান বললো, 'ভাইজান! আমাদের বাসায় না গিয়ে সর্বাগ্রে খালাদের বাসায় যেতে চেষ্টা করব। মায়মুনাকে কিছু বলবেন?'

সা'দ শান্ত-গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'মায়মুনাকে বলো-আঁধার রাতে আমি সকলের অগোচরে চলে গেলেও সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন ওর জন্য বয়ে নিয়ে আসব এক সুহাসিনী ভোর। শুধু মায়মুনা নয় বরং হাজারো মায়মুনা আর ইদ্রীসের জন্য সে ভোর হবে অত্যন্ত আনন্দের।'

'আল্লাহ হাফেজ।'

সা'দ ঘোড়ায় পদাঘাত করল। প্রভুর আদেশ পেয়ে চিঁ-হিঁ করে ঘোড়া ছুটলো উর্দ্ধশ্বাসে।

www.amarboi.org

মোরাবেতীন

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে স্পেন যখন কমপক্ষে বিশটি খণ্ডে খণ্ডিত হলো, যখন বিপদের পর বিপদ মুষলধার বৃষ্টির মত মুসলিম জাতির উপর বর্ষিত হতে লাগল; তখন মরু সাহারার দিগন্ত প্রসারী ধুলিঝড় এক শাহ্ সওয়ারের আগমন বার্তা দিচ্ছিল। যখন কর্ডোভা, সেভিল ও গ্রানাডার আজীমুশ্বান বিদ্যাপীঠের শিক্ষক মহোদয়গণ কওমের ভবিষ্যত অন্ধকার আর অন্ধকার দেখছিলেন তখন মরুচারীদের কুটিরে নয়া যুগের পয়গাম নিয়ে আবির্ভূত হন এক মহামানব। উমাইয়াদের পতন শেষে রোম উপসাগরের অপর তীরে জন্ম নেয় এক দুরন্ত শক্তি স্রোত, যার ফুঁসে ওঠা তর্জন-গর্জনের কলধ্বনী কাঁপন ধরায় যুগের নমরুদ-সাদ্দাদদের প্রমোদমহলে।

পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে অখ্যাত এক ইসলাম প্রচারকের মেহনতে আফ্রিকার যুদ্ধংদেহী এক বার্বারী গোত্র মুসলমান হয়ে যায়। এরাই মোরাবেতীন সাম্রাজ্যের নামে আফ্রিকায় একটি নয়া সালতানাতের জন্ম দেয়। আবু বকর ইবনে ওমর এই সালতানাতের প্রথম শাসক। আবু বকরের দ্বীনদারী, সততা-ন্যায় নিষ্ঠতায় অভিভূত হয়ে শিক্ষিত মুসলমানরা তার পতাকাতলে সমবেত হন। এতদসত্ত্বেও আলজেরিয়া থেকে তাঞ্জানিয়ার বিশাল মহিরুহের বার্বারী গোত্ররা এ সালতানাতকে তাদের জন্য হুমকি মনে করে। বার্বারীদের মধ্যে যারা মুসলমান ছিলেন-একত্ববাদের নামে জন্ম নেয়া মোরাবেতীন সাম্রাজ্যকে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠবোধ করেন তারাও। মোরাবেতীন আমীর আবু বকর সকলকে একতার সেতু বন্ধনে আবদ্ধ হতে আহবান জানালে স্বার্থান্ধ বার্বারীরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বিধর্মীদের যে সব গোত্র ইসলাম ও মুসলমানদের কচুকাটা করতে আগ্রহী ছিলো-বার্বারীদের দলে এসে ভিড়ল তারাও। জংগলে পাহাড়ে করতে লাগল লুটতরাজ। বার্বারীদের স্বার্থপরতাই সেদিন ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ করতে উৎসাহ যুগিয়েছিল।

আফ্রিকার এ নাযুক পরিস্থিতিতে এক মহা মানবের আবির্ভাব ঘটে। তার এক হাতে কোরআন অপর হাতে থাকত তলোয়ার। বরফ আর অগ্নি সংমিশ্রনে গড়া রাবাতী শাসক আবু বকরের ভাতিজা ছিলেন সেই মানুষটি। নাম ইউসুফ বিন তাশফীন।

তার মুজাহিদী কাফেলার ফিরিস্তিতে ছিল, এমন কিছু নাম, যাদের তলোয়ার দাম্ভিক ও আত্মম্ভারীদের জন্য মওতের পয়গাম নিয়ে এসেছিল। ছিল তার দলে এমনো হাজারো মুফতী ও ফকীহবৃন্দ, সাহারা মরুর প্রতিটি বালুকনাতে ইসলামী আলো বিকিরণ করতে সক্ষম যারা। মোরাবেতীন ফৌজের সালার হিসাবে ইউসুফ বিন তাশফীন শানদার বিজয়

www.amarboi.org

হাসেল করেন। প্রতিষ্ঠিত করেন মোরাবেতীন সাম্রাজ্যকে পরাশক্তি হিসাবে। তাঁর চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হয়নি জীবনেও। বিশাল আফ্রিকা ভূ-ভাগে জালের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল স্বার্থান্ধ গোত্র ও ঈর্ষা পরায়ন সর্দার শ্রেণী। এদের প্রতিরোধ করতে বেশ সময়ের প্রয়োজন। আফ্রিকার মরু, পাহাড় ও জনপদ ছাড়াও উপকূলীয় অঞ্চলে বার্বারীদের দাপট ছিল আহামরি পর্যায়ের। এসব গোড়া লোকদের প্রতিহত করতে সারা জীবন বেগ পেতে হয়েছে লৌহ মানব ইউসুফ বিন তাশফীন কে।

৪৬২ হিজরী সনে আবু বকর বিন ওমর ইন্তেকাল করলে মরক্কোর বার্বারী প্রতিরোধ আন্দোলনকারীরা সর্বসম্মতিক্রমে ইউসুফ বিন তাশফীনের হাতে বায়াত হন। সর্ব প্রথম তাঁরাই চাচাত ভাই সায়ের ইবনে আবু বকর বায়াত হন।

মোরাবেতীন আমীর নিযুক্ত হবার পর আফ্রিকাকে একটি আজীমুশ্বান সালতানাত হিসাবে গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন তিনি। কয়েক বছরের মধ্যে আফ্রিকার এ কালজয়ী শাহ সওয়ারের বিজয় ঝান্ডা বেশ কয়েকটি দেশে উড়তে দেখা যায়। যে দেশে কোন মুসলিম সওয়ারদের পদধুলি পড়েনি সে দেশের সুউচ্চ মহল থেকে একদিন ধ্বনিত হলো আল্লাহু আকবরের প্রতিধ্বনি। যে গীর্জাগুলোয় একদা স্থাপিত ছিলো ক্রুশদন্ড-মুসল্লীদের সেজাদায় সে স্থান ধন্য হতে লাগল। সৃষ্টির সেরা হয়েও যারা 'পোষাক কাকে বলে' জানত না-সভ্যতার সবক শিখালেন তাদের তিনি।

দুই.

সাবতা বন্দরে উপনীত হবার পর সা'দ জানতে পারল, আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার সুদূরে যুদ্ধে লিপ্ত আছেন। যুদ্ধ শেষে অবস্থান করবেন তাঞ্জানিয়ায় কিছুদিন। সাবতার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন আগন্তুকদের জন্য উন্মুক্ত।

অতিথি ভবনে কাটল সা'দের পনের দিন। ইদ্রীসও ভাইদের নিয়ে ওর অন্তহীন চিন্তা। ওর ধারনা, গ্রানাডা পরিস্থিতি সবিস্তারে জানাতে ওরা তেমন একটা দেরী করবে না। তাই প্রতি ভোরে সমুদ্র বন্দরে গিয়ে স্পেন জাহাজের অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকত। সন্ধ্যা নাগাদ কোন জাহাজে কেউ খবর নিয়ে আসে কিনা-এ চিন্তায় দিনটা কাটত বন্দরেই।

একদিন স্পেন থেকে আসা একটি জাহাজ হতে বয়োবৃদ্ধ জনৈক মুসাফির অবতরণ করেন। মুসাফির কে দেখা মাত্রই সা'দ চিনে ফেলল। ইলিয়াছের নওকর ইনি। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে ও নওকরের কাছে পৌছলে কোলাকুলি করে তাকে নিয়ে গেল নিরিবিলি স্থানে। সা'দের বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াবে বৃদ্ধ নওকর জানালেন,

'যে রাতে আপনি গ্রানাডা ছাড়লেন, সে রাতেই পুলিশ ইদ্রীস, আহমদ ও হাসানকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। হপ্তা খানেক চলে ওদের ওপর অত্যাচার। আপনি গ্রানাডা নেই আঁচ করতে পারায় ওদের মুক্তি দেয়া হয়। আমি ইলিয়াছ ও আহমদের পত্র নিয়ে এসেছি।'

www.amarboi.org

সা'দ পড়ল পত্র দু'খানা। ইলিয়াছ তার পত্রে-ইদ্রীস আহমদ ও হাসানের গ্রেফতার কাহিনী সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছে। 'ওরা তিনজন যে অসম দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে তাতে আমরা গৌরবান্বিত'। উপসংহারে ইলিয়াছ লিখেছে একথাটিও, স্বৈরাচারী প্রশাসন ওদের উপর অমানবিক আচরণ করে আমাদের কর্মিদের নামোচ্চারণে বাধ্য করতে চেয়েছিল-মুখ খুলেনি ওরা। সবচে' বেশি নিপীড়ন চলছে হাসানের উপর। পুলিশ রিমান্ডে জবানবন্দী দেয়ার সময় কোতওয়ালের মুখে হাসানের প্রচণ্ড ঘুষি পড়েছিল-সঙ্গত কারণে নিপীড়নের স্বীকার ও-ই বেশী হয়েছে। সচক্ষে ওর দেহে কোড়ার আঘাতের চিহ্ন দেখেছি। স্পেনের মজলুম জনতা স্বৈরাচারের হিসাব কড়ায় গন্ডায় বুঝে নিতে চায়। এক্ষণে সকলেই তাকিয়ে আছে যুব সমাজের ফুঁসে ওঠার ওপর।

পক্ষান্তরে আহমদ তার পত্রে অত্যাচারের ফিরিস্তি না তুলে তুলেছে ঘর-দোরের হালত। লিখেছেন, মা-খালা, মায়মুনা ও আলমাছ চাচা 'ওর কামিয়াবের জন্য' দোয়ার কথা।

পর দিন ইদ্রীস ও ভাইদের নামে কয়েকটি পত্র লিখে সা'দ নওকরের হাতে দিল। অতঃপর হলো তাঞ্জানিয়াভিমুখি। তাঞ্জানিয়ায় কাটতে লাগল ওর ব্যস্ত ক'টা দিন। এর মধ্যে আপনার খবরাখবর দিতে পারেনি গ্রানাডায়। এদিকে ওর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের ধারনা-সা'দ হয়তো দুরে কোথাও গিয়েছে। তাই সংবাদ দিতে পারছে না। প্রায় দেড়মাস পর সাবতার এক ব্যবসায়ী আহমদ বিন আব্দুল মুনয়িমের নামে একটা পত্র দিয়ে যায় ওদের বাড়ী। পত্রটি সা'দের লেখা। আহমদ খাম ছিড়ে চোখের সামনে মেলে ধরে তা।

সা'দ লিখেছে ঃ

স্নেহের আহমদ! ইলিয়াছের নওকরের কাছে পত্র লিখে আমি তাঞ্জানিয়ামুখো হই। এখানে হপ্তা দু'য়েক থাকার পর অবগত হই সাহারা মরু থেকে বে-শুমার অমুসলিম এবং হিংসুক গোত্র আলজেরিয়ামুখো হচ্ছে। এদের দমনের জন্য ইউসুফ বিন তাশফীন আলজিয়ার্সে যাচ্ছেন। সুতরাং এখানে অবস্থান অনর্থক দেখে বসে থাকতে মন চাইল না। সাহারা মরু এবং আলজিয়াস্থ ইবনে তাশফীনের সৈন্যের খবরাখবর সাবতায় বসে সহজে অবগত হওয়া যায়। সত্যি বলতে কি, আমি ইমারতের চৌহদ্দীর মাঝে ইউসুফ বিন তাশফীনের সাথে পরিচিত না হয়ে রণাঙ্গনে পরিচিত হতে চেয়েছিলাম। অতএব বুঝতেই পারছ-তাঞ্জানিয়ায় আমার থাকা হয়েছে কি-না। সাবতায় এসে জানলাম, এখানকার অবশিষ্ট ফৌজ ও আলজেরিয়ামুখো হয়েছে। হপ্তা খানেক পূর্বে এখানে পৌছুলে হয়ত সৈন্য দলের সাথে যেতে পারতাম।

গতকাল খবর পেলাম, খাদ্যশস্য বোঝাই একটি ব্যবসায়ী জাহাজ আলজেরিয়ার উদ্দেশ্যে বন্দর ত্যাগ করছে। জাহাজের কাপ্তানের কাছে গিয়ে আরোহন অনুমতি চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে উঠাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, আমার জাহাজে যাত্রী নেয়ার নিয়ম নেই। নিয়ম থাকলেও অপরিচিত কাউকে তুলতে রাজী নই আমি।

www.amarboi.org

হতাশায় মুষড়ে পড়লেও হতোদ্যম হইনি। খোদার কুদরতে এক ফকীহ এসে কাপ্তানের কাছে আমার নামে সুফারিশ করেন। অবশ্য কাপ্তানের কাছে যাওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে মেয়রের কাছে নিয়ে যান। মহানুভব মেয়র আমার সেপাহীসুলভ অবয়ব আর স্পেনীয় মুসলিম হিসাবে কাপ্তানের কাছে আমার নামে জাহাজে চড়ার অনুমতি দেন।

কাপ্তান বেচারা একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে জাহাজে তোলেন। ইনশাআল্লাহ আগামী কাল জাহাজ বন্দর ছাড়ছে। কাপ্তান বলেছেন, উপকূলীয় একটি কেল্লার রসদ নিয়ে এ জাহাজ যাত্রা করছে। ওখান থেকে ইউসুফ বিন তাশফীন কে পেতে আমাকে অগ্নিবৎ মরু পেরিয়ে যেতে হবে। হতে পারে, আর ক'দিনের মধ্যে আফ্রিকান সিংহের দেখা পাচ্ছি। অবশ্য এও হতে পারে-গিয়ে দেখব, উনি দিগন্ত প্রসারী বালুঝড় উড়িয়ে দুশমনকে তাড়া করতে অন্য কোথাও কোচ করছেন!

আফ্রিকায় পা রেখে অনুধাবন হোল-এ এক নয়া দুনিয়া। মর্মর পাথরে গড়া প্রাসাদ স্পেনের রাজা-বাদশাহগণ আজ জড় পদার্থের মত হাত গুটিয়ে আছে অথচ মরু কুটিরের প্রত্যেকটি প্রাণীই যেন ঈমান-ইসলামের আভায় দেদীপ্যমান। স্পেনীয় ঐতিহাসিকদের কলমের কালি যদিও ফুরিয়ে গেছে কিন্তু, আফ্রিকান মুজাহিদদের তরবারীর অগ্রভাগ লিখছে ইসলামের এক নতুন অধ্যায়।

এসব লোক আমাদের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়াবে কি। এ প্রশ্ন আমি এক নিরীহ বার্বারীকে করেছিলাম। সে জবাব দিয়েছিল, আমীরের নির্দেশে উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্র বক্ষে ঘোড়া ছুটোতেও কুণ্ঠিত নই আমরা। এখানকার পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখার পর বুঝলাম, ইউসুফ বিন তাশফীনের কর্মসূচী সুদূর প্রসারী। আলজেরিয়া থেকে সেনেগাল সমুদ্রের তীর পর্যন্ত তিনি মোরাবেতীন সাম্রাজ্যের আওতায় আনতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অবশ্য এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময়ের। এ কাজ যতক্ষণ সমাধা না হচ্ছে ততক্ষণ তিনি অন্য কোন অভিযানে বোধহয় ঘোড়ার জিন কষবেন না।

যাহোক এ জন্যে আমি তার ফৌজে নাম লেখাচ্ছি যাতে স্পেনের ঘনীভূত অন্ধকারে তিনি আশার আলো নিয়ে এগিয়ে আসেন। খোদার রাহে হিম্মত রেখে যেন ইস্পাত কঠিন থাকতে পারি-এ দোয় করো!'

— তোমার ভাই-সা'দ

তিন.

পড়ন্ত বিকেল পশ্চিম গগণে গোলাকার থালার মত সূর্যটা দৈনিক সফরের বিদায় জানাচ্ছিল। জাহাজের ছাদে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য উপভোগ করছে সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম। সাগর বক্ষ শান্ত। মাঝ সাগরে মাঝে মধে দু'চারটা ডলফিন ডিগবাজী দিয়ে ওঠছে। কাপ্তানের থেকে ও জানতে পেরেছে, আলজেরিয়ার কাছাকাছি এসে পড়েছে জাহাজ। উপকূলের দৃশ্য ঝাঁপসা চোখে দেখা যাচ্ছে।

www.amarboi.org

সা'দ তাকাল খোলা আসমানের দিকে। তারার লুকোচুরি খেলা ওর তনুমনে আনন্দের বন্যা বইয়ে দিল। কাপ্তান মাঝিদের কে ঘুরে ঘুরে নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। আচানক জনেক মাঝি চিৎকার দিয়ে বললো, 'হুঁশিয়ার! উপকূলীয় আলো দেখা যাচ্ছে।'

কাপ্তান ও অন্যান্য মাঝিরা ভয়বিহ্বল চিত্তে সেই অভিনব আলোর দিকে তাকাল। সকলে আঁচ করতে পারল-আলোটা যেন তেন নয়। সাধারন আলো আর এ আলোর মধ্যে বেশ তফাৎ। কাপ্তান পেরেশান হয়ে বললো, 'আলোটা কেল্লা থেকে খুব একটা দূরে নয়। মনে হচ্ছে, আমাদের কোন জাহাজ জ্বলছে।'

কাপ্তানের ধারনা যথার্থ। ক্ষণিকের মধ্যে তাদের দৃষ্টিতে জ্বলন্ত জাহাজের এক বিভৎস দৃশ্য উদ্ভাসিত হলো। অবশ্য কমে এলো আগুনের লেলিহান শিখা। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আরো দু'টি জাহাজ জ্বলে উঠল। জাহাজের পার্শ্বে কিছু ছিপি নৌকা দেখে কাপ্তান চিৎকার দিয়ে ওঠলেন,

'আমাদের জাহাজের পাল ছেড়ে দাও। তীরে নোঙর কর। আমরা আর অগ্রসর হতে চাইনে।'

কাপ্তান ও মাঝি-মাল্লাদের চেয়ে সা'দের পেরেশানী কোন অংশে কম নয়। ও অগ্রসর হয়ে কাপ্তানকে প্রশ্ন করল, 'কি হলো।?'

কাপ্তান জওয়াবে বললেন, 'দেখুন! আমাদের জাহাজগুলোর ওপর দুশমন চড়াও হয়েছে। আমার যা ধারনা-ওরা কেবল জাহাজ জ্বালিয়েই ক্ষ্যান্ত হয়নি, জ্বালিয়েছে আমাদের কেল্লায়ও আগুন।

'কিন্তু এতো জাহাজ এলো কোত্থেকে?'

'আপনি বোধহয় জানেন না, আমাদের ঈর্ষা পরায়ণ কিছু লোক দুশমনের হাতে হাত মিলিয়েছে।'

'তা এখন কি করতে চান?'

'সর্বাগ্রে জাহাজ ওদের নযর থেকে দূরে রাখতে হবে। শোকর খোদার, আমরা দেরীতে পৌছেছি। অন্যথায় জ্বালিয়ে দেয়া হতো এ জাহাজও।

'কিন্তু আপনার ধারনা ভুলও তো হতে পারে। কি বিশ্বাসে বলছেন-জ্বলন্ত জাহাজ গুলো আমাদেরই। হতে পারে-আমাদের লোকজনই দুশমনের জাহাজ জ্বালিয়ে দিয়েছে।'

'আমি জানি-আমাদের যে জাহাজ এখানে এসে পৌছেছে, সবগুলোই শস্যবাহী আমাদের জঙ্গী জাহাজের সিংহভাগই তিউনিস উপকূলে আর কিছু অন্যান্য সাগরে টহল দিচ্চে। তবুও খবর নিতে হবে। পরিস্থিতি উদ্বেগাকুল হলে আমরা ফিরে যাব, কিংবা নিরাপদ উপকূলে নোঙর করব।'

কিছুক্ষণ পর জাহাজ থেকে একটি ছিপি নৌকা পানিতে নামানো হলো। কাপ্তানের নির্দেশ পেয়ে চার মাঝি চাপলো তাতে। এ সময় সা'দ এসে বললোঃ

www.amarboi.org

'তাদের সাথে যেতে চাই আমিও। ওদের বলে দিন, হালত খারাপ দেখলে আমাকে যেন উপকূলে নামিয়ে দেয়।'

কাপ্তান বললেন, কিন্তু আপনি ... আপনি ওদের সাথে গিয়ে কি করবেন?'

'কেল্লার খবরাখবর নিতে চাই!'

'আপনি বেশ ঝুঁকি নিতে যাচ্ছেন কিন্তু। আমার যদ্দুর বিশ্বাস, স্থল পথে ওরা ঘেরাও করে রেখেছে আমাদের কেল্লাও। আমার লোকজন আপনাকে উপকূলে নামিয়ে দিলেও বোধহয় দুশমনের সারি ভেদ করে কেল্লা পর্যন্ত পৌছুতে পারবেন না।

কাপ্তানের সাথে বেশ কিছুক্ষণ বাদানুবাদ করে সা'দ একটি চূড়ান্ত রায় পেশ করলঃ

'কেল্লা পর্যন্ত পৌছা আমার প্রতিজ্ঞা। যে কোন ত্যাগের বিনিময় আমি অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছুবই।

'বেশ, তাহলে আপনাকে ফিরাব না। কিন্তু আমার লোকজন উপকূলে হাঙ্গামা দেখলে তৎক্ষণাৎ ফিরে আসবে।'

'আমি সেক্ষেত্রে সাঁতরে জাহাজে চড়তে পারব।'

এবার মাঝি-মাল্লাদের দিকে তাকিয়ে কাপ্তান বলেন, দেখ। আমাদের প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। স্থল পথে দুশমনকে আমাদের কেল্লা অবরোধ করতে দেখামাত্রই তোমরা ফিরে আসবে। সম্ভব হলে কেল্লা প্রধানকে খবর দিও। আমরা অবরোধ ডিঙ্গিয়ে কেল্লা পর্যন্ত পৌছুতে অক্ষম। এখান থেকে শ'দেড়েক মাইল দূরে আমাদের নৌ-ঘাঁটি রয়েছে। প্রয়োজনবোধে জঙ্গী জাহাজের পাহারায় আমাদের রসদবাহী জাহাজ কেল্লা ঘাঁটে নোঙর ফেলবে। দুশমনদের হামলার তীব্রতা না দেখলে কেল্লার বুরুজে আলো জ্বেলে দিও।'

চার.

উপসাগরের এক প্রান্তে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল কেল্লাটি। হামলাবাজ মোরাবেতীন গোটা তিনেক জাহাজে অগ্নি সংযোগ করে নিজেদের জাহাজ দ্বারা উপসাগর দখল করেছিল এবং ছিপি নৌকা নামিয়ে তদ্দারা সাগর মাঝে বিক্ষিপ্ত নৌকার সেপাইদের করছিল তাড়া। উপকূলে সশস্ত্র পাহারাদার টহলরত। আক্রান্ত কেউ সাগর সাতরে কূলে ওঠলে ওদের তীরের আওতায় পড়ত তারা।

সা'দ ও তার সঙ্গীরা বেশ কিছু দূরত্ব বজায় রেখে নৌকা থামিয়ে পরিস্থিতির দিকে নযর বুলালো। শেষ পর্যন্ত জনৈক বুড়ো মাঝি বললো, কাপ্তানের ধারনা যথার্থ-ই। দুশমন স্রেফ আমাদের জাহাজগুলোই পুড়িয়ে দেয়নি বরং ঘেরাও করে রেখেছে আমাদের কেল্লাও। চলো, নৌকা নিয়ে নিরাপদ স্থানে গিয়ে সা'দকে নামিয়ে দেই।'

কেল্লার মাইল দু'য়েক দূরে মাঝিরা ওকে নামিয়ে দিল। সা'দ তাদেরকে খোদা হাফেজ বলে কোমড় পানিতে নামল। বুড়ো মাঝি বললো,

www.amarboi.org

'দেখ বেটা! সকাল অবধি কেল্লায় পৌছুতে না পারলে দুশমনের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। উপকূলে পাহারারত সেপাইরা নেহাৎ চৌকস। এজন্য তুমি যথাশীঘ্র দক্ষিণমুখো হবে। কেল্লার একদিটায় পাহারাদারের সংখ্যা বেশি হবে। এদের ভীড়ের মাঝ দিয়েই তুমি কেল্লায় প্রবেশ করতে পারবে। রাতের আঁধারে ওরা তোমাকে আগন্তুক বলে ঠাহর করতে পারবে না। অবশ্য কেল্লায় তুমি কি উপায়ে প্রবেশ করবে তা ঠিক বলতে পারছি না। সমুদ্রের দিকের মত কেল্লার স্থল দিকটাও শত্রুরা ঘেরাও করে রাখলে রাতের জমকালো আধারে কেল্লাবাসীরা দরজা খুলবে না। এমতাবস্থায় সকাল অবধি তোমার ভাগ্যে কি জোটে- খোদা-ই সে ব্যাপারে ভালো বলতে পারেন। তারচে' বাপু তুমি আমাদের সাথে ফিরে চলো।'

'আপনি আমাকে নিয়ে খুব পেরেশান হচ্ছেন'। সা'দ কোমড় পানি ভেঙ্গে চলতে লাগল। মাঝিরা মনে মনে বললো, 'মুজাহিদ হলে এমনটি-ই হওয়া দরকার। আমরা নৌকায় বসে ভয়ে কাঁপছি-আর মৃত্যু অবধারিত জেনেও সে কি-না স্বেচ্ছায় আজরাইলের মুখে মাথা পুরে দিতে যাচ্ছে।'

উপকূলে পৌছে বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল সা'দ। তাকাল চারিদিকে অসহায় দৃষ্টিতে। এগুতো লাগল হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে। খানিকটা পথ এভাবে চলে এক সমতল ভূমিতে উপনীত হলো ও। জমকালো আঁধারে দেখছিল না কিছু। কেল্লার প্রধান ফটকে পাহারাদার থাকতে পারে ভেবে পশ্চিম দেয়ালের দিকে রোখ করল ও। খানিক চলার পর ঝাপসা আঁধারে কি একটা নড়ে ওঠতে দেখে তীর-তুনীর তুলে নেয় সা'দ। অজানা হামলার আশংকায় শিকারী বিড়ালের মত সন্তর্পন থাকে ও। কেল্লা প্রাচীরের কোল ঘেঁষে একটি নৌকা ভেড়ানো। তাতে বিক্ষিপ্ত পড়েছিল ক'টি লাশ। ওর বুঝতে দেরী হলো না-ডুবন্ত জাহাজের শেষ ভরসা এ ছিপি নৌকাটি এবং তাদের হত্যাকারী বার্বারী জলদস্যুরা উপকূলে এক্ষণে জালের মত বিছানো রয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ ভেবে-চিন্তে চলার পর রোখ পরিবর্তন করল সা'দ। এগুতে লাগলো পশ্চিম প্রান্তরের দিকে।

হামাগুড়ি দিয়ে অতি সন্তর্পনে কে যেন ওকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। চকিত সজাগ হয়ে ওঠল সা'দের প্রতিরোধ শক্তি। ধনুকে সংযোজন করল তীর। কিন্তু অল্পক্ষণে ওর ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। আগন্তুক ওকে লক্ষ্য করে নয়-নৌকা লক্ষ্য করে এগুচ্ছে। নৌকার কাছে পৌছল আগন্তুক। এদিক ওদিক তাকিয়ে নৌকার পানি সেচতে লাগল। পানি সেচা শেষ হলে চরে আটকা নৌকাটি ঠেলে পানিতে নামাতে ব্যাপৃত হলো সে। কিন্তু তার শক্তি নৌকা পানিতে নামানোর মত পর্যাপ্ত নয়। বাধ্য হয়ে সে বসে পড়ল বালুচরে। কিছুক্ষণ পর সাগর বক্ষে ফুঁসে ওটা জোয়ারের ঢেউ চরে এসে আছড়ে পড়ে। কাল বিলম্ব না করে আগন্তুক নৌকা ঠেলে নামাতে চেষ্টা করে। কিন্তু এবারেও সে ব্যর্থ হয়। কারণ, পানি এতটা না, যাতে নৌকা এক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় অথৈ পানিতে নামতে পারে।

আচানক উপকূল থেকে কেউ ডেকে ওঠলে আগন্তুক নৌকাকে আড়াল করে আত্মগোপন করল। বার্বারী ভাষায় কেউ বলে ওঠে,

www.amarboi.org

'আধারের পর্দা গাঢ় হলেও আমাদের দৃষ্টি দূর-বহুদূরের জিনিষও দেখতে সক্ষম। আমার মতে, ও আশে পাশে কোথাও আত্মগোপন করে আছে। একটা লোককে ধরতে আমাদের এত পেরেশোন হওয়ার দরকার নেই। চলো! আজ মজা করে শিকার করিগে।

দ্বিতীয় জন বললো, 'কিন্তু হতচ্ছাড়া আমাদের তিন-তিনটা লোককে হত্যা করেছে- তা ভুলে গেলে এত তাড়াতাড়ি? হায়! আমি যদি জানতাম, নৌকার খোল থেকে চিতা বাঘের মত আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ও!'

জনৈক সাথী বলে ওঠল, 'এখন শোর গোল করে কোন লাভ নেই। আমাদের হাত থেকে ওর রক্ষা নেই। সমুদ্রের মাছ না হয়ে থাকলে দেখে নিও-ভোরের আলোতেই আমরা ওকে গ্রেফতার করব। জনা দুয়েক এখানে থেকে যাও। ওর এদিকে আসাটা অসম্ভব কিছু নয়।'

ভাবনা চিন্তিত কণ্ঠে খানিকপর কে যেন বলে ওঠল,

'তার চেয়ে নৌকাটি আমাদের জাহাজে নিয়ে গেলে ভালো হয় না?'

'না না! তার দরকার নেই। আমরা নৌকা টেনে চরে উঠিয়েছি। একজন লোক ওটিকে টেনে পানিতে নামাতে পারবে না। অবশ্য এমনটি করতে গেলে ওকে তোমরা তীর দ্বারা শেষ করে দিও। হুঁশিয়ার থেকো! মনে হচ্ছে, এ লোকটি-ই দুশমন ফৌজের আমীর।' নৌকার আড়ালের লোকটি মাথা উঁচিয়ে ওদিকে এদিক তাকাল। সা'দ যখন অনুধাবন করল যে, নৌকার পাশে এখন মাত্র দু'জন লোক রয়ে গেছে, তখন সে অনুচ্চ স্বরে আরবীতে বলতে লাগলোঃ

'ভয় নেই। আমি তোমার দোস্ত। তুমি যেখানে আছো-ওখানেই থাক! আমি আসছি।'

সা'দ হামাগুড়ি দিয়ে এসে নৌকার পাশটিতে পৌছুল।

'আমি রসদবাহী সাবতা জাহাজে চড়ে এসেছি।'

আগন্তুক আরবীতে বললোঃ জাহাজটি কোথায়?'

'বিপদ আঁচ করতে পেরে ওটি ফিরে গেছে। কাপ্তান আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেছেন এখানে। এখন আপনিই আমার পথ নির্দেশক।'

কাদা-পানিতে লেপটে যাওয়া আগন্তুক ধপ্‌ধপ্ করে ওর পাশে এসে বললো, ওরা আমাদের সঙ্গী হয়ে থাকলে জাহাজ থেকে নেমে তুমি ভুলই করেছ। আঁধারের বুক চিরে আলোর ছটা বেরিয়ে আসতে খুব একটা দেরী নেই। প্রভাত সূর্যের কিরণ রশ্মিতে দেখবে প্রতিটি প্রান্তরে দুশমন তোমাকে লক্ষ্য করে তীর-ধনুক তাক করে আছে।

'ভোরের পূর্বেই আমরা অনেক কিছু ভেবে নিতে পারি।'

'সকালে ওরা আমাদের কচুকাটা করবে এছাড়া ভাবার মত আর কিইবা আছে। ডুবন্ত জাহাজ থেকে ঝাপ দিয়ে সাগর সাঁতরে কূলে উঠে দেখি ওরা তীর-ধনুক তাক করে বসে আছে। সঙ্গী-সাথীদের পাঁচ জনের লাশ মাড়িয়ে প্রান্তরে চলতে গিয়ে আঁচ করতে

www.amarboi.org

পারলাম-অসংখ্য ফৌজ টহল দিচ্ছে। বিস্ময় আর হতাশায় সম্মিলনে হিম্মত হারিয়ে আত্মগোপন করি একটি খাদে। ছিপি নৌকাকে আখেরী ভরসা করে চলে আসি এখানে। এক্ষণে অগ্র-পশ্চাতে চলার কোন যৌক্তিকতা দেখছি না।'

'দেখুন, সর্ব প্রথম আত্মরক্ষা করতে হবে আমাদের। একটি পরিকল্পনা আছে আমার। আপনি হামলার জন্য তৈরি হোন।' একথা বলে সা'দ তলোয়ার কোষ মুক্ত করল। অতঃপর নৌকার অনতিদূরে মাটিতে শুয়ে আহতের ভান করে কাতরাতে লাগল।

কূলে দাঁড়ানো জনৈক বার্বারী পাহারাদার বলে ওঠল, 'আরে! দেখ দেখ!! দূরাচারদের একটা এখনো বেঁচে আছে।'

সা'দ কৃত্রিম গোঙাতে গোঙাতে বললোঃ 'পানি! পা ... নি!'

পাহারাদার চিৎকার দিল, 'দাঁড়াও! জনমের মত পানি পান করাচ্ছি।' পাহারাদার তড়িৎ গতিতে সা'দের দিকে এগিয়ে এলো। সা'দ যমিনে পড়ে থাকল নিশ্চুপ। শোয়া অবস্থায় দেখতে লাগল পতিত লাশের বিভৎসরূপ। পাহারাদার একেবারে কাছাকাছি এলে সা'দ ও তার সাথী এক আঘাতে ওকে যমালয়ে পাঠাল। ক্ষণিকের তরে এ দু'জন জমীনে তড়পাতে লাগল। ওদের খতম করে সা'দ ও তার সঙ্গী কেমন একটা থতমত খেয়ে চারিদিকে নযর বুলালো। কেল্লাসংলগ্ন সেপাইদের শোর গোল তখন বেশ শ্লথ। আগন্তুক বললোঃ 'এখন আপনার এরাদা কি?

সা'দ জওয়াব দেয়, 'এখানে আসার পূর্বে কেল্লায় প্রবেশের সুরাহা খুজছিলাম। আশাকরি আপনি আমাকে দিক-নির্দেশনা দিবেন এ ব্যাপারে।'

'আমরা উভয়েই এক্ষণে কুদরতের দিক-নির্দেশনার মুখাপেক্ষী। কেল্লার চারপাশ দুশমনের দখলে। উপসাগরের টহল দিচ্ছে ওদের জঙ্গী জাহাজ। পাহাড় সমতল প্রান্তর ও কেল্লার বুরুজে ওদের পাইক-বকরন্দায। আঁধার রাতের ওপর ভর করে কেল্লার দোর গোড়ায় পৌছুতে সক্ষম হলেও পঙ্গপাল ফৌজের সারি অতিক্রম করে কেল্লায় প্রবেশ করতে পারব না আমরা। নৌকা করে সকাল নাগাদ আমরা বেশীদূর পৌছুতে সক্ষম হবোনা। ওটি এখানে না পেয়ে ওরা হন্যে হয়ে খুঁজবে। খানিক আগে ভেবেছিলাম-একাকী নৌকায় চেপে ক্রোশ কয়েক পশ্চিম সাগরের দিকে যাব। অতঃপর সাহারার পথে ছুটব সাধ্যমত। কিন্তু এখন উপলব্ধি করছি-সেটা হিতকর হবে না। সুতরাং জান বাঁচানোর শেষ চেষ্টা হলো যে করে হোক, দক্ষিণমুখো হতে হবে। দক্ষিণ সাগরের নিকট দূর থেকে আঁচ করতে হবে, কেল্লার অবস্থা। আল্লাহ মুখ তুলে চাইলে সে ক্ষেত্রে কেল্লার মুহাফিযদের উদ্ধার করা সেমতাবস্থায় কোন ব্যাপারই নয়।

'চলুন! আর দেরী নয়! ঐ তো পূর্ব দিগন্ত ফরসা হচ্ছে ক্রমে ক্রমে।'

আগন্তুক কিছু না বলে সা'দের অগ্রে চলতে লাগল। খানিক চলার পর তাকে কেমন যেন খোড়ামিতে পেয়ে বসল। সা'দ তার বাযু ধরে বললো, 'আপনি যখমী!

আগন্তুক জওয়াব দেয়, জলন্ত জ াহাজ থেকে সাগরে ঝাপ দেবার সময় দুশমনের একটা তীর আমাকে ঘায়েল করেছিল। তীরটি লাগবি তো লাগ লাগল একে বারে পায়ের

www.amarboi.org

গোছায়। এক সাথী হ্যাঁচকাটানে ওটা বের করলেও শিরায় কেমন একটা যন্ত্রণা অনুভব হচ্ছে। আপনি পেরেশান হবেন না-খানিক চলতেই আমি সেড়ে ওঠব।'

সমতল প্রান্তরের কাছে এসে সা'দ তার সঙ্গীকে অপেক্ষা করতে বলে সমূহ পরিস্থিতির ওপর সন্ধানী দৃষ্টি বুলালো। অতঃপর তাকে লক্ষ্য করে বললো, 'আসুন!'

মাইল দেড়েক চলার পর সাথীর চলার শম্বূক গতি তার যখমীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, আগন্তুক আচানক থেমে গিয়ে বলে,

'আমার জন্য আপনি খামোকা জানবাযী রাখছেন। আমি আর যেতে চাইনে। তারচে' আমি এখানে থেকে যাই। দু'টো জান হালাক হওয়া থেকে সেক্ষেত্রে বাঁচা যাবে। বিপদে পড়লে আপনাকে রক্ষা তো দূরে থাক-নিজকেই রক্ষা করতে পারি কিনা, কে জানে? আমার আহত অবস্থা আপনাকে বিপদে ফেলবে। আমাকে উদ্ধার করতে গিয়ে আপনি ফেঁসে গেলে দু'জনই মারা পড়ব। আমার যদ্দুর ধারনা, একাকী-ই আপনি আমাদের লশকরদের কাছে পৌছুতে পারবেন। আর তাতে রক্ষা পাবে কেল্লার মোহাফেযরা।

'আল্লাহ ভরসা করুন! তিনি মুখ তুলে চাইলে-আপনাকে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া নাও লাগতে পারে!'

সা'দের বুদ্ধিদীপ্ত স্পষ্টবাদীতায় আগন্তুকের সাহস বেড়ে গেল। নেহায়েত কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সে ওর সাথে চলতে লাগল। পূর্ব দিগন্তে ফুটে ওঠল আলোর রেখা। মাইল খানেক দূরে ওরা দেখতে পেল দুশমন ফৌজের ছাউনী। ওদের দৃষ্টি থেকে বাঁচতে সা'দ বা'দিকের উপত্যকা পানে রোখ করল। প্রভাত সূর্যের তাপ বাড়ার সাথে বাড়ল ওদের চলার গতি। সমতল মরু ছেড়ে সরু গিরিপথ দিয়ে ওরা চলতে লাগল। মাঝে মাঝে সা'দ তার সঙ্গীর চেহারা পানে তাকাত। সঙ্গীটি নেহাৎ শ্রান্ত-ক্লান্ত হলেও তার চেহারায় বিশেষ একটা আকর্ষণ ছিল। বয়সে ওর চেয়ে কম। সা'দ তার সুডৌল অবয়ব, দুধে আলতা রং আর গভীর দৃষ্টির কাছে প্রভাবিত না হয়ে পারলনা। সা'দ ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললোঃ 'আপনি বড় কষ্ট করে যাচ্ছেন। আর কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর আমরা নিরাপদ স্থানে উপনীত হতে পারব। দেখুন, কুদরত আমাদের সাহায্য করছেন। আঁধার রাতে দুশমন কতটা চৌকান্না ছিল আর এখন কতটা বে-খবর।'

শুষ্ক ঠোঁট দু'টো চেটে আগন্তুক কোনমতে উচ্চারণ করল,

'ওদের সকলের দৃষ্টি এক্ষণে কেল্লায় নিবদ্ধ। সমতল মরু ছেড়ে গিরিপথ ধরায় আমরা ওদের আওতা থেকে বেঁচে গিয়েছি সত্যি, কিন্তু শংকামুক্ত হতে পারছিনা এখনো। পিপাসায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। শুনেছি, কেল্লার পশ্চিম দেয়ালের অনতিদূরে একটি ঝর্না আছে। ওরা এখান থেকে বেশ দূরে। দু'ঢোক পানি গলধঃকরণ করা গেলে আপনার সাথে চলতে তেমন কোন অসুবিধা হবে না আমার। খোদাই ভালো জানেন-ওরা ঝর্ণা ঘিরে রেখেছে কি-না! .. শুনুন।'

www.amarboi.org

সা'দ সচকিত হয়ে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বললো, ভয় নেই, এগুলো উটের হাম্বা-ধ্বনি। আপনি বসুন! আমি এক্ষুণি আসছি!

দৌড়ে সা'দ একটি টিলায় চড়ল। আগন্তুক ধপাস করে বসল পাথরের ওপর। খানিক পর সা'দ ফিরে এসে জানাল, আসুন! আমি আপনার পানি ও বাহন দু'টোরই ব্যবস্থা করেছি। ঝর্ণাটি পাহাড়ের অপর পার্শ্ব ঘিরে প্রবাহিত। জনৈক ভদ্রলোক মশ্‌কে পানি ভরে চলে গেছে। স্বল্প আগে পৌছুতে পারলে আমরা ওকে গ্রেফতার করতে পারতাম। কিন্তু ও চলে গেছে। অতএব শিকারের অপেক্ষায় টিলায় সুবিধে মত স্থানে ওঁৎ পেতে বসে থাকতে হবে এখন।'

খানিক পর সা'দ ও তার সঙ্গী ঝর্ণা লক্ষ্য করে সামনের উপত্যকার দিকে ছুটল। চলার পথ অত্যন্ত সরু ও বন্ধুর। উপত্যকায় এসে আগন্তুক কে দাঁড় করে সাদ টিলায় চড়ল। উট নিয়ে ক'জন লোককে ঝর্ণার দিকে আসতে দেখে সা'দ জলদি অবতরণ করতে লাগল।

'দুজন লোক গোটা চারের উট নিয়ে ঝর্ণার দিকে আসছে।' ধনুকে তীর সংযোজন করতে করতে বললো সা'দ।

আগন্তুক তলোয়ার কোষমুক্ত করে প্রশ্ন করল, 'ঝর্ণার অন্যান্য লোকের সংখ্যা কত হতে পারে?

'এই পনের বিশ জনের মত। উটের সংখ্যা ওদের চেয়ে দ্বি-গুন। অবশ্য ঝর্ণা এখান থেকে বেশ দূরে। নয়া কাফেলা আসার পূর্বে আমরা আধা মাইল পথ অতিক্রম করতে পারব। এক্ষণে পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব আপনার!'

'যে খোদা আমাদের জন্য সওয়ারীর বন্দোবস্ত করবেন, পথ দেখাবেন তিনিই। শুষ্ক মরু সাহারায় বেদুঈনদের চেয়ে আর ভালো কেউ আছে বলে মনে হয় না- যারা আমাদের সঠিক পথ দেখাতে পারে। তবে আমাদের এখন প্রধান জিম্মা হচ্ছে-উটের সাথে সাথে উট চালকদেরও গ্রেফতার করা।'

নিকট দূর থেকে লোকের সমবেত কণ্ঠস্বর ভেসে এলে সা'দ ও আগন্তুক পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিল। জনৈক বেদুঈন উটের লাগাম ধরে অগ্রসর হচ্ছিল, অন্যান্য উটগুলো সেটিকে লক্ষ্য করে থপ থপ করে চলছিল। সামনে লোকটি গিরিপথের মোড়ে পৌছুতেই চকিতে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে তার বুকে তলোয়ার রাখল আগন্তুক। আর সা'দ তাকে করল ধনুক। ওরা দু'জনেই বার্বারী ভাষায় বললো, 'দাঁড়াও!'

উট চালক নিমিষে পিছে তাকাল। তার চোখে একরাশ বিস্ময়। পরিস্থিতি প্রতিকূল উপলব্ধি করে সে লাগাম ছেড়ে দিল। সা'দ বললো, 'উটের লাগাম হাতে তুলে নাও। ডান দিকের রাস্তায় চলো। খামোকা শোর গোল করলে একটা তীর খর্চা করব। আর তোমার তলোয়ার ফেলে দাও গভীর খাদে।'

বার্বারী উট চালক তার সঙ্গীদেরকে মৃত্যুর মুখে দেখতে পেয়ে কালবিলম্ব না করে তরবারী ফেলে দিল। সা'দের কথামত তুলে নিল লাগাম পুনরায়।

www.amarboi.org

সা'দ ও আগন্তুক উট চালককে দাঁড় করে উট চালাতে বাধ্য করল। তিনশো গজের মত অতিক্রম করার পর ওরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সা'দের হুকুমে উট বসাল। অতঃপর সা'দ তার সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'এখন আপনি পানি পান করতে পারেন।'

'না, এখন জলদি স্থান ত্যাগ করতে হবে। নিরাপদ স্থানে গিয়ে পানি পান করা যাবে। এখন মশ্‌ক খুলে পানি নিতেও বেশ সময় লাগবে।'

'এক্ষণে উটের মশ্‌কে যে পানি আছে, তা আমাদের প্রয়োজন অতিরিক্ত?

'না, এ পানি উটের লাগবে। আমাদের সফর হতে পারে দূরপাল্লার।

একথা বলে সা'দের সঙ্গী বার্বারী লোকটির দিকে তাকাল,

'দেখ! সুবোধ বালকের মত আমাদের কথা মেনে নিলে তোমাদের জান রক্ষা পাবে। আমরা আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনের ছাউনীতে যেতে চাই। আমাদের কে ওখানে পৌছে দিলে তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে। এমনকি ফিরিয়ে দেয়া হবে তোমাদের এ উটগুলোও। কিন্তু এর বিন্দুমাত্র হের ফের হলে গর্দান কেটে নিব।'

জনৈক বার্বারী বললো, 'সর্দারের বাধ্য বাধকতায় আমরা লড়াইতে হিস্যা নিয়েছি। আপনারা অঙ্গীকার দিলে আমরা আমীর ইউসুফের ছাউনিতে যেতে প্রস্তুত।'

'অঙ্গীকার করছি। উটে চড় সকলে, আমাদের সামনে থাকবে তোমরা!'

একথা বলে আগন্তুক সা'দের দিকে তাকিয়ে আরবীতে বললো,

'আপনি চৌকান্না থাকবেন। ওদের কথার ওপর একটুও ভরসা নেই আমার।'

সা'দ একটি উটে চড়ে বললো, 'আপনি শান্ত হোন! আমার তীর যে কোন পরিস্থিতির সামাল দিতে সক্ষম।'

পাঁচ.

ক্রোশ তিনেক চলার পর সা'দ ও তার সঙ্গী উট থেকে নেমে মশ্‌ক খুললো। সা'দের সাথী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো,

'আমাদের আর কোন ভয় নেই। অবশ্য সামনের প্রতিটি ক্ষণ আমাদের জন্য নেহাৎ গুরুত্বপূর্ণ। কেল্লাস্থ রক্ষীরা দুশমনদেরেকে বেশীক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। খোদা না করুন 'দুশমন কেল্লা দখল করে নিলে লড়াইরত ফৌজের সাহায্যে আসা সৈন্যদের কবলে পড়ে যাব আমরা।'

সা'দের বেশ কিছু প্রশ্নের জবাবে আগন্তুক বললো— 'আমি মোরাবেতীন নৌ-বাহিনীর একজন পদস্থ অফিসার। রোম উপসাগর দিয়ে আমরা আসছিলাম। আচানক সাগরের একটি দ্বীপে ওৎপেতে থাকা জলদস্যুরা দু'টি জাহাজে করে আমাদের ওপর চড়াও হয়। আমরা জ্বালিয়ে ছিলাম ওদের একটি জাহাজ। অপর জাহাজটি নিয়ে

www.amarboi.org

পালাতেছিল হঠাৎ কোত্থেকে নৌ-দস্যুদের চার-পাঁচটি জাহাজ এসে তাদের দলে ভিড়ল। বাধ্য হলাম আমার সেনাদের পিছু হটাতে। কেল্লা রক্ষার্থে দুটি জাহাজ রেখে এসেছিলাম। ধারনা ছিল-পশ্চাদপসরণ হলে এ দুটোর মাধ্যমে দুশমনকে পরাভূত করতে পারব। কেল্লা বেশী দূরে ছিল না। কিন্তু ওদের দৃষ্টির সামনে থেকে পালাতে গিয়ে দেখি-দুশমনের সাহায্যে অসংখ্য জাহাজ ছুটে আসছে। দেখলাম-কেল্লার সামনে বাঁধা আমাদের রেখে যাওয়া জাহাজ দু'টিও জ্বলছে। দখল করে নিয়েছে কেল্লা। এমতাবস্থায় আমরা না পারছিলাম সড়তে, না পারছিলাম মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে। একসাথে গোটা পাঁচেক জাহাজ আমাদের দিকে তেড়ে এলো। জয়-পরাজয়ের চিন্তা ছেড়ে হামলাবাজ জাহাজের উপর চড়াও হলাম। লাগিয়ে দিলাম ওদের দু'টি জাহাজে আগুন। কিন্তু ততক্ষণে ওরা নিজেদের সামলে নিয়েছে। পড়ে গেছি আমরা ওদের তীরের আওতায়।

খানিকপর অগ্নিবান নিক্ষেপ করে ওরা আমাদের একটা জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেয়। আঁধার রাতের ফায়দা লুফে আমি জাহাজ থেকে বেঁচে যেতে সচেষ্ট হই। কিন্তু জ্বলন্ত জাহাজ মশালের মত দপ দপ করে জ্বলায় পালাতে পারলাম না। আমাদের শেষ জাহাজে আগুন ধরাতে এসে ওরা নিজেরাই ধরা খেয়ে গেল। লেগে গেল আগুন ওদের জাহাজেও। শত্রু-মিত্র সকলের এখন জীবন বিপন্ন। মাঝি মাল্লারা জান বাঁচাতে ঝাঁপ দিল সাগরে। জীবন-মরণের এ লীলা খেলার সময় আমরা ক'জনে একটি ছিপি নৌকায় চেপে উপকূলে পৌছুলাম। কিন্তু পানির কুমিরের হাত থেকে বেঁচে ডাঙ্গার বাঘের মুখে পড়লাম। দুশমনের একটা দল তীর ধনুক তাক করে বসেছিল আমাদের অপেক্ষায় যেন। আমার সঙ্গীদের লাশগুলো আপনি দেখেছেন হয়ত। এর মধ্যে জনা চারেক ছিল দক্ষ নাবিক। দুশমন বাহিনীর নৌ-সেনাদের চেয়ে স্থল বাহিনীর সৈন্যরা যে অতি চৌকস, তা আমার অবোধগম্য রইল না। ভাবলাম আমাদের সঙ্গী-সাথী সাঁতরে কূলে ওঠলে তাদের হাত থেকে রক্ষা পাবে না কিছুতেই। হ্যাঁ, তাই-ই। আমাদের সকলেই মারা পড়েছে। কুদরত আপনাকে ঐ সময় না পাঠালে হয়ত বাঁচতে পারতাম না আমিও। আমার দৃষ্টি আমাকে ধোঁকা না দিলে বলুন-আপনি স্পেনীশ কি-না!'

সা'দ জওয়াব দেয়, 'আপনার ধারনা যথার্থ, আমি স্পেনীশ। গ্রানাডায় বাড়ী। ঘটনাচক্রে সাবতা এসেছিলাম। আমীর ইউসুফের সাথে দেখা করতে ধরছিলাম এ পথ। জাহাজ না পেলে হয়ত স্থল পথেই আমীরের দরবারে পৌছুতে হত আমায়।'

আগন্তুক ভাবলো-প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আর্শীবাদপুষ্ট গ্রানাডার এ যুবক নিশ্চয় কোন মহান অভিপ্রায়ে আফ্রিকার মাটিতে পা রেখেছে। এতদসত্ত্বেও সা'দকে সে খোলাখুলি কোন প্রশ্ন করল না।

বিকালের দিকে ওরা দ্রুত গতিতে উট হাঁকাতে ছিল। দৃষ্টিতে ভেসে উঠছিল খেজুর বাগান। খেজুর বাগানে বসবাসরত বেদুঈনদের দোস্ত-দুশমনির ওপর আগন্তুকের কোন বিশ্বাস ছিল না। এ জন্য ওরা বাগনের পাশ দিয়ে না যেয়ে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে লাগল।

www.amarboi.org

সন্ধ্যার দিকে ওরা একটি জনপদে এসে পৌছুল। সা'দ জিজ্ঞেস করল আগন্তুককে 'ফৌজের অবস্থান এক্ষণে কোথায় আছে বলে মনে করেন?'

'জানি না। তবে ওদের পেয়ে যেতে পারি। 'আগন্তুক একথা বলে বার্বারী লোকদের লক্ষ্য করে বলল, 'দেখ! আমাদেরকে নিরাপদ স্থলে পৌছে দিতে পারলে তোমাদের বেশ এনাম দেয়া হবে। জনৈক বার্বারী জওয়াব দেয়, 'আপনাদের ফৌজ এদিকটায় টহল দিলে বোধকরি প্রথম প্রহরেই তাদের নাগাল পেয়ে যাবেন।

সা'দ তার সঙ্গীকে প্রশ্ন করল, আমার ধারনা মতে হামলাবাজদের সংখ্যা হাজারের ওপরে।'

আগন্তুক বললো, 'ওদের সংখ্যা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। ওরা আমাদের ওপর চড়াও এ জন্য হয়েছিল যে, আমরা ভিন্ন কোন যুদ্ধ শরীক হতে যাচ্ছি। আর যাবার পথে কেল্লা দখলও করতে পারি-যেটিকে ওরা দখল করে নিয়েছে এক্ষণে। আমাদের কেল্লারক্ষীরা মাত্র দু'টো দিন ওদের প্রতিরোধ করে রাখতে পারলে বাদবাকী ফৌজ ও রসদ এতদিনে পৌছে যেত। সে ক্ষেত্রে হামলাবাজদের অবস্থা শুষ্ক ঐ পত্র-পল্লবের মত হত-প্রবল বাতাসের ঝাপটায় যা উড়ে যায়।'

'আমি ভেবে অবাক হচ্ছি, মরুবাসী লোকজন এত জাহাজ পেল কোথায়?'

আগন্তুক জওয়াব দেয়, 'যে জাহাজ দেখে আপনি ঘাবড়াচ্ছেন-দুশমনের জাহাজ এরচেয়ে ঢের বেশি। ইউরোপের কয়েকটি দেশের প্রশাসন এসব জলদস্যুদের পৃষ্ঠপোষক। বেশ কিছু ঈসায়ী প্রশাসনও ওদের অর্থ-রসদ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে। সাহারা মরুতে আমাদের উত্থানে ইউরোপীয়ানরা প্রমাদ গুণছে। দুশমনদের এখনি প্রতিহত করতে না পারলে রোম, গ্রীস ও উত্তর স্পেনের জনপদগুলোর মানুষ সুস্থ থাকতে পারবে না। সকলেই শিকার হবে ওদের হামলার। এজন্যই দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে রোখ করার পূর্বে আমরা রোম উপসাগরবর্তী এলাকাগুলোকে শক্তিশালী করতে চাই। করতে চাই এ এলাকাগুলোকে দুশমনের হামলা মুক্ত। আমার যদ্দুর ধারনা, আমাদের কেল্লা একসাথে স্থল ও নৌ-হামলার সম্মুখীন হয়েছিল। দু'দিক দিয়ে হামলা করে দুশমনরা বোধ হয় আঁচ করতে চাচ্ছে যে, আমরা কেল্লা রক্ষা করতে পারি কি-না। বিদ্রোহী কবিলাগুলো কেল্লা দখল করে নিতে পারলে ঈসায়ী প্রশাসন সামনে অস্ত্র ও রসদ পাঠাবে। খুলে যাবে ইউরোপ থেকে আফ্রিকা অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের রাস্তা।'

'বিদ্রোহী কবিলার সাথে কি মুসলমানরাও আছে?

'জী হ্যাঁ! নগন্য কিছু নামকাওয়াস্তে মুসলমানও ওদের দলে ভিড়েছে। বেশ কিছু কবিলার সর্দার ও নেতৃস্থানীয় লোকজন আফ্রিকা মরুতে ইসলামের পুনঃ জাগরণে নিজেদের গদী নিয়ে চিন্তায় পড়েছে। ইসলামী বিপ্লব বিজাতীয় আগ্রাসনের চেয়ে মারাত্মক মনে করে একে একে ওরা নাম দেখাচ্ছে দুশমনের দলে।'

www.amarboi.org

ছয়.

গভীর রাত।

ক্লান্তি আর অবসাদে এগিয়ে চলছে কাফেলা।

একটানা সফরের ক্লান্তি আর ক্ষুধা পিপাসায় সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

আচানক ওদের সামনে বড় রকমের একটা আলোর ঝলকানী উদ্ভাসিত হলো। বার্বারী একজনে বললো, 'আপনাদের গন্তব্য ঐ সামনে। সেনা ছাউনি ঐ আলোর নিকট দূরে।'

জনপদের রাস্তা ছেড়ে বার্বারীরা খেজুর বাগান দিয়ে চলতে শুরু করল। সা'দ আর তার সঙ্গীর আনন্দ পরিনত হলো পেরেশানীতে। ছাউনি তো দূরে থাক-লোকের টিকিটিও খুঁজে পেল না ওরা। কেবল অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ী করল। ধনুকে তীর সংযোজন করে সা'দ সাথীকে আরবীতে বললো, 'হুঁশিয়ার হয়ে যান। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ওরা আমাদের ধোঁকায় ফেলেছে।'

সাদের সাথী বার্বারীদের লক্ষ্য করে কড়া কণ্ঠে বললো, 'তোমরা আমাদের এ কোথায় নিয়ে এলে? কোথায় ছাউনি, মুখে সিল এঁটেছ নাকি?'

জনৈক বার্বারী তার পেরেশানী সংযত করে বললো, 'দিন পাঁচেক পূর্বে জেনেছিলাম, আপনাদের সেনা ছাউনি এখানেই। বিস্তীর্ন বালুকাময় ময়দানে সন্ধ্যানী দৃষ্টি বুলালে সেনাদের পদচিহ্ন দেখতে পারেন। বিশ্বাস না হলে–লোকজনকে জিজ্ঞাসা করুন। ফৌজ এখান থেকে কোচ করে গেলেও তারা কোথায় আছে-তা ওরা বলে দিতে পারে।'

সা'দ বললো, 'মনে রেখ। আমরা কোন বিপদে ফেঁসে গেলে রক্ষা নেই তোমাদেরও।' একথা বলে সাথীর পানে তাকাল ও। বললো, 'আপনি এদিকটায় বিচরণ করে খোঁজ-খবর নিন তো। আমি ওদের দেখছি।'

আচমকা অপরিচিত কণ্ঠস্বরে সকলের চমক ভাংল, কে ওখানে?'কেউ জওয়াব না দেয়ায় প্রশ্নকারী আবারো প্রশ্ন ছুড়লঃ 'কে? জবাব দিচ্ছো না যে? সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল–কে?' কি হোল?' এখানে দাঁড়িয়ে কার সাথে কথা বলছো?'

সা'দের সাথী এক্ষণে বলে ওঠল, 'ফৌজের সকলেই বোধহয় স্থান ত্যাগ করেনি। হয়ত রয়ে গেছে কেউবা। অন্ততঃ অসুস্থ যখমী এবং তাদের রক্ষীরা অবশ্যই রয়ে গেছে।'

জনৈক বার্বারী বললো, 'আমরা আপনাদের ধোঁকা দিচ্ছি বলে মনে করছেন এখনো?'

'না।' সা'দের সাথী ক'কদম দূরে বাদানুবাদরতঃ সেপাইর কাছে এসে শান্ত কণ্ঠে বললো, 'এটা মোরাবেতীন সেনা ছাউনী?'

জনৈক সৈন্য পাল্টা প্রশ্ন করে বললো, 'তোমরা?'

www.amarboi.org

'আমরা জরুরী সংবাদ নিয়ে এসেছি।'

মুহূর্তে আট-দশনের মত সৈন্য জড়ো হল। জনৈক পাহারাদার প্রশ্ন করল, 'তা তোমরা কোত্থেকে?'

সা'দের সাথী প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ভিন্ন আরেকটি প্রশ্ন করল, 'সায়ের ইবনে আবু বকরকে কেউ চিনেন কি?'

এক পাহারাদার চিৎকার দিয়ে বলে উঠল-নৌ-বাহিনী প্রধান সায়ের ইবনে আবু বকর? কসম খোদার! আমি আপনার কণ্ঠস্বর এরপূর্বেও বোধহয় শুনেছি কোথাও। অবশ্য খেয়াল করতে পারছিনা।'

'আমীর ইউসুফ সাহেব কোথায়—বলতে পারবেন কি?'

'গত পরশু তিনি পূর্ব আফ্রিকায় রওয়ানা হয়েছেন। আজ শুনলাম-আমাদের বীর সেপাইদের হাতে দুশমনের বিরাট একটা দল শোচনীয়ভাবে পরাভূত হয়েছে এবং দাম্ভিক প্রকৃতির দশ-পনের জন সর্দারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। খুব সম্ভব দু'তিনদিনের মধ্যে তারা প্রত্যাবর্তন করবেন।'

'এখানে জনসংখ্যা কত?'

'এই তিন কি সাড়ে তিনশ'য়ের মত। অধিকাংশ অসুস্থ ও যখমী সা'দ ও তার সাথীরা উট থেকে নেমে সেনা ছাউনিতে প্রবেশ করল।

নৌ-বাহিনী প্রধানের দফতর।

ডানে-বামে মশাল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন।

সা'দ স্বপ্নেও ভাবেনি—যে মহান ব্যক্তিত্বের অন্বেষায় সে সুদূর স্পেন থেকে এসেছে, নৌ-বাহিনী প্রধান তার আপন চাচাতো ভাই। মশালের আলোতে নৌ-বাহিনী প্রধানের দিকে এক নিমিষে তাকিয়ে রইল ও। 'আহা! তাঁর সাথে এতদিন থাকলাম অথচ ঘুণাক্ষরেও টের পেলাম না।'

সায়ের ইবনে আবু বকর ক্যাম্পের সালারকে লক্ষ্য করে বলেন, 'জলদি ইউসুফ বিন তাশফীনের কাছে পৌছুতে হবে আমায়। আমার ঘোড়া ও পথ প্রদর্শন ছাড়া চারজন অভিজ্ঞ সওয়ারকে তৈরি হতে বলো। জলদি এন্তেজাম করো খানার। কৃত্রিমতা করতে হবেনা। যা আছে ঝটপট তা-ই নিয়ে এসো। আমাদের প্রতিটা মুহূর্ত খুবই মূল্যবান। অতঃপর সা'দের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আপনি এখানে আরাম করুন! আমার মঞ্জিল এখান থেকে বেশ দূরে।'

'আপনার সাথে আমিও যেতে চাই। আমার মনে হয় আমার স্থলে আপনি-ই বিশ্রাম নিন! জরুরী পয়গাম নিয়ে আমীরের কাছে আমি যাই। আপনার যখম খুব মারাত্মক।'

সায়ের ইবনে আবু বকর মুচকি হাসি দিয়ে বলেন, 'যখমের কথা তো আমার-ই মনে নেই।'

www.amarboi.org

খেজুর ও যবের শুষ্ক রুটি খেয়ে সায়ের ও সা'দ সফরের প্রস্তুতি নেয়। ঘোড় পৃষ্ঠে চেপে নৌ-বাহিনী প্রধান সিপাইদের লক্ষ্য করে বলেন, বার্বারী লোকজন দিন তিনেকের মত আমাদের মেহমান। তারপর সম্মানের সাথে তাদের বিদায় জানাতে হবে। তাদের উটগুলো ছাড়াও একটি করে ঘোড়া ও প্রত্যেককে ৫০ টি দীনার এনাম দিবে। খবরদার! তিন দিনের পূর্বে পূর্বেই তাদের বিদায় জানানো না হয়।'

সাত.

ফজরের নামাযের পর সায়েব ইবনে আবু বকর সেনা ছাউনীতে প্রবেশ করেন। তাঁর পিছে সা'দ। নৌ-বাহিনী প্রধানকে দেখে বহু সেপাই জড়ো হলো।

নৌ-বাহিনীর প্রধান সকলের সাথে উষ্ণ ভরে মোসাফাহা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমীর ইউসুফ সাহেব কোথায়?' জনৈক সিপাই জওয়াব দেয়, 'উনি তাবুতেই আছেন।'

নৌ-বাহিনী প্রধানের পিছে পিছে সা'দ চলল আমীরের তাবুর দিকে। সা'দের অন্তর তখন ধড়াস ধড়াস করছে। আফ্রিকার মহান ব্যক্তিত্বের মুখচ্ছবি ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠল। পথ প্রদর্শক সেপাই একটি তাবুর সামনে এসে থামল। দরজার পর্দা উঠানো। সা'দ ও সায়ের সরাসরি তাবুতে প্রবেশ করল।

খেজুর পাতার চাটাইতে বসে আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন মুন্সি দিয়ে লেখাচ্ছিলেন। সায়ের সাহেব ঢুকেই 'আসসালামু আলাইকুম' বললেন। সালামের জওয়াব দিয়ে মাথা উঠালেন তিনি। চাচাতো ভায়ের চেহারায় তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। শান্ত নদীটির মত তার উজ্জ্বল চেহারায় বিশেষ একটা রাশভারী ছাপ সুস্পষ্ট। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে কাচা ঘুম ভাঙ্গা বাঘের ক্ষিপ্রতা। সায়ের ইবনে আবু বকর বিনীত স্বরে বলেন, 'আমীর হে! আমি হতাশাজনক খবর নিয়ে এসেছি।'

'সাগর বক্ষে না দেখে নৌ-বাহিনী প্রধানকে প্রান্তরে দেখছি-এর চেয়েও হতাশা জনক খবর নিয়ে এসেছো তুমি? উঠে দাঁড়ালেন আমীর ইউসুফ।'

'ভূমিকা ছাড়া বললেন—তোমার খবর!'

সায়ের ইবনে আবু বকর সংক্ষেপে তার কাহিনী বলে গেলেন। সা'দের ধারনার বাইরে মোরাবেতীন আমীর ধৈর্য ধরে শুনলেন নৌ-বাহিনী প্রধানের কথা। এতটা হতাশাজনক খবর সত্ত্বেও তাঁর চেহারায় নেই হতাশার ছটা। অতঃপর যখন তিনি চাচাত ভাইকে প্রশ্ন করছিলেন—অতল সাগর থেকে ফুঁসে ওঠা রাগ-তরঙ্গ যেন তখন ব্যাত্যা-বিক্ষুব্ধ ঢেউ ঝুটিকে বগল দাবা করছে। তিনি বাইরে এসে সেপাইদের লক্ষ্য করে কিছু বলার সময় সা'দ উপলব্ধি করল, জাগতিক বিপর্যয়ের উড়ন্ত পাখা যেন ক্লান্তি নাশিতে ঝিমিয়ে পড়ছে তাঁর সম্মুখে। দৃষ্টিনন্দন যে দৃষ্টি প্রখরতায় এতক্ষণ স্নেহ, ভালবাসা ও সৌহার্দের ছাপ ছিল, এক্ষণে তা ক্ষুধার্ত সিংহের বিজলী চাহনিতে পরিণত হলো। হাজার

www.amarboi.org

পাঁচেক সওয়ার আমীরের ভাবমূর্তি পরিবর্তন হতে দেখে জীবন উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুতি নিল। সওয়াররা কোচ করার মুহূর্তে আমীর হুকুম দিলেন, পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তারা যেন দ্বিতীয় মনজিলে অপেক্ষা করে। সবশেষে তিনি সায়ের ইবনে আবু বকরকে বলেন, 'তুমি যখমী। আরাম করো গিয়ে।'

'না না! আমার যখম মামুলী। যখমের কোন জ্বালাই আমি উপলব্ধি করতে পারছি না'।

'আর তুমি-?' এই প্রথম তিনি সা'দকে প্রশ্ন করেন।

সা'দ বিনীত ভাবে জওয়াব দেয়!' আমি ক্লান্ত, তবে যখমী নই। আপনার সাথে যেতে আপত্তি নেই আমার।'

নিজের কাহিনী বলার সময় সায়ের ইবনে আবু বকর সা'দের পরিচয় দিয়েছেন। সায়ের সাহেব এতদসত্ত্বেও মনে করলেন, আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন ওকে তেমন একটা পাত্তা দিচ্ছেন না। তাই ওর পরিচয়টা আরেকটু ভালভাবে খুলে বলা দরকার মনে করে তিনি বললেন, 'আমাদের জেহাদী কাফেলায় শরীক হবার জন্য ও গ্রানাডা থেকে ছুটে এসেছে।

আমীর সাহেব বলেন, 'নওজোয়ান! তুমি যে ময়দানে পা রেখেছ–তা বেশ বিস্তীর্ন। বাযুর শক্তি প্রদর্শনের বেশ সময় মিলবে তোমার। এক্ষণে তোমার আরামের প্রয়োজন। চেহারা বলছে তুমি বেশ পরিশ্রান্ত।'

সা'দ জওয়াব দেয়, 'আপনার হুকুম শিরোধার্য। কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় খায়েশ হচ্ছে, আপনার সংসর্গে থাকা। হায়! আমার চেহারা যদি মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করত।'

ইউসুফ বিন তাশফীন জনৈক সালারকে ডেকে বললেনঃ 'নওজোয়ানকে একটি উত্তম ঘোড়া দাও!'

খানিকপর। রণ সংগীত বেজে ওঠল। পাঁচ হাজার ঘোড় সওয়ারের ঘোড়ার খুড় থেকে ওঠা দিগন্ত প্রসারী ধুলিমেঘ মরুর পরিবেশকে ভাব-গম্ভীর করে তুলল। এই আত্মত্যাগী শাহ সওয়ারদের একজন হচ্ছে-সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম। প্রত্যাশার পূর্বেই কুদরত তাকে পাইয়ে দিয়েছে ইউসুফ বিন তাশফীনের নাগাল। ওর কানে ঘুরে ফিরছে, ইবনে তাশফীনের কথা, বীরত্ব প্রদর্শনের বেশ সময় মিলবে তোমার। এ যমীন বেশ প্রশস্ত।'

নিকট অতীতের হৃদয়গ্রাহী পর্দা উন্মোচন করে কল্পনার রঙিন পাখায় ভর করে ও এমন এক ঝটিকা বাহিনীকে দেখতে লাগল-যারা গোটা দুনিয়ার জালিম শাহির বিবেকের রুদ্ধ কপাটে আঘাত হানছে। বার বার দোয়া করছিল-'হায়! এ দুনিয়াতে আবারো যদি কোন খালেদ ইবনে ওয়ালিদ কিংবা তারেক বিন জিয়াদ আগমন করতেন, তাহলে তাদের কাছে গিয়ে বলতাম, আমি তোমাদের শহীদী কাফেলার সহযাত্রী। তোমাদেরই কাফেলায় শরীক হবার জন্য আমার যাবতীয় রণ-চর্চা।

www.amarboi.org

ইউসুফ বিন তাশফীন চলন্ত ঘোড়ায় বসে সালারদের দিকে নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। সা'দ তা দেখে ডুবে যায় অতীত ইতিহাসের পাতায়। ও ভাবল, একি সেই শাহ্ সওয়ার, কুদরত যাকে তারিক বিন জিয়াদের শৌর্য-বীর্য দান করেছেন? একি সেই মুজাহিদ, যিনি একদিন ভাগ্যহারা স্পেনীয়দের মদদে ছুটে যাবেন আন্দদালুসিয়ায়?' ইনিই কি সেই, যিনি আল ফাঞ্চোর বিরুদ্ধে ঐ তলোয়ার বুলন্দ করবেন-তারিক বিন জিয়াদ যা করেছিলেন রডারিকের বিরুদ্ধে? সা'দ প্রতিটি কদমেই মোরাবেতীন আমীরের কর্মপন্থা অনুধাবন করতে সচেষ্টা হলো। মনে মনে বলল, তাঁর মিশন বেশ প্রশস্ত ও সুদূর প্রসারী। এ মিশনের কার্যক্রম যেমনটা জরুরী তেমনটা ঝুঁকিপূর্ণও। যে শক্তি মরু সাহারার অতল থেকে বিক্ষুব্ধ সাইমুম আকার ধারন করেছে, ইহা শুধু স্পেনীয়দের পৃষ্ঠপোষকতা করবে না বরং দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেবে দাম্ভিক ইউরোপীয়নদেরও। যারা মুসলিম বিশ্বে ক্রুশদন্ড প্রোথিত করতে চায়-মোরাবেতীন আমীরের দৃঢ় ইচ্ছার সামনে তাদের সে সাধ সহজেই ভেস্তে পড়বে।

আট.

হামলাবাজ জলদস্যুরা চূড়ান্ত হামলা করল। পূর্ণশক্তি ব্যয় করলো কেল্লা দখলের জন্য। এর পূর্বে তারা বার তিনেক হামলা করে পিছপা হয়েছিল। কেল্লারক্ষী জানবায মুজাহিদদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে তারা কেল্লার চার দেয়ালের মাঝে ঢুকতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত মরণ আঘাত হানল ওরা। এ হামলা পূর্বাপর হামলার চেয়ে আরো মারাত্মক। জল দস্যুদের বেশ ক'জন বিকল্প সিঁড়ি বানিয়ে দেয়াল টপকাতে সমর্থ হল। অবশ্য ওদের চল্লিশ জনের মত লোক মারা পড়ল। কেল্লারক্ষীরা মনে করছিলেন-আগামী কালকের সূর্যের মুখ বুঝি দেখা যাবে না। এ দিকে তীর-তুনীর খালী হয়ে গেছে। ঢিল হয়ে আসছে বাযু। কেল্লারক্ষীরা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

আচানক পূর্ব দিগন্তেত ধূলিঝড় দেখে কেল্লাপ্রধান বুরুজে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে ওঠলেন, 'মুজাহিদ ভায়েরা! হিম্মৎ করো! স্ব-স্ব স্থানে ইস্পাত কঠিন থেকো। আমাদের ফৌজ এসে গেছে।'

সেপাইরা নবোদ্যমে সিঁড়ি টপকানো হামলাবাজদের রুখতে লাগল। হতোদ্যম হয়ে যারা জীবনের মায়া ত্যাগ করেছিল, দ্বি-গুন উৎসাহে তীর-বল্লম ও নেযা চালাতে লাগল তারাও।

খানিক পর। মেঘাকৃতির এক সুবিশাল সৈন্য তিনদিক থেকে কেল্লা ঘিরে নিল। হামলাবাজ জলদস্যুরা ছাউনীতে ছিল কেউ আর কেউ কেল্লা আক্রমনে। মদদী ফৌজের প্রবল আক্রমনে দিশেহারা হয়ে সকলে উপকূলবর্তী ঘন ঝোপ ও টিলার আড়ালে লুকালো। মোরাবেতীন ফৌজের সিংহভাগ-ই ঘোড়পৃষ্ঠ থেকে নেমে পাথরকে আড়াল করে ব্যূহ রচনা করল। তন্মধ্যে কিছু ঘোড়া ও গোলা বারুদ দেখাশোনা করছিল বাদ-

www.amarboi.org

বাকীরা পলায়নরত। শত্রুরা পিছু ধাওয়া করতে লাগল। এতক্ষণ যারা কেল্লা দখলের ইবলিশী নেশায় বুঁদ হয়েছিল, জান বাঁচাতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল তারা। মুসলিম ফৌজের তীর-বল্লম থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে কেউ কেউ সাগরে ঝাপ দিল, আর কেউ হামাগুড়ি দিয়ে পুনরায় কেল্লার চার দেয়ালের দিকে এগুলো।

দুপুরের দিকে মোরাবেতীন ফৌজ দেড় হাজার হামলাবাজদের মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে দিল। সমুদ্রে ঝাপ দেয়া জলদস্যুরা প্রাণপণ সাঁতরে নিকটে দূরে নোঙর করা জাহাজে পৌছুতে সচেষ্ট হল। কিন্তু ইউসুফ বিন তাশফীনের তুখোড় তীরন্দাযদের তীরের আঘাতে ঘায়েল হয়ে সিংহভাগের সলীল সমাধী হতে হলো। নোঙর করা পাঁচটি জাহাজের দু'টি ইতালির, একটি ফ্রান্সের। খবরটা পাওয়া গেল বন্দি জল দস্যুদের মুখে। ইতালি ও ফ্রান্সের কাপ্তানরা পরিস্থিতি উদ্বেগাকুল মনে করে দূরে নিয়ে গেল জাহাজ। বাকী জাহাজ দু'টির নাবিকরা স্ব-জাতির টানে কেল্লার নিকটে নিয়ে আসতে চাচ্ছিল। কিন্তু অববরত তীরের আঘাতে মাঝি-মাল্লাদের সাহস ভেস্তে গেল। পরিশেষে ইতালি-ফ্রান্সের পদাংক অনুসরণ করল তারাও। এদিকে দিশেহারা জলদস্যুরা হাতিয়ার সমর্পন করা ছাড়া উপায় দেখতে পেল না। শেষ বিকালে চার হাজার হামলাবাজ আত্মসমর্পন করল।

কেল্লায় প্রবেশ করে ইউসুফ বিন তাশফীন মাগরিবের নামাজ আদায় করলেন। কেল্লাটিতে বড় জোড় পাঁচশ সিপাইয়ের সংকুলান হয় দেখে আমীর সাহেব বাদ-বাকী ফৌজ নিয়ে দুশমন যেখানে ছাউনী ফেলেছিল সেখানে ছাউনী ফেলেন। যুদ্ধলব্ধ মালের তালিকায় ছিল হাজারো উট, ঘোড়া ও তীর-বল্লম।

যুদ্ধবন্দীদেরকে পাহারাদারদের কাছে অর্পন করা হল।

রাতের খানা পরিবেশন কালে আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন সায়ের ইবনে আবু বকরকে বলেন,

'তোমার স্পেনীয় দোস্তকে দেখছি না যে? আজকের লড়াইতে ওকে বেশ চটপট ও ক্ষিপ্র দেখেছি। আমার যা ধারনা, ওর ধনুকের তীর বোধহয় খুব কমই অব্যর্থ হয়েছে। কেল্লায় প্রত্যাবর্তন কালে আমাদের সাথে ছিল ও। এখন কোথায়?'

'এখানে পৌছেই ও যমীনে লুটিয়ে পড়ে। এখন গভীর ঘুমে অচেতন। জাগাইনি।'

'খুব যখমী হয়েছে কি?'

'জানি না! আমাকে তো এমন কিছু বলেনি।'

জনৈক সালার বললেন, 'আমি তার জামার হাতা থেকে খুন ঝরতে দেখেছি। কারণ জিজ্ঞাসা করলে মুচকি হাসি দিয়ে সে বললো, 'এটা তেমন কোন যখম নয়। বলতে পারেন-নখের আচড়।'

আমীর ইউসুফ বললেন, 'সায়ের! ওর দিকে খেয়াল রেখ! এ ধরনের যুবক আমাদের কাজে আসবে বেশ।'

খানাপর্ব শেষ করে কয়েক ঢোক পানি গলধঃকরন করে সায়ের বললেন, 'আমি ওকে দেখে আসি।' ইবনে তাশফীন বললেনঃ 'দাঁড়াও! তোমার সাথে আমিও যাব।'

www.amarboi.org

নয়.

গাঢ় নিদ্রা ভাঙ্গা হলো সা'দের। মশালের আলোতে দেখল-সামনে বেশ ক'জন লোক দাঁড়ানো। এক লোক ঝুঁকে ওর হাতায় কি যেন অনুসন্ধান করছেন। ঘাবড়ে উঠে বসল সা'দ।

ইউসুফ বিন তাশফীন বলেন, 'আহ্ উঠলে কেন! শুয়ে থাক! তোমার যখম দেখছিলাম।'

সা'দ শুকনো ঠোঁটে সাহস সঞ্চার করে বললো, 'এ তেমন কিছু না জনাব!'

'যখমকে মামুলি ভেবে হেলা করা ঠিক নয় যুবক। নাও, ঠিক হয়ে বস্। আমি নিজ হাতে তোমার যখমে পট্টি বেধে দিচ্ছি। সা'দের বাযুতে পট্টিবেধে উঠে দাঁড়ালেন ইউসুফ। বললেম সায়েরকে,

'সায়ের! যাও ওকে সাথে নিয়ে খানা খাও। আমি অন্য যখমীদের দেখে আসি।'

পর দিন। সন্ধ্যার দিকে রাবাতে দশটি জঙ্গী জাহাজ এসে কেল্লাদ্বারে নোঙর ফেলল। উপ-নৌ-বাহিনী প্রধান খোশ খবর শুনালো-আমরা দুশমনের তিনটি জাহাজ অগ্নিবান নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দিয়েছি। গ্রেপ্তার করেছি গ্রীসের এক কাপ্তানকে। চতুর্থ দিন। ফজর নামাজান্তে আমীর ইবনে তাশফীন সা'দকে ডেকে পাঠালেন। সা'দ খিমায় ঢুকতেই আমীর সাহেব বলেন, 'যুবক! তোমার আগমন হেতু জানার দরকার ছিল সর্বাগ্রে। কিন্তু দেখলে তো, কত ঝামেলা আমার চারপাশে। তোমার কোন সহযোগিতা করতে পারলে খুশী হব।'

সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম খানিক ভেবে মুখ খুললো,

'তাওহীদের ঝান্ডাবাহী দলের সদস্য করেছেন আপনি আমাকে-এরচেয়ে উত্তম সহযোগিতা আর কি হতে পারে। আমার ঘাম আর খুন দিয়ে মুসলিম বিশ্বের প্রতিরোধ দেয়াল নির্মাণ হলে-একে মনে করব চরম এক প্রাপ্তি। স্পেনের মুসলিমরা আজ জীবন-মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত। একসাগর আশা নিয়ে আফ্রিকা ভূমিতে পা রেখেছি, স্বজাতির এ দুর্দিনে আফ্রিকানরা আমাদের কতটুকু কি সাহায্য করতে পারে তা জানতে। এখানে এসে একটি বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছি যে, স্পেনের লড়াইয়ের ভূমিকা স্বরূপ আপনারা লড়ে যাচ্ছেন। মরক্কো আর আলজেরিয়ায় মুজাহিদদের বীরোচিত যে উত্থান হয়েছে, সে উত্থানে কেঁপে ওঠবে তৃত্ববাদীদের সূর্যমহল। আমি বিশ্বাস করি-আফ্রিকার কোণে কোণে হকের ঝান্ডা উড্ডীন করার পর মোরাবেতীন বীর-বাহিনী স্পেন পরিস্থিতির থেকে বিমুখ হবে না। সেই সুমহান অভিপ্রায়ে আমি আপনার কাফেলায় শরীক হওয়াকে জীবনের অন্যতম স্বার্থকতা মনে করব।'

ইউসুফ বিন তাশফীন বলেন, 'কিন্তু স্পেনীয় মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমি নাক গলাতে যদি না চাই-তবে?

www.amarboi.org

'আল-ফাঞ্চোর তলোয়ার স্পেনবাসীর শাহরগে পৌছুলে আপনি নাক গলাতে বাধ্য হবেন বলে আমার বিশ্বাস। স্পেনীয় মুসলমানরা আপনাকে ফুল ছিটিয়ে অভ্যর্থনা জানাবে। আফ্রিকায় আপনার কাজ শেষ হলে আপনার রোখ স্পেনে হবে বলে সকলের ধারণা।

ইউসুফ বিন তাশফীন বলেন, 'তুমি আমার কাছে বেশ উচ্চাশা পোষণ করছো যুবক। জানি না, তোমার আশা কতটুকু কি পুরা করতে পারি। তবে জেনে রেখো। আলজেরিয়া থেকে সেনেগাল সাগর পর্যন্ত যতদিন ইসলামের জয়ে জয়কার না হচ্ছে, ততদিন আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারব না। খণ্ডিত স্পেনের অনুরাগীদের অশুভ প্রতিক্রিয়া আফ্রিকায় এসে প্রভাব সৃষ্টি করুক-তা আমি চাই না। যে পরিস্থিতির শিকার হয়েছে স্পেনবাসী, সে পরিস্থিতির শিকার যেন না হতে হয় মরুচারী আফ্রিকানদের। এ প্রতিজ্ঞা পালনার্থে দরকার এমন কিছু মুজাহিদ-পেটে পাথর বেঁধে যারা যুদ্ধ চালাতে সিদ্ধহস্ত। দরকার এমন কিছু আত্মত্যাগী ধর্ম প্রচারক-রাহে লিল্লায় যারা সময় লাগাতে অকুণ্ঠ।

'আপনার জিহাদ ও ধর্ম প্রচারণার কাজে সর্ব প্রথম আমি নিজের নাম প্রস্তাব করছি।'

'তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। তবে স্পেনের ব্যাপারে আমি কোন অঙ্গীকার দিতে পারছিনা এক্ষণে। সময় এলে এ ব্যাপারে কুদরত আমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবেন-এটুকু আশা রাখছি।'

'আমি আপনার কাছে এ ব্যাপারে তেমন কোন জোরালো দাবী জানাব না। আফ্রিকার সরেজমিনে হকের ঝান্ডা উড্ডীন করতে আপনার শহীদী কাফেলায় শরীক হতে চাই নিঃশর্তে।'

আমীর ইউসুফ বলেন, 'তোমাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। আশাকরি সঠিক উত্তর দিতে কার্পন্য করবে না। তুমি এখানে স্বেচ্ছায় এসেছ, না কারো পীড়াপিড়িতে?

'এখানে এসেছি গ্রানাডার এক দেশ দরদী, বিদগ্ধ কাজীর অনুরোধে। খণ্ডিত স্পেনের ধ্বজাধারীদের অনুরোধে এসেছি কিনা-এ সন্দেহে আপনি সন্দিহান হলে আমাকে কিছু বলার সুযোগ দিতে হবে আপনার।'

ইউসুফ বিন তাশফীনের চেহারায় স্নেহের মুচকি হাসি খেলে গেল। তিনি বললেন, 'তোমার যা কিছু বলার- তো তোমার ললাটের কুচকে যাওয়া চামড়া বলে দিচ্ছে। বীর-বাহাদুর এক বাপের খুন তোমার শিরা-উপশিরায় বয়ে চলছে। গর্বিত এক মা'র দুধপান করেছ তুমি। প্রতিপালিত হয়েছ কোন জাদলের রণ-নিপুণ উস্তাদের হাতে। এতসত্ত্বেও চিরসবুজ ও তারুণ্যের অহংকার এক আত্মাভিমানী গ্রানাডা যুবকের কাহিনী শোনা থেকে লোভ সামলাতে পারছিনা আমি। সত্যিই আমি পুলকিত তোমার দেশপ্রেম দেখে।'

সা'দ কর্ডোভার বিপ্লব বর্ণনা শেষে স্পেনের সার্বিক সমস্যা ইউসুফের সামনে তুলে ধরল একে একে।

www.amarboi.org

দশ.

আফ্রিকায় অবস্থানকালে সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম নিজকে একজন আহামরি সেপাই এবং আত্মত্যাগী একজন ধর্মপ্রচারক হিসাবে সকলের কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়। নৌ কিংবা স্থল অভিযান শেষে মুবাল্লিগ কাফেলার আলেমদের সাথে শরীক হয়ে ও চলে যেত দূর-বহুদূরের অমুসলিম জনপদে। মরু জনপদের ভাষাভাষীদের ভাষায় ও অনর্গল কথা বলতে পারত।

মরু সাহারায় বীরত্বপূর্ণ জীবন কাল অতিক্রম করলেও মাঝে মধ্যে বাড়ীর কথা মনে পড়ত ওর। নিরিবিলিতে বসে ভাবত-গ্রানাডার কথা। মা-ভাই ও আত্মীয়-স্বজনকে দেখার জন্য ব্যকুল হয়ে ওঠত মন। কল্পনায় যেন ওদের সাথে কথা বলত,

'তোমারা ভেবেছ, আমি তোমাদের ভুলে গেছি! না না। আমি কাউকে ভুলিনি। তোমাদের মুখ দর্শনে আমি বে-কারার। অচিরেই গ্রানাডায় আসছি।'

সবশেষে আসত মায়মুনার খেয়াল। ওর হৃদয় গহীনে একটা পুলক, একটা শিহরণ এবং ভালবাসার উষ্ণ পরশ খেলে যেত। গভীর রাতে বালুর ঢিবিতে বসে মিটি মিটি করে হাসা তারকাদের দিকে তাকিয়ে ও ভাবে, মায়মুনা হয়ত এক্ষণে তারকাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করছে, 'স্পেনের ভাগ্যাকাশে আযাদীর সূর্য কবে ওঠবে'? শুধু মায়মুনাই নয়, স্পেনের গোটা তরুনীদের একই তামান্না- জাতির নিবেদিত প্রাণ সন্তানরা কবে আঁধার পুরীতে আশার প্রদীপ জ্বালাবে?' কখনোবা ভাবতো-একবার বাড়ী ঘুরে আসলে মন্দ হত না। গ্রানাডা প্রশাসন আমার ওপর গ্রেফতারী পরোয়ানা এখনো জারী রাখলে ছদ্মবেশে যাওয়া যাবে। দু'একদিন থেকে আবার চলে আসব। এ অভিপ্রায়ে আমীর ইউসুফের তাবুতে যেত। কিন্তু নয়া অভিযান ও মুবাল্লিগদের নতুন জনপদে যাবার কথা ওঠলে ওর অভিপ্রায় ছাই চাপা পড়ত। মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতো। জীবনের চেয়ে জীবনের লক্ষ্য অনেক বড়।

পরবর্তী রমজান মাস সাবতায় কাটাল ওর। দূর প্রবাসে থাকায় ঘরের খবর পায়নি বহুদিন। উৎকণ্ঠার পর উৎকণ্ঠা ওর দিল মনকে ন্যুজ কর দেয়। শেষ পর্যন্ত আহমদের নামে একটি পত্র লিখে সায়েরের দূতের মাধ্যমে স্পেনে প্রেরণের ব্যবস্থা করে ও। ঈদের দিন দু'য়েক পর দূত প্রত্যাবর্তন করল। সাথে নিয়ে এলো দু'টি পত্রও। তন্মধ্যে একটি শায়েখ আবু সালেহার, অপরটি মায়মুনার।

মায়মুনা লিখেছে ঃ

'মুহতারাম! আহমদ, হাসান ও ইদ্রীস এক্ষণে বাড়ী নেই। আপনার আম্মার হুকুমে এ পত্র লিখতে হচ্ছে আমায়। স্পেনীশ ওলামাদের মিশন ব্যর্থ হয়েছে। কাজী আবু জাফর স্বেচ্ছাসেবীদের গোটা স্পেনে ছড়িয়ে দিয়েছেন। হাসান যারাগোদা ও আহমদ টলেডোয় গিয়েছে। আপনার অন্যান্য বন্ধুরা বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে পরিবেশ পরিস্থিতি দ্বারা এতটুকু আঁচ করা গেছে যে, স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে জনমত

www.amarboi.org

গড়ে তোলাই তাদের দেশ ছাড়ার অন্যতম কারণ। ইদ্রীস ভাইয়া ব্যবসা উপলক্ষ্যে মালাকা গেছেন। আপনার আম্মাজানের একাকীত্বের জ্বালা ঘুঁচাতে খালাজান আমাকে তার কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি প্রতি নামাযান্তে দোয়া করেন, খোদা! আমার বাচ্চাদের তুমি আমৃত্যু ইসলামের জয়গান করতে সাহস দাও! তার প্রতি নিঃশ্বাস আপনাদের বিজয় কামনায় ভরপুর থাকে। আর আমার অভিযোগ আপনার ওপর একটু যে, আপনি ধরা-ছোঁয়ার অনেক দূরে অবস্থান করছেন। খোদা-ই ভাল জানেন-নিশাচর মুসাফিরের জীবনে সুহাসিনী ভোর কবে আসবে?'

— মায়মুনা।

শেখ আবু সালেহ তার চিঠিতে গ্রানাডাসহ অন্যান্য প্রদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সবিস্তরে খুলে বলেছেন। তিনি লিখেছেন, মুতামিদের হাতে ইবনে আম্মারের জীবনাবসান হয়েছে। টলেডোবাসী ইয়াহইয়া* জান-নুনের উপর ক্ষ্যাপা। এখানকার পরিস্থিতি বিস্ফোরনোম্মুখ। আল-ফাঞ্চোর ফৌজ যারাগোদা, ভ্যালেন্সিয়া এবং সেভিল সীমান্তে জড়ো হচ্ছে। স্পেনবাসী চরম উৎকণ্ঠার সাথে দিনাতিপাত করছে। আবু জাফরের মিশন নাযুক পরিস্থিতির সামাল দিতে খুব একটা যুৎ করতে পারবেন বলে মনে হয় না। জনগণ মনে করছে মোরাবেতীন সাম্রাজ্যই তাদেরকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। কাজী কিছুদিন গ্রানাডা থেকে আলীক্যান্ট গিয়েছেন। একমাস পর হয়ত ফিরবেন। তিনি তোমার খবরাখবর জানার আশায় পেরেশান হয়ে আছেন। যে চিঠি তুমি আহমদের নামে লিখেছো-কাজী সাহেবকে দেখিয়েছি তা। কিন্তু এতে তার তড়পানি কমা তো দূরে থাক, বেড়ে গেছে আরো।

---

* টিকা ঃ ১ মামুনের ছেলে ইয়াহইয়া। উনি ইয়াহইয়া আল-কাদের নামে খ্যাত।

www.amarboi.org

টলেডোর পথে আহমদ

সা'দি বিন আব্দুল মুনয়িমকে আফ্রিকায় রেখে আমরা স্পেন ইতিহাসের আরেকটি দিক তুলে ধরতে চাই। সে দিকটি হচ্ছে, ইবনে আম্মার প্রসঙ্গ। ইবনে আম্মারের স্বেচ্ছাচারীতা সীমালংঘন করেছিল। তল্পীবাহকরা তাকে উজীরের স্থলে রাজা বলে ডাকতে লাগল। এমনকি তাঁর সম্মানে রচনা করতে লাগল নিত্য-নতুন কবিতাও। এ কবিতার মান ঐ কবিতার চেয়ে কোন অংশ কম হত না-যা একদিন রচনা করা হয়েছিল মুতামিদের সম্মানে। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে ইবনে আম্মারকে যখন মার্সিয়া পাঠানো হয়, তখন তার সাথে সঙ্গ-দেয় তোষামুদে কিছু কবিও। দু'শো খচ্চর সম্মিলিত তার রথ। বিলাস সামগ্রী বহন করতে এসব খচ্চরের কোমড় নুয়ে আসে। পথিমধ্যে তামাম শহরে সে একটি অধিবেশন ডাকে। দান করে দু'হাতে অঢেল সম্পদ। এসব অধিবেশনে সে মুতামিদের সমমনা মণি-মাণিক্য খচিত আচকান ও শাহীটুপি ধারণ করে।

সেভিলে তার বিরোধী লোকজনের কমতি ছিল না। মুতামিদের দরবারস্থ ইবনে জায়দুন নামী এক কবি ইবনে আম্মারের উত্থান পথে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সুযোগ নেয় সে ইবনে আম্মারের অনুপস্থিতির। ইবনে আম্মারের প্রতি ঈর্ষাকাতর পদস্থ অফিসারদের ডেকে করে এক রুদ্ধদার বৈঠক। মুতামিদের মত একজন জোশিলা বাদশাহর কানভারী করতে এসব লোকদের তেমন একটা বেগ পেতে হলো না। তাছাড়া মার্সিয়া প্রদেশ থেকে এমনও কিছু খবর আসলো, যাতে পোয়াবারো হলো ইবনে জায়দুনদের। গুপ্তচররা জানাল, ইবনে আম্মার তার প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে যাচ্ছে। এক্ষণে মার্সিয়ার তামাম রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম তার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

মার্সিয়ার সাবেক প্রশাসক ইবনে তাহেরকে ইবনে আম্মার কয়েদ করেছিল। তাকে সদলে ভেড়ানোর জন্যে ইবনে আম্মার যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছিল। উপায়ন্তর না দেখে তাকে দীপান্তরীত করা হয়। নির্জন দ্বীপে বসে ইবনে তাহের যখন দিনকাল অতিবাহিত করছিল তখন ইবনে আম্মার দূত পাঠিয়ে তার আনুগত্য স্বীকারের অনুরোধ জানায়। ইবনে তাহের দূতকে পরিস্কার বলেন, 'কস্মিনকালেও আমি ঐ ব্যক্তির অনুগত হতে রাজী নই-গতকালও যে হালুয়া-রুটির লোভে ধনীক শ্রেণীর শানে কবিতা রচনা করত।

ইবনে আম্মার এ শ্লেষপূর্ণ প্রত্যাখ্যান সহজে হজম করতে পারল না। সুতরাং সে অঙ্গিকার করল-যতদিন ইবনে তাহের তার পায়ে না পড়ছে ততদিন সে তাকে মুক্তি দিচ্ছে না।

ভ্যালেন্সিয়া প্রশাসক ইবনে আজীজ মার্সিয়া প্রশাসকের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। মুতামিদের সাথেও তার সম্পর্ক মোটামুটি ভালো বলা যায়। তিনি মুতামিদের কাছে

www.amarboi.org

ইবনে তাহেরের মুক্তির জন্য সুপারিশ নামা পাঠান। বলেন, যে করেই হোক, ইবনে তাহের কে যেন ছেড়ে দেয়া হয়। অন্যথায় যে কোন পরিস্থিতির দায়ভার আপনাকে বহন করতে হবে। মুতামিদ ইবনে আজীজের কথায় সাড়া দিয়ে ইবনে আম্মারের কাছে মার্সিয়া প্রশাসককে ছেড়ে দিতে ফরমান জারী করেন। কিন্তু ইবনে আম্মার সে ফরমানের তেমন একটা পাত্তা দিল না। একদিন ইবনে তাহের কারাগার থেকে পালিয়ে গেল। দাঁতহীন গোক্ষুরের মত ফোঁস ফোঁস করে ইবনে আম্মার ভ্যালেন্সিয়া প্রশাসকের শানে নিন্দাসূচক কাব্য রচনা করল। ইবনে আজীজ কাব্যগুলো মুতামিদের কাছে পাঠালে মুতামিদ যারপরনাই রাগান্বিত হন। লিখেন ইবনে আম্মারের শানে পাল্টা কবিতা তিনিও। ইবনে আম্মার এবার স্বয়ং মুতামিদের বিরুদ্ধেই নিন্দামন্দ সর্বস্ব কবিতা লিখল।* এ কবিতাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করা হলো।

ইবনে আম্মার নেশায় বুঁদ হয়ে মুতামিদের বিরুদ্ধে কাব্য রচনা করেছিল। অবশ্য একান্ত কাছের লোকজন ছাড়া আর কারো কাছে সে এ কবিতা প্রকাশ করেনি। কিন্তু সত্য বড় কঠিন। সত্যের প্রদীপ্ত সূর্যকে মিথ্যার নিবিড় কুয়াশা দিয়ে ঢাকা যায় না। একদিন কবিতা পৌঁছে যায় মুতামিদের কানে। ফলে তাদের মাঝে গড়ে ওঠে এমন এক প্রাচীর-যা কোন দিন ভেঙ্গে যাবার মত নয়।

তোষামুদে বন্ধুরা ইবনে আম্মারের পতন আসন্ন দেখে কেটে পড়ে। এদিকে তার শাহী খানা-পিনা আর বিলাস সামগ্রীর যোগান দিতে গিয়ে তলাহীন ঝুড়িতে পরিণত হয় মার্সিয়ার খাজানা। সেপাইদের বেতন-ভাতা দেবার সামর্থ নেই। ফলে একদিন তারা ধমকি দিয়ে বলে, বেতন-ভাতা শোধ না করলে তোমাকে মুতামিদের হাতে তুলে দেয়া হবে। জনগণও তার ওপর ক্ষেপে যায়। বন্ধ করে দেয় ট্যাক্স। গতকালও যারা তার শানে কবিতা লিখত আজ তারা নিন্দামন্দসূচক কবিতা রচনা করতে লাগল। মোহ ভাংলো তার। পরিস্থিতি উদ্বেগাকুল দেখে মার্সিয়া থেকে পালিয়ে আল-ফাঞ্চোর কাছে গিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করল সে। কিন্তু ভগ্ন প্রাসাদকে সোজা করে তোলার লোক নন আল-ফাঞ্চো। এখান থেকে বিমুখ হয়ে সে গোটা স্পেনের প্রাদেশিক গর্ভনরদের কাছে গেল-কিন্তু ফল সেই শূন্যের কোঠায়। শেষ পর্যন্ত বনি সোহেল তাকে বন্দি করে মুতামিদের কাছে বিক্রি করে দিল।

---

* টীকা ঃ ইবনে আম্মারের শানে মুতামিদ যে কবিতা লিখেন তা নিম্নরূপঃ 'বনি আম্মার(ইবনে আম্মারের খান্দান) তো সেই ব্যক্তি গতাকলও যে হালুয়া-রুটির লোভে ধনীক শ্রেণীর শানে কবিতা লিখত। দু'টি দেরহাম পেলে সে যে কারো কদমে পড়তো লুটিয়ে। মনিব তাকে দু'লোকমা শুকনো রুটি দিলে সেদিন হত তার ঈদ উৎসব। নিকৃষ্ট কাজ করে সে পেয়েছিল বিরাট বিরাট পদ। ইবনে আম্মারের নিন্দামন্দ ছিল নিম্নরূপ- হে মুতামিদ! জাতির এমন এক মেয়েকে তুমি বিবাহ করেছ, উচ্ছিষ্ট ভেবে রমিক যাকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছিল। রমিক তাকে কিনেছিল মাত্র এক বছরের একটি মাদী উটের বিনিময়ে। আর তার গর্ভে পয়দা হয়েছে এমন তিনটি ছেলে এবং ঘিড়িঙ্গী দু'টি মেয়ে-তোমার মুখে চুনকালী মাখতে যাদের জুড়ি নেই। মুতামিদ! তোমার আকাম-কুকাম আমি গোটা বিশ্বকে জানিয়ে দিব। খুলে দেব তোমার মুখোশ ইতিহাস পৃষ্ঠে।

ইবনে আম্মারের উত্থান-পতন বেশ বড় কলেবরে লেখা আছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে যতটুকু সংযোজনের প্রয়োজন লেখক ঠিক ততটুকু এনেছেন। -অনুবাদক।

www.amarboi.org

যে ইবনে আম্মার একদা শাহী দাপট নিয়ে সেভিলে প্রবেশ করেছিল, আজ সে এক নিকৃষ্ট বন্দিবেশে প্রবেশ করল। গায়ের আচকানে সেই আগেকার জৌলুসটি নেই। ছেড়া-ফাটা জামা। চুল উস্কু-খুস্ক। লৌহ শেকলের আঁচড়ে তার হাত-পা যখমী।

ভক্তিভরে একদা যে হাতে সকলে চুমো দিত, আজ সে হাতে সকলে থু থু নিক্ষেপ করতে লাগল। যে মাথায় একদা বিঘত খানেক উঁচু টুপি শোভা পেত-লজ্জা আর অপমানে সে মাথা এখন নীচু।

পিতার মত মুতামিদ নেহাৎ প্রতিশোধপরায়ণ ছিলেন না। ইবনে আম্মারের পূর্বাপর খেদমতের দরুন হয়তো তাকে মাফ করে দিতে পারতেন, কিন্তু রমিকিয়া ও তার সন্তানদের কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি।

কয়েকখানা নিচ্ছিদ্র কুঠরীতে কাটতে লাগল ইবনে আম্মারের দিনকাল। শেষ পর্যন্ত ইবনে আম্মারের জীবনাবসান হলো মুতামিদের হাতেই।

দুই.

মামুন জান-নুনের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ইয়াহইয়া আল-কাদের মসনদে বসল। ইয়াহইয়া সুঠাম দেহের অধিকারী, হিম্মত ওয়ালা যুবক। খাজা গুরাই এর ইশারায় সে ওঠা-বসা করত। মৃত্যুর পূর্বে মামুন কর্ডোভা দখলের খায়েশে টলেডোর খাজাঞ্চি খালী করে ফেলেছিল। এক্ষণে পুত্রের প্রধান জিম্মাদারী হচ্ছে, আল-ফাঞ্জোর ট্যাক্স আদায় করা। দিশেহারা হয়ে সে জনগণের ওপরে মাত্রাতিরিক্ত ট্যাক্স চাপাল। সুচতুর আল-ফাঞ্জো এ সুযোগে প্রতি বছর ট্যাক্সের মাত্রা একটু-আধটু বাড়িয়ে দিত। ফলশ্রুতিতে ইয়াহইয়াকে লুটেরায় পরিণত হতে হলো। নয় প্রশাসকের চাপিয়ে দেয়া ট্যাক্সে জনগণের যখন নাভিশ্বাস ওঠল, তখন দিশেহারা ইয়াহইয়া শিল্পপতিদের দারস্থ হল। শিল্পপতিরা একদিন অর্থ যোগান দিতে অস্বীকার করে বললেন, আর কোন অর্থ দেয়া হবে না। সাবেক অর্থ শোধ না করলে আপনার পরিবারকে আল-ফাঞ্জোর কাছে অর্পন করা হবে।

টলেডোবাসীর ধৈর্য্যের বাধ বেশ পূর্বেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। সর্বোপরি পাহাড়সম ট্যাক্সের ধকল সইতে না পেরে তাদের মন হয়ে ওঠল বিদ্রোহী। ইয়াহইয়া প্রশাসন ও পুলিশ এ পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে বিদ্রোহীমনা লোকদের সমানে গ্রেফতার করতে লাগল। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই জেলখানা কয়েদীতে ভরপুর হয়ে গেল। কিন্তু এতে বিদ্রোহের আগুন থামাতো দূরে থাক-বেড়ে গেলো আরো। নয়া কয়েদীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরানো কয়েদীদেরকে সীমান্তবর্তী কারাগারে স্থানান্তর করা হল। পুরানো কয়েদীদের মধ্যে আব্দুল মুনয়িম ও তার সঙ্গি-সাথীরাও ছিলেন। উল্লেখ্য, ইবনে উক্কাশা ও মামুন টলেডো দখল কালে এদেরকে কয়েদ করেছিল। আব্দুল মুনয়িমকে এমন এক

www.amarboi.org

কারাগারে রাখা হয়েছিল, যেখান থেকে তার ফরিয়াদ কোন দিন বাইরে বের হতে পারতনা। তিনি সকাল-সন্ধ্যা কেবল মৃত্যু প্রহর গুনতেন। তাঁদের পাহারাদাররা যেন এক একটা জন্মান্ধ ও বধির। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আব্দুল মুনয়িমের কুঠরীতে কোন পাহারাদারের প্রবেশানুমতি ছিল না। এদের ব্যাপারে জেল সুপারের রেজিস্টারে লেখা ছিল ঃ

(১) কয়েদী-অমুক।

(২) অপরাধ-মারাত্মক।

(৩) শাস্তি-যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড।

(৪) মুক্তি-সম্ভাবনা নেই।

(৫) পাহারা-অন্যান্যের চেয়ে কড়া।

টলেডোর রাজধানী থেকে আব্দুল মুনয়িম ছাড়াও আরো ৯০ জন কয়েদীকে সীমান্তবর্তি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তি সপ্তাহে কেন্দ্রীয় কারাগার নয়া কয়েদীদের আগমনে হয়ে যায় ঠাসা। ফলে আরো শ'দেড়েক কয়েদীকে অন্যত্র চালান দেয়া হয়। এসব কয়েদীদের মুখে আব্দুল মুনয়িম শুনতে পান, ইয়াহইয়ার মসনদ দোদুল্যমান। উপায়ন্তর না দেখে সে আল-ফাঞ্চোর কাছে হার মেনেছে। আল-ফাঞ্চোর বাহিনী এখন টলেডোর চার দেয়ালের মাঝে কিয়ামতের বিভীষিকা সৃষ্টি করছে।

তিন.

কাজী আবু জাফরের নির্দেশে আহমদ টলেডোমুখো হলো। শহরে প্রবেশ করেই ও জানতে পারল, আল-ফাঞ্চোর ট্যাক্স আদায় করতে গিয়ে সে জনতার পাশাপাশি শিল্পপতিদের থেকে দু'হাতে জোরপূর্বক চাঁদা উঠাচ্ছে। ফলে টলেডীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি মহল অস্তিত্ব রক্ষার্থে আওয়ামের কাতারে এসে শামিল হয়েছে। রাজনীতির মত স্পর্শ কাতর মঞ্চে উঠতে একদিন যারা নাক সিটকাতো-বাধ্য হয়ে সকলে ওঠল সেখানে। গলি থেকে রাজপথে সর্বত্রই একটা শ্লোগান শোনা গেল-স্বৈরাচারের পতন চাই। পাইকারী হারে গ্রেফতার করেও আন্দোলন থামাতে পারল না কর্পোরেশনের পুলিশ বাহিনী।

টলেডো শহরের দু'মনজিল দূরে আল-ফাঞ্চোর ছাউনী ফেলেছে। তার সেপাইরা শহরতলীতে ফসল ক্ষেত ও ঘরদোর জ্বেলে দিচ্ছে।

কাজী আবু জাফর টলেডোর আবু আইয়ুব নামী বিদগ্ধ আলেমের কাছে একটা পত্র দিয়েছিলেন আহমদের মাধ্যমে। উনি থাকতেন শহরতলীর এক নিভৃত তল্লাটে। সফরের শেষ দিনে শহরতলীস্থ একটি ছোট সরাইখানার দরজায় এসে দাঁড়াল আহমদ। তেরো-চৌদ্দ বয়সের এক কিশোর এসে ঘোড়ার লাগাম হাতে নিলে আহমদ বললো,

www.amarboi.org

'এখানে রাত্রী যাপন করা যাবে কি?

কিশোর জওয়াব দেয়, 'তা যাবে বৈকি, কিন্তু ..!' এ কথা বলে কিশোর এদিক ওদিক তাকালো।

আহমদ বললো, কিন্তু ..?'

'কিছু না। হুকুমতের কর্মচারী হলে আপনি এখানে কেন?'

'আমি এক মুসাফির।'

'শহরে পরিচিত কেউ নেই?'

'তালাশ করলে অবশ্য পাওয়া যাবে। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে আসছে যে! সরাইখানার মালিক আছেন কি?

'আমি তার পুত্র।'

'বহুত আচ্ছা। আমার ঘোড়ার দানা-পানির ব্যবস্থা করো। নামাযটা সেড়ে আসি আমি।'

ঘোড়ার গরদানে হাত বুলিয়ে কিশোর বললো, 'আপনার ঘোড়াটি বেশ সুন্দর তো?'

'প্রশংসার চেয়ে ওর এখন পানাহারের ব্যবস্থা করা অতিব জরুরী।' কিশোর মুচকি হেসে বললো, 'মসজিদ এ দিকে, নামায পড়ে আসুন।'

আহমদ মসজিদে গেল। মুসল্লী পনের জনের বেশী হবে না। মুসুল্লী ঘাটতি দেখে আহমদ এক নামাযীকে কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললো, 'এ দুর্দিনে পনের জনের উপস্থিতিকে আপনি খাটো চোখে দেখছেন! আপনি বোধ হয় এখানে নতুন। কার্ডিজের তৃত্ববাদী সেপাইরা এসে লুট-তরাজ ও মার দাঙ্গা শুরু করলে দিনে এলাকায় লোকের টিকিটিও দেখা যায় না। ঘরের মধ্যে সকলেই খিল এঁটে 'দোয়া-ই-ইউনুস' পড়ে।'

নামায সেড়ে মসজিদে থেকে বেরুল ও। সরাইখানার মালিকের পুত্র হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো ঠিক ওকে লক্ষ্য করে। কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'দাঁড়ান!' থামল আহমদ। মুসুল্লীরা চলে গেলে কিশোর অনুচ্চ স্বরে বললো, 'মুসাফির হয়ে থাকলে সরাইখানায় যাবেন না।'

কেন?'

'সেপাইরা আপনার ঘোড়া নিয়ে গেছে। আপনার কথা জিজ্ঞাসা করলে বলেছি ঘোড়ার মালিক স্বজনের তালাশে শহরে গেছেন। সেপাইরা এখন আপনার অপেক্ষায় প্রহর গুণছে।'

'আমার অপরাধ? আমার অপেক্ষায় থাকার মত কোন অন্যায় করছি কি তাদের সাথে?'

'ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন নেই। আপনার দামী ঘোড়া-ই বলে দিচ্ছে আপনি যেন তেন লোক নন। এখানে এ ধরনের ঘোড়া রাখলে উচ্চহারে ট্যাক্স আদায় করতে হয়-আপনি তা আদায় করেননি বিধায় তা নিয়ে গেছে। চৌকিতে গিয়ে নিজকে সরকারি কর্মচারী

www.amarboi.org

বলে পরিচয় করিয়ে না দিলে জানবেন-আপনার ঘোড়া বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আপনাকে পেলে পকেট খালি করে দেবে ওরা। অস্ত্র বের করলে তো আপনার উপায়ই নেই। পুলিশের জিজ্ঞাসার যথাযথ জবাব দিতে পারবেন এমন আত্মবিশ্বাস থাকলে সরাইখানায় যেতে পারেন, অন্যথায় না গেলেই ভাল। শহরের ফটক এখনো বন্ধ হয়নি। এ সময় সাধারণতঃ কাউকে পদব্রজে প্রবেশ করতে দেখলে ফটকরক্ষী তেমন একটা সন্দেহ করবে না।'

'ধন্যবাদ জানিয়ে তোমাকে খাটো করতে চাইনে। শহরে কার কাছে যাব? কেউ নেই যে আমার। তার চেয়ে পূর্ব সীমান্তের জনপদের রাস্তা দেখিয়ে দাও! ওখানে একজনের কাছে যেতে হবে আমাকে।'

কিশোরটি খানিক ভেবে বললোঃ 'আসুন।'

আহমদ ওকে অনুসরণ করল।

চার.

চাঁদনী রাতে আহমদের দৃষ্টিতে ভেসে ওঠল টলেডোর দেয়াল ও সুউচ্চ মিনারের নজরকাড়া চিত্র। দেয়ালের বাইরে টলেডো ও কার্ডিজের সওয়ার এবং পদব্রজী সেপাইদেরও দেখল ও। এরা সামনে পড়লে কিশোর অন্য পথ ধরত। একটি চৌরাস্তার মোড়ে এসে কিশোর বললো, 'দেখুন! এই সড়ক দিয়ে আপনাকে গন্তব্যে যেতে হবে। আধা মাইল চলার পর নয়া জনপদ শুরু হবে। চলার পথে থাকবেন খুব চৌকান্না। জনপদের অনেকেই এখন জেলের ঘানি টানছে। ঝুলছে কেউ কেউ ফাঁসি কাষ্ঠে। কার্ডিজের সেপাই এ গভীর রাতে সশস্ত্র লোকের নাগাল পেলে হত্যা না করে ক্ষান্ত হবে না। এতসদত্ত্বেও আপনি যেতে চাইলে আপনার সঙ্গ দিতে আমার আপত্তি নেই।'

'না, না। তোমাকে যেতে হবে না। তুমি ফিরে যাও।'

'সড়কের ডান পার্শ্বে একটি মসজিদ দেখতে পাবেন। যেতে পারেন ওখানেও। ভাগ্য ভালো থাকলে পেয়ে যেতে পারেন কাউকে।'

'একাকী ফিরতে তোমার কোন ভয় নেই তো!'

'তা অবশ্য নেই। তবে আমার যত ভয় আপনার সাথে চললে।'

আহমদ মসজিদের কাছে ক'জন সেপাই দেখতে পায়। তড়িৎ গতিতে একটি গাছকে আড়াল করে আত্মগোপন করে ও। সেপাইরা মসজিদের পাশে কিছুক্ষণ টহল দিয়ে ফিরে গেলে আহমদ বেরিয়ে আসে। সরাসরি ঢোকে মসজিদে। দেখতে পায়-মসজিদে মশালের টিম টিমে আলোতে এক বৃদ্ধ নামায আদায় করছেন। আহমদ এশার নামায আদায় করল। নামায শেষে দেখল-বৃদ্ধ ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। আহমদ প্রশ্ন করে, আপনি এ মসজিদের খতীব?'

www.amarboi.org

পেরেশান হয়ে বৃদ্ধ জওয়াব দেন, 'না। এ মসজিদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। নদীর তীরে বাড়ী। শহরে তাড়া ছিল। ফেরার পথে নামাযটা আদায় করে নিলাম। রাতটা শহরে থাকার কথা, কিন্তু আত্মীয়রা কেউ-ই আমাকে রাত্রী যাপন করতে দিল না। বাধ্য হয়ে মসজিদে থাকছি।'

'আমি ভিনদেশী মুসাফির। সন্ধ্যার দিকে পৌঁছেছি। যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে শাযেখ আবু ইয়াকুবের বাড়ীটা দেখিয়ে দিবেন কি?'

ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বৃদ্ধ তাকালেন আহমদের দিকে। খানিক ভেবে বললেন,

'এক্ষণে তোমাকে তাঁর বাড়ী পৌঁছে দেয়া সম্ভব নয়। আমি শুধু পথ বাতলে দিতে পারি। বা'দিকের সড়ক ধরে সোজা চলে যাবে। চারশ' কদম চলার পর দেখতে পাবে তার মাদ্রাসা। মাদ্রাসা ফটকে দেখবে গাছে পাঁচটি লাশ ঝুলানো। মাদ্রাসার ঠিক বাম পার্শ্ব দিয়ে গলি আছে। ঐ গলির ভেতর দিয়ে পনের-বিশ কদম এগুলে দেখবে তিন তলা বিল্ডিং। ওটাই তার বাসগৃহ। কিন্তু উনি।' বৃদ্ধ এটুকু বলে থামলেন। বলতে চাচ্ছিলেন আরো কি যেন, কিন্তু কি ভেবে খামোশ হয়ে যান।

'কিন্তু ...?'

'কিন্তু না। সশস্ত্র দেখেও কার্ডিজের সিপাই তোমাকে এমনিতেই ছেড়ে দেবে ভাবলে যেতে পার।'

আহমদ আর কিছু না বলে মসজিদ থেকে বেরুল নিশ্চুপ।

শায়েখ আবু ইয়াকুবের মাদ্রাসা।

মাদ্রাসার সামনে দুটি শাখাবহুল বৃক্ষ।

ঝুলছে সেখানে পাঁচটি লাশ।

ফাঁসির সুচিকন রশিতে লাশগুলো নীল হয়ে গেছে।

জিহবা বেরিয়ে গেছে অনেকের।

আহমদের প্রাণটা ওদের জন্য কেঁদে ওঠল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উচ্চারণ করে ও, 'টলেডোর মুক্তিকামী পাগল হে! আমি তোমাদের মোবারকবাদ জানাই। মরেও তোমরা অমর।'

অতঃপর আস্তে আস্তে গলিপথ ধরল ও।

পাঁচ.

আবু ইয়াকুবের বাসগৃহ।

ভেতর দিয়ে দরজা বন্ধ।

আহমদ দরজায় করাঘাত করল। সাড়া এলোনা অপর প্রান্ত থেকে। এদিকে গলিতে দু'সেপাইকে দেখা গেল। কার্ডিজের ভাষায় কথা বলতে বলতে চলছিল ওরা। তলোয়ার

www.amarboi.org

কোষমুক্ত করে আহমদ দরজাস্থ করিডোরে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। এক সেপাহি তার সাথীকে বললো, 'দোস্ত আজ একটা শিকারও মিললনা। সন্ধ্যার কালোপর্দা নেমে আসতেই এলাকাবাসী ঘরে খিল এঁটে দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে না কারো দম ফেলার শব্দও। দ্বিতীয় সেপাই বললো, 'গতকাল যে পাঁচ জনকে আমরা ফাঁসি কাষ্টে ঝুলিয়েছি, তার প্রতিক্রিয়া হয়েছে বেশ।

'কিন্তু দোস্ত, লোকজন ঘরদোর ছেড়ে পালাচ্ছে যে! ভাবছি, শহুরে লোকজন খালি হয়ে গেলে এটা দখল করে আমাদের লাভ?'

'তাতে অসুবিধা কি "আমরা' ওদের সুরম্য অট্টালিকাতে বাস করব।

এবার দু'সেপাই দরজার দিকে এগুতে লাগল। শুরু হলো আহমদের মনে ধুক-ধুকানী।

দরজা সংলগ্ন সিড়িতে বসে এক সেপাই বললো, 'দোস্ত! এসো খানিকটা জিরিয়ে নি। আমার শরীরটা বড্ড ক্লান্ত।'

দ্বিতীয় সেপাই ওর পাশে বসল। উভয়ের পিঠ-ই আহমদের দিকে। একজনে বলে, 'তোমার হয়তো অজানা নেই-শহরে আজ তিনজনকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে।'

'আমাদের সেপাইরা ওখানে উল্লাসে মেতে উঠেছে। স্থানীয় পুলিশদের ওরা তাড়িয়েছে এবং কোন কোন বাসগৃহে দরজা ভেঙ্গে প্রবেশ করছে। আর আমরা? এক ঢোক মদও পাচ্ছি না এখানে।'

'শহরে আমাদের ফৌজ অগণিত। কার্ডিজের ফৌজ এসে গেলে আমরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে যাব। তখন এসব অট্টালিকা আমাদের প্রমোদভবনে পরিণত হবে। চলো এখন!'

প্রথম সেপাই উঠে তার সাথীর বাযু ধরে ঠেলে বললো, উঠছনা কেন? আচানক তার দৃষ্টি আহমদের উপর পতিত হলো। চিৎকার দিয়ে বললোঃ

'তুমি?'

বিদ্যুৎ গতিতে আহমদ অগ্রসর হল। সীনায় তরবারী ধরল চেপে। অপর সেপাই নিজকে সামলানোর কোশেশ করছিল। আহমদ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। কার্ডিজের সেপাই আহমদের আক্রামনগুলো সতর্কতার সাথে প্রতিহত করছিল। কিন্তু প্রতি আক্রমনেই সে অনুভব করছিল-আগন্তুকের তরবারী চালানোর কৌশল তারচেয়ে অনেক বেশি পরিপক্ক। সেপাইদ্বয় সাধ্যমত চিল্লিয়ে বিক্ষিপ্ত সাথীদের একত্রিত হতে বলছিল। আহমদ সমূহ বিপদ আঁচ করতে পেরে খচ করে একজনের বুকে তরবারী আমূল ঢুকিয়ে দিল। গগণ বিদারী চিৎকার দিয়ে লুটিয়ে পড়ল সে। অপর সেপাই কোনক্রমে জীবন নিয়ে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু এক আঘাতে আহমদ ওর মুণ্ডুপাত করল।

এলাকাবাসী জানালা খুলে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। আহমদ আবারো এসে দরজার করিডোরে দাঁড়াল। কে যেন ভিতর থেকে দরজা খুলছে। তড়িৎ গতিতে দরজায় চাপ দিল ও। খুলে গেল দরজা। প্রবেশ করল কিছু না ভেবে। অন্ধকার কুঠরী থেকে নারী কণ্ঠের আওয়াজ পেল ও, 'তুমি কে?'

www.amarboi.org

প্রশ্নের জওয়াব না দিয়ে আহমদ প্রশ্ন করে, 'এটা শায়েখ আবু ইয়াকুবের বাড়ী?'

প্রশ্নকারীনীও আহমদের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললো, 'তোমার বীরত্বে এলাকার লোকজনকে পস্তাতে হবে। জলদী লাশগুলো ভিতরে নিয়ে এসো। ওদের সঙ্গী-সাথীরা এসে পড়লে কারো উপায় নেই। আলী! তুমি দাঁড়িয়ে কি দেখছো?'

আহমদ তার কথায় সাড়া দিয়ে বাইরে এসে একটি লাশ টেনে ভিতরে নিয়ে গেল। আচানক ফটক থেকে বৃদ্ধ ভয় বিহ্বল চেহারায় বাইরে এলো। চেষ্টা করল অপর লাশটি টেনে ঢুকাতে, কিন্তু লাশের বোঝা তার শক্তির বাইরে থাকায় সে সফল হলো না। আহমদ এসে বললো–'ছাড়ুন! লাশটি আমিই টেনে নিচ্ছি। আপনি শুধু তলোয়ার উত্থিত রাখুন!'

লাশটি ভিতরে নিয়ে যাবার পর ও দেখলো–ভেতরের দরজা খোলা। জনৈকা তরুনী দরজা খুলে ঝুঁকি মেরে বললো, 'আলী'! লাশ আনা হলে জলদি প্রধান ফটকে ছিটকানী লাগিয়ে দাও! সড়কে সেপাইদের পদধ্বনী শোনা যাচ্ছে। চাঁদনী আলোয় রক্ত ধুয়ে ফেল। রক্তের দাগ আমাদের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে! লাশ দুটি কোন অন্ধকার কুঠরীতে গুম করে ফেলো-দ্রুত!

আলী ফটকে ছিটকানী লাগাল।

আহমদ দাঁড়িয়ে রইলো নিশ্চুপ।

অন্ধকারের অমানিশায় ও অনুধাবন করলো–এক বৃদ্ধ ও এক নারী তার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ানো।

বৃদ্ধ অনুচচ স্বরে বললেন, 'এখন এ লাশ দু'টি কি করা যেতে পারে? নারীকণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল, 'কুতুব খানা সংলগ্ন কুঠরীতে রাখতে হবে। না না! ওদিকে নিলে বিপদ হতে পারে। ঐ শুনন সৈন্যদের পদশব্দ ভেসে আসছে।

আহমদ ফটকে কান রাখল। শুনলো রাস্তায় টহলদার সেনাদের ভারী বুটের আওয়াজ। আহমদের ঠিক পাশটিতে নারীমুর্তি দরজায় কান লাগিয়েছিল। গলিপথে সৈন্যরা অগ্রসর হলে নারীমুর্তি অনুচ্চ স্বরে বললো, 'ওরা এদিকেই আসছে।'

আহমদ নিরুত্তর।

গলির মোড়ে কার্ডিজ ভাষায় যেন কেউ বলছে–'এদিকে কাউকে দেখছি না। তুমি খামোকাই আমাদের পেরেশান করলে।'

'আমি মিথ্যা বলিনি। এখানে আমি আর্তনাদ শুনেছি। আমি গলিটায় টহল দিচ্ছি। 'আপনারা ওদিকটায় দেখুন।'

দু'সেপাই অন্য গলিপথ ধরল। খানিকপর গলি ছেড়ে সকলে সড়কে এসে দাঁড়াল। একজনে বললো, 'বোধহয় আমারই ভুল হয়েছে। লাশের কোন টিকিটিও নেই। তবুও হুঁশিয়ার থাকতে হবে আমাদের। গতকাল থেকে এ তল্লাটে আমরা বিচিত্র এক কান্ড অবলোকন করছি। সকাল বেলায় যারা কাম-কাজের জন্য বের হয়-সন্ধ্যায় কিন্তু তাদের কেউ-ই ফিরে আসেনা। এখানে এখন বৃদ্ধ লোক ছাড়া আর কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় একজনে বললো, 'আসল কথা হলো– 'জোয়ানরা পলায়ন করতে পারে, যা পারে না বৃদ্ধরা।'

নারীটি এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'আলী! তুমি ওর সাথে লাশ দু'টি নিয়ে অন্দরে যাও। আমি বাতি জ্বেলে দিচ্ছি।'

দেউড়ী থেকে নিষ্ক্রান্ত নারীমূর্তি অন্দরের দিকে পা বাড়ালো। পিঠে একটা মরদেহ তুলে আহমদ আলীকে বললো, 'তুমি যেভাবে লাশটা পা ধরে টানছ, তাতে রক্তের দাগ পড়বে উঠানে।'

উঠান পেরিয়ে অন্দরে প্রবেশ করার মুহূর্তে চাঁদোয়ার আলোতে বৃদ্ধের মুখোচ্ছবি ফুটে ওঠল আহমদের সামনে। আহমদ প্রশ্নচ্ছলে বললোঃ'

'আপনি শায়খ আবু ইয়াকুবের ...?'

বৃদ্ধ জওয়াব দেনঃ 'আমি তাঁর নওকর।'

'উনি বাড়ীতে আছেন কি?'

'না! উনি গ্রেফতার হয়েছেন?'

ছয়.

শায়খ আবু ইয়াকুবের কুতুব খানা।

মশালের আলোতে দন্ডায়মান এক তরুনী।

দপ দপে মশালের আলোতে জ্বলজ্বল করছে তার মুখশ্রী।

আহমদের চকিত দৃষ্টি তার চেহারায় নিবদ্ধ। আচমকা ওর হৃদয় কন্দর খেলে যায় এক অপূর্ব শিহরণ। কল্পনার কেল্লায় এ তরুনীকে যেন ও কতোবার দেখেছে। হতাশা আর উদ্বেগাকুল অবস্থায়ও তরুনীটি যেন ভেঙ্গে পড়েনি। তার চেহারায় ঝলক কালো মেঘের আড়ালে চাঁদের দীপ্তি। আহমদ সে দ্বীপ্তিতে হতবাক। ওকে দেখা মাত্রই তরুনী মুখ ঘুরিয়ে নিল।

আলীকে লক্ষ্য করে আহমদ বলল, 'আচ্ছা! লাশ দু'টি দাফন করে দিলে কেমন হয়।'

আলী জবাব না দিয়ে তরুনীর দিকে তাকাল। তরুনী বললো, 'না। দাফন করার মত পর্যাপ্ত সময় হাতে নেই। আপনি জলদি করুন।'

আলী গবাক্ষের কক্ষ খুলে আহমদের সহায়তায় লাশ ভেতরে নিয়ে গেল। আহমদ বললো, 'আমার যদ্দুর ধারনা, লাশ এখানে রাখলে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়ে যাবে। কাল নাগাদ পঁচা লাশের গন্ধে মহলে বাস করাই হবে দুঃসাধ্য। খোদা না করুক কার্ডিজের সেপাইরা একদিকটায় পুনরায় এসে যদি লাশের গন্ধ পেয়ে যায়, তাহলে অবস্থা কি হবে বলুন তো? কিছুক্ষণ পরে চাঁদ ডুবলে লাশ দু'টি আমি চৌরাস্তায় ফেলে আসব।'

www.amarboi.org

'কাল নাগাদ আমরা এখানে থাকছি না। অতএব, পঁচা লাশের দুর্গন্ধ নিয়ে মাথা ঘামানোর মত কোন কারণ দেখছিনা।'

'কোথায় যেতে চাচ্ছেন?'

'তার পূর্বে জানতে চাই-আপনি এখানে এসেছেন কেন?'

'গ্রানাডার কাজী আবু জাফর আমাকে পাঠিয়েছেন। শায়খ আবু ইয়াকুবের নামে চিঠি নিয়ে এসেছি আমি। এইমাত্র আপনাদের নওকরের মুখে অবগত হলাম-তিনি গ্রেফতার হয়েছেন। সন্ধ্যার দিকে সরাইখানায় উঠেছিলাম। রাতটা কাটানোর ইচ্ছা ছিল ওখানেই। সকালে আসার কথা ছিল এখানে। কিন্তু নামায পড়তে মসজিদে গিয়ে শুনলাম-সৈন্যরা আমার ঘোড়া বাজেয়াপ্ত করে আমাকে খুঁজছে। জনৈক কিশোরের সহায়তায় এখানে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছি।

তরুনী চকিত বললো, 'আব্বাজানের খোঁজে এসেছেন–একথা ওকে বলেছেন কি?'

'না এমন কিছু বলিনি। জনপদ ছেড়ে বাইরে এসে পথ দেখিয়ে ও ফিরে গেছে। অতঃপর সড়কের কিনারাস্থ একটি মসজিদে প্রবেশ করেছিলাম। এক নামাযী-ই আমাকে পথ দেখিয়েছে।'

'উনি হুকুমতের গুপ্তচর নন-একথা আপনি ভুলে গেলেন কি করে?'

'না না। উনি বরং আমাকেই গুপ্তচর মনে করেছিলেন। সম্ভবতঃ এ কারনেই তিনি আপনার আব্বাজানের গ্রেফতারীর সংবাদ আমাকে দেন নি। হায়! আমি যদি পূর্বেই আপনাদের অবস্থা অবগত হতাম। আহা! এ মুসিবতের কালে উপস্থিত হয়ে পেরেশানীর মাত্রা না বাড়াতাম।'

'কাজী আবু জাফর আব্বাজানের অন্তরঙ্গ বন্ধু। গতবার টলেডোয় এসে আমাদের এখানে উঠেছিলেন। উনি আপনাকে কোন অভিপ্রায়ে এখানে পাঠিয়েছেন-বলবেন কি?

'আপনার আব্বাজানের সহায়তায় স্বাধীনতাকামীদের সংঘবদ্ধ করতে চাই আমি। এ ব্যাপারে আপনার অকৃত্রিম সহযোগিতার আশা রাখছি।' তরুনী ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললো, 'এক ভিনদেশী মুসাফির আমাদের মুসিবতে শরীক হোক-এটা আমরা আশা করি কি করে?'

'কিন্তু আপনাদের মুসিবতের শরীক হওয়া তো দূরে থাক-মুসিবত যে আরো বাড়িয়ে তুললাম।'

'আপনি জানেন না-ওরা বিদ্রোহীদের সাথে কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে?'

'দেউড়ীর সামনে পাঁচ-পাঁচটা ঝুলন্ত লাশ দেখেছি, এর দ্বারা-পরিস্থিতি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি।

'ঐ লাশ! তরুনী আহত কণ্ঠে বলে, 'দু'সপ্তাহ পূর্বে আমার ভাই ও চাচাকে ওরা ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে।'

তরুনীর চোখের আঁসু যেন প্রতিশোধের বহ্নি উদগীরন করছিল। আহমদ যদিও তা অনুধাবন করতে পারছিল না। সে শুধু গরদান ঝুকে অধরে দংশন করছিল।

www.amarboi.org

শেষ পর্যন্ত তরুনী আলীকে লক্ষ্য করে বলল, 'আলী! আমরা ওদের ওখানে যাব। মেঘের আড়ালে চাঁদ চলে গেলেই আমাদের যাত্রা শুরু হবে। সন্ধ্যাকালে তুমি রাস্তা ভুলবে না তো?'

আলী বললো, 'আপনি আব্দুল ওয়াহিদের কাছে যেতে চাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

আহমদ জিজ্ঞাসা করে, 'আব্দুল ওয়াহিদ?'

'আমাদের পথ নির্দেশক। আমাদের মসিবতে হিস্যাদার। ওখানে চাইলে যেতে পারেন আপনিও।'

'আপনাদের মুসিবতে হিস্যা নেয়ার ফয়ছালা করেই গ্রানাডা ছেড়েছি।'

তরুনী পুনরায় আলীকে বললো, 'আলী! তলহাদের দরজার কড়া নাড়ো। ওখানে নওকররা তোমার এন্তেযার করছে। ওদেরকে বলবে, সকাল নাগাদ যেন আমাদের উঠান ও গলি পথের রক্তের নিশানা মুছে দেয়। যাবার কালে সাবধানতা অবলম্বন করো। দেখে নিও দুশমন ওঁৎ পেতে আছে কি-না। ততোক্ষণে আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি।'

'আমি ওর সাথে যেতে চাই।'

আলী ও আহমদ বেরুল। তরুনী জ্বালাল মোমবাতি। খানিক পর। ওরা দু'জন ফিরে এলো। একটা খালী চেয়ার টেনে তাতে বসে আহমদ বললো, 'আমার তূণীর ও ধনুক সরাইখানায় রেখে এসেছি। এখানে তীর-তুণীর ও ধনুক যা আছে, সব নিয়ে নিন। রাস্তায় ওগুলোর দরকার পড়তে পারে।'

'এখুনি আনছি।' তরুনীর ইশারায় আলী চলে গেল।

আলীর সাথে কয়েকটি কথা বলার পর আহমদের চিন্তা জগৎ পরিবর্তিত হল। এই প্রথম ভাবল ও, মানবতার দুশমন দু'পশুকে আমি শেষ করেছি। অবশ্য ওর আত্মা যেন দুশমনকে বিদ্রুপ করে বলছে, হায় দুশমন! তোমরা এমন এক যুবককে তলোয়ার চালাতে বাধ্য করেছ, কুসুমাস্তীর্ন রেনু-পরাগের হিন্দোলের মাঝে যার জন্ম। আহমদের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠল টলেডীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে, লাখো ইনসানের মুখে হাসি কেড়ে নিয়েছে যারা। মনে মনে আওড়ালো ও,

'স্পেন এক সময় ভূ-স্বর্গ ছিল। স্বার্থপর কিছু প্রশাসকের দরুন এখন তা হাবিয়া জাহান্নামে পরিনত। গুটি কয়েক কুলাঙ্গারের স্বার্থোদ্ধারে আপামর জনতা খাবি খাচ্ছে আজ। সুশৃঙ্খল জাতিকে আজ দেউলিয়াত্বে পরিনত করেছে ওরা।

প্রকৃতির সৃষ্টি কতইনা সুন্দর, কিন্তু নগন্য ক'জন লোক একে আমূল বদলে দিয়েছে। আমাদের বাগ-বাগিচায় কুদরত পুষ্প কলির সমাহার দিয়েছেন, কিন্তু আনাড়ী মালিকের গোয়ার্তুমির কারনে সে কানন কুঞ্জে আজ কেবল কন্টকের সয়লাব দেখা দিয়েছে।'

আহমদের স্মৃতিপটে বারবার ভেসে ওঠে আলীর আব্বাজানের মুখোচ্ছবি-প্রশাসন যাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। ভেসে ওঠে ওর ভাই আর চাচার ফাঁসী কাষ্ঠে ঝোলা বিভৎস চিত্র। ওর মন প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বিদ্রোহী হয়ে ওঠে সে সব কুলাঙ্গারের বিরুদ্ধে-স্পেনে যারা হাজারো এমন কিশোর-কিশোরীর সংসারে আগুন জ্বালায়। ওর

www.amarboi.org

অন্তর যেন কানে এ কথার গুঞ্জন তোলে, 'আহমদ! সংসার সমরাঙ্গণের সুমধুর রাগ-রাগিনী শোনার জন্য নয় বরং জিহাদী হুংকার মেরে যুগের নমরূদ-ফেরাউনদের কলিজা বিদীর্ণ করার জন্য পয়দা হয়েছ তুমি।

তুষার আর শিশিরের চেয়ে এ কানন কুঞ্জে আজ এমন এক পশলা আগুনের প্রয়োজন-যা পুড়ে ছাই করে দিবে গজিয়ে ওঠা কন্টকগুলো।

কারো পদশব্দে ওর মোহ ভঙ্গ হলো। চকিত তলোয়ার বের করল। ও বর্মাচ্ছাদিত এক সেপাইর প্রতি নযর পড়ল ওর। মূর্তির মত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল সেপাইটি। আলী বললো,

'জনাব খুব ভয় পেয়ে গেলেন যে? ইনি তো সেই?' বর্মাচ্ছাদিত তরুনীকে চিনতে পেরে আহমদ হাফ ছেড়ে তরবারী কোষাবদ্ধ করল।

তরুনী বলল, 'মাফ করুন! আমার জানা ছিল না, এ পোষাকে আপনি ভয় পাবেন। এটা আমার শাহাদাতপ্রাপ্ত ভায়ের লৌহ বর্ম। এক্ষণে জলদি রওয়ানা হতে হবে আমাদের।'

'আচ্ছা এমন কোন পন্থা আবিষ্কার করা যায় কি যে, প্রধান ফটক থেকে না বেরিয়ে বিকল্প সে পথে বের হওয়া যায়। ফটক খোলা, বন্ধ করা সবশেষে তালা লাগানো এ মুহূর্তে বিপদজনক।'

'আমি সে ব্যবস্থা করেছি। প্রতিবেশীর দরজা দ্বারা আমরা বেরুব। আলী মোমবাতি নিভিয়ে ওকে উপরে নিয়ে এসো।'

এক ফুঁৎকারে মোম নেভালো আলী। আহমদ পিছু নিল তরুনীর।

করিডোর ও সিড়ি টপকে দ্বি-তলে একটি আলোকজ্জ্বল কামরায় প্রবেশ করল ওরা। জ্বলন্ত মোম উঠিয়ে তরুনী পর পর তিনটি কামরা মাড়িয়ে সর্বকোণের প্রশস্ত কামরায় প্রবেশ করল। এখানে এসে সে মোম নিভিয়ে বাইরে দেখতে লাগল। দরজা খুলে বললো,

'খালাজান! আমরা আসব কি?'

দরজার ওপার থেকে আওয়াজ এলোঃ 'জলদি।'

মহল সংলগ্ন প্রতিবেশীর মহলটি অপেক্ষাকৃত নীচু। দরজা খুলে ওরা লাফ দিয়ে অপর মহলে পৌছুল। ওখানে অপেক্ষায় ছিল দু'মহিলা। ছাদ থেকে নেমে সকলে উঠানে এলো। উঠানের প্রবেশ দ্বারে এক লোক বললো, 'আমি অন্ধকারে বেশ দেখতে পাই। আশেপাশে কোন সেপাই নেই। অবশ্য সমুহ পরিস্থিতির জন্য সকলকে হুশিয়ার থাকতে হবে। আলী রাজপথে না গিয়ে বিকল্প কোন পথে ওদেরকে তুলে দিও। নদীর তীরে যেতে ক্ষেত সংলগ্ন সরুপথটি-ই বেশি নিরাপদ বলে মনে হয়।'

তরুনী বললো, লাশ দু'টি কুতুব খানার পার্শ্বস্থ কামরায় আছে। ভাল মনে করলে অন্য কোথাও সড়িয়ে দিবেন।

'বেটি! চিন্তা করো না। আমাদের পক্ষ থেকে ওদেরকে বলো-আমরা হুকুমের গোলাম। সাবধানে পথ চলো। আল্লাহ্ হাফেয।'

www.amarboi.org

গ্রানাডার মুজাহিদ

ফটক খুলে বাইরে এলো ওরা। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ডুবেছে তখন। আলী দেখাচ্ছিল পথ। পাঁচশ গজের পর ত্রিভুজ একটি গলির মোড়ে পৌছুল সকলে। প্রশস্ত গলি বাদ দিয়ে অপেক্ষকৃত একটি সরু গলি ধরে চলছিল ওরা। আচানক থেমে গেল আলী। আহমদের পিছনে দূরত্ব বজায় রেখে চলছিল তরুনিটি। তার চলার গতি শ্লথ হলেও এখন তা দ্রুত হয়ে যায়।

অনুচ্চ স্বরে আহমদকে বললো আলী, 'কেউ আসছে।'

'এ দিকে?' তরুনীর কণ্ঠে পেরেশানী।

'হ্যাঁ এদিকে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

'আহমদ বললো, 'আমারও তাই মনে হয়।

আলী বললো, 'ফিরে চলুন। প্রশস্ত গলি পথে চলাই শ্রেয়।'

দ্রুত গতিতে ওরা প্রশ্বস্ত গলির দিকে এগুলো। গলির মোড়ে শোনা গেল সম্মিলিত পদধ্বনি। আলী পেরেশান হয়ে বললোঃ 'হায় হায়! এখন?' আহমদ খামোশ হয়ে পদচারণের দিক নির্নয় করে বললো, 'এরাও তো এদিকে আসছে বলে মনে হচ্ছে। সংখ্যায়ও বোধহয় বেশি। পূর্বের গলির দিকে চলো।'

এক্ষণে আহমদ পথ দেখাতে লাগল। ওর চলার গতি অন্য দুজনার চেয়ে দ্রুত। কদ্দুর যেয়ে আহমদ অনুচ্চস্বরে বললো, 'তোমরা এখানে দাঁড়াও। ঠিক ঐ মুহূর্তে গলিতে পদচারনার ভারী শব্দ শোনা গেলে আলী বলে ওঠল, 'ওরা দু'তিন জন হবে। আপনি একা পেরে ওঠবেন কি?

আহমদ ওর মুখ চেপে দেয়ালের গায়ে নিয়ে দাঁড় করিয়ে তলোয়ার কোষমুক্ত করল। দাঁড়াল ঠিক গলির মাঝপথে। তিন-চারজন সেপাই আস্তে এগিয়ে এলো। এক সেপাই ঝাপসা আলোয় গলি পথে কাউকে দাঁড়ানো দেখে বলে ওঠল, 'কে-রে?'

প্রশ্নকারী তলোয়ার কোষমুক্ত করার পূর্বেই এক আঘাতে আহমদ ওর ভবলীলা সাঙ্গ করল। একটি মাত্র চিৎকার। সব শেষ হয়ে গেল সেপাইটির। অগ্রসর হলো আহমদ। দুজনে এক সাথে আক্রমন সানাল। আহমদ কেবল প্রতিহত করে চলছিল আর হটছিল পিছে। আচানক তরুনী অগ্রসর হয়ে এক সেপাইর গর্দান উড়িয়ে দিলে সে যমীনে লুটিয়ে পড়ল। তত্বীয় সেপাই পালাতে লাগলে আলী তার পথ আগলে দাঁড়াল। সেপাইটি প্রানপণ চিৎকার দিয়ে বড় রাস্তার টহলদার সৈন্যদের জড়ো হতে বলছিল। আলী জীবনে এই প্রথম তরবারী চালাল। তরবারী চালাতে গিয়ে ওকে বারবার পিছু হটতে হল। একবার লাশের সাথে টক্কর খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ও। ততোক্ষণে আহমদ এসে

www.amarboi.org

কার্ডিজের সেপাইর মুণ্ডুপাত করে ফেলল। গলিতে দুশমন ফৌজের শোরগোল শোনা গেল। সফর সাথীদের তালে চলতে গিয়ে আহমদকে কখনও জোড়ে আবার কখনও আস্তে চলতে হয়েছে। এবার ও দ্রুত চলতে লাগল। তরুনী ওর সাথে চলছে সমানে। এদিকে ধাবমান শত্রু প্রায় নিকটে এসে পড়েছে। আলীর বাযু ধরে আহমদ জিজ্ঞাসা করল,

'কি হলো আলী? তুমি যখমী?'

'খোদার দিকে চেয়ে আমার চিন্তা করবেন না। তাহেবার জান চাঁচান।'

'আলী হিম্মৎহার হয়োনা! বাগানে প্রবেশ করতে পারলে আমাদের কোনই ভয় থাকবে না।'

আহমদের হাত মুঠোয় পুড়ে আলী তার সীনায় রেখে বললোঃ 'দেখুন আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। আপনারা সাগর পাড়ি দিয়ে ওপারে পৌঁছুবেন। প্রশস্ত বাগানের মধ্যে একটা বাড়ী দেখতে পাবেন- সকলে ওখানে। সামনের বাগান পেরিয়ে একটি জনপদ দেখবেন-তারপরই সাগর। পুল পার হতে যাবেন না, খবরদর। এখন জলদি চলুন!

আহমদ ওকে কাধে তুললো। পশ্চাদ্ধবনকারীরা খুব নিকটে চলে এলো। বললো চিৎকার দিয়ে আলী 'এভাবে দেরী করলে সকলেই মারা পড়ব। আমাকে নামিয়ে দিন। আমি চলতে পারব। ওকে নামিয়ে আহমদ বললো, গলির কোন সংরক্ষিত কোনে চুপ করে থেকো। আমি একাকী ওদের রুখতে চেষ্টা করছি।'

চকিত তলোয়ার কোষমুক্ত করে আহমদ তীর-তূণীর হাতে তুলে নিল। গিয়ে দাঁড়াল দেয়ালের কাছে। কিছু দূরে রাজ্যের পেরেশানী নিয়ে তাহেরা দেখতে লাগল তা। সাঁ সাঁ করে কয়েকটা তীর আহমদের ধনুক থেকে বেরিয়ে গেল। কার্ডিজের সেপাইরা চিৎকার দিয়ে বলল, 'শত্রু হামলা করছে, হুঁশিয়ার! সাবধান!'

ধনুকে আরেকটা তীর ঢুকিয়ে আড়চোখে আলীর দিকে তাকিয়ে আহমদ বলল, 'আলী! দোহাই আল্লাহর জলদি যাও। এটাই তোমার শেষ সুযোগ। অগ্রসর হয়ে আলী বলে ওঠল, 'ক্ষণিকের তরে বেঁচে থাকার জন্য আমি তোমাদের জীবন বিপন্ন হতে দিতে পারিনা।'

'আলী! আলী দাঁড়াও! ওদিকে যেওনা।'

আলী আনমনে এগিয়ে চলছে দুশমনের অবস্থানের দিকে লক্ষ্য করে। ক্ষোভে আহমদ অধর দংশন করল। ঝাপসা আঁধারে হারিয়ে গেল আলী। খানিক পরে শোনা গেল ওর আখেরী চিৎকার-

'কার্ডিজের হায়েনার দল, তোমাদের কিয়ামত উপস্থিত। আমি নিজ হাতে তোমাদের সেপাইদের কতল করেছি।

তরুনী অগ্রসর হয়ে আহমদের হাত ধরে মিনতি ভরে বললো, 'আসুন। আলীর সামনে শাহাদাতের সুমিষ্ট শরাব উপস্থিত। আখেরাতের পাল তোলা নৌকায় চড়তে যাচ্ছে ও। আপনার মিনতি ওকে ফেরাতে পারবে না।'

www.amarboi.org

আহমদ ভেবে দেখল, বাস্তবিকই তাই। ওরা দু'জন এগিয়ে চলছে সামনের দিকে। পিছন থেকে অন্ধকারের কালোপর্দা ভেদ করে ভেসে আসছে কার্ডিজ হায়েনাদের চিৎকার, ধরো, মারো, ঘিরে নাও ওকে। খবরদার পালাতে না পারে।' অতঃপর ভেসে এলো তলোয়ারের ঝংকার-শপ্। আল্লাহু আকবার ধ্বনীতে কেঁপে ওঠল অন্ধকার গলি। কিছুক্ষণের মধ্যে স্তব্দ হয়ে গেল সে কণ্ঠ। ওরা অনুধাবন করল, আলী এ জগতের সফর শেষ করেছে। জনৈক সেপাই বললো, 'কাপুরুষগণ! থেমে গেলে কেন? অগ্রসর হও।'

আহমদ আচনক দু'একটা তীর নিক্ষেপ করে আবার সঙ্গীর সাথে মিলিত হতো। গলির শেষে একটি সমতল ভূমি দেখা গেল। তড়িৎ গতিতে ওরা গলি ছেড়ে ময়দানে এসে দাঁড়াল। এক্ষণে চারদিকের পরিস্থিতির ওপর নযর বুলাতে লাগলো আহমদ। একটি বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়িয়ে সেপাইদের আনাগোনার প্রতি লক্ষ্য করে ও। ময়দানটি সমতল হলেও আকারে ছোট। তিন দিকে আবাসগৃহ। একদিকে ঘণ বৃক্ষের ঝাড়। তাহেরাকে বললো আহমদ, 'তুমি ঐ দেয়ালের অন্তরালে গিয়ে আমার অপেক্ষা করো!

আহমদের তীর শত্রু মনে বিভীষিকা তুলেছিল। ক্ষতিও হয়েছিল বেশ। শোরগোল না করে ওরা লঘু পায়ে অগ্রসর হতে লাগল। গলির থেকে বের হতেই আহমদের তীরের আওতায় পড়ল ওরা। দু'জনের গায়ে গেঁথে গেল আহমদের তীর। অগ্রসর না হয়ে যখমীদের চ্যাং, দোলা করে পিছে নিয়ে চললো ওরা। তাহেরাকে লক্ষ্য করে দেয়ালের কাছে এলো আহমদ। আচনক গলি পথে ভেসে এলো আল্লাহু আকবর' ধ্বনী। থমকে দাঁড়াল ও। কাডিজের শ'পাচেক সেপাই জানের মায়ায় গলি ছেড়ে সমতল ভূমির দিকে ছুটল। জনা পনেরো লোক উচ্চস্বরে বলতে লাগল, পাপিগুলোকে ধর! করো কচুকাটা! জনৈক সেপাই হন্ত দন্ত হয়ে আহমদের কাছে এলে একটি মাত্র তীর ব্যবহার করল ও। সোজা বুকে লাগল তীরটি! গগন বিদারী আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল সে।

ভগ্ন দেয়ালের কাছে এসে আহমদ গলির দিকে এগোতে লাগল। ছোট ছোট মুসলিম স্বেচ্ছাসেবীদের দলওর নযরে প্রতিভাত হলো। তাহেরা ভগ্ন দেয়াল থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, 'আমি এখানে।'

আহমদ ওর কাছে এলো তরুনী বললো, 'এখানে কি হচ্ছে?

'টলেডীয় মুসলমানদের অনুভূতিতে আলোড়নের ঝড় উঠেছে। মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাদের আত্মসম্ভ্রমবোধ। শহীদের রক্ত বৃথা যাবার মত নয়। দুশমনের স্বেচ্ছাচারীতায় হিসাব নেয়ার সময় এসেছে।

ময়দানে কেউ উচুস্বরে চিৎকার দেয়, মুসলিম জাতি! সকাল নাগাদ কার্ডিজের একটা সৈন্যও জীবিত রাখা হবে না।'

তাহেরা বললো, 'আল্লাহ-ই ভালো জানেন-এদের কপালে কি লেখা আছে। আমাদের নেতার নির্দেশ ছিল–আত্মনির্ভরশীল না হয়ে কোন প্রকার প্রতিশোধ নেয়া যাবে না। সকাল নাগাদ কার্ডিজের অবশিষ্ট সেপাই আর ইয়াহইয়ার পুলিশ এসে জনপদ কিয়ামতের ছোগরা কায়েম করবে।'

www.amarboi.org

'আচ্ছা, আপনাদের নেতার স্বেচ্ছাসেবী সংখ্যা কত হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?'

'ওখানে স্রেফ ঘোড়সওয়ারের অভ্যস্ত স্বেচ্ছাসেবীদের জড়ো করা হয়েছে। যুদ্ধ-চর্চা ও সুবর্ণ সুযোগের অন্বেষায় অনেকে এখন পাড়ায় পাড়ায় গুপ্ত হামলা করে যাচ্ছে। কিন্তু এ মহল্লায় যে হামলা আজ হলো-তার পরিনতি খুব একটা সুখকর হবে না।'

'আপনাকে খুব শীঘ্র ওখানে পৌঁছে দিতে চাই। ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে গেলে তা আর ফেরানো যায় না। পরিনতি যাই হোক-হামলা যখন শুরু হয়েছে তখন শুভ পরিনতি হবেই-ইনশাআল্লাহ।,

'চলুন! সাগর এদিকে!'

ঘন বাগান থেকে সাগরে যাওয়ার সরুপথে চলতে লাগল ওরা।

দুই.

সাগর তীরে উঁচু টিলার ওপর কয়েকটা কুটির দেখা গেল। সরু পথ পেরিয়ে ওরা বালুচরে নামল। নিকট দূরে তিনটি ছিপি নৌকা সারিবদ্ধ ভাবে ভিড়ানো।

তাহেরা বললো, 'টিলায় উঠে আওয়াজ দিন!'

'না। এখন কাউকে ডাকা ঠিক হবে না।

পূর্ব দিগন্তে হেসে ওঠল প্রভাতী উষা। কেটে গেল আসমানের জমকালো আধার। ভোরের অবছা আলোয় তাকাল ওরা একে অপরের দিকে।

তবে তাকানোর পরিসর ছিল ক্ষণিকের তরে। এক নযর দিয়ে উভয়ে মাথা নীচু করত।

আহমদ বললো, 'আপনি খুব শ্রান্ত।

'না।' তাহেরার অনুচচ লাজুক জওয়াব।

আপনার নাম তাহেরা?

'হ্যাঁ। তরুনীর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যায়।

বৈঠা ঠেলছে আহমদ। তরুনী নিরুত্তর। আচমকা প্রশ্ন করে তাহেরা,

'ভগ্ন দেয়ালের মধ্যে যখন আপনার অপেক্ষা করছিলাম, তখন একটা আফসোস আমায় পীড়া দিয়েছে। শত্রুর সংখ্যাধিক্যে পেরশান হয়ে ভেবেছিলাম-আপনি বুঝি আর ফিরবেন না। আর বুঝি আপনার দেখা পাব না! হায়! পূর্বেই আপনার নামটা জেনে নিতাম। পরে উপলব্ধি করলাম। স্পেনের পট একদিন পরিবর্তন হবেই। প্রতিবছর স্পেনবাসী শহীদের আত্মার স্মৃতি চারণ করবে, আর আমি বলব, আমি এমন এক যুবরাজের সাথে পরিচিত-যাকে অন্য কেউ চিনে না। আফসোস! তার নামটি যদিও আমার জানা নেই।'

www.amarboi.org

'আমার নাম আহমদ।'

সাগরের অপর পাড়ে নৌকা ভিড়লো। আহমদ ও তাহেরা ফজরের নামায সেড়ে নিল। তাহেরা বলছিল, ভাই ও চাচার শাহাদাতের কাহিনী। আহমদ শুনালো তার পারিবারিক কাহিনী। উভয়ে ভাবলো, তাদের বিক্ষিপ্ত মনজিলের গন্তব্য এক ও অভিন্ন। দীর্ঘ দিন ধরে আকাবাকা পথে চললেও জীবন নদীর তীরে দু'জনার উপস্থিতি সত্যিই অপ্রত্যাশিত। শেষ পর্যন্ত তাহেরা বলল, 'গতকাল আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম, আজ অবশ্য কোন ভয় ডর নেই আমার।

'কালচক্রের নিঠুর ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর মানুষের সঠিক জ্ঞান হয়। একটু আগেও নিজের সম্পর্কে ধারনা ছিল, আমি কোন সেপাই হতে পারিনি। কিন্তু এক্ষণের উপলব্ধি-আগুন নিয়ে খেলতে পয়দা হয়েছি আমি।'

উপকূল পেরিয়ে ওরা একটি উদ্যানে প্রবেশ করলে আচানক কজন সেপাই ওদের ঘিরে নিল। তন্মধ্যে এক নওজোয়ান অগ্রসর হয়ে বললোঃ 'তোমরা কোত্থেকে এসেছ? উত্তর দেয়ার পূর্বে হাতিয়ার ফেলে দাও বলছি।'

তাহেরা বললো, 'আমরা নতুন জনপদ হতে এসেছি। আব্দুল ওয়াহিদের কাছে যেতে চাই। তিনি আমাদের সবিশেষ পরিচিত।'

'আপনার নাম?'

'আমি ইউনুসের বোন। আবু ইয়াকুব আমার বাবা।'

সকলের দৃষ্টি আচমকা ওর চেহারায় নিবদ্ধ হলো। তাহেরা তড়িৎ চেহারায় নেকাব তুলে দিল।'

'বোন! মাফ করুন। আপনি এখানে পৌছুলেন কি করে? আর আপনার সাথে ইনি কে?'

'কথা না বাড়িয়ে আব্দুল ওয়াহিদের কাছে আমাদের নিয়ে চলো। টলেডোর হালত তাঁকে খুলে বলতে হবে।

'আসুন আমার সাথে।'

তিন.

আব্দুল ওয়াহিদের কেল্লা।

চারপাশে সবুজ বৃক্ষের অরণ্য।

কেল্লা চত্বরে জনা পঞ্চাশেক সশস্ত্র সৈন্য হাতিয়ার উঁচিয়ে দন্ডায়মান। তাহেরার অগামন বার্তা পেয়ে আব্দুল ওয়াহিদ কুঠরী থেকে বের হলেন। বললেন,

'আবু ইয়াকুবের মেয়ে কোথায়?'

মুখের গালপাট্টা খানিকটা টেনে অনুচ্চস্বরে তাহের বললো, আমি এখানে।'

www.amarboi.org

ইউনুসের বোনকে এ পোষাকে দেখে আমি আশ্চার্যান্বিত হইনি। তবে এ অবস্থায় তার এখানে আসা বোধহয় উচিত হয়নি। জরুরী বার্তা থাকলে আলীর মাধ্যমে প্রেরণ করতে পারতে।'

'ও শহীদ হয়েছে।'

আব্দুল ওয়াহিদের প্রশ্নে তাহেরা গতকালের কাহিনী সবিস্তরে তুলে ধরল। সরুগলিতে খ্রিস্টান সেপাইদের সাথে আলীর যুদ্ধ কাহিনী বলার সময় এক বুড়ো সেপাই বললো, 'খবর ভালো নয়। কার্ডিজের ক'জন সেপাইর প্রতিশোধে ঐ তল্লাটের হাজারো মুসলমানকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে। শুরু হয়েছে পাইকারী হারে মুসলিম নিধন শহরেও।'

খ্রিস্টান সৈন্য আটশ-এর মত। ইয়াহইয়ার ফৌজ ও পুলিশের সংখ্যা বলতে পারবনা। সময় এলে সকলেই আমাদের সঙ্গ দিবে বলে আমার বিশ্বাস। খুব কমই কার্ডিজের তৃত্ববাদী কাফেলায় শরীক হবে।

'আপনার কাছে এক্ষণে স্বেচ্ছাসেবী কত জন আছে?'

'তা শ' দেড়েকের মত হবে। পার্শ্ববর্তি জনপদ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তিনশ জন। অবশ্য এদের জমায়েত করতে বেশ সময় লেগে যাবে।

আহমদ বললো ঃ 'টলেডো থেকে আগত লোকজন কে এক্ষণেই রওয়ানা করে দেয়া দরকার। ওরা শহুরে লোকজনকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলবে। বা'দ বাকী লোক নিয়ে আমি জনপদের ওপর চড়াও হবো–যা এক্ষণে কার্ডিজের সেপাইরা দখল করে আছে।

আহমদ ও আব্দুল ওয়াহিদ যখন শহরে স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে যুদ্ধ কৌশল নিয়ে আলাপ করেছিল, তখন জনপদের ক'জন লোক তাহেরার কাছে তাদের স্ব-স্ব বাসগৃহের কথা শুনছিল। তাহেরা বলছিল, চিত্রল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এক লোক জনপদে প্রবেশ করে কিয়ামতের বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। তারপর কার্ডিজের সেপাই প্রবেশ করে গোটা জনপদ হুলস্থুল বাধিয়ে ফেলে। জনপদবাসীর পক্ষে ঐ সৈন্যের মুকাবিলা আদৌ সম্ভব নয়।

চার.

যে সমতল ভূমিতে কার্ডিজের সেপাই নীত হয়েছিল, সেখানে এক নতুন খেল শুরু হলো। কার্ডিজের সপাইরা পার্শ্ববর্তি জনপদের নারী-পুরুষকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। জনৈক অফিসারের হুকুমে বেছে বেছে দশজন পুরুষ ও সাতজন মহিলাকে আলাদা করে দেয়ালের সামনে সাড়িবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হয়। কদম বিশেক দুরে তীরন্দাজরা দাঁড়াল। ইয়াহইয়ার এক পুলিশ অফিসার অগ্রসর হলে বুলন্দ আওয়াজে ফরমান শুনালো,

'টলেডার ন্যায় বিচারক শাসক ইয়াহইয়া আল-কাদেরের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও কার্ডিজের বীর-বাহাদুর সেপাই হত্যার দায়ে এদের মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করা হয়েছে।

www.amarboi.org

কার্ডিজের এক সওয়ার ঘোড়া চালিয়ে তীরন্দাযদের কাছে এসে ধনুকে তীর সংযোজন করলে জনপদবাসীর অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। তাদের পরিনতি নিয়ে ভাবাভাবির আর কিছু নেই। নারী-শিশুরা করে দিল বিলাপ। আচনক এক যুবতী চিৎকার দিয়ে কাতার চিরে মজমার মধ্যে ঢুকলো। কেউ তাকে বাধা দিয়ে রুখতে পারল না। সোজা গিয়ে সে এক যুবককে জড়িয়ে ধরল। সেপাইরা অগ্রসর হয়ে যুবতীকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলে পুলিশ অফিসার বললো, 'ওকে ওখানেই থাকতে দাও।'

যুবতীর চিৎকার থামল। নওজোয়ানের বাযু ধরে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত নিল সে। পুলিশ অফিসারের নির্দেশে তীরন্দাযরা তীর ছুঁড়তে যাবে ঠিক এমনি মুহূর্তে ঘণ অরণ্যের থেকে এক পশলা তীর সাঁ সাঁ করে ছুটে এসে প্রায় ৮/৯ জন তীরন্দাযকে ঘায়েল করে ফেললো। একটা তীর লাগলো অফিসারের নিতম্বে। একটা চিৎকার দিয়ে লুটিয়ে পড়ল যমীনে সে। আবার সাঁ সাঁ শব্দে আর এক পশলা তীর বর্ষিত হলো। কিছু বুঝে ওঠার পূর্বে সেপাইসহ তীরন্দাযদের বিরাট একটা অংশ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। টলেডোর স্বাধীনতাকামীরা-তলোয়ার নেযা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সৈন্যদের ওপর। বিলাপরত নারী-শিশুদের মনে ফিরে এলো পানি। সকলেই প্রতিশোধবশে একযোগে হামলা করল। আহমদ বিন আব্দুল মুনয়িম চিৎকার দিয়ে বললো,

'গলি পথের তামাম ফটক বন্ধ করে দাও। নরপশুদের একটাও যেন ফিরে যেতে না পারে।'

খানিক পর। গোটা ময়দান কার্ডিজ সেপাইদের লাশে স্তুপ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পূর্বে যারা 'মার-মার কাট-কাট' রবে তল্লাটের গলিপথ প্রকম্পিত করে তুলেছিল, স্বাধীনতাকামীদের তীর তলোয়ারের আঘাতে সকলেই মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে গেল।

দেড় হাজার এলাকাবাসী আর ট্রেনিংপ্রাপ্ত তিনশ' স্বেচ্ছাসেবী সমভিবহরে আহমদ শহরের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। তন্মধ্যে অনেকেরই হাতে কার্ডিজ সেপাইদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া তীর-তলোয়ার আর অনেকের হাতে খন্তা, কুড়াল ও শাবল দেখা গেল। রাজপথে উঠে আহমদ তাহেরার দিকে তাকাল। রক্তাক্ত তলোয়ার নিয়ে ও চলছিল সকলের সাথে। আহমদ বললো,

'তাহেরা! তুমি ঘরে ফিরে যাও!'

'না না। টলেডোর শাহী মহলে কালিমায়ে তায়্যিবার পতাকা উড়তে না দেখা পর্যন্ত আমি ফিরে যাব না।'

শাহী মহলে পৌছুতে পৌছুতে আরো হাজার পাঁচেক লোক ওদের জঙ্গী কাফেলায় শরীক হলো। এদিকে ঝানু স্বেচ্ছাসেবীরা গোটা শহরের জনতার মাঝে জ্বেলে দিল জিহাদী আগুন। আওয়ামের জঙ্গীরূপকে প্রতিহত করতে কাডিজের একদল সৈন্য রাজমহলের দেউড়ী পাহারা দিতে অগ্রসর হলো, কিন্তু জনতার ক্রদ্ধরোষে পড়ে খড়কুটোর মত উড়ে গেল সবে।

www.amarboi.org

টলেডোবাসী ঘরদোর, মসজিদ ও মাদ্রাসা ছেড়ে জনতার কাতারে এসে শামিল হল। এমনকি ইয়াহইয়ার কিছু সৈন্য ও পুলিশও শরীক না হয়ে পারল না। জনগণের উপস্থিতির পূর্বেই এরা মহলের দেউড়ী খুলে দিল। কার্ডিজের যেসব সেপাই ও অফিসারকে মেরে তক্তা বানিয়ে ভাগিয়ে দেয়া হয়েছিল, সকলে এসে মহলে ঠাঁই নিল।

পাঁচ.

সূর্যাস্তের সময় ত্রিশ হাজার জনতা ইয়াহইয়ার মহলের ওপর একযোগে আক্রমন সানাল। এ আক্রমনের কোন সালার ও দিক-নির্দেশক নেই। সকলে প্রতিযোগিতামূলক হামলা চালাল। শহররক্ষীরা উঁচু দেয়াল থেকে তীর পাথর বর্ষণ করে আক্রমন প্রতিহত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু আচনক তীর বৃষ্টি বন্ধ হলো। প্রধান দেউড়ী ভাংতে মশগুল হলো সবাই।

ঢন ঢন করে দরজায় আঘাত করা হচ্ছে। এক বুড়ো সেপাই হন্তদন্ত হয়ে এসে বিকট চিৎকার দিয়ে বলল,

'তোমরা সবে বেকুফ দেখছি! ওরা গবাক্ষ পথে ভেগেছে। পাগলামোর একটা সীমা থাকা দরকার। ইয়াহইয়া তার মন্ত্রীবর্গসহ পালিয়ে গেছে। এখানে দরজা ভেঙ্গে কোন লাভ হবে কি?

বৃদ্ধের কথা যাদের মনে প্রতিক্রিয়ার ঝড় তুললো, তারা সকলে অন্য দরজার দিকে ধাবিত হতে লাগল। অন্যরা ওদের দেখাদেখি চললো পিছু পিছু। দরজা তখন খোলা। ইয়াহইয়া ও তার লোকজন উধাও।

মহলে প্রবেশ করে জঙ্গী আওয়াম নারা দিতে লাগল। বুলন্দ আওয়াজে কেউ বলে উঠলো, 'গ্রানাডার মুজাহিদকে দেখছি না যে? সঙ্গে সঙ্গে মহলের সর্ব কোণ থেকে সমস্বরে আওয়াজ এলো, 'তাই তো, সে গেলো কোথায়?'

এদিকে তখন গ্রানাডার মুজাহিদ মহলের বাইরে অধরে অধর দংশন করছিল। মহল জয়ের চেয়ে ইয়াহইয়ার পলায়ন তাকে পীড়া দিল অধিক।

তাহেরা আহমদের কাছে এসে বললো, 'আব্বাজানকে কোথাও দেখলাম না। আব্দুল ওয়াহিদ আপনাকে খুঁজে ফিরছেন। আপনার দর্শনপ্রার্থী অনেকেই।'

ভাঙ্গা আওয়াজে আহমদ জওয়াব দিল, 'তার সাথে সকালে দেখা করব।'

'আপনাকে নেহাৎ ক্লান্ত মনে হচ্ছে। চলুন ঘরে ফেরা যাক। আব্বা হয়তো ঘরেই গেছেন।'

'জনপদবাসীর সাথে আপনি বাড়ী যেতে পারলে আমি কোন সরাইখানায় গিয়ে ওঠব। ফরজ নামাযান্তে আপনার আব্বার সাথে করব সাক্ষাৎ'

'অনুনয় করে বলি–বিরান বাড়ী ছেড়ে আপনি কোন সরাইখানায় দয়া করে ওঠবেন না। চলুন!'

www.amarboi.org

এদিকে শহরের চেহারা ততক্ষণে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ইয়াহইয়ার স্বেচ্ছাচারীতায় যাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, তারা ঢোল বাদ্য পিটিয়ে নিন্দামন্দ ও বিজয়োল্লাস করতে লাগল। ক'জন লোক এক মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে নিকৃষ্ঠ গাধা পৃষ্ঠে চড়িয়ে গোটা শহর ঘোরাল। এক উদাসীন কবি এ দৃশ্য দেখে গেয়ে ওঠলঃ

'কুদরত জালিমের হাত থেকে তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়েছেন। আমরা ওর চামড়া ছিলে লবন দেব। ক'জন নওজোয়ান বিরল প্রকৃতির কবির পার্শ্বে জমায়েত হলো।'

চৌরাস্তায় এসে তাহেরা বললো, এক্ষণে মজলুম জনতার প্রতিফোটা অশ্রুর হিসাব নিতে হবে।'

বিপ্লব অনেক ক্ষেত্রে মজলুমকেও জালিম বানিয়ে দেয়। যে বিপ্লব আওয়ামের হাতে প্রতিশোধের তলোয়ার তুলে দেয়, কওমের জন্য উহা মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। টলেডোর স্বাধীনতাকামীরা জালিমের ভগ্নস্তুপের ওপর আদল-ইনসাফের রাজ মহল নির্মাণ করুক! খোদা না করুন! ওরাও যদি, ইয়াহইয়া হয়ে যায় তাহলে আফসোসের আর সীমা থাকবে না।

জনপদের মসজিদের কাছে এসে ওরা জানতে পারল, শহীদানের দাফন কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। তাহেরা ওর আব্বার খবর জানতে চাইলে একজন বললো, 'আপনার আব্বার সাথে কয়েদখানায় ছিল এমন লোক জ্বর নিয়ে আজ বাড়ী ফিরেছে। তার কথা দ্বারা জানা গেছে শায়খ আবু ইয়াকুবকে বোধহয় কোথাও চালান করে দেয়া হয়েছে। কারার লৌহ কপাট যারা ভেঙ্গেছে, তারা বলেছে, কয়েদ খানায় তিনি নেই। হতে পারে তিনি সকলের সাথে বেরিয়ে পড়েছেন কিংবা পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে তাঁকে দুনিয়া থেকে সড়িয়ে দেয়া হয়েছে।'

মসজিদের নিকটে এসে আহমদ তাহেরাকে বললো, 'আপনি বাড়ী যান। আমি নামায পড়ে আসি।'

উযু করে মসজিদে প্রবেশ করে আহমদ দেখল সেই বুড়ো লোকটি বসে তসবীহ টিপছেন। এ লোককেই সে প্রথম দেখেছিল। আহমদকে দেখামাত্রই তিনি বুকে তুলে নিয়ে বললেন, বেটা! গতকাল তোমার ললাটে নুরের এক ঝলক দেখেছিলাম। নুরের সেই ঝলকানীতে আজ গোটা টলেডো স্নাত। কালছিলে আমার কাছে আগন্তুক, আজ মহাপোকারী আমার। ভাবছিলাম গ্রানাডার মুজাহিদ তুমি ছাড়া আর কেউনা।'

মুচকি হাসি দিয়ে আহমদ বলল, 'উপকুলবর্তি আপনার জনপদে এখনো যাননি কিন্তু।'

'গতকালও মসজিদে নামাযী শূন্য ছিল। আজান দিয়ে মসজিদের কার্যক্রম জারী রাখছিলাম আমিই। অবশ্য নামায ও আজান দু'টোই আমাকে সমাধা করতে হয়েছে। ইমাম, মুসুল্লী ও মোয়াজ্জিন-আমি একাই। এক সময় শায়খ আবু ইয়াকুব এখানে নামায পড়তেন। মসজিদে তিল বরাবর ঠাঁই ছিল না তখন। আমি অঙ্গীকার করেছি, এ মসজিদ

www.amarboi.org

যাবৎ সেই পূর্বেকার মত লোকারণ্য না হচ্ছে, তাবৎ আমি ঘরের মুখ দেখব না। তুমি গতকাল এলে আমার অন্তরে বিরোধী দু'টি খেয়াল জেগেছিল। প্রথমতঃ তুমি গুপ্তচর। হুকুমতের হুমকি মনে করে আমাকে বুঝি পাকড়াও করতে এসেছো। দ্বিতীয়তঃ তোমার চেহারা তা বললো না। এটা কোন জালিমের চেহারা নয়। এ জন্য বেশ সময় নিয়ে তোমাকে শায়খের বাড়ী বলে দিতে হয়েছে আমাকে।'

'শায়খ কয়েদখানায়, আর তার বড় পুত্র শহীদ হয়েছে-শুনেছেন কি?'

'জী হ্যাঁ। সবই জানি। কিন্তু অপরিচিত দেখে তোমার কাছে এতসব খুলে বলিনি।'

'আহমদ বললোঃ 'টলেডোয় আজ যা হয়ে গেল তাতে আপনার অবদান সবচেয়ে বেশি। আবু ইয়াকুবের ঘরে এক যুবতী ছাড়া আর কেউ নেই— বললে আমি হয়ত এখানেই থেকে যেতাম। সেক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত বিপ্লব এত তাড়াতাড়ি নাও হতে পারত এবং নামাযীর জন্য আপনাকে আরো ক'টা দিন করতে হত অপেক্ষা।'

নামায শেষে আবু ইয়াকুবের বাড়ীতে এলো আহমদ। প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত। অন্দরে ক'জন মহিলার সাথে তাহেরা আলাপরত। দরজায় করাঘাত পড়লে বৃদ্ধা এক মহিলার সাথে তাহেরা দরজা খুলে দিল। নিয়ে গেল ওকে অন্দরে। বললো,

'এখানে তাশরীফ নিন। আমি খানা নিয়ে আসছি।'

'শায়খ আবু ইয়াকুব এসেছেন কি?'

'না।'

খানা খেতে বসল আহমদ। প্রতিবেশীরা চারপাশে সমবেত হলো। ক্লান্তি ও নিদ্রাহীনতার কারণে ওর অবস্থা ঝড়ে ভাঙ্গা পাখির মত। আবাল বৃদ্ধ বনিতা ভালবাসা আর সৌহার্দ্য প্রদর্শন করছিল। শেষ পর্যন্ত জনৈকা বৃদ্ধা বললেন, 'আপনারা এখন চলে যান। আরাম করতে দিন ওকে। দেখছেন না, ওর অবস্থা?'

সকলে নিশ্চুপ চলে গেল। আহমদ শুয়ে পড়ল গালিচার ওপর।

তাহেরা মেহমান খানায় বিছানা করে ভেজানো দরজা ঈষৎ আলগা করে বললো, 'উঠুন! আপনার বিছানা করেছি।'

নিরুত্তর আহমদ। বৃদ্ধা মহিলা থালা বাসন ধুয়ে এসে ওকে এভাবে শুতে দেখে বললো, 'উনি এখানেই শুয়ে গেলেন?'

তাহেরা বললো, 'ওকে জাগ্রত করে বলুন-বিছানায় শোবে।'

বৃদ্ধা মহিলা আহমদকে ঝাকুনি দিয়ে তুলতে গেলে পার্শ্ব পরিবর্তন করে ও বললোঃ 'ভাইজান! আম্মিজান! হাসানকে নিষেধ করুন! আমাকে ঘুমুতে দিচ্ছে না ও।'

তাহেরা বললো, 'ছাড়ুন! ওভাবেই শুয়ে থাক। ক্লান্ত সেপাইর গাঢ় নিদ্রা না ভাঙ্গাই ভালো।'

বৃদ্ধা খাদেমা চলে গেল। তাহেরা দাঁড়িয়ে তখনো।

'ভাইজান! আম্মি! হাসান'। মনের অজান্তে নামগুলো ও উচ্চারণ করলো।

www.amarboi.org

গতকালও এ নওজোয়ান ছিল আগন্তুক। আর আজ? উপলব্ধি হয় ওর। এ নওজোয়ানকেই তো দীর্ঘদিন ধরে মনে চেয়ে আসছি। আহমদের বুদ্ধিদীপ্ত মুখচ্ছবি বারবার ওর স্মৃতি পটে ভেসে ওঠে। শেষ পর্যন্ত আহমদের গায়ে পাতলা চাদর ফেলে দ্বি-তলে চলে গেল তাহেরা। মনে মনে বললো, 'দুষ্টু! মা-ভাইকে ডাকছে।'

ছয়.

চোখ খুললো আহমদ। সূর্য তখন মাথার ওপরে। খোলা বাতায়ন পথে সৌররশ্মি এসে ওর মুখে পড়ছে। মাঝবয়সী বপুধারী একজন ওর সামনে চেয়ারে উপবিষ্ট। পেরেশান হয়ে ও উঠে বসল। বপুধারী মুচকি হেসে বলেন, 'আমার যা ধারনা-আপনার নিদ্রা পুরেছে।'

লজ্জানম্র কণ্ঠে জওয়াব দেয় ও, 'বেশ ঘুমিয়েছি আজ।'

'আমি আবু ইয়াকুব।'

আহমদের পেরেশানীর মাত্রা বেড়ে গেল আরো। স্ব-সম্মানে দাঁড়াল-ও। আবু ইয়াকুবের সাথে মুসাফাহা করে তার পাশটিতে চেয়ার পেতে বসল।

প্রশ্ন করল আহমদ, 'আপনি পৌঁছেছেন কখন?'

'গত রাত্রেই।'

'বেশ দেরী করে ফেলেছেন।'

'মধ্যরাত্রী পর্যন্ত মহলে হাঙ্গামা চলছিল। হাঙ্গামা বন্ধ হয়ে জাতির হিতাকাংখী ক'জন দেশের ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলে ছিল।'

'আপনি শহরে কয়েদখানায় ছিলেন?'

'আমি ও আমার সাথে পাঁচজনকে ভূ-গর্ভস্থ কুঠরিতে রাখা হয়েছিল। কারার লৌহ কপাট ভাংতে প্রয়াসী হলাম। আমাদেরই একজনের আত্মীয় প্রিয়জনের তালাশে ওখানে পৌঁছেছিল। অন্যথায় আরো ক'দিন যে ওখানে থাকতে হত-কে জানে!'

আহমদ বললো, 'আমার নাম আহমদ।'

'জানি। তাহেরার মুখে শুনেছি সব।'

'ইয়াহইয়ার কোন খবর পেলেন কি?

নরপশুটা পালাতে সক্ষম হয়েছে। আল-ফাঞ্জোর সহায়তায় আবারো নাকি সে টলেডোর ওপর চড়াও হবে। টলেডো থেকে তিন মঞ্জিল দুরে এক কেল্লার সামনে ছাউনী ফেলে আছে। গতরাতে আমরা কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারিনি। অনেকের মতে জনমত গঠন করতে হবে আমাদের। আবার অনেকে মত ব্যক্ত করেছে, স্রেফ টলেডোবাসী আল-ফাঞ্জোর মুকাবিলা করতে পারবেনা। এজন্য আমাদেরকে

www.amarboi.org

ভেলাডোলিড প্রশাসকের সহায়তা নিতে হবে। নাম তার ওমর মোতাওয়াক্কিল। আমাদের দিক নির্দেশকগণ আগে ভাগেই রাজনৈতিক সংকট নিরসনার্থে ওমর মুতাওয়াক্কিলের সাথে আলাপ করে আসছেন।'

'আপনার মতামত কি?'

'যারা ওমর মতাওয়াক্কিলের বিরোধী তাদের মতই আমার মত। অবশ্য আমার মতামতটা যে খুবই কার্যকরী হবে তা অবশ্য জোর গলায় বলতে রাজী নই। গতকাল দেখলাম, ওমরের সমর্থনকারীদের পাল্লা-ই ভারী। আল-ফাঞ্চো হামলা করে বসলে জনগণ ওমরের ডাকেই সাড়া দেবে।'

তার মানে টলেডোবাসী সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছে-এককালে যা করেছিল কর্ডোভাবাসী।'

'তুমি নিশ্চিত হও। ওমরের সাথে আমাদের শর্তারোপ হবে খুবই কঠোর। অবশ্য তিনি মুতামিদের ন্যায় স্বৈরাচারী নন। আল-ফাঞ্চো তার চক্ষুশূল। মোটকথা তাকে একজন অনন্য শরয়ী শাসক বলা যায়। এই তো কিছুক্ষণের মধ্যে নেতৃস্থানীয় লোকদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ... আমার সাথে যেতে হবে তোমাকেও।'

www.amarboi.org

পিতা-পুত্র

আব্দুল মুনয়িমকে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে সীমান্তবর্তী কারাগারে স্থানান্তরণের পর পাঁচ সপ্তাহ অতিবাহিত হয়েছে। কয়েদীর সংখ্যা কেল্লা রক্ষীর চেয়ে দেড়গুন এক্ষণে। ফৌজের সালার বয়সী এবং অভিজ্ঞ সেপাই ছিলেন। কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে সীমান্তবর্তী কারাগারে স্থানান্তর করা হয় তাকেও। এতে তিনি বেশ স্থবির হয়ে পড়েন।

শেষ বিকালে জনা চারেক কারারক্ষী আব্দুল মুনয়িমের কাছে এলো। কুঠরী থেকে তাকে বের করে সালারের সামনে নিয়ে গেলো। সালারের বামপার্শ্বে জনৈক পুলিশ অফিসার উপবিষ্ট। আব্দুল মুনয়িম কামরায় প্রবেশ করতেই ওরা কানাকানী শুরু করল। পুলিশ অফিসারকে সালার জিজ্ঞাসা করেন,

'ইনিই কি তিনি?

পুলিশ অফিসার সম্মতিসূচক মাথা হেলিয়ে বললো, 'হ্যাঁ।'

সালারের ইশারায় কারারক্ষী বেরিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আব্দুল মুনয়িমকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনিই কি আব্দুল মুনয়িম?

'হ্যাঁ!' আব্দুল মুনয়িম ঘাড় কাত করে মাথা হেলালেন।

'কর্ডোভা থেকে টেলেডো এবং টলেডো থেকে আপনাকে এখানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে?

আব্দুল মুনয়িম জওয়াব দেন 'হ্যাঁ! তবে এটা আপনি জিজ্ঞেস না করলেও পারতেন।'

বৃদ্ধ সালার হাসলেন। সে হাসিতে ছড়িয়ে পড়ল একরাশ বিষণ্নতা।

'যদি জনতাম টলেডোর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে এখানে আমাকে স্থানান্তরিত করা হবে তাহলে ইস্তেফা দিতাম। আমার আপ্রাণ চেষ্টা থাকবে-এখানকার কয়েদীদের যেন কোন কষ্ট দেয়া না হয়। অবশ্য হালত আমার এ মাকছাদে বাদ সাধে কি-না, জানি না। আপনি শুনেছেন, আমীর ইয়াহইয়া পলাতক। টলেডোবাসী আল-ফাঞ্চোর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার জন্য ভেলাডোলিড ফৌজ টলেডোমুখো হচ্ছে। আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা, টলেডীয় কয়েদীদের মুক্তি দেয়া। এ ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করেছি। অবশ্য এখন পর্যন্ত কোন জওয়াব আসেনি। কিছুক্ষণ পূর্বে জানতে পারলাম, আল-ফাঞ্চোর ফৌজ সীমান্তে জড়ো হয়েছে। আজ রাতে কিংবা কাল দিবাভাগে ওরা একযোগে টলেডোর ওপর চড়াও হবে। হায়! এর পূর্বে যদি আপনার সম্পর্কে অবগত হতাম? ইনি টলেডোর পুলিশ প্রধান। আমাদের কয়েদখানায় এমনও কিছু কয়েদী আছে-স্পেনবাসী যাদের নিয়ে গর্ব করতে পারে।'

www.amarboi.org

পুলিশ প্রধান উঠলেন। খালি চেয়ার দেখিয়ে আব্দুল মুনয়িমকে বলেন, "বসুন! আপনার সাথে অনেক গোস্তাকী করা হয়েছে। যে কাফেলার সাথে আপনাকে কর্ডোভা থেকে টলেডো পাঠানো হয়েছিল, সে কাফেলার প্রধান ছিলাম আমিই। তখন উপলব্ধি করতে পারিনি, আমাদের পরিণতির কথা। টলেডোর হাজারো লোকের মাঝে আমি শাহী খান্দানের গোলাম ছিলাম। সবার ওপরে তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলাম শাহী খান্দানকে। কিন্তু যে আগুনে আমরা ঘি ছিটিয়ে ছিলাম, তার লেলিহান শিখা আমাদের ঘরদোরের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। ইয়াহইয়ার সাথে ফেরারী হয়েছিলাম আমিও। আল-ফাঞ্চোর দরবারে গিয়ে সে টলেডোর বেশ কিছু কেল্লা তাকে দেয়ার প্রস্তাব দেয়। রাজ্যহারা ইয়াহইয়াকে গদীতে বসানোর পূর্বেই সে ঐ কেল্লাগুলো কুক্ষিগত করতে চায়। আল-ফাঞ্চোর কথামত সীমান্তবর্তী ঐ কেল্লাগুলোর রক্ষীদের কাছে এমর্মে ফরমান লিখে দেয় যে, আল-ফাঞ্চোর ফৌজ কেল্লায় গেলে যেন কোন বাধা দেয়া না হয়।'

সেই কেল্লা সমূহকে খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দিতে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু আমি বিগত দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।'

আব্দুল মুনয়িম পুলিশ প্রধানের কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেন,

'আলোচনার পরিসর বাড়ানোর সময় নেই। আমি শুধু জানতে চাই, কি শর্তে আপনি আমাদের মুক্তি দিতে পারেন?'

পুলিশ প্রধানের স্থলে কারারক্ষী প্রধান বলেন, 'আপনাকে মুক্তি দেয়া হচ্ছে, কতটা বাধ্য হয়ে। এটাকে সহানুভূতি বলা যায় না। এক্ষণে কেল্লার ফটকে আল-ফাঞ্চোর ফৌজ কড়া নাড়ছে। তাই কয়েদী ও কারারক্ষীদের রক্ষণাবেক্ষণ আমাদের সাধ্যাতীত। সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে আপনি নিশ্চিন্তে যেতে পারেন-এ কথাটি শুনিয়ে দেয়ার জন্যই আপনাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। যারা পদব্রজে চলতে অক্ষম-আমরা তাদের বাহনের ব্যবস্থা করছি।'

আব্দুল মুনয়িম চিন্তার সাগরে ঘুরপাক খেতে লাগলেন। তার দু'গাল বেয়ে পড়ছিল অশ্রু। মনে আনন্দের বান। মুক্তির সুখরাগ শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত। আমার বিবি-বেটা! অতীতের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর্দা ছেদন করে তিনি কর্ডোভার বাসগৃহে পৌঁছে যান। কল্পনায় দেখতে পান, হাসান যেন তার বুকে মাথা রেখে বলছে–আব্বাজান! আমাকে আপনার সাথে নিয়ে চলুন! আপনি ওয়াদা করেছিলেন, লড়াই শেষে আমাকে সাথে নিবেন।'

তিনি সেদিন যা বলেছিলেন, মনে পড়ে তাও, 'বেটা! লড়াই এখন পর্যন্ত খতম হয়নি।'

অতঃপর তিনি ধ্যানঘোরে বিবিকে বলছিলেন, 'হতে পারে, আমি আজই ফিরব। হতে পারে, কারা অভ্যন্তরে কাটাতে হবে জীবনের বড় একটা সময়। হতে পারে, তোমার-আমার শেষ সাক্ষাৎ এটাই। কিন্তু একজন স্বার্থক মা হিসাবে তোমার কাছে আমি আবেদন রাখছি, ওদেরকে শিক্ষা দিও, মুসলিম হিসাবে সিংহের মত এক মুহূর্ত বেঁচে থাকা শৃগালের মত হাজার বছর বেঁচে থাকার চেয়ে শ্রেয়।'

www.amarboi.org

রক্ষী প্রধান বলেন, 'টলেডীয় কয়েদীদের সাথে যেতে চান, নাকি সোজা বাড়ী?'

সালারের দিকে তাকালেন আব্দুল মুনয়িম। অতঃপর মাথা দুলিয়ে বলেন,

'না না! বাড়ী যাবনা।'

'আপনার কথার মতলব?

'মতলব হচ্ছে, আল-ফাঞ্চো হামলা যখন করে বসেছে, তখন তাকে প্রতিহত না করে আমি বাড়ি যেতে পারি না। নিচ্ছিদ্র কারার জমকালো পুরীতে প্রতিক্ষণে আমি শাহাদাতের তামান্না করেছি। আমার সেই সুপ্ত তামান্নার প্রতি কুদরত সাড়া দিয়েছে-। আমার সঙ্গীদের আপনারা আমার সমমনা দেখতে পাবেন। টলেডোর কয়েদীরা কেউই বাড়ী যেতে চাইবে না। আমাদের দরকার এক্ষণে-মাথাপিছু এক একখানা তলোয়ার। আপনি কতজনকে হাতিয়ার দিতে পারবেন?'

'আমাদেরকাছে পর্যাপ্ত হাতিয়ার রয়েছে। কিন্তু খাদ্য সামগ্রী যা মজুদ আছে তাতে একমাসের বেশী চলবে কি-না সন্দেহ।'

'রসদ সামগ্রী আমরা দুশমনের থেকে ছিনিয়ে নেব।'

'তবে সর্বাগ্রে কয়েদীদের মতামত জেনে নেয়া দরকার কি-না, বলুন।'

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মামুনের কারাগারে যারা জিন্দা থেকেছে, এ লড়াইয়ে শরীক না হয়ে তারা পারবে না।

এশার জামাতে এই প্রথম কয়েদী ও কারারক্ষী এক কাতারে সামিল হয়ে নামায আদায় করল। আব্দুল মুনয়িমের কাধে চাপলো ইমামতের গুরুদায়িত্ব।'

নামাযান্তে তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণ কয়েদীদেরকে জিহাদের প্রতি উদগ্রীব করে তুললো। তিনি বলে চলেছেন কয়েদীদের উদ্দেশ্যে,

'সংগ্রামী সাথীরা আমার! তোমাদের হাতকড়া খুলে নেয়া হয়েছে-উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে লৌহ কপাট, ভেবো না তোমরা চিরমুক্ত হয়ে গেছ। উত্তর স্পেন থেকে আল-ফেঞ্চো নামী বিভীষিকাময় এক তুফান ধেয়ে আসছে তোমাদের জনপদের দিকে। ওদেরকে শক্তহাতে প্রতিহত না করতে পারলে দেখবে, এরচেয়ে নিশ্চিদ্র কারাগারে ঢুকানো হয়েছে তোমাদের। দেখবে-স্পেনবাসী খ্রিস্টানদের গোলাম হয়ে গেছে।

কেল্লা প্রধান নিজ হাতে খুলে দিয়েছেন কারার লৌহ কপাট। এক্ষণে বাড়ী গিয়ে বিবি ও আত্মীয়-স্বজনকে কি এটা বলবে যে, আমাদের পিছে ঈয়াসী ফৌজ ধেয়ে আসছে? কব্জা করে নিয়েছে টলেডোর কেল্লাগুলো। আছড়ে পড়েছে মেরীর সন্তানদের নারকীয় তুফান গোটা প্রদেশেই।

শহীদী কাফেলার সাথীরা আমার! তোমাদের শিরা-উপশিরায় যদি মুসলমান পিতার খুন সঞ্চালিত হয়ে থাকে। উঁচু করে ধরতে চাও যদি ইসলামের ঝান্ডা। দেয়ালে ছুঁড়ে মারতে চাও যদি ঈয়াসীদের দাসত্ব, তাহলে জেনে নাও, তোমাদের সামনে কেবল

www.amarboi.org

একটিই রাস্তা খোলা আছে। তাহলো, আল-ফাঞ্চোর ফৌজ সীমান্তে ঢোকার পূর্বেই সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকবে। তৃত্ববাদী সয়লাব রুখতে থাকবে ইস্পাত কঠিন পাহাড়ের মত মূর্ত।

আল-ফাঞ্চোর অগ্রযাত্রায় যদি খন্ডিত স্পেনের ধজাধারীদের গদী হুমকির মুখে দেখতাম, তাহলে-এ ভাষণ ছেড়ে বিবি-বাচ্চাদের কাছে ছুটে যেতাম। কিন্তু বিস্ফোরনোম্মুখ পরিস্থিতি আমাদের সকলের জন্যই ভীতিকর। ভীতিকর সে সব লোকদের জন্য, যারা এদেশে মুসলমান হিসাবে বেঁচে থাকতে চায়।

দুশমন কেবল আমাদের শহরগুলোতে নয়, বরঞ্চ জিব্রালটার প্রণালী থেকে বার্সিলোনা পর্যন্ত ক্রুশদন্ড স্থাপিত করার দৃঢ় আশা বুকে আগলে এগিয়ে আসছে। ওদের অগ্রযাত্রা রুখতে চাই কিছু এমন গোলাবারুদ, প্রচন্ড বিস্ফোরণে কাঁপিয়ে তুলবে যা তৃত্ববাদীদের পিলা। দরকার এমন কিছু সীসার মত বক্ষ-ঝাঝরা হয়েও যা থাকবে পিরিনিজ পর্বতের মত অটল। প্রয়োজন এমন কিছু তলোয়ার, দুশমনের গরদান কাটতে কাটতে যা হয়ে যাবে ভোঁতা।

ধর্ম ও অস্তিত্ব রক্ষায় জিহাদে তোমাদের শরীক হতে উদাত্ত আহবান রাখছি। স্পেনের স্বার্থপর মুসলিম শাসকদের চিন্তায় আমি এ আহ্বান রাখছিনা। বরং তোমাদের চিন্তায়, তোমাদের বাল-বাচ্চাদের চিন্তায়-আমাকে এ আহ্বান রাখতে হচ্ছে।

আসন্ন যুদ্ধ, স্পেনকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচানোর যুদ্ধ। যুদ্ধ, কর্ডোভা, সেভিল টলেডোকে নতুন করে সাজাবার। যুদ্ধ, স্পেনকে তারিক, মুসা আর আল জগলের চিন্তাধারার ধাঁচে পরিবর্তন করার।'

কিছুদিনের মধ্যে টলেডোর সর্বত্র একথা ছড়িয়ে পড়লো, আল-ফাঞ্চোর ফৌজ সীমান্তের চৌকিগুলো দখল করে নিয়েছে, কিন্তু মুষ্ঠিমেয় একদল জানবায দেশপ্রেমী পাহাড়ের দৃঢ়তা নিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করে যাচ্ছে।

দুই.

ইয়াহইয়ার অদূরদর্শীতার সুযোগে আল-ফাঞ্চো টলেডো সীমান্তের বেশ কয়েকটি চৌকি দখল করে নেয়। যে সব কেল্লারক্ষীরা কেল্লা ও চৌকি হস্তান্তরে বাদ সাধল-অকস্মাৎ হামলা চালানো হলো তাদের ওপর। টলেডো শহর দখল করার পূর্বে উত্তর সীমান্তের জনপদগুলো তার সালতানাতের আওতাধীন করার মনস্থ করল সে।

এদিকে টলেডোবাসী অন্তহীন পেরেশানী নিয়ে ওমর মোতাওয়াক্কিলের দিকে তাকিয়ে রইল। জাতি সত্ত্বা হুমকির মুখে দেখে সচেতন জনতা সাময়িকভাবে এক জনকে আমীর বানাল। স্বেচ্ছাসেবীদের ফৌজী ট্রেনিং সাধারণতঃ রাতের আঁধারে দেয়া হত। সিপাহসালারের আহ্বানে শহরতলীতে বিশাল এক স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গড়ে তুললো।

www.amarboi.org

সিপাহসালারের আস্থা আহমদের উপর ছিল তুঙ্গে। ফৌজী ব্যাপারে তিনি আহমদের যে কোন কথাকে অকপটচিত্তে মেনে নিতেন। আহমদও সকাল-সন্ধ্যা সেনাপতির কাছে লেগে থাকত। শায়খ আবু ইয়াকুব 'শুরা'র রোকন ছিলেন না বিধায় অতি প্রত্যুষে আহমদের সাথে বেরিয়ে পড়তেন। মাগরিবের নামায আদায় করতেন তিনি পাড়ার মসজিদে। অতঃপর আহমদকে নিয়ে ফিরতেন বাড়ী। ঘটনাচক্রে একজনের দেরী হলে অন্যজন খানার টেবিলে তার জন্য অপেক্ষা করত।

উত্তাল-তরঙ্গের এক প্রবল ঝাপটা আহমদ ও তাহেরাকে জীবন নদীর মোহনায় একত্রিত করে দিয়েছিল। সে তরঙ্গ এখন শান্ত হয়েছে। এক্ষণে কেনম একটা দ্বীধা, একটা সংকোচ, শরয়ী বাধন-অনুশাসন ওদের মাঝে বাধার দেয়াল হয়ে দাঁড়াল। পৃথকীকরণের সেই দু'দেয়ালের দু'পাশে ওরা স্বপ্নের জাল বুনত। রচনা করত সুখের নীড় মনে মনে।

একরাতে আবু ইয়াকুব ফিরতে দেরী করলেন। গভীর রাত্রীতে মহলে ঢুকেই খাদেমাকে খানা আনতে বলেন। তাহেরা কামরায় প্রবেশ করে নীচু আওয়াজে বলল, 'আব্বাজান! মেহমান আসেন নি?

'ও একটা অভিযানে গিয়েছে।'

তাহেরার চেহারা হতাশায় ঘিরে নিল। বাপের দিকে তাকাল। ওর অব্যক্ত মনে অভিযোগের সুর! বাপের কাছে তা প্রকাশ না পেলেও ওর মন ঠিকই আওড়ালো, ও চলে গেল! অথচ জেনে গেল না-আজীবন এখানে একজন ওর প্রতীক্ষায় থাকবে অধীর আগ্রহে।'

বাপের সামনে দাঁড়াতে ওর কষ্ট হচ্ছিল। সুতরাং আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল অন্দরের দিকে।

আবু ইয়াকুব বললেন, 'দাঁড়াও বেটি! যাচ্ছ কৈ?

থতমত খেয়ে তাহেরা বলল, 'আব্বাজান! আপনার হাত ধোয়ার পানি আনতে যাচ্ছি।'

তাহেরা বাপের হাত ধোয়াতে ছিল। আচানক খাদেমা এসে বললো, 'আপা! আপনার খানা নিয়ে আসব কি?

আবু ইয়াকুব বললেন, 'তাহেরা খানা খায়নি এখনো? এসো বেটি! আমরা এক সাথে খাব।'

খানা নিয়ে এলো খাদেমা। দস্তরখানে বাপ-বেটি বসে গেল। কিন্তু তাহেরা ক্ষিধে যেন উঠে গেছে। খেতে পারল না ও। আবু ইয়াকুব আড়চোখে দেখছিলেন সবকিছু। শেষ পর্যন্ত বললেন, 'আহমদ কিছুদিনের মধ্যে এসে যাবে!'

বিদ্যুৎ ঝিলিক খেলে গেল ও চেহারায়। যেন কালো মেঘের আড়ালে চাঁদের দীপ্তি। খুশীর আমেজে বাপকে জিজ্ঞাস করে ও, আব্বাজান ও কোথায় গেছে?'

www.amarboi.org

'বিপ্লবের পূর্বে টলেডোর যে সব কয়েদীদের ইয়াহইয়া উত্তর সীমান্তবর্তী কারাগারে স্থানান্তর করেছিল, তারা কেল্লারক্ষীদের সাথে এখন যুদ্ধ করছে। দিন চারেক পূর্বে কেল্লার এক রক্ষী প্রধান শহীদ হয়েছে বলে শুনেছি। এখন কেল্লা সামাল দিচ্ছে ঐ কয়েদীরাই। ওমর মুতাওক্কিলের অগ্রাভিযানের কারণে আল-ফাঞ্চোর দৃষ্টি এখন পশ্চিম সীমান্তে নিবদ্ধ, তাই কেল্লা দখল করতে তার তেমন একটা বেগ পেতে হবে না। আমরা যথাশীঘ্র ওখানে স্বেচ্ছসেবী প্রেরণ করছি। গতকাল দুসংবাদ এসেছে, আল-ফাঞ্চোর এক নয়া ফৌজ কেল্লার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। দু'দিনের মধ্যে ওখানে খাদ্য সামগ্রী পৌছাতে না পারলে সকলেই মারা পড়বে। ওরা সাধারণ কয়েদী হলে আমাদের এতটা পেরেশান হতে হত না, কিন্তু ওখানে এমনো অভিজাত লোক রয়েছে যাদের অকাল মৃত্যু হলে গোটা স্পেনবাসী পস্তাবে। এ জন্য শ'তিনেক স্বেচ্ছাসেবী জরুরী ভিত্তিকে পাঠানো হয়েছে। মজলিসে শুরার সিদ্ধান্তক্রমে আহমদকেও পাঠানো হয়েছে। সেনাপতির প্রশ্ন ওঠলে-সকলেই আহমদকে বানানোর খেয়াল পেশ করেছে।'

'কিন্তু তিনশ' লোক কেল্লার পতন ঠেকাতে পারবে কি?'

'সিপাহসালার কেল্লার পতন অবশ্যম্ভাবী দেখে আহমদকে নির্দেশ দিয়েছেন, যে করে হোক কয়েদীদের নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। ঐ কেল্লার মত টলেডোকেও বুঝি আমরা রক্ষা করতে পারব না।

'আব্বাজান! ঐ অভিযান বুঝি খুব ভয়ালো?'

'সেপাইদের যে কোন অভিযানই ভয়ালো হয়ে থাকে বেটি!'

'আর ওতো সেই সেপাইদের একজন-মারাত্মক পরিস্থিতিতে যে দুশমনের সামনে সীনা টান করে খাড়ায়।'

আবু ইয়াকুব খানিক চুপ থেকে বলেন, 'আহমদ বড্ড বীর-বাহাদুর সেপাই। কেল্লামুখো হবার পূর্বে তোমার ভবিষ্যত নিয়ে ওর সাথে কথা হয়েছে আমার।'

তাহেরার অন্তরে খুশীর বন্যা উপচে ওঠল। ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল গোটা অনুভূতি। পুলক শিহরণে ঝটকা দিয়ে ওঠল আপাদমস্তক। আবু ইয়াকুবের দৃষ্টিতে এগুলো ধরা পড়ে।

শেষ পর্যন্ত তিনি বলেন, বেটি! আমি তোমার জন্য এক সুসংবাদ নিয়ে এসেছি। কুদরতের কাছে এর চেয়ে তুমি উত্তম আর কোন তামান্না করতে পার না। তোমার পিতা একথার উপর গর্ব করতে পারে যে, তারুণ্যের অহংকার এক যুবরাজ সানন্দচিত্তে তোমার পাণি-গ্রহণ করেছে। বেটি! আমি কোন ভুল সিদ্ধান্ত নিলাম না তো?'

দৃপ্তিমান আনন্দ সমুদ্রে দোল খাচ্ছিল তাহেরা। নারী সুলভ লজ্জায় ওর গোটা শরীর লাল হয়ে গেল। বাপের প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ল ওর তনুমন।

'তুমি খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিলে কেন বেটি!'

'কৈ, না তো। আমি আজো যথা সময়ে খেয়ে সেড়েছি আব্বাজান।'

www.amarboi.org

তাহেরা দৌড়ে কামরা থেকে বেরুল। ঢুকল শয়ন পক্ষে। ওর গোড়ালী যেন দেহকে বহন করতে পারছিল না।

'আমার জান্! বাযু আমার! 'আহ্‌মদ! আহমদ!!' আনন্দাশ্রু ওড়নায় মুছে ও বললো, 'তুমি আমার। শুধু আমার!'

তিন.

সীমান্তবর্তী কেল্লা। চার পাশে ঠাসা পাহাড়া।

কার্ডিজের সাতশ' সেপাই কেল্লায় আক্রমন করেছে। ওদের প্রচন্ড হামলায় কেল্লারক্ষীদের জীবন হুমকির মুখে। শ'দুয়েক সেপাই রশির সিড়ি বেয়ে কেল্লার প্রাচীরে উঠে গেছে। বর্ষণ করছে উঁচু টিলা থেকে বৃষ্টির মত তীর। কেল্লা প্রধান একশ' মুজাহিদ নিয়ে মরণপণ প্রতিরোধ গড়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।

কিন্তু আত্মাভিমানী আব্দুল মুনয়িম তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। মৃত্যু অবধারিত জেনে নয়া সালারের নেতৃত্বে তারা যুদ্ধ কার্য চালিয়ে যেতে লাগল।

কেল্লারক্ষীদের অপুরনীয় ক্ষতি সাধনের পর ঈসায়ী ফৌজ বেশ কিছু দিন জিরোতে লাগল। একরাতে তাদের সাহায্যে দু'শো তাজাদম ফৌজ এগিয়ে এলো। সকালের দিকে বিপুল উৎসাহে কেল্লা দখলের চূড়ান্ত লড়াইয়ে নামল তারা। কার্ডিজের সেনাপতি অঙ্গিকার করে বললো, 'যতক্ষণ কেল্লার বুরূজে মা-মেরীর কেতন উড্ডীন করতে না পারছি, ততক্ষণ আমি পানি স্পর্শ করব না।'

আব্দুল মুনয়িমের লোকদের তূণীর শূন্য হয়ে এলো। বাধ্য হয়ে তারা ইটপাথর দিয়ে দুশমনের মুকাবিলা করছিল। শুরু হলো প্রচন্ড হামলা। চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগল আব্দুল মুনয়িমের সঙ্গীরা।

আচানক একদিক থেকে আল্লাহু আকবর' ধবনী ও সন্নিলিত ঘোড়ার পদধ্বনী শোনা গেল। একযোগে তিনশো মুসলিম সেপাই ঘিরে নিল কার্ডিজ সেপাইদের।

ঘন্টা খানেকের মধ্যে অবরোধ তুলে নিল খ্রিস্টান ফৌজ। নয়া মুসলিম সেপাইদের ঝড়ো ও অকস্মাৎ হামলার শিকার হয়ে মারা পড়ল অগনিত সৈন্য। খ্রিস্টানদের লাশে স্তুপিকৃত হয়ে গেল ময়দান। সওয়াররা পশ্চাদ্ধাবন করছিল পলায়নপর সৈন্যদের। পাহাড়ের আড়ালে-আবডালে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করতে পারল নগন্য কজন। বাদ বাকীরা মারা পড়ল মুসলিম সেপাইদের তীর-বল্লমের আঘাতে।

কেল্লারক্ষীরা এই সুযোগে যুদ্ধলব্ধ মাল নিয়ে কেল্লামুখো হলো। জঙ্গী সরজামাদি ছাড়াও আড়াইশো ঘোড়া, পঞ্চাশটি খচ্চর সংগ্রহিত হলো।

মদদী সৈন্যদের দেখে আব্দুল মুনয়িমের সাথীরা খুশীর নাকারা বাজাতে লাগল। নওজোয়ান সেনাপতি ঘোড়া থেকে নেমে রক্ষীদের প্রশ্ন করল, 'তোমাদের সালার কে?'

www.amarboi.org

বৃদ্ধ এক মুজাহিদ জওয়াব দেন, 'তিনি অন্দরে। মারাত্মক যখমী!'

'না। সেড়ে ওঠবেন আশাকরি। উনি খুব ক্লান্ত ছিলেন।'

'চলুন। আমি তার সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

বৃদ্ধ মুজাহিদের সাথে কথা বলতে বলতে আহমদ কেল্লা অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। আব্দুল মুনয়িম প্রলম্বিত একটি কাষ্ঠখন্ডের ওপর শায়িত।

পদশব্দ শুনতেই তিনি উঠে বসেন। নওজোয়ান অগ্রসর হয়ে মুসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। বলে, 'আপনার যখম আশংকাজনক কি?'

'না। সামান্য চামড়া ছিলে গেছে। বসুন!'

নওজোয়ান একটি খালী কুরসীতে উপবেশন করল। আব্দুল মুনয়িম তক্তার ওপর বসে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি টলেডোর লোক?'

'জী-হ্যাঁ!'

'ওখানকার হালত কেমন দেখলেন?'

'হালত খুব একটা ভালো নয়। আল-ফাঞ্চোর ফৌজ দ্রুত গতিতে টলেডো মুখে ছুটে আসছে। আমি চাচ্ছি, যথাশীঘ্র এ কেল্লা খালী করে দিতে হবে।'

আব্দুল মুনয়িম ভ্রু-কুঞ্চিত করে নওজোয়ানের বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার দিকে তাকান। আচমকা প্রশ্ন করেনি তিনি 'আপনি টলেডোর মহল্লায় বাস করেন?'

'না। আমার বাড়ী গ্রানাডা।'

আমি বলতে চাই-জন্মভূমি কোথায়?'

'কর্ডোভা।'

'আচানক আব্দুল মুনয়িমের সুর পাল্টে যায়। তিনি নওজোয়ানকে 'আসেন-বসেন' এর স্থানে এবার 'তুমি-আমি' বলে সম্বোধন করতে থাকেন।

'তোমার নাম আহমদ?'

নওজোয়ান থতমত খেয়ে বলে, 'জী-মানে-হ্যাঁ। তা আপনি-আমার নাম জানলেন কি করে?'

জওয়াব না দিয়ে আব্দুল মুনয়িম কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তাঁর চোখে অশ্রুবন্যা। আহমদের দৃষ্টি এ কান্নার কারণ খুঁজে পায় না।

আব্দুল মুনয়িমের এক সাথী বলেন, 'তুমি কি আহমদ বিন আব্দুল মুনয়িম?'

'জী, হ্যাঁ।' আহমদের কণ্ঠে হতাশা আর বুকে দুরু দুরু ভাব।

'তোমার আব্বাজান কে দেখলে চিনতে পারবে কি?'

'আপনি তাঁর সম্পর্কে?' কথা শেষ না করে আহমদ আব্দুল মুনয়িমের দিকে তাকায়। ওপর মন কল্পনায় চলে যায় বিলীয়মান অতীতের হৃদয়গ্রাহী পর্দায়। মানবিক সৌন্দর্য আর ভাবগম্ভীরপূর্ণ এক পৌরুষদীপ্ত বাবার ছবি সেখানে ভেসে ওঠে। সেখানে যেন শুভ্র-সফেদ দাড়ীবিশিষ্ট একজন ওকে আহবান করে বলছে, 'আহমদ! আমি-ই তোমার সেই হতভাগ্য পিতা।

www.amarboi.org

'আব্বাজান! আব্বাজান!' আহমদের ভাঙ্গা গলা থেকে কোনক্রমে বেরুল শব্দটি। উঠে দাঁড়াল পিতা-পুত্র। আনন্দ আতিশায্যে বুকে বুক লাগাল দু'জন। উপস্থিত সাথীদের চোখ অশ্রুতে পরিপূর্ণ। পিতা-পুত্রের পুনঃমিলনে খুশীর বন্যা বয়ে যাচ্ছে সকলের চোখে।

গভীর রাত।

ক্লান্ত সেপাইরা বিছানার কোলে নিদ্রামগ্ন।

কোনের একটি নিরিবিলি কামরায় পিতা-পুত্র যার যার অতীত কাহিনী শোনাচ্ছিল।

পর দিন। কেল্লা ত্যাগের সময় আহমদ বাবাকে লক্ষ্য করে বললো, 'আব্বাজান! আপনি বাড়ী গেলে বোধহয় ভালো হবে। আপনার দীর্ঘ বিশ্রামের প্রয়োজন!'

'হ্যাঁ বেটা! আমি সরাসরি বাড়ী যাচ্ছি। তবে বিশ্রামের জন্য নয়-কাজের জন্য।'

'আব্বাজান! প্রলংকরী তুফানকে আমরা রুখতে পারব না। স্পেনের জনশক্তি ঐক্যবদ্ধ না হলে এ সয়লাব রোখা সম্ভব নয়। আমরা কাজী আবু জাফরের পতাকা তলে সমবেত হলে জন সমর্থন লাভ করতে পারি। আপনার কারা জীবনের থেকে একটি শিক্ষা পেয়েছি যে, মুমিনের কুরবানী বৃথা যাবার নয়। যে আওয়াজ ক'বছর পূর্বে আপনার মুখে বুলন্দ হয়েছিল, আজ তা লাখো মানুষের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে। মুজাহিদের লৌহ হাতে যে জিঞ্জির লাগানো হয়েছিল-মুক্ত হচ্ছে তা আস্তে আস্তে। বনি-জান-নুনের যবনিকাপাত হয়েছে। সেভিল-রাজ মুতামিদের দিনকাল ঘণিয়ে এসেছে। স্পেনের অন্যান্য প্রাদেশিক রাজন্যবর্গ এগিয়ে এলে নীতিজ্ঞানহীন শাসকবর্গ ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারবে না। এক্ষণে শুধু দরকার একটি জাগরণের, দরকার একটি বিপ্লবের।

গ্রানাডা পৌঁছেই আপনি কাজী আবু জাফরের সাথে মত বিনিময় করতে পারেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর সাথে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারলে জিহাদী কাজকে বেগবান করা যাবে আরো। আপনি তাঁর সাথে পরিচিত কি?'

'বেটা! তোমাদের মা, সা'দ ও হাসানকে তোমার মত জিহাদী প্রেরনায় উদ্বুদ্ধ করছে জানলে আরো কিছুকাল কয়েদখানায় থাকতে আমার আপত্তি ছিল না। মামুনের হুকুমে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল আমাকে। কে জানত সেদিন, সেই মামুনের উপর টক্কর দিয়ে আমার বেটা আমাকে উদ্ধার করবে একদিন?'

আমি তোমার কর্ম নৈপুণ্যে গৌরবান্বিত। স্পেনবাসীকে আর হতাশ হতে হবে না। কিন্তু জেনে রেখ! তোমার চলার রাস্তায় অসংখ্য বাধার পাহাড় দাঁড়ান থাকবে-লাথি মেরে উড়িয়ে দিবে তা। থাকবে অনেক গর্ত-লাশ দিয়ে পুরণ করো তা। টলেডো প্রশাসন সেই ভুলটি করেছে-আমরা করে ছিলাম যা। ওমর মোতাওয়াক্কিলের ওপর ভরসা না করে জনশক্তির ওপর ভরসা করা দরকার ছিল তাদের । কর্ডোভা বিপর্যয়ের কালে ওরা আমাদের ছেড়ে গিয়েছিল। আমার ভয় হচ্ছে, চরম পরিস্থিতিতে সে টলেডোকে শত্রুর মুখে ছেড়ে চলে যায় কি-না।'

www.amarboi.org

'তাকে আহ্বান করেছিলেন শহরের নেতৃস্থানীয় লোকজন। তাদের ধারনা, অন্যান্য প্রাদেশিক রাজন্যবর্গ পৃষ্ঠ প্রদের্শন করলেও ওমর করতে পারেন না।'

'সময়ই সবকিছু বলে দিতে পারবে। অবশ্য দোয়া করি-আল্লাহ তাদেরকে জিহাদের রক্ত পিচ্ছিল পথে দৃঢ়পদ রাখুন। খানিক বিশ্রাম নিয়ে আমি আসন্ন যুদ্ধে অংশ নিতেও পারি।'

পরের দিন পিতা-পুত্র একটি চৌরাস্তার মোড়ে একে অপরকে বিদায় জানাচ্ছিল। আব্দুল মুনয়িম গ্রানাডা আর আহমদ টলেডোর পথ ধরার মনস্থ করল। বিদায় কালে বাবাকে লক্ষ্য করে আহমদ বললো, 'আব্বাজান! আমাকে নিয়ে আম্মাজান পেরেশান না হলে আপনাকে টলেডো হয়ে যেতে বলতাম। আপনাকে বিশেষ একটি বলা হয়নি এখনো।

আব্দুল মুনয়িম খানিক ভেবে বলেন, 'তুমি ঐ যুবতীর ব্যাপারে কিছু বলতে চাচ্ছ-কি? আহমদ জবাব না দিয়ে মাথা নীচু করল। আব্দুল মুনয়িম পুনরায় বলেনঃ 'তুমি শাদী করছ একথা তোমার মাকে বলতে হবে?'

চকিতে জওয়াব দিল আহমদ, 'না আব্বাজান। একথা আপনাকে কে বললো। আমি বলতে চাচ্ছিলাম-এ কেল্লামুখো হওয়ার প্রাক্কালে শায়খ আবু ইয়াকুব ঐ আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন।'

'বেটা! আমার ঐকান্তিক দোয়া সর্বদা তোমার সাথে থাকবে। তোমার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, কালচক্রের নিষ্ঠুর ছোবলের আগে ভাগে নিজের হিস্যার আনন্দ ফুর্তিটুকু করে নাও। টলেডো গিয়ে শাদী করে ফেলো। যথাশীঘ্র টলেডো আসছি আমি। আমার অপেক্ষা করবে না। আমি অন্য কোন অভিযানে চলে যেতে পারি।'

সাথীদের কাফেলা বেশ দূরে চলে গেছে তখন। আব্দুল মুনয়িমের সঙ্গীরা অপেক্ষা করছিল তার। পিতা-পুত্র একে অপরকে বিদায় জানাল। প্রভুভক্ত ঘোড়া স্ব-স্ব মনিবের আদেশে চিঁ-হিঁ করে ছুটলো উর্দ্ধশ্বাসে।

চার.

কারো আওয়াজে আলমাছ বাইরে বেরুল। দরজার সামনে এক সওয়ার দন্ডায়মান। আলমাছ স্থানুর মত তাকিয়ে রইল তার দিকে। লাগাম হাতে নিয়ে চিৎকার দিয়ে সে বললো মনিব! মনিব আমার! এতোদিনে মনে পড়ল আমাদের?'

ঘোড়া থেকে নেমে সওয়ারের বুকে মিশে গেল আলমাছ। বললো, 'মনিব! আপনি এসেছেন! আমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো। চলুন,অন্দরে চলুন!' আবেগের আতিশয্যে অশ্রুসিক্ত নয়নে এ কথা বলে প্রভূর চেহারার দিকে তাকাল ও।

চাকরানী দরজার কাছে বসে বললো, 'আলমাছ! কার সাথে কথা বলছো?' উচ্চস্বরে জওয়াব দেয় ও, 'আরে, মনিব এসেছেন।'

www.amarboi.org

আব্দুল মুনয়িম অন্দরে প্রবেশ করেন। কড়িডোরে দাঁড়ানো সাকীনা। তামাম অনুভূতি তার দু'চোখে জমা হয়েছে। মুখ থেকে সড়েনা কথা। তার অবস্থা ডুবন্ত ঐ যাত্রীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়-জমকালো আঁধারে যে দেখতে পায় আলোর ঝলকানি। ভ্রান্ত এক মুসফিরের মত অসার তাঁর পা।

আব্দুল মুনয়িম আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন।

সাকীনার দু'চোখে অশ্রুবন্যা। ঝাপসা হয়ে আসছিল দৃষ্টি। আব্দুল মুনয়িম কাছে এগিয়ে এলেন। খুব কাছে। পরস্পরে পেতে লাগলেন দু'জনার সুগন্ধ।

'সাকীনা! সাকীনা! আমি এসেছি।' আব্দুল মুনয়িমের কণ্ঠে বেদনার সুর।

সাকীনার ওষ্ঠ থির থির করে কাঁপছিল। বন্ধ হয়ে গেল চোঁখের পলক। পড়ল চোখের কোণ দিয়ে বড় দু'ফোটা অশ্রু। জিন্দেগীর ধুসর প্রান্তর থেকে মুছে গেল অব্যক্ত বেদনার ধুলো।

'সাকীনা!' আব্দুল মুনয়িম ডাকলেন আবারো। জড়িয়ে ধরলেন সাকীনাকে। প্রতিপ্রাণা সাকীনাও নিজকে সঁপে দেন স্বামীর পেশীবহুল বক্ষে। সাকীনা বড় কষ্ট করে কান্না থামিয়ে বলেন, 'ওগো, আমি কোন স্বপ্ন দেখছি না তো! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। বলো, আদপেই কি ইহা স্বপ্ন?'

'না সাকীনা! স্বপ্ন না-দেখছ স্বপ্নের তাবীর।'

আব্দুল মুনয়িম কুরসীতে উপবেশন করলে সাকীনা বসলেন তার পাশটিতে। দু'জনে তাকালেন দু'জনার দিকে। তাকানোর পালা যেন শেষ হতে চায় না। আচানক সাকীনা বলে ওঠেন, 'মায়মুনা! মায়মুনা!!'

'কি আম্মিজান!' কামরা সংলগ্ন ভেজানো দরজা আলতো ঠেলে জবাব দেয় মায়মুনা

'এদিকে এসো বেটি! ইনি সা'দের আব্বাজান। বলো, আমি স্বপ্ন দেখছি কি–না।' লজ্জানম্র বদনে সামনে এসে অনুচ্চ স্বরে আব্দুল মুনয়িম কে সালাম দেয় ও। সাকীনা বলেন, 'জানেন! ও–কে?'

'জানি, আহমদের মুখে ওর কথা শুনেছি।'

'আহমদ এর সাথে কোথায় দেখা হলো আপনার? সাথে নিয়ে এলেন না কেন ওকে? ওতো টলেডোয় গিয়েছিল। কবে, কোথায় ওর সাথে সাক্ষাৎ?'

'সর্বোগ্রে দেখে নাও-তুমি স্বপ্ন দেখছি কি-না!'

যৌবন কালের সেই ফাজলামো এখনো ছাড়তে পারলেন না। ভাবী পুত্র-বধুকে সামনে রেখে এসব ভালো হচ্ছে কি?'

মায়মুনা বললোঃ 'আম্মী, আপনি এজাযত দিলে খালাজানকে সংবাদটা দিয়ে আসি।'

সাকীনা বলেন, ' যাও চাকরানীকে সাথে নিয়ে যেও।'

মায়মুনা ও চাকরানী খালা বাড়ীর উদ্দেশে রওয়ানা হলো।

www.amarboi.org

পাঁচ.

অভিযান শেষে টলেডো ফিরে এলো আহমদ। দেখলো, ওমরের ফৌজ শহরে প্রবেশ করছে। সপ্তাহ খানেক পর খোদ ওমর বাকী ফৌজসহ টলেডো এলেন। বাহ্যতঃ টলেডোর শাসনকর্তা এক্ষণে তিনিই।

স্বেচ্ছাসেবীদের ট্রেনিং দান পুনরায় শুরু করল আমদ। প্রায় একমাস পর গ্রানাডা থেকে আব্দুল মুনয়িমের দূত দুটি চিঠি নিয়ে উপস্থিত হলো। তন্মধ্যে একটি আহমদকে লেখা, অপরটি শায়খ আবু ইয়াকুবকে।

আহমদের চিঠির সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে এই, কাজী আবু জাফরের সাথে সাক্ষাৎ করতে আমি মার্সিয়া যাচ্ছি। অতএব শাদী পাট সেরে ফেল আমাকে ছাড়াই। আবু ইয়াকুবকে লেখা চিঠির সারমর্ম হচ্ছে, স্পেন পরিস্থিতি ক্রমশঃ ঘোলাটে। যদ্দরুন আমি বহুমুখী কাজে আটকে যাচ্ছি। দু'পক্ষের অভিভাবক হিসাবে আপনি ওদের বিবাহকার্য সমাধান করুন।'

আব্দুল মুনয়িমের চিঠি প্রাপ্তির সপ্তাহ খানেক পর শহরের গণ্যমান্য লোকের উপস্থিতিতে আহমদের হাতে তাহেরাকে তুলে দিলেন শায়েখ আবু ইয়াকুব।

জীবন সমুদ্র দু'মুসাফিরকে ঢেউয়ের যে ঝাপটায় সুখের বালুচরে আছড়ে ফেলেছিল এক্ষণে তারা এক নৌকায় চড়ে প্রাকৃতিক-নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগল ... ঢেউ বাহ্যত থেমে গেল, কিন্তু এ কৃত্রিম স্থিতিশীলতা এক কাংখিত প্রবল তুফানের সুসংবাদ নিয়ে এলো।

বিপ্লবোত্তর টলেডোর ভাগ্যাকাশে আশার হালকা যে রোশনী দেখা দিয়েছিল- বিভীষিকাময় এক মেঘের আড়ালে লুকালো তা। ওমর মুতাওয়াক্কিলের অনুপ্রবেশের দরুন-সহসা হামলা চালানোর খেয়াল পরিবর্তন করল আল-ফাঞ্চো। টলেডো দখল করতে সে যতটা উদগ্রহ ছিল, স্পেনীয় মুসলিমদের হাড্ডি চিবাতে প্রতিরক্ষা শক্তি গোপন রাখতে ততটা ছিল ক্ষিপ্র।

সুতরাং রাজধানীমুখো না হয়ে সীমান্তে কিয়ামতের বিভীষিকা চালালো। জ্বালিয়ে দিল বস্তির পর বস্তি। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে মুসলমানদের কোণঠাসা করতে তার এ প্রক্রিয়া। গেরিলা হামলা চালিয়ে অকস্মাৎ সে জনপদে ঢুকে লুট-তরাজ শুরু করল। বাধ্য হয়ে ওমর মুতাওয়াক্কিলকে স্বেচ্ছাসেবীদের বিরাট এক অংশকে সীমান্তে প্রেরণ করতে হলো।

গভীর রাত। আহমদ ঘরে ফিরছে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আবু ইয়াকুব শয়ন কুঠরীতে প্রবেশ করেন। দ্বিতলে ওর অপেক্ষায় প্রহর গুনছে তাহেরা। গলিতে কারো পায়ের আওয়াজ শুনে শার্সি খুলে তাকালো ও। কিন্তু একি! এতো পায়ের আওয়াজ নয় বরং ঘোড়ার খুড় ধবনী।

www.amarboi.org

আহমদ কোন দিন ঘোড়ায় চড়ে মহলে আসে না। ঘোড়া যখন ওদের দেউড়ীর সামনে এসে থামল, তখন তাহেরা জলদি নেমে এলো। খুলে দিল ফটক।

'তাহেরা! তুমি ঘুমাওনি এখনো!' ঘোড়াপৃষ্ঠ থেকে নামতে নামতে বললো আহমদ। ওর কণ্ঠে অভিযোগের মৃদু সুর।'

'আপনি বাড়ী নেই, কি করে ঘুমাই বলুন!' তাহেরা কণ্ঠে প্রতিপ্রাণা সুর। ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে অন্দরে প্রবেশ করে ও। বলে, 'আজ এক নয়া মেহমান নিয়ে এসেছি।'

'অসময়ে মেহমান! আহা! আগে জানলে তার খানা ও শোয়ার বন্দোবস্ত করতাম। ও হ্যাঁ, ঘোড়া ঐদিকটায় নিয়ে যান। গাছে বাধবেন।'

'না না। ওকে এখানেই থাকতে দাও।' একথা বলে আহমদ লাগাম জিনের সাথে বাধলো।

'আরে, আপনার মেহমান কৈ? বাইরে বুঝি?'

ঘোড়ার পিঠে হাত রেখে আহমদ দুষ্টুমির হাসি দিয়ে বলে, 'এক সেপাইর মেহমান ওর চেয়ে বড়ো আর কে হাতে পারে?'

দরজার ছিটকানী লাগাতে গিয়ে তাহেরা বললো, 'ওর জিন খুলছেন না কেন?'

'দরকার নেই।'

তাহেরার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝে আসল না। খানা নিয়ে আসল ও। বসে গেল দাস্তরখানে দু'জনই।

চিরাচরিত নিয়ম মাফিক আহমদ গোগ্রাসে গিলছেনা দেখে তাহেরা প্রশ্ন করলো 'খালি আঙ্গুল চাটাচাটি করছেন যে?'

'তাহেরা! সেনাপতির অনুরোধে রাতের খানা তার ওখানে খেতে হয়েছে। তোমার মন রক্ষার্থে দস্তরখানে বসেছি।

তাহেরার ক্ষুধাও যেন অর্ধেকটা মরে এসেছিল। দস্তরখান ছেড়ে কৃত্রিম গোস্বাভরে সে দ্বিতলে চলে গেল। আহমদ এসে বসল ওর পাশটিতে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল জীবন সঙ্গীনির গোস্বা-লাল চেহারার দিকে। আচানক তাহেরা বলে ওঠল, 'আপনি এত পেরেশান কেন? জানি, আপনি কোথাও যাচ্ছেন। ঘোড়ার পীঠে সওয়ার দেখেই বুঝতে পেরেছি।' তাহেরা মুচকি হাসি দিয়ে কথাগুলো বললো। কিন্তু তাঁর হাসি-কান্না আহমদকে বিব্রত করে তুললো। স্ত্রীকে সে বললো, 'উত্তর সীমান্তে বিশেষ এক অভিযানে যেতে হবে আমাকে। সন্ধ্যার দিকে খবর এসেছে, দুশমন ঐ শহরের ওপর চড়াও হয়েছে।'

'আপনি যাচ্ছেন কখন?'

'শেষ রাতে। ছাউনীতে বিশেষ কাজ আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে রওয়ানা হতে হবে।'

www.amarboi.org

নিরুত্তর দু'জনই। শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভঙ্গ করে আহমদ বললোঃ 'তাহেরা! তুফানের কোলে আমরা চোখ খুলেছি। তার রাগোচ্ছাস আমাদের মিরাছ। সইতে হবে ওই তুফানের ঝাপটা। এ ছাড়া উপায় নেই। স্রেফ একটি আনন্দ ও সুখানুভূতি আমাদের জিন্দা থাকতে মদদ যোগাবে। তাহলো, স্বাধীনতার সংবাদ নিয়ে আসবে যে সুহাসিনী ভোর, তার অপেক্ষা করতে হবে তোমার-আমার। সেদিন এ তুফান বন্ধ হবে। কয়েদ খানার নিশ্ছিদ্র কুঠরীতে সে দিনটির অপেক্ষা শেষে আব্বাজান মুক্তি পেয়েছেন। আমার ভাই খৈ ফোটা সাহারা মরুতে অপেক্ষা করছে সুহাস্যময় ভোরটির, কার্ডিজের এক কেল্লায় পাহারা দিচ্ছে ছোট ভাই হাসান। ওর-ও ইচ্ছা এমন একটি ভোর আসুক।

তাহেরা! তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি। কিন্তু স্মৃতির রঙিন জগৎ হাতরালে খুঁজে পাবে আমায় সেখানে। আমার বক্ষে সেই প্রদীপ জাজ্জ্বল্যমান-তোমার প্রেম পরশ পেয়ে যা জ্বলেছিল।

তাহেরা! তুমি এক কবির স্বপ্ন। শুধু এক কবির নও বরং সারা দুনিয়ার যে লাখো কবিবর্গ স্বপ্ন দেখছে-তুমি তাদের স্বপ্নের তাবীর ...। স্পেন যদি ছোট্ট একটি দ্বীপ হতো, তাহলে তোমার পাশে থেকে আমি কালচক্রের নিষ্ঠুর সয়লাব রুখতে চেষ্টা করতাম। বলতাম, এটা তাহেরার স্পেন। আমি এর রক্ষাণাবেক্ষণকারী...। আজ হাজারো নওজোয়ানের উপলব্দি, তাদের তাহেরাদের ইজ্জত-আবরু হুমকির মুখে। জানি না, যে শহরটিকে খ্রিস্টানরা অবরোধ করেছে তাতে স্বপ্নের কত তাহেরা-কত আহমদ আটকা পড়েছে! আমি যাচ্ছি তাহেরা! তুমি সেদিনটির অপেক্ষা কর, যেদিনটিতে আমি স্পেনের তামাম আহমদ ও তাহেরাকে স্বাধীনতার জয়গান শুনাতে পারব। সেদিন কোন উত্তাল-তরঙ্গ তোমার হাতের মুঠো থেকে আমাকে জুদা করতে পারবে না।'

আহমদ বলে যাচ্ছে। বার কয়েক দেখে নিচ্ছে তাহেরাকে। অশ্রু জোয়ার আস্তে সঞ্চার হচ্ছে প্রিয়তমার কাজলকালো চোখে। আহমদ বলে,

'তাহেরা! এক সেপাইর স্ত্রী হিসাবে তোমার চোখে অশ্রু মানায় না।'

আঁচলে অশ্রু মুছে তাহেরা বললো, 'জাতির হতভাগ্য তাহেরাদের জন্য আপনাকে সোপর্দ করছি।'

'তোমার মায়াবী আঁচলের আটকা থেকে তাহেরাদের আওয়াজ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আব্বাজানকে জাগ্রত করা ঠিক হবে না। তাঁকে আমার সালাম বলো।'

হাত ধরাধরি করে দু'জনে নীচে নামল।

খানিক পর। স্বপ্নের মানুষটিকে 'আল্লাহ হাফিয' বলে ফটকে দিল খিল এঁটে তাহেরা।

www.amarboi.org

ছয়.

তিন মাস পর।

কিছু দিনের জন্য টলেডোয় এলো আহমদ।

আবারো চলে গেল কোন এক অভিযানে।

ইত্যবসরে আল-ফাঞ্চোর এক জেনারেলের নেতৃত্বে পাঁচ হাজার খ্রিস্টান বাহিনী উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে জড়ো হল। স্বল্প সময়ে এরা টলেডো শহরের ত্রিশ মাইল দূরে পৌঁছে গেল। এই নয়া সৈন্যদের রুখতে জনগণকে ময়দানে নামতে হলো। টলেডোর বীর জনতা রক্তক্ষয়ী এক লড়াই করে ওদের ভাগিয়ে দিল। মারা পড়ল এতে টলেডোর দু'হাজার লোক। আহমদের দেয়া চিঠিতে তাহেরা জানল, সে দু'হাজারের মধ্যে একজন ছিলেন আবু ইয়াকুব।

তাহেরার সান্ত্বনা-এক ইয়াকুব শহীদ হলেও টলেডোর হাজারো আবু ইয়াকুবের ইজ্জত বেঁচেছে।

এদিকে আহমদ ফিরতে পারছে না। জরুরী অভিযানে আটকে গেছে ও।

আচানক স্পেন পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিল। আল-ফাঞ্চোর দৃষ্টি টলেডো ছেড়ে এক নতুন এলাকায় নিবদ্ধ হলো। করদ রাজ্য থেকে কড়াকড়ি ভাবে ট্যাক্স আদায় করত সে। সেভিল রাজ্যকে বিত্তশালী বলে মনে করা হত। মুতামিদের খাঞ্জাঞ্চী বিলাস সামগ্রী আর আল-ফাঞ্চোর ট্যাক্স আদায় করতে করতে শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিল। তাই এ বছর মুতামিদ প্রশাসন আল-ফাঞ্চোর ট্যাক্স আদায় করতে পারল না। স্রেফ এ অজুহাতে টলেডো থেকে তার দৃষ্টি সেভিলে পতিত হলো।

টলেডোবাসী এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে খ্রিস্টানদের দখল করা জনপদগুলো ছিনিয়ে নিল। সেনাপতি আহমদ কে টলেডোয় ডেকে পাঠালেন। দায়িত্ব দিলেন স্বেচ্ছাসেবী ট্রেনিংয়ের।

এক রাতে বাড়ী এলো আহমদ। চাকরানী ফটক খুলে বললো, 'গ্রানাডার জনৈক মেহমান আপনার অপেক্ষা করছেন। তড়িৎ গতিতে অন্দরে ঢুকল ও। দেখল, আলমাছ বসে আছে।'

কোলাকুলি ও কুশল বিনিময় শেষে আহমদ বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করল। আলমাছ বললো, ইদ্রীস মালাকা থেকে ফিরে এসেছে। থাকতে পারে কিছুদিন গ্রানাডায়। মার্সিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে আব্দুল মুনয়িম কাজী সাহেবের সাথে অজানা কোন অভিযানে চলে গেছেন। হাসানের খবর নেই। ওর সাথে যারা গিয়েছিল-লাপাত্তা তারাও। মাস দুয়েক পূর্বে মরক্কো থেকে সা'দের খবর এসেছিল। শীগ্রই দেশে ফিরছে সে। এক্ষণে মোরাবেতীন আমীরের সাথে নৌ-যুদ্ধ করছে ও। তোমার আম্মাজান আমাকে এ জন্য পাঠিয়েছেন যে, পরিস্থিতি তোমাকে ঘরমুখো করতে না দিলে অন্ততঃ তোমার স্ত্রীকে গ্রানাডা পাঠাও। তোমার আব্বার খেয়ালও কতকটা তাই ছিল। টলেডোর নাযুক পরিস্থিতিতে তোমার স্ত্রী নিরাপদ নয়।'

www.amarboi.org

রাতের বেলা গ্রানাডা যাবার জন্য তাহেরার কাছে আম্মার খায়েশ ব্যক্ত করল আহমদ। তাহেরা বললো, 'না! টলেডো ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। গ্রানাডার পথ না দেখিয়ে আমাকে সে পথ দেখান-যে পথে থেকে আপনার সাথে দুশমনের তীর বৃষ্টির মোকাবেলা করতে পারি। সপ্তাহ খানেক থেকে আলমাছ একাকী চলে গেল।

সেভিল সীমান্তে জ্বালাও-পোড়াও অভিযান শেষে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হলো আল-ফাঞ্চো। তার অবশিষ্ট ফৌজ নাশকতামূলক কাজে রইল ব্যপৃত। গোলাম বানাল তারা হাজারো মুসলমানকে। অবরোধ করল সেভিল চারদিক থেকেই। এরপর অবরোধ কারীদের রেখে টলেডোমুখো হলো। মুতামিদের সিংহাসনের প্রতি তেমন একটা হুমকি না এলেও জিন্দেগীতে এই প্রথম সে অনুভব করলো-স্পেনের অন্যান্য প্রদেশের ভাগ্যতরী ডুবে গেলে সুখের তীরে একাকী সে বেশিদিন তামাশা দেখার সুযোগ পাবে না। টলেডো ও কার্ডিজ বিজয় করে অঢেল সৈন্য নিয়ে সেভিল আক্রমনের প্রস্তুতি নিতে লাগল আল-ফাঞ্চো।

সাত.

ছয়মাস পর।

টলেডোর আকাশে বাতাসে দুর্যোগের ঘনঘটা।

আল-ফাঞ্চোর ফৌজ পিপিলিকা বহরের ন্যায় টলেডো পানে ধেয়ে এলো। ওমর মুতাওয়াক্কিল ও টলেডোর স্বেচ্ছাসেবীরা তৃত্ববাদী সয়লাব রুখতে প্রাণ-পণ চেষ্টা করল, কিন্তু ওদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করা সম্ভবপর হলো না কিছুতেই। টলেডোর হাজারো জোয়ান ছাড়াও ভেলাডোলিডের এক তৃতীয়াংশ সেনা যুদ্ধে শরীক হলো। সমবেত হতে থাকল স্পেনের অন্যান্য স্থান হতে অসংখ্য জানবায স্বেচ্ছাসেবী। তবে এদের সংখ্যা যতটা আশা করা গিয়েছিল ততটা নয়। পক্ষান্তরে আল-ফাঞ্চোর শিবিরে এসে জড়ো হতে লাগল পঙ্গপালের মত ট্রেনিংপ্রাপ্ত ঈসায়ী ফৌজ।

ওমর মুতাওয়াক্কিলের দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে সুচতুর আল-ফাঞ্চো এক তৃতীয়াংশ সেপাই ভেলাডোলিডে পাঠাল। টলেডো রক্ষা করতে গিয়ে ওরম তার নিজস্ব প্রদেশকে হুমকির মুখে ফেলতে চাচ্ছিলেন না। তাছাড়া খণ্ডিত স্পেনের স্বার্থপর প্রশাসকদের উদাসীনতায় তিনি বেশ ক্ষুব্দও হয়েছিলেন।

সুতরাং টলেডোবাসীকে যমের মুখে ফেলে তিনি সসৈন্যে ভেলাডোলিডে ছুটে যান। এতে প্রমাদ গুনে টলেডোবাসী। উল্লাসে ফেটে পড়ে আল-ফাঞ্চো বাহিনী।

কয়েক সপ্তাহ ধরে আহমদ কার্ডিজ সীমান্তবর্তী এক শহরে স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ অভিযানে ব্যস্ত ছিল। এ মুষ্টিমেয় স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে বার কয়েক সে ঈসায়ী ফৌজকে নাস্তানাবুদও করেছিল। শেষ বার যখন ও ঈসায়ী ফৌজের পশ্চাদ্ধাবন করছিল তখন

www.amarboi.org

ভেলাডোলিড সেনাপতিকে উদ্দেশ্য করে একটি পয়গাম পাঠাল। লিখল তাতে, আমার এ বিজয় কে চূড়ান্ত মনে করে ভুল করবেন না। কয়েকটি অভিযানে আমার অর্ধেকটা ফৌজ শহীদ হয়েছে। নয়া যে সব স্বেচ্ছাসেবী ভর্তি হচ্ছে, তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। ভয় পেয়ে শহুরে লোকজন পালাচ্ছে। জনশূন্যতার হাত থেকে এ শহরকে বাঁচাতে হলে কাল 'বিলম্ব না করে শ'চারেক সওয়ার প্রেরণ করবেন।

আব্দুল ওয়াহিদের কাছে লেখাপত্রে ও লিখল, 'ভেলাডোলিডের সেনাপতি সৈন্য না পাঠালে আপনি যথাসম্ভব স্বেচ্ছাসেবী পাঠাবেন!'

সাত দিন পর্যন্ত ওর চিঠির কোন জওয়াব এলো না। আট দিনপর ওরা জানল, ওমর সসৈন্যে ভেলাডোলিডের পথ ধরেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আহমদ ফৌজের পদস্থ অফিসার ও শহরের গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে বৈঠকে বসল। টলেডোর জোয়ানরা যার যার বাড়ীতে ফিরে যেতে উদগ্রীব হলো। শহরবাসীদের মনে হতাশার একটা কালোপর্দা। আহমদ কে তারা জিজ্ঞাসা করলেন, এ পরিস্থিতিতে আপনার মতামত কি?

আহমদ জওয়াব দেয়,

তোমাদের যুদ্ধ ওমরের জন্য হয়ে থাকলে এ হতাশা আমার কাছে অবোধগম্য নয়। কিন্তু তোমাদের যুদ্ধ খোদার জন্য হয়ে থাকলে বলতে চাই, খোদা সৈনিকদের মনোবল সামান্য কারণে ভাংতে পারে না। তোমাদের সামনে এক্ষণে দু'টি রাস্তা খোলা আছে। প্রথমটি সেই রাস্তা-যাতে চলেছেন কওমের অতীত গাজী ও শহীদান। দ্বিতীয়টি সেই পথ-যে পথে চললে অচিরেই আল-ফাঞ্চোর গোলামি জিঞ্জির তোমাদের শাহরগে ঝুলবে। সেমতাবস্থায় জিল্লতীর মওত ছাড়া বিকল্প কোন পথ খুঁজে পাবে না তোমরা। আমি নিজের জন্য প্রথমোক্ত পথটি এক্তিয়ার করছি। আমার যদ্দুর বিশ্বাস, টলেডোর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গও এ পথ এক্তিয়ার করবেন। তারা আমাকে এ শহর রক্ষাকল্পে প্রেরণ করেছেন। জেনে নাও, আমাকে একাকী এখানে ছেড়ে যদি যাও তোমরা, তাহলে আমি আমার তরবারী কোষাবদ্ধ করব না।

ভেলাডোলিড পরিস্থিতি ওমরকে টলেডো ছাড়তে বাধ্য করেছে। তার এ অকস্মাৎ সৈন্য গুটিয়ে নেয়ায় টলেডোবাসীর হতাশ হওয়ার কিছু নেই।

আব্দুল ওয়াহিদের নামে একটি পত্র প্রেরণ করেছি-যদিও সদুত্তর পাইনি এযাবত। উনি যথাশীঘ্র আশাব্যঞ্জক খবর নিয়ে আসবেন। শেষ কথা হলো, যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে এ শহরকে আমরা রক্ষা করবই ইনশাআল্লাহ।'

টলেডোর মাত্র তিন মাইল দূরে কার্ডিজের ফৌজ ছাউনী ফেলল। শহরবাসীর শংকা অন্তহীন। থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছিল সর্বত্রই। টলেডোর সঠিক হালত জানতে চারশ' সওয়ার পাঠাল আহমদ। তন্মধ্যে একজন তাহেরাদের প্রতিবেশী। তাহেরার নামে একটা চিঠি দিল তার কাছে ও।

ছয়দিন পর। এক সকালে আহমদ শহরের প্রাচীরে টহল দিচ্ছিল। আচানক একদল সওয়ার শহরমুখো হতে দেখল ও। সওয়াররা একেবারে নিকটে পৌছুলে পাহারাদারকে

www.amarboi.org

দরজা খুলে দিতে বলল আহমদ। এরা টলেডোর সওয়ার। সর্বাগ্রে আব্দুল ওয়াহিদ। আহমদ এসে তার ঘোড়ার লাগামে হাত রাখল।

এক বৃদ্ধ সওয়ার ঘোড়া থেকে নেমে ওদের দু'জনার দিকে গভীর ভাবে তাকাতে লাগল। আহমদ চাইল এ তাকানোর কারন জিজ্ঞাসা করতে। আব্দুল ওয়াহিদ নিষেধ করায় সেটি আর হলো না।

আরো এক সাওয়ার অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে ওদের কাছে এলো। লৌহ বর্মাচ্ছাদিত তার দেহ। মাথায় লোহার টুপি। চোখ দু'টি ছাড়া তামাম দেহ ঢাকা। কিন্তু এগুলো আহমদের চোখকে ফাঁকি দেয়ার মত নয়। ওর দৃষ্টি সওয়ারের খুবছুরত হাতের উপর নিবদ্ধ। এ হাত তরবারী ধারন করার জন্য নয়, বরং প্রেমাস্পদের জন্য মালা গাঁথার।

বর্মাচ্ছাদিত সওয়ারের চারপাশে সে সব সওয়ার জড়ো হয়েছে, কদিন পূর্বে যাদেরকে পাঠিয়েছিল আহমদ টলেডোয়।

আহমদের হাত ধরে আব্দুল ওয়াহিদ নিরিবিলি স্থানে নিয়ে গেল। বললো, 'আপনার চিঠির জওয়াবে আমাকে একাকী আসতে হলো। আমি এক দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি।!'

'সেই খবরের শিরোনাম আপনার চেহারায় দেখতে পাচ্ছি আমি।'

'ওমরের চলে যাওয়ায় টলেডাবাসী হতাশ হয়ে পড়েছে। ইয়াহইয়ার-চেলা-চামুন্ডারা সুযোগ নিচ্ছে তাদের হতাশা থেকে। ছড়াচ্ছে হতাশাব্যঞ্জক খবর।

দুশমন ফৌজ শহরে চার দেয়ালের সামনে। নেতৃস্থানীয় লোক জনের ধারনা, হেরে গেছি আমরা। অন্যান্য জনপদ ও শহরের মত টলেডোকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে ইয়াহইয়ার নেতৃত্ব মেনে নেয়াই যুক্তিযুক্ত বলে তারা মনে করছেন। ইতোমধ্যে তার হাতে বায়াত হয়েছেন অনেকেই। যে সব স্বেচ্ছাসেবীকে আপাততঃ টলেডোয় পাঠিয়েছিলেন, তাদের সিংহভাগই ছাউনী ছেড়ে ঘরদোর সামলানোর কাজে লেগে গেছে। এমনকি আমাদের ভগ্নোৎসাহ সাথীরা পর্যন্ত ভ্যালেন্সিয়া, মার্সিয়া, আলিক্যান্ট, কর্ডোভা ও সেভিলে হিজরত করেছে। ওদের ধারনা, ইয়াহইয়ার হাত থেকে কারো রেহাই নেই... আমি সেভিল যাচ্ছি। এখান থেকে কেটে পড়ুন। তিন/চার দিনের মধ্যে গোটা টলেডো ওদের দখলে চলে যাবে। ডুবন্ত তরীতে বসে এক্ষণে কোন লাভ নেই। টলেডোর যে সব স্বেচ্ছাসেবী আপনার দলে আছে, ছুটি দিয়ে দিন সকলকে। যার যার ঘরদোর-সহায় সম্পত্তি সামলাক। এখানে মুষ্টিময় ক'জন সেপাই নিয়ে শত্রুর অপেক্ষা করে আপনি কিছু করতে পারবেন বলে মনে হয় না। আপনার বিবিকে সাথে নিয়ে এসেছি। তাকে নিয়ে জলদি রওয়ানা হয়ে যান! একথা আমি এ জন্য বলছি যে, আপনি আমার ভায়ের সমান। আপনি বাঁচলে স্পেন কোন একদিন শত্রু মুক্ত হবে!'

ফ্যাল ফ্যাল করে আহমদ আব্দুল ওয়াহিদের চেহারার দিকে তাকায়। দেউড়ীতে স্বেচ্ছাসেবীরা করছে হৈ-হুল্লোর। খানিক পর। আব্দুল ওয়াহিদ তার সাথী-সঙ্গীসহ রওয়ানা হয়ে যান।

www.amarboi.org

বর্মাচ্ছাদিত সওয়ারের কাছে এগিয়ে যায় আহমদ। তার ঘোড়ার লাগাম ধরে বলে, তাহেরা! লৌহ পোষাকে তোমাকে আমি চিনতে পারিনি-মনে করছ? জিন্দেগীতে এই প্রথম একজন কবি তার স্ত্রীকে বীরঙ্গণা বেশে দেখেও মোবারকবাদ জানানোর ভাষা খুঁজে পেল না।'

শিরাস্ত্রণ খুলে ফেলল তাহেরা। ওর চোখ অশ্রুতে টইটুম্বর। জনৈক স্বেচ্ছাসেবী আহমদের অশ্বে জিন লাগিয়ে নিয়ে এলো। অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে সে বললো, 'নিন! এটা আপনার অশ্ব। শহরবাসী ঈসায়ী সেনাপতির কাছে সন্ধি ফরমান পাঠিয়েছে। যথাশীঘ্র টলেডো ছাড়ুন।'

আহমদ ও তাহেরা ঘোড়ায় চাপলো। দেয়ালের বাইরে এসে আহমদের দিকে তাকিয়ে ও বললো, 'সুহাসিনী ভোরের তামান্না এখানো আপনার আছে কি?'

'অবশ্যই।' আহমদের চকিত জওয়াব।

'তা গন্তব্য কোথায়-ঠিক করলেন?'

'গ্রানাডা।' আহমদ অপেক্ষাকৃত নীচু আওয়াজে জওয়াব দেয়।

www.amarboi.org

দুর্যোগের ঘণঘটা

বিশাল অংকের এক ট্যাক্সের শর্তে আল-ফাঞ্চো ইয়াহ্ইয়ার মদদ করেছিল। টলেডো দখল করেই ইয়াহইয়া তাই জনতার ওপর ভারবাহ ট্যাক্স চাপিয়ে দিল। এতদসত্ত্বেও সে আল-ফাঞ্চোর পুরা ট্যাক্স আদায় করতে সক্ষম হলো না। পরিশেষে জামানত স্বরূপ আরো কয়েকটা কেল্লা আল-ফাঞ্চোকে দিতে হলো। ইয়াহইয়া যে অংকেরই ট্যাক্স জনগণ থেকে উসূল করত, তার পুরোটাই ঈসায়ী-রাজের খাই খাই উদরে ঢুকে যেত। এদিকে আকাশচুম্বি ট্যাক্স আদায় করতে গিয়ে জনতার পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেল। স্বৈরাচারী প্রশাসকের সাথে পেরে ওঠতে না পেরে জনগণ ভ্যালেন্সিয়া, মার্সিয়া ও আলীক্যান্টের পথ ধরল। এ সব জনতা পরবর্তীতে শুনতে পেল, ইয়াহইয়া আজ অমুক কেল্লা অমুক জনপদ ট্যাক্স অনাদায়ে আল-ফাঞ্চোর হাতে তুলে দিয়েছে।

কয়েক মাসের মধ্যে তার সাম্রাজ্য দূর-বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ল। এতদসেত্ত্বও তার ট্যাক্স ক্ষুধা নিবারণ হলো না এতটুকু। একবার টলেডো-রাজ কসম খেয়ে বললো, 'খাজাঞ্চীখানায় এক কানা কড়িও নেই। আল-ফাঞ্চো যেন এমন একটি কসমের অপেক্ষায় ছিল। বিপুল উদ্দমে সে টলেডোয় লুট-তরাজ শুরু করে দিল। দক্ষিণ স্পেন দখল করতে টলেডো কব্জা করা একান্ত জরুরী ভেবে সে দ্বি-গুন উৎসাহে অরাজকতা শুরু করল। ইবলিসী নেশা চরিতার্থ করতে গিয়ে সে ইয়াহইয়াকে বললো, 'টলেডো দাও, তোমাকে ভ্যালেন্সিয়া দেব। 'ডুবন্ত তরীতে বসে লাভ কি, সাঁতার দিয়ে দেখা যাক-কূলে পৌছা যায় কিনা' ভেবে টলেডো ছেড়ে দিল ইয়াহইয়া। অমনি সুর সুর করে গদীতে বসল আল-ফাঞ্চো। হেলালী নিশান ফেলে টলেডো প্রাসাদে উড়ালো ক্রুশের নিশান।

৪৭৮ হিজরী ২৭শে মুহাররম।

এক বিজয়ী বীরের মত টলেডো প্রবেশ করল আল-ফাঞ্চো। মুসলমানদের অজানা থাকল না যে, এখন গোলামি জিন্দেগীর জন্য তাদের কে অপেক্ষা করতে হবে। অন্যথায় ছাড়তে হবে দেশ। টলেডো হাতছাড়া হওয়ায় স্পেনের অপরাপর মুসলমানদেরও পেরেশানীতে কমতি নেই। ভেগো নদীর তীরবর্তী দক্ষিণ স্পেনের তামাম শাসকগণ ঐক্যবদ্ধ হতে ডাক দিলেন। সকলের একটা শংকা-ক্রুসেডারদের হাত থেকে কারো রক্ষা নেই। কিন্তু নীতিভ্রষ্ঠ কিছু শাসক টলেডো কব্জা করায় আল-ফাঞ্চোকে মোবারক বাদ জানিয়েছিল সেদিন।

টলেডো ছাড়ার পর আল-ফাঞ্চোর এক সেনাপতির সহায়তায় ইয়াহইয়া ভ্যালেন্সিয়া দখল করেছিল। ভ্যালেন্সিয়াবাসী এতে প্রমাদ গুনল। তাদের ধারণা, টলেডোর মত

www.amarboi.org

একদিন ভ্যালেন্সিয়াও ঈসায়ীদের হাতে চলে যাবে। কিন্তু করার কিছু নেই। খ্রিস্টান ফৌজের উপস্থিতিতে ইয়াহইয়ার বিরুদ্ধাচারণ করা সম্ভব নয়। স্বাধীনতাকামীরা অবশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু লিওয়ান ও কার্ডিজের সেপাইদের সহায়তায় তাদের কচুকাটা করা হল।

পরবর্তিতে টলেডো-ভ্যালেন্সিয়ার পট পরিবর্তন হতে থাকল। আল-ফাঞ্চো সৈন্য ভাতার জন্য বড় অংকের একটা কর চাপিয়ে দিল ইয়াহইয়ার কাঁধে। ভ্যালেন্সিয়ার লোকজনের রক্ত শুষে সেই কর আদায় করতে লাগল নয়া প্রশাসন। একদিন কপর্দকহীন হয়ে গেল ভ্যালেন্সিয়াবাসী। পরিশেষে তাদের ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ঈসায়ীদের হাতে তুলে দেয়া হলো। ভাল্যেন্সিয়ার প্রতিটি মহল্লায় ঈসায়ী সৈন্য কে জায়গীরদার বানানো হলো। পরিনত হলো মুসলিম জাতি, মজদুর, গোলাম আর নিকৃষ্ট কৃষকে।

পক্ষান্তরে আত্মসম্ভ্রবোধহীন ইয়াহইয়া নামমাত্র শাসক হয়ে দিনকাল অতিক্রান্ত করতে লাগলো।

ঈসায়ী ফৌজদের জন্য লুট পাট ও খুন-রাহাজানী করার ব্যাপক অনুমতি ছিল। রাজপথের চৌরাস্তায় এমন কোন দিন যায়নি, যেদিন ঝুলানো হয়নি মুসলিম নর-নারীর লাশ ফাঁসীকাষ্ঠে। পালিয়ে জীবন বাঁচাতে যারা চেষ্টা করত-দেখা গেছে তাদের কে ছেড়ে দেয়া হয়েছে ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে। কার্ডিজের সেপাইরা মুসলমানদের ধরে রুটি ও শরাবের বিনিময়ে বিক্রি করত।

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে জড়ো হতে লাগল আল-ফাঞ্চোর ফৌজ। টেগ্রাস নদী থেকে মালাকা পর্যন্ত মুসলমানদের জানমাল পড়ল হুমকির মুখে। ভেলাডোলিড, সেভিল, শীরব, আলিক্যান্ট, সেন্ট-সুফিয়ার মুসলমানদের ভাগ্যকাশে দেখা দিল দুর্যোগের ঘণঘটা। ভ্যালেন্সিয়ায় ঘাঁটি পেতে কার্ডিজ সেপাইরা তৃপ্তির ঢেকুর তুলছিল।

পক্ষান্তরে মার্সিরা,আল মিরইয়া,লিওয়ান ও কর্ডোভার মুসলমানরা দেখছিলেন, আল-ফাঞ্চোর তলোয়ার তাদের শাহরগে পৌছে যাচ্ছে। সচেতন মুসলমানরা উপলব্ধি করলেন-সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন তৃত্ববাদের সয়লাব প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বাঁধার দেয়াল ভেঙ্গে জিব্রাল্টার প্রণালী থেকে মালাকার ভূ-ভাগ পর্যন্ত আছড়ে পড়বে।

আল-ফাঞ্চোর জেমস্ নামী এক সেনাপতি দক্ষিণ স্পেনের আলীক্যান্ট কেল্লা কব্জা করে নেয়। এটি দক্ষিণ-পশ্চিম স্পেনের এক গুরুত্বপূর্ণ কেল্লা ছিল। এটা দখল করেই ওরা মালাকা, আলমিরইয়া ও মার্সিয়ায় কিয়ামতের বিভীষিকা সৃষ্টি করল। কার্ডিজের ফৌজ ছাড়াও উত্তর স্পেনের সন্ত্রাসী, লুটেরা ও দস্যুদের দল এ কেল্লায় আশ্রয় নিল।

চূড়ান্ত লড়াইয়ের পূর্বে মুসলমানদের শক্তি যাঁচাইয়ের চেষ্টা করল আল-ফাঞ্চো। সুতরাং এ অভিপ্রায়ে সে লুটেরা ও দস্যুদের লেলিয়ে দিল। ওরা একের পর এক সন্ত্রাসী ও অরাজতা সৃষ্টি করল মুসলিম জনপদসমূহে।

খণ্ডিত স্পেনের শাসকবর্গের মোহ ভাংল এক্ষণে। আল-ফাঞ্চোর আগ্রাসী রূপ তাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে এলো। তারা অনুমান করতে পারল, যে অজগরকে তারা

www.amarboi.org

জনগণের রক্ত শোষার জন্য লেলিয়ে দিয়েছিল, ক্রুদ্ধ ফনীনির ন্যায় হা করে তা এখন তাদেরকেই গিলতে আসছে। আলিক্যান্ট থেকে জেমস দক্ষিণ সীমান্তে যাবার পথে পথিমধ্যের জনপদগুলো বরবাদ করে যেতে লাগল। পৌছে গেল গ্রানাড়ার চার দেয়ালের মাঝে।

উত্তর স্পেনের শহর-জনপদের লোকজন ক্রমশঃ দক্ষিণের শহরগুলোতে হিজরত করতে লাগল। তাদেরকে ধাওয়া করছিল ভয়ঙ্কর শত্রু। সামনে হতাশার আঁধার। হতাশায় ললাটে ভাঁজ পড়ে মুসলিম প্রশাসকদের। যে আগুন আজ ঈসায়ীরা জ্বালাচ্ছে যুগ যুগ ধরে এর ইন্ধন যুগিয়েছে মুসলিম প্রশাসকগণ। এক্ষণে তারা স্বগতোক্তি করছে, আমাদের পরিনতিও কি জনগণের মত হবে? স্পেনের জনৈক কবি বলেছিলেন, স্পেনীয় মুসলমানগণ! হিজরত কর! পাগলদের আবাসে পরিণত হয়েছে আজকের স্পেন।

উদাসীন এই কবির কথা লাখো মুসলমানের কণ্ঠে ধ্বনীত হতে থাকল।

দুই.

মুসলিম শাসকদের হতাশার কালে যে সব লোকের ভাগ্য খুলে গেল তন্মধ্যে ইবনে রশীক নামী একলোক অন্যতম। বছর কয়েক পূর্বে মার্সিয়া বিজয়ের জন্যে ইবনে আম্মার কে আহবান জানিয়েছিল সে। ইবনে আম্মারের পতন শেষে মুতামিদ প্রশাসন তাকে মার্সিয়ার গভর্নরী পদ দান করে। সেভিলের পতন আসন্ন দেখে সে স্বায়ত্ত্বশাসন ঘোষণা করে। ভ্যালেন্সিয়া আর আলীক্যান্টের কেল্লা দখল করে ঈসায়ী ফৌজ মার্সিয়া অভিমুখে ছুটে আসলে ঘুষ আর তোহফা দিয়ে সে ওদের গতিরুদ্ধ করতে চাইল-কিন্তু উপলব্ধি হলো তার, টর্নেডোর গতিকে বালির বাধ রুখতে পারে না। মার্সিয়ার মত আলমিরইয়ায় ও ঈসায়ীরা লুট-তরাজ শুরু করে। এখানকার প্রশাসক মুতাসিম একজন ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন। এলেম ও পরহেজগারীতে জনগণ তার ওপর যারপরনাই খোশ ছিল। ঈসায়ীরা তাঁর সীমান্তে লুট-তরাজ শুরু করল জিন্দেগীতে এই প্রথম তিনি কলম ছেড়ে হাতে তরবারী তুলে নেন এবং মুষ্টিমেয় ফৌজ নিয়ে নেমে পড়েন রণাঙ্গনে।

আলমিরইয়া ফৌজের নেতৃত্বে ছিলেন নামকরা এক সালার। একদিন লেগে গেল হেলাল আর ক্রুশের লড়াই। দুপুরের দিকে ঈসায়ী ফৌজ পিছু হটতে লাগল। আচানক আলিক্যান্ট থেকে ওদের সাহায্যার্থে দু'শো তাজাপ্রাণ সেপাই ছুটে এলো। পাল্টে গেল যুদ্ধ পট। শেষ বিকালে মুসলিম সেনাপতি মারাত্মক যখমী হলে তাকে রণাঙ্গন সংলগ্ন একটি টিলায় নিয়ে যাওয়া হল। আহত সেনাপতি দেখছিলেন মুসলিমদের পরাজয়। অকস্মাৎ তিনি চিৎকার দিয়ে প্রহরীদের বলে ওঠলেন, 'দুশমনের পশ্চাদদিক থেকে একদল ফৌজ ধুলিঝড় উড়িয়ে এগিয়ে আসছে।

www.amarboi.org

সেনাপতি ও প্রহরীরা এক নিমিষে তাকিয়ে রইল সেদিকে। শুষ্ক ঠোঁট চেটে তিনি বলে ওঠেন, 'মুসলিম সেনানীদের দক্ষিণ পাহাড়ে আশ্রয় নিতে বলো। হতে পারে আগুয়ান সৈন্যরা কোন বড় ফৌজের অগ্র-বাহিনী।

এক অফিসার দৌড়ে টিলা থেকে নেমে আলমিরইয়া ফৌজকে দক্ষিণ পাহাড়ে আশ্রয় নিতে বললেন।

খানিক পূর্বে যে সৈন্যদলকে সেনাপতি ঈসায়ী ভেবে হয়রান হয়েছিলেন, তারা মুসলমানদের পিছু না লেগে ঈসায়ীদের পিছু নিল। হামলা করল বীর বীক্রমে। ওদের সংখ্যা একশ-এর কাছাকাছি। যুদ্ধরত ঈসায়ী সৈন্যদের জন্য ওদের আগমন ছিল অপ্রত্যাশিত। সদ্য আগত মুজাহিদরা নিমিষে দেড়শ ঈসায়ীকে যমালয়ে পাঠাল। জনা বিশেক জানবায সেপাই কাতার চিরে মাঝে ঢুকে পড়ল। মিলল এসে আলমিরাইয়ার মুসলিম সৈন্যদের সাথে। চিত্রল ঘোড়ার সওয়ার এক যুবরাজ অনুচ্চ স্বরে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। অন্যান্য সওয়াররা দলে দলে বিভক্ত হয়ে ডান-বামের সৈন্যদের ওপর চড়াও হলো। আলমিরইয়াবাসী এদের কে রহমতের ফেরেস্তা ভেবে বরণ করে নিল। লড়তে থাকল জানবাযী রেখে। এক ঘন্টায় পট পরিবর্তন হল। ভেগে গেল বুযদিল ঈসায়ীরা।

সেনাপতি যখম জ্বালায় কাতরাচ্ছিলেন। চিত্রল ঘোড়ার সওয়ার সাথীদের নিয়ে শত্রুর পিছু ধাওয়া করছিল। শত্রুকে ভাগিয়ে দিয়ে ফিরে এলো তারা। সূর্য তখন ডুবছে। সিপাহসালার যখমের পরওয়া না করে তড়িঘড়ি করে টিলা থেকে নামলেন। চিত্রল ঘোড়ার কাছে এসে উচ্চস্বরে বললেন, 'নওজোয়ান! রাহে লিল্লায় জেহাদ করতে নামলে খোদায়ী মদদ আসমান থেকে নেমে আসে বলে শুনেছি। তা-কে তুমি? কি তোমার পরিচয়?' লম্ফ্র কুর্দনরতঃ ঘোড়া শান্ত করে নওজোয়ান জওয়াব দেয়, 'আমি মার্সিয়া থেকে এসেছি।'

ক্লান্ত নাশিতে পাথরের ওপর বসে পড়লেন সেনাপতি। বললেন, 'আমার ধারনা ছিল, এ নাযুক পরিস্থিতিতে ইবনে রশীক আমাদের সাহায্যার্থে ছুটে আসবে। চুপটি মেরে বসে থাকবে না গ্রানাডাবাসীও। দুশমনেরা আমাদের কে বিরাট একটা সবক দিয়ে গেল।'

'গ্রানাডাবাসীদের ব্যাপারে কিছু বলবনা। সম্ভবতঃ দুশমনের হামলায় আমাদের প্রশাসকদের চোখ খুলেছে। তবে ইবনে রশীকের ওপর আস্থা রাখা বোধহয় ঠিক হবে না। প্রথমে ভ্যালেন্সিয়া থেকে সরাসরি তার কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু ঈসায়ীদের মুকাবিলায় তলোয়ার ওঠাতে অপারগতা প্রকাশ করলেন তিনি। মুতামিদের প্রতি তার আস্থা যতক্ষণ অটুট থাকছে, ততক্ষণ তিনি ওদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন না।'

'তুমি ভ্যালেন্সিয়ার অধিবাসী?'

'না। গ্রানাডা আমার বাড়ী।'

'ভ্যালোন্সিয়ার ফৌজে চাকুরী কর?'

www.amarboi.org

'আমরা গ্রানাডার স্বেচ্ছাসেবী ফৌজে কাজ করি। মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা তৃত্ববাদের সয়লাব রুখতে বদ্ধপরিকর আমরা। চারজন লোকের সাথে আমাকে কার্ডিজ পাঠানো হয়েছিল। আমার সঙ্গী সে চারজন ফৌজে নাম লিখিয়েছে। উত্তর স্পেনের যারাগোজা ও আভোরার কয়েকটা লুটেরা গোষ্ঠির সাথে আমাদের লড়াই হয়েছে। লক্ষ্য করে দেখলাম, যারাগোজার মুসলমান বেশ যুদ্ধপটু। দুভার্গ্য, তাদের ফৌজের সিংহভাগ অফিসার-ই খ্রিস্টান। খ্রিস্টানদেরকে ফৌজ থেকে সড়িয়ে দেয়ার কোশোশ ছিল আমাদের, কিন্তু প্রশাসক ওদের হাতের পুতুল। শেষ পর্যন্ত যারাগোজা ছাড়লাম। এলাম ভ্যালেন্সিয়ায়। এখানে এসে ফৌজে নাম না লিখিয়ে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠনে নেমে পড়লাম। বিপ্লাবোত্তর কালে আমরা ঈসায়ীদের ভীতে কাঁপন ধরালাম। কিন্তু এক স্বজাতীয় গাদ্দারের যোগ-সাজসে গ্রেফতার করা হলো আমাদের। মাস তিনেক মধ্যে স্বাধীনতাকামীদের সহায়তায় কারার লৌহ কপাট ভেঙ্গে বেরিয়ে এলাম আমরা। ভাবলাম, এবার মার্সিয়া যাব। এখানে কাজ করা যেতে পারে। ভ্যালেন্সিয়ার স্বাধীনতাকামীদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলে আমাদের সাথে যেতে রাজী হলো তারাও। মার্সিয়ার ইবনে রশীকের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে গ্রানাডায় চলে যাচ্ছিলাম। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে এই যুদ্ধের কথা শুনে এলাম ছুটে।'

'গ্রানাডার কাজী আবু জাফর তোমাকে ভ্যালেন্সিয়া পাঠিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'এখন তোমার কাজ?'

নওজোয়ান সাথীদের দিকে তাকাল। বললো খানিক ভেবে, 'যে ইস্পাত কঠিন মনোবল নিয়ে আপনি ঈসায়ীদের মুকাবিলায় নেমেছেন, তা জারী রাখলে আমরা আপনার সঙ্গ দিতে রাজী।'

'তোমাকে বড্ড প্রয়োজন আমাদের। ও-হ্যাঁ, তোমার নামটি জানা হয়নি এখনো!' 'তুমি নিজকে আশাতীত সফল সমরনায়ক বলে পরিচয় করে দিয়েছ। তোমার সঙ্গীদের ব্যাপারে কথা বলিনি। আমার আশা আলীক্যান্টের সৈন্য বিভাগে তোমরা এক নয়া যুগের দিক নির্দেশক হতে পারবে।'

দুইমাস পর। আলীক্যান্ট ফৌজের এক হাজার সৈন্যের সালার হলো হাসান। সেনাপতির মত মুতাসিম ওর প্রশংসায় হয়ে যান পঞ্চমুখ।

তিন.

হাসান বিন আব্দুল মুনয়িম আলীক্যান্টের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে নিযুক্ত ছিল। ঐতিহাসিক আলীক্যন্টে কেল্লা এ এলাকায় অবস্থিত। ঈসায়ী ফৌজ আঁধার রাতে জনপদে লুট করত। ওদের প্রতিহত কল্পে দূর-দরাজে গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছিল হাসান।

www.amarboi.org

দুশমনের অগ্রযাত্রার খবর পাওয়া মাত্রই হাসান ছুটে যেত। এই কেল্লার পূর্ব সীমান্তে গ্রানাডা সীমান্ত। গ্রানাডা সীমান্তে দাঁড়িয়ে দুশমনের গতিবিধি আঁচ করা যেত।

একরাতে গ্রানাডা সেনাপতির দূতের মাধ্যমে হাসান জানতে পারল, আলীক্যান্ট কেল্লার অদূর থেকে হাজার দেড়েক সওয়ার নিয়ে ঈসায়ী সালার গ্রানাডার পথ ধরছে। গ্রানাডা ও আলীক্যান্ট সীমান্তে ওদের গতিরোধ করা গেলে বিগত লুট-তরাজের চরম এক প্রতিশোধ নেয়া যাবে। হাসান জরুরী ভিত্তিতে অফিসার নিয়ে পরামর্শে বসল। অফিসারদের অনেকে মত ব্যক্ত করেন-আলীক্যান্ট সেনাপতির অনুমতি ব্যতিরেকে গ্রানাডা সীমান্তে পা দেয়া বোধহয় ঠিক হবেনা। আলীক্যান্ট-গ্রানাডা মৈত্রী চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এমনটি করা আদৌ উচিত হবে না। এরপরও আপনি অগ্রসর হলে যে কোন পরিস্থিতির দায়-দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে।

হাসান এসব আপত্তির কথার জওয়াব দিতে গিয়ে বললো, 'আলীক্যান্ট আর গ্রানাডার মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করতে আসন্ন অগ্রাভিযান যদি মাইন ফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়-তাতেও আপনাদের আপত্তি? দু'দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি প্রশাসকদের এক মঞ্চে উঠাতে মদদ করে যদি এ পদক্ষেপ-তবুও কি আপনারা সেনাপতির আদেশ অপেক্ষায় থাকবেন? হালত আমাদের কানে আঙ্গুল দিয়ে বলছে-তোমরা অগ্রসর হও! খোদা না করুন। দুশমন আলীক্যান্ট সীমান্তে অগ্রসর হলে গ্রানাডার স্বাধীনতাকামীরা আমাদের সহায়তায় চলে আসবে। আমরা এক্ষণে দেখছি প্রলংঙ্করী তুফানের শো শো শব্দ। এ তুফান সংহারমুর্তি ধারন করলে তার কালোগ্রাস থেকে কেউই রক্ষা পাব না। একাকীত্ব-ই আমাদের কে ধ্বংস করবে।

এক নওজোয়ান সাহস করে বললো, 'আবেগের বেশে কিছু করা ঠিক হবে না। লুটেরা দস্যু বাহিনী আলীক্যান্টের বহু জনপদে আগুন ধরিয়েছে। ওদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে পারলে আগামী দিনের নয়া হামলায় কর্মসূচী প্রণয়ন করতে পারব আমরা। আমরা সবাই আপনার মতানুসারী। অফিসাররা আমাদের পথে বাদ সাধলে বলে দিতে হবে-আমাদের কাজ করতে দাও।

পর দিন সকালে গ্রানাডা সীমান্তের এক শহরে ঈসায়ী ফৌজ ক্রীড়া-কৌতুকে নিমগ্ন। আলীক্যান্টের আটশ' সওয়ার পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে ওদের ওপর চড়াও হলো। ঈসায়ীরা বিস্ময়-বিমুঢ় হয়ে মুসলিম গেরিলাদের প্রতিহত করতে লাগল। কয়েক ঘন্টার মধ্যে আটশ' লাশ ফেলে ঈসায়ীরা রণে-ভঙ্গ দিল। গ্রানাডা -আলীক্যান্টের মুজাহিদরা সম্মিলিত ভাবে ওদের পশ্চাদ্ধবন করে। মুলহাচেন নদীর তীরে পরিখা খনন করে হাসান অল্প কিছু সঙ্গী নিয়ে অপেক্ষা করছিল। হাসানের সঙ্গীদের তীর বৃষ্টিতে অগ্রসর হতে পারল না পলায়নপর ঈসায়ীরা। পড়ে গেল ধাবমান গ্রানাডা ফৌজের আওতায়। সামনে তীরন্দায, পিছে তলোয়ার উঠানো মুজাহিদ-গ্যাড়াকলে আটকা পড়ল ওরা। রক্তক্ষয়ী এক লড়াই করে তিনশো ঈসায়ী মুলহাচেন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাসান ও তার সঙ্গীরা মুহূর্তে দরিয়া পাড় হয়ে ওদের অপেক্ষা করতে লাগল। নদী

www.amarboi.org

সাঁতরে ক্লান্ত ঈসায়ীরা স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে উঁচু টিলা থেকে নেমে এলো পশলা পশলা তীর। একজনও জানে রেহাই পেল না। অপর পাড়ের সৈন্যরা সঙ্গীদের করুন দশা দেখে হাতিয়ার ফেলে দিল।

চার.

লড়াই শেষ গ্রানাডা শিবিরের বর্মাচ্ছাদিত এক সওয়ার এগিয়ে এলো। সঙ্গীদের জড়ো করছিল হাসান। খবর নিতেছিল শহীদ ও যখমীদের। বর্মাচ্ছাদিত সওয়ারটি আহমদ। বর্মাচ্ছাদিত সওয়ার হাসানের বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল। হাসানও তাকাল।ঘোড়ার থেকে নেমে দু'ভাই গলাগলি করল। গ্রানাডার বেশ কিছু সওয়ার এ দৃশ্য দেখে ওদের চারপাশে জমায়েত হলো। এদের সিংহভাগই ওদের দু'ভায়ের বাল্যসাথী।

আহমদ বললোঃ 'হাসান! আলীক্যান্ট থেকে গ্রানাডা খুব একটা দূরে নয়। আমাদের কোন সংবাদ দিতে পারতে! তোমাদের সাথীরাই বা কেমন! ঘরদোরের খবর নিতে অসুবিধা ছিল-কি?'

হাসান জওয়াব দেয়, 'ভাইজান! আলীক্যান্টে এসেছি তিন মাসের মত। লুটেরা বাহিনীর সন্ত্রাসে ঘরদোরের খবর নিতে পারেনি আমাদের কেউই। এ বিজয়ের পর আশ্বস্থ হলো সবে। ইনশাআল্লাহ গ্রানাডা যেতে পারব সকলে।'

'আলীক্যান্টে আসার পূর্বে তোমরা কোথায় ছিলে? যারাগোজা থেকে তোমার কোন খবর না পেয়ে আমরা সে-কি পেরেশান! আমি যারাগোজা গিয়েছিলাম। শুনলাম-চাকুরী ছেড়ে তুমি বেশ পূর্বেই চলে এসেছ।'

আহমদের প্রশ্নের জওয়াবে হাসান তার কাহিনী সংক্ষেপে বলে গেল। উপসংহারে জিজ্ঞাসা করলো বাড়ীর খবরাখবর।

আহমদ বললো, 'সবাই ভালো আছে। আম্মাজান, খালাজান ও মায়মুনা তোমার চিন্তায় নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। ইদ্রীস ও আলমাছের খুশীর অন্ত নেই। আমাদের আত্মীয় বেড়েছে।'

হয়রান হয়ে হাসান ভায়ের চেহারার দিকে তাকাল। মুচকি হাসি দিয়ে আহমদ ওর পেরেশানী দূর করে বললোঃ 'আমি বিবাহ করেছি।'

'কোথায়?'

'টলেডোয়।'

'কি মজার সংবাদ শুনালেন ভাইজান। বড় ভাইয়া ফিরেন নি এখনো?'

'যে আলোর সন্ধানে তিনি সাহারা মরু চষে ফিরছেন-তার ঝলকানি দেখতে পেরেছেন তিনি। মাস দুয়েক পূর্বে এসে তিনি দিন তিনেক বেড়িয়ে গেছেন।'

হাসান সাথীদের লক্ষ্য করে বললো, 'আমি ভাইজানের সাথে নিরিবিলিতে কথা বলতে চাই।'

www.amarboi.org

সঙ্গীদের ছেড়ে ওরা দু'ভাই একটা গাছের নীচে এসে বসলো।

হাসান বললোঃ 'ওদের সামনে ওকথা জিজ্ঞেস করতে পারিনি যে, বড় ভাইয়া কোন আশাব্যঞ্জক সংবাদ আনতে পেরেছেন কি-না?'

'আরে কি বলছো তুমি! অবশ্যই এনেছেন!'

'বলনুতো দেখি!'

'কাজী আবু জাফরের সাথে মত বিনিময় কালে ভাইজান বলেছেন আল-ফাঞ্চোর দক্ষিণ স্পেনের দিকে অগ্রযাত্রার প্রতি ইউসুফ বিন তাশফীন গভীর নযর রাখছেন। স্পেনের মুসলিম শাসকবর্গ আর ওলামাদের একদল তাকে আমন্ত্রন জানালে তিনি স্পেনে পা রাখার অঙ্গীকার করেছেন। ইউসুফ বিন তাশফীনের সমমনা বার্বারী আলেমদের আগে ভাগেই হাত করেছেন ভাইজান। বুঝিয়ে-সুজিয়ে ইউসুফকে তারা স্পেনে যেতে অনুরোধ করেছেন। আফ্রিকার গৃহযুদ্ধ আর কায়েমী স্বার্থবাদীদের দমন শেষে ইউসুফ সাহেব জিরোচ্ছেন। তাকে আমন্ত্রন জানানোর এই হচ্ছে মোক্ষম সময়। ভাইজানের সাথে মোলাকাত করেই কর্ডোভায় ওলামা সম্মেলন ডেকেছেন তিনি।'

হাসান বললো, 'মার্সিয়া থাকা কালে সম্মেলনের কথা শুনেছি, কিন্তু এর কর্মসূচী জানতে পারিনি আজো।'

'সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম আমি। কর্মসূচী আপাততঃ গোপন রাখা হয়েছে। অচিরেই জানানো হবে। ওলামারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাদের একদল প্রতিনিধি খণ্ডিত স্পেনের শাসকবর্গের কাছে যাবেন। তাদের কে উপলব্ধি করাবেন, ইউসুফ বিন তাশফীনের নেতৃত্বে আল-ফাঞ্চোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। খোদ কাজী সাহেবের নেতৃত্বে উলামাদের এক প্রতিনিধি দল মুতামিদের দরবারে গেছেন। আল-ফাঞ্চোর আক্রমনে মুতামিদের টনক নড়েছে বেশ পূর্বেই। এমনো একটা সময় গেছে যখন কাজী সাহেবের সেভিলে প্রবেশ নিষেধ ছিল, আর এখন খোদ মুতামিদই তাকে সম্বর্ধনা জানাতে শহরের বাইরে এলেন। কিছু আলেমের ধারনা, ইউসুফ বিন তাশফীনকে মুতামিদ প্রশাসন অভার্থনা জানালেও তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে চাইবে না। অবশ্য আল-ফাঞ্চোর তলোয়ার শাহরগে দেখে তাদের সুমতি ফিরতেও পারে। সুতরাং উলামা সম্মেলনের পরপরই তাদের দূতগণ বিভিন্ন প্রদেশে যেতে লাগল। আমার যদ্দুর বিশ্বাস, স্পেনের প্রাদেশিক রাজাগণ এ মাসেই সেভিলে সমবেত হবেন। বিজাতীয় দুশমনের হাত থেকে রক্ষা পেতে এছাড়া কোন গতি নেই। আল-ফাঞ্চোর ফৌজ টলেডো থেকে খুবশীঘ্র অন্যান্য প্রদেশমুখো হবে। লিওয়ান, যারাগোজা ও কাটাজেনার খ্রিস্টান নেতৃবর্গ ছাড়াও ইতালী-ফ্রান্সের হাজারো সওয়ার সমবেত হচ্ছে তার পতাকাতলে।'

হাসানের অন্তর খুশীতে বাগ-বাগ হয়ে গেল। সে বললো, 'ভাইজান! আপনি এত কিছু জানেন অথচ আপনি আমার অনতিদূরে থাকতেও জানতে পারিনি এসব। আমার গুপ্তচররা গ্রানাডা চৌকির সালারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমার খেয়াল ছিল, আপনার স্থলে গ্রানাডার কোন বৃদ্ধ অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ হবে আমার।'

www.amarboi.org

'আমি উপ-প্রধান সেনাপতি। প্রধান সেনাপতিকে দেখলে তোমার কাছে এ বিজয় ম্লান হয়ে যাবে।'

'তিনি কোথায়?'

'এই শহরেই আছেন।'

'আমাকে যথাশীঘ্র আলিক্যান্ট ফিরে যেতে হবে। লাভ-লোকসানের দায়-দায়িত্ব নিয়ে এ ফৌজ নিয়ে এসেছিলাম। আলীক্যান্ট প্রশাসন আমার ওপর ক্ষেপে যেতে পারেন। কারণ, তাদের অনুমতি ছিল না এ অভিযানে। আলীক্যান্টে কিয়ৎকাল অবস্থান করে আপনাদের সেনাবাহিনী প্রধানের সাথে মিলিত হবার আশা রাখছি।'

'না না! আলীক্যান্ট যাবার পূর্বেই সেনা প্রধানের সাথে দেখা করে যাও। তিনি অচিরেই সেভিলে চলে যাবেন।'

'সেভিলে কেন?'

'পূর্বেই বলেছি। সেভিলে উলামা ও নেতৃস্থানীয় লোকদের সম্মেলন হতে যাচ্ছে।'

'বহুত আচ্ছা। ফৌজ রওয়ানা করে আমি আপনার সাথে যাব। কিন্তু আজ-ই আমাকে যেতে হবে।'

'সন্ধ্যার পূর্বেই তুমি যেতে পারবে। একটা তাজাপ্রাণ ঘোড়া দেয়া হবে তোমায়।'

'তবুও একবার ওদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। কিন্তু আপনাদের সেনা প্রধানের পরিচয় কি?'

'এখনই বলব না। পরীক্ষা করে দেখতে চাই-তুমি তাঁকে চিনতে পার কি-না।'

'গ্রানাডার এমন কোন অফিসার নেই-যাকে চিনব না আমি।'

'উনি গ্রানাডা ফৌজের চাকুরীজীবি নন। আমাদের মতই সামান্য এক স্বেচ্ছাসেবী মাত্র। ঈসায়ী ফৌজের অগ্রভিযানে তিনি বেশ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

পাঁচ.

খানিক পর। আলীক্যান্টের ফৌজকে বিদায় করে হাসান আহমদের সঙ্গীদের সাথে সীমান্তবর্তী শহরে চলছিল।

শহরে লোকজন গগণ বিদারী নারা দিয়ে বিজয়ী বীরদের উষ্ণ সম্বর্ধনা জানাল। আহমদ ও হাসান একটি বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। ঘোড়া থেকে নেমে আহমদ বললো, 'হাসান! সেনাবাহিনী প্রধান এখানেই থাকেন। তুমি এক মহান ব্যক্তিত্বের সামনে যাচ্ছো।'

ঘোড়া থেকে নামল হাসান। দু'সেপাই এসে ওদের ঘোড়ার লাগাম হাতে নিল। ওরা ঢুকল অন্দরে। কড়িডোরে এক অফিসার দাঁড়ান। হাসান তাকে দেখেই বলে ওঠল, 'ভাইজান, ইলিয়াছ কে চিনব না বলে ভাবছেন?'

www.amarboi.org

অগ্রসর হয়ে ও ইলিয়াছের সাথে মুসাফাহা করল। বললো, 'ভাইজান। সেনা প্রধানের চৌদ্দগোষ্ঠি চিনি আমি।'

ইলিয়াছ মুচকি হেসে বললো, 'সেনা প্রধানকে আসলেই তুমি চিনবে না হাসান!'

হাসান ও ইলিয়াছ কে কথা বলতে দিয়ে আহমদ অন্দরে প্রবেশ করল।

খানিক পর। দরজায় থেকে একজন বেরিয়ে এলো। হাসান তাকে দেখেই বলে ওঠল, 'ভাই ইদ্রীস-!'

ইদ্রীস এসে ওকে বুকে চেপে ধরল। 'বললো, 'হাসান আগে ভাগে সেনা প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করে নাও।'

'ভাইজান! জানতাম আপনি এখানে থাকবেন।'

'আমি এখান থেকে বেশ দূরে একটা চৌকিতে ছিলাম। এই মাত্র পৌছেছি এসো!'

ইদ্রীসের সাথে কামরায় প্রবেশ করলো হাসান। বৃদ্ধ এক সেনাপতি সেখানে উপবিষ্ট। ঝুঁকে একটা মানচিত্র দেখছিলেন তিনি। সেনাপতির সাথে কথা বলছিল আহমদ। হাসানের পরিচয় দিল সে সালারের কাছে, 'আলীক্যান্ট কেল্লার রক্ষী-প্রধান ও। হাসান দিলের কম্পন সংযত করে বললো, 'আস্‌সালামু-আলাইকুম।

বৃদ্ধ সেনাপতি উঠে সালামের জওয়াব দেন। হাসান ভক্তিভরে মুসাফাহা করল। বললো, 'গ্রানাডায় আপনাকে কখনো দেখিনি।'

বৃদ্ধ সেনাপতি ভাঙ্গা আওয়াজে বললেন, 'হ্যাঁ, তা দেখনি।'

'আপনাকে হয়ত অন্য কোথাও দেখেছি।'

বৃদ্ধ সেনাপতি নিরুত্তর। তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকান হাসানের দিকে। আহমদের তিকে তাকাল হাসান। ওর ঠোঁটে পরিধি বাড়ানো হাসি। চোখে অশ্রু বন্যা। বললোঃ আসলেই কি ওনাকে কখনো দেখনি তুমি?'

সেনাপতি আহমদ ও ইলিয়াছের দিকে তাকিয়ে কম্পিত আওয়াজে বলেন, 'ও তখন খুব ছোট-আমার মনে আছে, বাড়ী থেকে যখন বের হচ্ছিলাম, তখন ও আমাকে বলেছিল, 'আব্বাজান! আমাকে সাথে নিয়ে চলুন! আপনি ওয়াদা করেছিলেন-যুদ্ধ শেষে ভ্রমনের জন্য আমাকে সাথে নিবেন!'

শব্দগুলো হাতুড়ী পেটার মত হাসানের অন্তরে আঘাত করল। অতীতের ঝাপসা স্মৃতি পট হাতরাতে লাগল ও। ভেসে ওঠল ওর চোখে-'এক অবুঝ শিশু তার বাবার পা ধরে এ শব্দগুলো আওড়াচ্ছে। মনের অজান্তে বৃদ্ধের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো ও। 'আব্বাজান! আব্বাজান! বাধ ভাঙ্গা অশ্রু সামলে কোন মতে উচ্চারণ করলো হাসান, 'আপনি কোথায় লুকিয়েছিলেন? যুদ্ধ আজো শেষ হয়নি যে!'

www.amarboi.org

ছয়.

সেভিলের শাহী দরবার।

প্রশস্ত সম্মেলন কক্ষে বসেছে খণ্ডিত স্পেনের শাসকবর্গের জরুরী বৈঠক। উপস্থিত শাসকবর্গের অধিকাংশ-ই আমীর ইউসুফ বীন তাশফীনকে স্পেনে আমন্ত্রনের পক্ষপাতি। অবশ্য বেশ কিছু শাসক এর বিরোধীতা করেন। শাহজাদা রশিদ বৈঠকে বসার পূর্বেই পিতাকে বলেছিল-মোরাবেতীন লোকজন অসভ্য ও হিংস্র। মোরাবেতীনদের এদেশে ডেকে আনা-খাল কেটে কুমীর আনায়নের নামান্তর। এদেশের আলেম সমাজ আমাদের বিরুদ্ধে জনমনে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়িয়েছে। ইউসুফ এলে উলামাদের স্বার্থেই সবকিছু করা হবে। আর আলেম সমাজ মোরাবেতীন আমীর কে চাপ প্রয়োগ করে বলবে, রাজতন্ত্রের যবনিকাপাত করতে। দেশের কৃষ্ণাঙ্গরা পেয়ে যাবে শেতাঙ্গদের ওপর চোখ রাঙানোর সুযোগ।

তারপর যে উলামায়ে কিরাম আমাদের বিরুদ্ধে কুফর ও বে-দ্বীনীর ফতোয়া দিয়েছেন-অধিষ্ঠিত হবেন তারা ক্ষমতার মসনদে। আমাদের ভাগ্যে জুটবে-জেলের ঘানি। সুতরাং এক্ষণে আল-ফাঞ্চোর সাথে সন্ধি করাই যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি।

রানী রমিকিয়ার রায়ও কতকটা তাই। তিনি চাচ্ছিলেন-মোরাবেতীন আমীরকে স্পেনে আমন্ত্রণ না জানানো হোক।

মুতামিদ এদের কারো কথায় কান দিলেন না।

খণ্ডিত স্পেনের শাসকবর্গের মধ্যে মালাকা শাসক হাকিম আব্দুল্লাহ সাহেব প্রচণ্ড বিরোধিতা করে বলেন, 'ইসলামের নামে আপনারা মোরাবেতীনদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। মনে রাখবেন! স্পেনীয ওলামা ও জনগণের সহায়তায় তারা এমন এক ধর্মরাজ্য কায়েম করবে যেখানে ঠাঁই পাবেন না আপনারা কেউ-ই। ওরা বড্ড অসভ্য, ধর্মান্ধ। ওদের তথাকথিত ধর্মের শ্লোগান এমন প্রচণ্ড ঢেউ হয়ে স্পেনের পরতে পরতে ছড়িয়ে পড়বে-যা আমাদের তাহজীব তামাদ্দুনের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। যে সব আলেম আমাদের সম্মানিত কবি-সাহিত্যিকগণকে ঘৃণার বিষ নজরে দেখে থাকেন-ক্ষমতার বাগডোর হাতে থাকবে তাদের-ই। মরমর আর শ্বেত পাথরের বাসিন্দারা তাড়িত হবে এক লাঠিতেই। আমরা অনৈক্যের নাগ পাশে ছিলাম বিধায় আল-ফাঞ্চো আমাদের জন্য ভীতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমরা এক্ষণে যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করি, তাহলে পালানোর জায়গা পাবে না সে। মোরাবেতীন ধর্মান্ধদের আক্রোশে না পড়ে আল-ফাঞ্চোকে ট্যাক্স দেয়া কে ভালো মনে করি আমি। এতে গদি রক্ষা পাবে যেমন, তেমন ওদের নখর-কামড় ধরতে পারবে না আমাদের টুটি।'

অতঃপর ওমর মুতাওয়াক্কিল উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,

'আপনারা অনেকেই মনে করেছেন-মোরাবেতীনরা আমাদের শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিবে। আপনাদের এ ধারনা সত্যি হলেও হতে পারে। কিন্তু আমি বলতে চাই-ক্ষমতার

www.amarboi.org

মসনদ থেকে সড়িয়ে ইউসুফ বিন তাশফীন যদি আমাকে সাহারা মরুতে বিসর্জন দেন, তাহলে আমি কার্ডিজের ঈসায়ী কয়েদখানায় না থেকে সেটাকেই প্রাধান্য দিব।

দরকার হলে উট-বকরীর রাখাল হয়ে আফ্রিকা মরুতে দিন গুজরান করব। ঠিক সেই সময় আমরা ইউসুফ বিন তাশফীন কে আমন্ত্রন জানাচ্ছি, নাজাতের সকল দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে যখন। আপনারা কি চান, আল-ফাঞ্চো গোটা স্পেনে ক্রুশদন্ড প্রোথিত করুক আর বিশ্ব মুসলিম দিক আমাদের অভিশাপ? মসজিদের মেম্বার থেকে আসুক ধিক্কার? আমার এক ভাই বলে গেলেন-মোরাবেতীনরা তাহজীব-তামাদ্দুন জানে না। তাদের আমন্ত্রণ জানালে স্পেন সভ্যতা হুমকির দোরগোড়ায় পৌঁছুবে। মিটে যাবে আমাদের কাব্য-চর্চা আর সাহিত্যিকদের প্রগলভতা, যার ওপর আমরা অহংকার করতে পারি। আগুয়ান তৃত্ববাদী সয়লাব রুখতে সে কাব্য-চর্চা কতটুকু কি কাজে লাগবে তা আজ ভেবে দেখতে হবে। শুনে রাখুন!

আল-ফাঞ্চোর রাস্তা রুদ্ধ করতে পারবে কেবল সেই তলোয়ার, যাকে আপনারা মনে করেছেন অসভ্য আর হিংস্র। আমি ইউসুফের দালালী করছি না। বলতে চাচ্ছি, তিনিই আমাদের ভাগ্যতরীর শেষ কাণ্ডারী। আমাদের হতাশার প্রদীপে তিনিই আশার তেল সঞ্চার করতে পারেন।

আল-ফাঞ্চোর রাক্ষুসে উদরপুর্তি কল্পে নিজের খাজানা শূন্যের কোঠায় এনেছিলাম। কিন্তু ক্ষুধা মিটেনি তার। আজ কার্ডিজ-সেভিলের চার দেয়ালের মাঝে আল-ফাঞ্চোর ফৌজ। আপনারা কিছুতেই ওকে রুখতে পারবেন না।

আপনাদের মধ্যে অসম সাহস দেখিয়ে কেউ যদি ময়দানে নামতে চায়, তাহলে তার সাথে সর্বপ্রথম একাত্মতা ঘোষণা করব আমি।

থামলেন ওমর। তাকিয়ে নিলেন ভর সভার দিকে। তার কথার কেউ-ই সাড়া দিল না। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন,

'কথার তুবড়ি ছুটিয়ে মঞ্চ গরম করা যায়-যুদ্ধবাজ সৈনিকের ঘোড়ার লম্ফন-কুর্দন থামান যায় না। কাব্যের অনুপম চরণ দিয়ে হৃদয়তন্ত্রীতে আলোড়ন তোলা যায়-কিন্তু তাতে বক্র তলোয়ারের ধার ভোঁতা হয় না। দাবার চালে একদিন আল-ফাঞ্চোকে মাত্ করেছিলেন ইবনে আম্মার-কিন্তু সেই মাত্-ই ইবনে আম্মারের জন্য কাল হয়েছিল।

এখন বক্তৃতা দেয়ার সময় নেই। জলন্ত আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত ঘটলে উত্তপ্ত লাভায় পুড়ে ছাই হতে হবে সকলকে।'

আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে সম্মিলিত কর্মসূচী প্রণয়ন করা হলো,

'ওমর মুতাওয়াক্কিল আমীরের নামে একটি বড় ধরনের পত্র লিখেন। শাসকবর্গের সকলেই দেন তাতে দস্তখত। কাজী আবু জাফর স্পেনের বরেণ্য ওলামাদের সই নিয়েছিলেন পূর্বেই।

পর দিন। শাসকবর্গের একদল দূত আর উলামাশ্রেণীর কিছু লোক মরক্কোর উদ্দেশ্যে স্পেন ত্যাগ করল।

www.amarboi.org

ফরিয়াদ

স্পেনীশ দূতবর্গ ও আলেমশ্রেণী এমন এক দরবেশ বীরের দরবারে এলেন-কুদরত যাকে তাদের নাজাতের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন।

আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন খেজুর পাতার চাটাইতে উপবিষ্ট। রেশম ও পশমের চাকচিক্যময় আচকানের স্থলে মোটা উলের আচকান তার দেহে শোভা পাচ্ছিল। এতদ সত্ত্বেও তার চেহারা থেকে ঠিকরে পড়ছিল ক্ষুধার্ত সিংহের ক্ষিপ্রতা। দ্যূতিমান তাঁর চেহারার দিক থেকে নযর ওঠাতে পারছিলেন না স্পেনের মেহমানগণ। তাঁর চেহারায় বাঘের হুংকার আর অবুঝ শিশুর শান্ত সৌরভ একসাথেই প্রতীয়মান। চার পাশে মরক্কোর ফকীহ ও ফৌজের পদস্থ অফিসারগণ দণ্ডায়মান।

স্পেনের জনৈক আলেম মুসাফাহা করে তাঁর হাতে চুমো দিতে গেলে তিনি হাত সড়িয়ে বলেন, 'এ ভুল ধারনায় আমাকে অনুপ্রাণীত করবেন না যে, উপস্থিত জনতার থেকে আমি ভিন্ন ধাতুর।

কাজী আবু জাফর স্পেনীয় মুসলমানদের অসহায়ত্ব আর আল-ফাঞ্চোর জুলুমের কাহিনী বলার পর বললেন,

'আমীর হে! আমরা বড় আশা নিয়ে আপনার দরবারে এসেছি। আপনি সেই কওমের আখেরী ভরসা, ধ্বংস ও জিল্লতি যাদেরকে চারপাশ দিয়ে ঘিরে নিয়েছে। স্পেনের যমীন আমাদের জন্য ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে। টলেডো-ভ্যালেন্সিয়ার হেলালের পতাকা আজ ভূ-লুণ্ঠিত। ঈসায়ী ফৌজ এক্ষণে ভেলাডোলিড, সেভিল, কর্ডোভা, আলীক্যান্ট, মার্সিয়া ও গ্রানাডার দেউড়ীতে কড়া নাড়ছে।

আমরা ফরিয়াদ নিয়ে এসেছি জাতির ভাগ্য বিড়ম্বিত সে সব সন্তানদের, টলেডো-ভ্যালেন্সিয়া থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাদের কে কার্ডিজ, লিওয়ান ও লাকরুনার বাজারে ক্রীতদাসের মত বিক্রি করা হচ্ছে। আমাদের যদ্দুর বিশ্বাস, যে উপাখ্যানের জন্ম হয়েছে কার্ডিজ আর লাকরুনায়-এর পুনরাবৃত্তি গোটা স্পেনে ঘটতে দিতে রাজী হবেন না আপনি।

আপনি যদি চান-স্পেনের মীনার থেকে আজানের সুর লহরী ভেসে না আসুক। যদি চান-বন্ধ হয়ে যাক মসজিদের প্রবেশদ্বার, যদি চান-স্তব্দ হয়ে যাক আজান দেয়ার কণ্ঠ-তাহলে আমরা বিফল মনোরথে ফিরে যাব। গিয়ে চেষ্টা করব-এগুলো জারী রাখতে। মনে করব মোরাবেতীনদের শিরার খুন জমে বরফ হয়ে গেছে। কুকড়ে গেছেন তারা ক্রুশের ক্রুড় হাসির ভয়তে।

আমীর হে! স্পেনবাসী তাকিয়ে আছে আপনার পথচেয়ে অধীর আগ্রহে।'

www.amarboi.org

থামলেন কাজী আবু জাফর। চিন্তার সাগরে ডুবে ছিলেন আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন। শেষে মাথা উঠিয়ে বললেন তিনি,

'নীরব দর্শকের ভূমিকায় স্পেনীয় মুসলমানদের পতন দেখব না আমি-এ সুধারনা রাখতে পারেন আপনারা। তার আগে ভাগে আপনাদের শাসকবর্গের মতামতটা জেনে নেয়া দরকার বলে মনে করি।'

এর জওয়াব দিতে উজীর ইবনে জায়দুন দাঁড়িয়ে যান। অগ্রসর হয়ে শাসকবর্গের দস্তখতসর্বস্ব পত্র পেশ করে বলেন, 'নাযুক পরিস্থিতি স্পেনবাসীর টনক নেড়ে দিয়েছে। এ চিঠিতে দেখতে পাবেন তাদের ফরিয়াদ। শুনতে পাবেন তাদের আত্মার চিৎকার।'

পত্রটি উচ্চাংগের সাহিত্য আর বাগ্মীতায় ভরপুর। বার কয়েক চিঠিটি নেড়ে মরক্কোর এক আলেমের হাতে দিয়ে তিনি বলেন,

'মাথামুন্ডু কিছুই বুঝলাম না। স্পেন প্রশাসকগন অগ্নিকুন্ডে দাঁড়িয়েও কাব্য-চর্চা জারী রাখছেন। আপনি আমাকে এর সারাংশ বুঝান!'

মরক্কোর আলেম সাহেব বার্বারী ভাষায় পত্রের সারাংশ শুনালেন। স্পেন শাসকগণ তাদের দুর্যোগের বর্ণনা দিয়ে মোরাবেতীন আমীরের কাছে ফরিয়াদ করছেন যে, এক ভায়ের ভূমিকায় আপনি আমাদের মদদ করুন। আপনার নেতৃত্বে আমরা ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে লড়তে চাই। মনে করি, একে পরম এক সৌভাগ্য, চরম এক প্রাপ্তি। বিনিময়ে আপনি স্পেনের কোন অংশই দখল করতে চেষ্টা করবেন না। ঈসায়ী তুফান চুপসে গেলে সসৈন্যে আপনাকে মরক্কো ফিরতে হবে।'

আফ্রিকার আলেম সমাজ শর্ত শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারা কানাঘুষা করতে লাগলেন-এটা কেমন কথা? মুসিবতগ্রস্থ মানুষ এমনও কথা মুখে আনতে পারে'

'মেনে নিলাম এ শর্ত। আফ্রিকার যে বিশাল ভূ-ভাগ আমি পেয়েছি-তাতেই সন্তুষ্ট। অন্য রাজ্যের শাসকরা ঐক্যবদ্ধভাবে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই করলে তাদের নেতৃত্বে লড়াই করতেও আমার আপত্তি নেই। ইতালী ফ্রান্সের ঈসায়ীরা স্পেন থেকে মুসলিম জাতিকে মিসমার করে দিতে আল-ফাঞ্চোর পতাকাতলে সমবেত হতে পারলে, নগন্য এক স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে মুসলিম পতাকাতলে লড়তে আমার কোনই আপত্তি নেই। জানতে চাই, আমার সেপাইরা স্পেনের কোন বন্দর ব্যবহার করবে?

'ইবনে জায়দুন বললেন, 'স্পেনবাসী আপনাকে জিব্রাল্টার বন্দরে স্বাগত জানাতে চায়।'

'অন্য কোন বন্দরকে আমি প্রাধান্য দিলে কিছু বলার আছে?'

'জিব্রাল্টার বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমাদের।'

'ইনশাআল্লাহ। এ ব্যাপারে কাল আলাপ করা যাবে। দরবার আজকের মত মুলতবি ঘোষণা করা হলো।'

www.amarboi.org

পরের দিন অনেক বচসা, অনেক কথা কাটাকাটির পর সিদ্ধান্ত হলো, জিব্রাল্টার বন্দর ব্যবহার না করে ইউসুফ বিন তাশফীন কাটাজেনা বন্দর ব্যবহার করবেন। ইউসুফ বললেন, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বন্দর সংলগ্ন কিছু এলাকা আমার সেপাইদের জন্য ছেড়ে দিতে হবে।

কাটাজেনা বন্দরের নাম শুনে ইবনে জায়দুনের মনে কাঁটা বিধল। এলাকাটি মুতামিদের অর্থকরী এলাকা বলে খ্যাত। মুতামিদ তাকে বলে দিয়েছিলেন, কাটাজেনা বন্দর ব্যবহার অনুমতি চাইলে যে কোন অজুহাতে মোরাবেতীন আমীরকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করাতে। কাজি আবু জাফর ইবনে জায়দুনের পাংশুবর্ন দেখে বললেন,

'ইবনে জায়দুন! সুলতান মুতামিদের যে কোন কথা খুলে বলতে পারেন। ফৌজী দৃষ্টিকোণে এ বন্দরকে যথোপযুক্ত মনে করলে বন্দর প্রধানের নামে আজই পত্র পাঠানো হবে। তিনি আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবেন।

ইবনে জায়দুন হতাশ হয়ে বললেন, 'জী-না! এমন অনুমতি পাইনি আমি।'

আমীর ইউসুফ গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, 'আপনার গড়িমসির মানে হলো, সুলতান মুতামিদ যে কোন সময় বলতে পারেন-মোরাবেতীন সেপাই অমুক ময়দান ছেড়ে অমুক ময়দানে যুদ্ধ করুক-এই তো?'

কাজী সাহেব ও তার সমমনা অন্যান্য প্রতিনিধিবর্গ উপলব্ধি করলেন, সুক্ষ্মভাবে আমীর ইউসুফের মনে স্পেনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ভাব জন্মানোর চেষ্টা চলছে। সকলে কানাঘুষা করতে লাগলেন। প্রতিনিধিবর্গের দৃষ্টি কাজী সাহেবের চেহারায় নিবদ্ধ। আমীর ইউসুফকে সমর্থন করে ইবনে জায়দুনের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,

'জিব্রাল্টার বন্দর' হতে পারে সুলতান মুতামিদের খেয়ালে অতি উত্তম বন্দর। কিন্তু আমীর সাহেব যখন কাটাজেনা বন্দরকে ভালো বলছেন-তখন আপনার তা মেনে নেয়ার দরকার ছিল। আপনি তো সেই কাফেলার মুখপাত্র হয়ে এসেছেন-আল-ফাঞ্চোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে যারা মোরাবেতীন আমীর কে আমন্ত্রণ জানাতে চায়। সুলতান মুতামিদ তো সেভিল থেকে আপনাকেই নির্বাচন করেছেন। আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই-মোরাবেতীন আমীরের অনুকূলে স্পেনবাসীর স্বতঃস্ফুর্ত সহায়তা নিঃশর্ত। মুতামিদ ভালো করেই জানেন যে, আল-ফাঞ্চোর তলোয়ার তার গরদানে লটকে আছে। তার সামনে কোন রাস্তা থাকলে তিনি মোরাবেতীন আমীরকে আমন্ত্রন জানাতেন না। আমাদের সম্মানিত আমীর কাব্য-চর্চা করতে স্পেনে যাবেন না, যাবেন যুদ্ধ করতে। এক্ষণে তাই শুধু কাটাজেনা বন্দর নয়, বরং স্পেনের গোটা বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দিতে হবে তাঁকে। মুতামিদের হীনমন্য মুখপাত্র হিসাবে আপনার জন্য আমীর সাহেবের এতটুকু অঙ্গীকারই যথেষ্ঠ যে, তিনি স্পেন দখল করতে যাচ্ছে না, যাচ্ছেন মুতামিদের শাহরগ থেকে লটকানো তলোয়ার ছুঁড়ে মারতে। ঈসায়ী সয়লাব চুপসে যাবার পর স্পেনে তিনি থাকবেন না একদিনও। সুতরাং গলাবাজী করে এ ভর মাহফিলে একথা বলার কোশেশ করবেন না যে, স্পেন শাসকরা ইউসুফ বিন তাশফীনের সাহায্য কামনাকারী, কিন্তু তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থাশীল নয়।'

www.amarboi.org

ইবনে জায়দুন বললেন, ইউসুফ বিন তাশফীনের একনিষ্ঠতায় সন্দিহান হওয়াকে আমি কবিরা গোনাহ মনে করি। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আমার মুখে মুতামিদ তালা এঁটে দিয়েছেন। আমি স্রেফ একজন দূত। শিখিয়ে দেওয়া কথা ছাড়া কিছু বলতে পারব না। কাটাজেনা বন্দর ব্যবহার নিয়ে কোন কথাই বলার অনুমতি দেয়া হয়নি আমায়।'

আমীর ইউসুফ বলেন, 'বচসা দীর্ঘায়িত হয়ে যাচ্ছে। কাজী আবু জাফর গোটা বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন আমায়। যদিও স্পেনের মসজিদে স্বাধীনভাবে খোৎবা দেয়ার অনুমতি নেই তাঁরও। সুলতান মুতামিদ এক্ষণে গোটা স্পেনের নীতি-নির্ধারক। দিক নিদের্শক আসন্ন যুদ্ধের। কিন্তু তিনি আমাকে এমন এক বন্দর ব্যবহারানুমতি দিয়েছেন-যাকে আমি যথোপযুক্ত মনে করি না। সুতরাং আমি সেদিনটির অপেক্ষায় থাকব-যেদিন কাজী সাহেবের মত লোক শাসনবর্গের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানাতে আসবে আমাকে। স্পেনীয় আলেম শ্রেনীকে আমি শ্রদ্ধা করি ঠিকই, কিন্তু শাসকবর্গের আমন্ত্রনে স্পেনে পা রাখতে আমাকে বেশ ভেবে দেখতে হবে।'

মজলিস মুলতবি রেখে উঠে পড়লেন মোরাবেতীন আমীর। প্রতিনিধিবর্গ হতাশ হয়ে তাঁর বাসগৃহের দিকে ছুটলেন। কাজী সাহেবের সঙ্গীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ী করে বললেন-এখন? কাজী সাহেব দৌড়ে ইউসুফের সামনে এগিয়ে গেলেন। বললেন,

'আমীর হে! 'আপনাকে স্রেফ একটা প্রশ্ন করতে চাই-শাসক শ্রেণী মুরতাদ হয়ে ঈসায়ীদের গোলামি কবুল করলে আপনি ভাগ্যহারা জাতিকে এ অবস্থায় ছেড়ে দিবেন? আপনার কাছে লাখো মুসলমানের আর্তনাদের কি কোনই মানে নেই-যারা মুসলিম হিসাবে জিন্দা থাকতে চায়?

আমীর সাহেব জওয়াব দেন, 'আমি এখনো কিছু বলতে পারছিনা। খোদার দরবারে দোয়া করুন। তিনি যেন আমাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে মদদ করেন। আমার টাল বাহানার অর্থ এই যে, আল-ফাঞ্চোর সাথে সম্মুখ সমরে নামতে ভয় পাচ্ছি আমি। আমার ভয় হয়, আসন্ন যুদ্ধে শাসকবর্গ আমার সঙ্গ দিবে-কি-না এ নিয়ে। ওরা দুশমনের কাতারে শামিল হলে এক্ষণেই হিসাব কষতে হবে-স্পেনবাসীর সহায়তা কতটুকু করতে পারব আমি। কিন্তু ঐ সব লোকের সহায়তা করাকে ঘৃণা করি-যারা দুশমনের ভয়ে ভেজা শিয়াল হয়ে যায়। ধিক্কার ঐ সব তৌহীদবাদীদের-কাফেরের ভয়ে যারা কুলুপ এঁটে দেয় মুখে। ধিক শত ধিক সে শাসকবর্গের প্রতি-এক মুসলমানের ওয়াদার ওপর যারা সন্দিহান। বুঝতে পেরেছি, আসন্ন যুদ্ধ আমাকে একাকী-ই করতে হবে। তাই ওরা সম্মেলন ছাড়া এ ব্যাপার আমি মুখ খুলতে পারছিনা। নৌ–বাহিনী প্রধান সায়ের ইবনে আবু বকর এখানে নেই। আজ কিংবা আগামী কাল তিনি এসে পড়বেন। তার সাথে আছে এক নওজোয়ান। সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম তার নাম। ওকে পাঠিয়ে আপনি কৃতজ্ঞ করেছেন আমাকে। ওর একনিষ্ঠতা ও আত্মবিশ্বাসে আমি মুগ্ধ। জিব্রাল্টার বন্দর আমাদের জন্য যথোপযুক্ত-খামোকা আমি মুতামিদের সাথে বচসা করতে যাবনা। আপনি চাইলে আমাদের শুরায়-আপনার মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। কিন্তু শাসকবর্গের মুখপাত্রগণ চলে যাক। ওদের কে আমি এক মুহূর্তও এখানে দেখতে চাই না।'

www.amarboi.org

দুই.

এশার নামাযের পর উলামা ও দূতগণ ভিন্ন ভিন্ন কামরায় আলাপ করছিলেন। এক কামরায় ইবনে জায়দুন তার সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বললেন, 'মোরাবেতীন আমীরের কথাবার্তা কেমন যেন ঘোলাটে। আমি ভেবে হয়রান হচ্ছি, খালি হাতে গিয়ে সেভিলে মুখ দেখাব কি করে?'

তার জনৈক সাথী বললো, 'স্পেনের সচেতন জনতা এদের অসভ্যতা জানলে ঈসায়ীদের গোলামিকে প্রধান্য দিবে। মালাকা শাসকের খেয়াল-ই যথার্থ প্রমাণিত হলো। খ্রিস্টানদের কোপানল থেকে মুক্তি পেলেও আমরা একদিন এসব হিংস্র লোকদের কবলে পড়ব। এরা স্পেন ভূমিতে আফ্রিকার বর্বর কানুন প্রতিষ্ঠা করলে না জানি সে দিন কিয়ামতে ছোগরা কায়েম হয়ে যায় কি-না! এরা আমাদের লালিত ঐতিহ্য কে ক্ষুন্ন করবে। সেভিল-কর্ডোভার মর্মর প্রাসাদে ঘোড়া বাধবে। কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক মহোদয়গণের চেয়ারে ছেড়াফাটা আচকান পরিহিত আলেমদের বসাবে। খ্রিস্টানদের ছোবল থেকে আমরা মুক্তি পাব ঠিকই, কিন্তু আমাদের বিনোদন জগৎ হয়ে পড়বে অন্তঃসার শূন্য।'

আরেকজন বললোঃ 'যে ব্যক্তি আমাদের পত্রটার মর্ম বুঝল না, এ রকম জাহেল ব্যক্তির থেকে কিইবা আশা করা যায়।'

তৃতীয় এক মুখপাত্র বলে ওঠে, 'কসম খোদার! আমাদের আমীর-উমরাগণের আস্তাবল তাঁর বাসগৃহের চেয়েও আলীশান। আমাদের জেলে-তাতীরাও তাঁর চেয়ে উত্তম কাপড় পরিধান করে। এখানে ছোট-বড়, উঁচু-নীচু কোন ভেদাভেদ নেই। যে কেউ এসে বসে যায় নির্দ্বিধায় আমীরের পাশটিতে। দারোয়ান নেই, প্রহরী নেই-বিল্ডিংয়ের কোন প্রশ্নই আসেনা। গতকাল মসজিদের দরজার এক বুড়ী তাঁর জামার কলার ধরল। পরশু দিন ক'জন রাখাল প্রশ্নবানে করল তাঁকে জর্জরিত। খোদা না করুন। এমন এক ব্যক্তি স্পেন শাসক হলে আমাদের কে ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করা হবে। আদল-ইনসাফের কুরসীতে বসবেন কাজী আবু জাফরের মত লোক। সেখানে আমাদের মত সন্ত্রাসীদের থাকবেনা এতটুকু ঠাঁই।

ইবনে জায়দুন চুপচাপ শুনছিলেন তার লোকদের কথা। শেষ পর্যন্ত তিনি মুখ খুললেন এই বলে, 'আমার সাথে আপনাদের কথার কোন মিল নেই। মরক্কোয় ক'দিন থাকার পর উপলব্ধি করতে পারছি, উলামা ও শাসক শ্রেণী ইউসুফ বিন তাশফীনকে আখেরী ভরসা মনে করে ভুল করছেন না। আল-ফাঞ্চোর পঙ্গপাল মাফিক বহরকে কুপোকাত করতে পারবে কেবল এ ধরনেরই মুজাহিদ, যার কোষে ইসলামের তলোয়ার আছে। আমি তাঁর কোষে ইসলামী তলোয়ার দেখতে পেয়েছি। বুঝেছি তার কথা দ্বারা- আমরা সড়ে গেছি ইসলাম থেকে কত দূরে। দেখিনি জীবনেও তাঁর মত এমন সাদাসিধা

www.amarboi.org

বীর-বাহাদুর। আমার সাধ্যে কুলালে তাকে বলতাম, কার্টাজেনা কেন, স্পেনের যে কোন বন্দর ব্যবহারের অনুমতি রইল আপনার। সুলতান মুতামিদের উজীর না হয়ে স্পেনের এক সাধারণ নাগরিক হয়ে তার সাথে কথা বললে বলতাম-স্পেনের বিরাজমান সংকট সমাধানে মোরাবেতীন আমীরের নিঃশর্ত আনুগত্য ছাড়া আমাদের উপায় নেই।'

মেহমান খানার অপর কামরায় কাজী আবু জাফর তার সঙ্গীদের বলছিলেন,

'শাসকশ্রেণীর সহায়তা নিয়ে দ্বিতীয় বারের মত ভুল করলাম আমরা। নিজ জিম্মায় এখানে এলে আফ্রিকান ওলামাদের সহায়তা নিতে পারতাম। কিন্তু তাঁরা আমাদের ভুল বুঝেছেন। তাঁদের মনে এ কথা বদ্ধমূল হয়েছে যে, সুলতান মুতামিদ নিষ্ঠতার সাথে ইউসুফ বিন তাশফীনকে আমন্ত্রন জানান নি। আর আমরা স্পেনবাসীর মুখপাত্র হিসাবে নয়-এসেছি শাসকবর্গের ক্রীড়ানক হয়ে। তাঁরা আমীর সাহেবকে বলছিলেন-কর্ডোভাবাসীর দোস্ত হয়েও যে ব্যক্তি তাদের ধোঁকা দিয়েছিল-তার আমন্ত্রনে আস্থাবন হওয়ার কারণ দেখছি না আমরা। হতে পারে একদিকে যখন আফ্রিকার মুজাহিদরা স্পেন বন্দরে পা রাখবে, অন্য দিকে তখন শাসকশ্রেণী, বিশেষ করে মুতামিদরা আল-ফাঞ্চোর কাছে সন্ধির পয়গাম পাঠাবেন।'

ইবনে আদহাম নামী এক আলেম বললেন, 'শাসকবর্গের ভুলের মাশুল কি গোটা জাতিকেই গুনতে হবে? হায় হায়! এখন কি হবে? আমরা কি এখন এই ভেবে প্রত্যাবর্তন করব যে, ধ্বংস-ই হচ্ছে স্পেনবাসীর শেষ পাওনা?'

কাজী সাহেব বললেন, 'আমি হতাশ হইনি এখনো। থাকতে চাচ্ছি আরো কিছুদিন। ওলামা ও সচেতন অফিসারদের সাথে বসে মোরাবেতীন আমীর তার আখেরী সিদ্ধান্ত নিবেন। আমার যদ্দুর বিশ্বাস, সে ফয়ছালা আমাদের কল্যাণ ডেকে আনবে। অতঃপর কার্টাজেনা বন্দর ব্যবহারে মুতামিদের অনুমতি তোয়াক্কা করা হবে না আদৌ। এ কথা এখন কেউ না জানলেই ভালো।

পরের দিন কাজী আবু জাফর ছাড়া অন্যান্য প্রতিনিধিরা স্পেনের উদ্দ্যেশে মরক্কো ত্যাগ করলেন।

প্রতিনিধি বিদায়ের পাঁচ দিন পর কাজী সাহেব এক রাতে শোয়ার প্রস্তুত নিচ্ছিলেন। আচানক কেউ তার দরজার কড়া নাড়ল।

'আসুন! শুতে শুতে অনুমতি দিলেন তিনি।

এক নওজোয়ান কামারায় প্রবেশ করল। খুশীতে ডগমগ হয়ে ওঠে কাজীর সুন্দর চেহারা।

'আরে সা'দ-তুমি?'

সা'দ অগ্রসর হয়ে মুসাফাহা করে বললো, 'অসময়ে এসে আপনার আরামে বিঘ্ন ঘটালাম না-তো?'

'আমি ক'দিন ধরে তোমার অপেক্ষায় পথচেয়ে আছি। এইমাত্রও তোমার কথা ভাবছিলাম।'

www.amarboi.org

'নৌ-বাহিনী প্রধান সায়ের বিন আবু বকরের সাথে এক অভিযানে গিয়েছিলাম।'

'এখানে পৌঁছেছো কতক্ষণ হলো?'

'বাদ এশা আমীর ইউসুফ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে সরাসরি আপনার এখানে এলাম।

মোমের আবছা আলোয় কাজী সাহেব ওর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করেন। বলেন পরিধি বাড়ানো মুচকি হাসি দিয়ে, 'সত্যি সত্যিই তুমি এক সেপাই হয়ে গেছ সা'দ। বলো স্পেন বিষয়ে তাঁর সাথে তোমার কি কথা হোল?'

'জী-হ্যাঁ! আপনার জন্য এক সুসংবাদ নিয়ে এসেছি। স্পেন নিয়ে তার চিন্তা অন্তহীন। আগামী পরশু উলামা ও শায়খদের সভা আহবান করেছেন। তাঁরা মতানৈক্য না করলে কাল বিলম্ব না করে তিনি আল-ফাঞ্চোর বিরুদ্ধে স্পেনের উদ্দেশে মরক্কো ছাড়বেন। বন্দর ব্যবহারের জন্য তিনি মুতামিদের অনুমতির ধার ধারবেন না আদৌ।'

'কিন্তু মরক্কোর উলামা-মাশায়েখগণ আমাদের ওপর চটে আছেন যে? আমার তো মনে হয়-তারা স্পেনে যেতে আমীর কে কঠোরভাবে নিষেধ করবেন।'

'এখন পর্যন্ত আলেমশ্রেণীর কারো সাথে মোলাকাত হয়নি আমার। আপনি শান্ত হোন। তাদের মত স্পেনবাসীর পক্ষেই যাবে।

তিন.

আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন স্পেনবাসীর নয়ন মনি, আশার আলো। তাঁর কথায় স্পেনবাসী ওঠ্‌বস করতে প্রস্তুত। এতদসত্ত্বেও ওলামা-মাশায়েখদের মতামত না নিয়ে তিনি একচুলও অগ্রসর হতে নারাজ। তিনি মজলিসে শুরায় বলে রেখেছেন, নিষ্ঠাবান আমীর হিসাবে আমার কর্মসূচী পছন্দ হলে আপনারা আমার সঙ্গ দিবেন। অন্যথায় যে কোন পরামর্শ, পাল্টা-পরামর্শ, সমালোচনা করার ব্যাপক অনুমতি রইল সকলের।

স্পেন সমস্যার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে তিনি মরক্কোর শহরগুলো হতে সচেতন আলেম ও মাশায়েখগণকে দাওয়াত দিলেন। শুনলেন দু'দিন পর্যন্ত তাদের মতামত।

কিছু ওলামায়ে কেরাম মত ব্যক্ত করলেন, যথাশীঘ্র মুসলমানদের সাহায্যার্থে স্পেনের পথ ধরতে, কিন্তু তন্মধ্যে এমনো কিছু আলেম ছিলেন-যারা শাসকবর্গেরও ওপর পরিপূর্ণ আস্থাবান হতে পারছিলেন না। তারা শংকাগ্রস্থ হয়ে বললেন-শাসকশ্রেণীর গাদ্দারীতে মোরাবেতীন সৈন্যদের দু'টি অভিযানে লড়তে হবে। তাই স্পেনে যাওয়ার পূর্বে জানতে হবে শাসকবর্গ গাদ্দারী করলে জনগণ আমাদের পক্ষলম্বন করবে কি-না। অন্যথায় শাসক শ্রেণীকে জানিয়ে দিতে হবে-আমরা কেবল এক শর্তে আপনাদের সাহায্যে ছুটে আসতে পারি-তাহলো, ঐক্যবদ্ধভাবে দুশমনের মোকাবেলা করতে হবে।'

www.amarboi.org

ওলামা-মাশায়েখের অভিমত শেষে আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন কাজী আবু জাফরকে তার মতামত পেশ করতে অনুরোধ জানান। কাজী সাহেব এক হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দিয়ে আফ্রিকান ওলামাদের লক্ষ্য করে বললেন,

'শাসকবর্গের কর্মকাণ্ডের ওপর আপনাদের অভিমত যথার্থ। কিন্তু স্পেনবাসীর পক্ষ থেকে একজন নীতিবান আলেম হিসেবে আপনাদের সামনে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলছি, শাসকশ্রেণী কোন প্রকার অসৌজন্যমূলক আচরণ করলে জাতি তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝান্ডা বুলন্দ করবে। আজ আর সেই হালত নেই-কয়েক বছর পূর্বে ছিল যা। বর্তমান পরিস্থিতি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে জাতি। এক্ষণে শাসকবর্গের থেকে কোন প্রকার মোনাফেকী প্রকাশিত হলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাদের গায়ে থুথু ছিটিয়ে আপনাদের পতাকাতলে সমবেত হবে।'

কাজী সাহেবের বয়ান শেষে উলামারা আমীর ইউসুফের দিকে তার সিদ্ধান্ত শোনার আশায় তাকান। আফ্রিকার মুফতীয়ে আযম বললেন, 'আমীর হে! আমাদের মতামত ব্যক্ত করেছি, এখন আপনার সিদ্ধান্ত শোনার আশাবাদ ব্যক্ত করছি।'

আমীর ইউসুফ বললেন, 'আপনাদের অভিমত না শুনে আমি কোন সিদ্ধান্ত নেব না। কিন্তু সিদ্ধান্ত এমনো আছে, যা আপনাদের অন্তরের কাছে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারেন। বছর কয়েক পূর্বে এক নওজোয়ান স্পেনবাসীর ফরিয়াদ নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। সেই মুহূর্তে আমি স্পেনীয় ভাইদের সাহায্য করার কথা বললে আপনারা আমার মাথা ঠিক আছে কিনা-এ নিয়ে সন্দেহ করতেন। আমি সেদিনই একটা সিদ্ধান্ত মনে মনে ঠিক করে রেখেছি-স্পেনবাসীর দুর্দশা নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবলোকন করব না। আফ্রিকায় একটি মজবুত ও স্থিতিশীল সাম্রাজ্য কায়েম করার পর আমার তুনীরের সব ক'টি তীর সেই সব জালেমদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে, যারা আমার জ্ঞাতি ভাইদের কে স্পেন ছাড়া করতে চায়— এমন একটি কসমও সেদিন খেয়েছিলাম আমি। ক'দিন পূর্বে স্পেনীয় প্রতিনিধিবর্গকে দেখার পর মনে হয়েছে, কুদরত আমাকে হাতছানি দিয়ে স্পেনে ডাকছেন। কিন্তু মুতামিদের দূতের সাথে কাটাজেনা বন্দর নিয়ে বচসা হলে অনুধাবন করেছি, শাসক শ্রেণীর সহায়তা কামনা না করে একাকী বলে বলীয়ান হয়ে যুদ্ধ করতে কুদরত আমাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন। শুনতে পাচ্ছি, কে যেন কানে কানে বলছে-ইউসুফ! ওদের ওপর নয়, আমার অসীম শক্তির ওপর ভরসা করে তুমি স্পেনে ছুটে যাও! শুনছো না, আমার বান্দারা তোমাকে কি করুন স্বরে ওখানে ডাকছে! তোমার তুনীরে একটি তীর অবশিষ্ট থাকতে আমার মসজিদকে তালাবদ্ধ হতে দিতে চাও! তুমি বেঁচে থাকবে আর আমার সেজদাগাহের মীনার হতে ধ্বনিত হবে না 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি-তা কি হয়? ইবনে তাশফীন! তুমি যাও! অসমান থেকে নামিয়ে দেব সেই পাগড়ীধারীদের, আবু জাহ্ল আর উমাইয়া ইবনে খলফ্দের যারা কচুকাটা করেছিল।

মোরাবেতীন আমীর! আমি চিরঞ্জীব। আমার ফেরেস্তারা মরেনি আজো। ভয় নেই, তুমি এগিয়ে চলো, আমার কুদরত তোমাকে মেঘের মত ছায়া করে আছে, থাকবে।'

www.amarboi.org

সেই অবিনশ্বর খোদার দরবারে দোয়া করি তিনি আপনাদের সুমতি দান করুন! কসম খোদার! আমার দোয়া কবুল হয়েছে। স্পেন শাসকদের সহায়তা না নিয়ে সরাসরি আল-ফাঞ্জোর উপর চড়াও হতে মত দিয়েছেন আপনারা। এক্ষণে শুধু একটা বিষয়ই রয়ে গেছে, তাহলো-আমাদের জঙ্গী জাহাজ কাটাজেনায় নোঙর ফেলবে কি-না। এতে মুতামিদের অনুমতি দরকার আছে-কি?'

মুফতীয়ে আযম বলেন, 'আপনি নিছক জেহাদের আশে যাচ্ছেন। মুতামিদ আপনার সমমনা না হলে তার এজাযতের দরকার নেই। মুতামিদের এরাদা ভিন্ন কিছু হলেও আপনাকে এজাযত নিতে হবে না। দূত মহোদয়গণের কাছে আপনি ওয়াদা করেছেন-স্পেনের এক চুল যমীনও দখল করার খায়েশ নেই আপনার। তারপরও যদি তারা আপনাকে সন্দেহ করে, তাহলে বেপরোয়াভাবে যে কোন বন্দর ব্যবহার করবেন আপনি।

চার.

মুতামিদের কনিষ্ঠ পুত্র 'রাজী' কাটাজেনার হাকিম। একদিন হাকিম মহলে কাব্য-চর্চার মনোলোভা আসর বসেছিল। আসরের মাঝখানে মহলের রক্ষী-প্রধান প্রবেশ করলেন। তার চেহারায় ভীতির ছাপ। তাঁকে এ ভয়ালো চেহারায় দেখার পর কবি গান বন্ধ হয়ে গেল। মহলে ছেয়ে গেল রাজ্যের নিস্তব্ধতা।

'আলীজাহ।' তিনি বললেন, 'মরক্কোর দূত আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

রাজী গভর্ণর হলেও ছেলেমিপনায় ভরপুর সে। গাঢ় নিদ্রা ভেঙ্গে গেলে বাচ্চারা যে ভাবে ক্ষেপে ওঠে সে ভাবে সে ক্ষেপে ওঠল রক্ষী-প্রধানের উপর। রক্তচক্ষু দিয়ে রক্ষীর দিকে তাকিয়ে হুংকার মেরে বললো,

'মরক্কোর দূত মত বিনিময় করার আর সময় পেল না!' অতঃপর সারিন্দা ও তবলাকরের দিকে লক্ষ্য করে সে বলল, 'তোমাদের উপর ভূতে আছর করল না-কি?'

সারিন্দা ও পিয়ানোর মিঠালো সুর বেজে ওঠল। রক্ষী-প্রধান সাহস করে মসনদের কাছে এসে বললেন, 'আলীজাহ! বোধহয় তিনি কোন জরুরী খবর নিয়ে এসেছেন। আপনার সাথে সাক্ষাৎ না করে ফিরবেন না তিনি।'

গর্জে ওঠল রাজী, তোমার জিহ্বা কেটে নেব। সংযত হয়ে কথা বলো নরাধম! তাকে বলে দাও! এক সপ্তাহের মধ্যে দূত-ফুতের সাথে কথা বলব না আমি।'

'আলীজাহ! তাকে দেখার পর না হয় আমার গোস্তাকীর সাজা দিবেন। প্রহীরা তাকে মহলে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু জোরপূর্বক ঢুকেছেন তিনি। আমি তাকে অপেক্ষা রুমে বসাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কারো কথা রাখার মত উপাদান দিয়ে সৃষ্টি নন তিনি। উনি বোধহয় হুকুম করতে সৃষ্টি হয়েছেন-কারো হুকুম শুনতে নয়। বড্ড কষ্ট করে তাকে খাস কামরায় ঢুকতে বাধা দিয়েছি।'

www.amarboi.org

' কোথায় নরাধম?'

'মোলাকাতের কামরায়।'

'মনে হয় আমাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। নগন্য এক দূত আমার মহলে জবরদস্তিমূলক প্রবেশ করল। হায়রে আমার বীর বাহাদুর রক্ষীগণ! সাবাস, রক্ষী প্রধান সাহেব, সাবাস! এক নরাধম আমার রক্ষীদের বৃদ্ধাংগুলি দেখিয়ে মহলে প্রবেশ করেছে আর উনি কি-না আমাকে বলছেন তাকে মোবারকবাদ দিতে!'

'আলীজাহ! আমি আরজ করেছিলাম পাহারাদাররা শত চেষ্টা করেছিল কিন্তু ...।'

'কিন্তু ...?'

'আলীজাহ! আপনার নির্দেশ ছাড়া আমরা দূতের গায়ে হাত ওঠাতে পারি না। সম্ভবতআপনিও চাইবেন না, আমাদের লোক খামোকা প্রাণ হারাক।'

'তাহলে এমন লোকের সাথে আমাকে মোলাকাত করতে বলো?'

'আলীজাহ! হুকুম পেলে তাকে গ্রেফতার করি। উনি মরক্কোর থেকে এসেছেন। মোরাবেতীন আমীর তাকে পাঠিয়ে থাকলে এ গোস্তাকীর পরিনাম ভয়ালো হবে।!'

'মোরাবেতীন আমীরের পক্ষ থেকে এলে তার তো সেভিলে সুলতানে মোয়াজ্জমের কাছে যাবার কথা। আমার কাছে কেন?'

রক্ষী-প্রধান কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। আচানক পাহারাদারদের শোরগোল শোনা গেল। এক লোক উচ্চস্বরে বলতেছিলঃ

'তোমাদের গভর্নরের চেয়েও আমার সময় মূল্যবান।'

রক্ষী-প্রধানের ইশারায় ক'জন রক্ষী নেযা উঁচিয়ে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। দরজার সামনে দেখা গেল বর্মাচ্ছাদিত এক আগন্তুককে।

ক'জন সশস্ত্র রক্ষী চারপাশে তাকে ঘিরে রয়েছে। আগন্তুক অন্দরে পা রাখতেই রক্ষীরা নেযা উঁচিয়ে তাকে ঘায়েল করতে গেল। আগন্তুক নিশ্চুপ রইল দাঁড়িয়ে। আসরের অতিথিরা বিস্ময়-বিস্ফোরিত লোচনে দেখতে লাগল এ ভৌতিক কাণ্ড। আগন্তুক মুখ খুললোঃ

'তোমরা যদি তীর-নেযা চালাতে এতটা পটু হতে তাহলে স্পেনের অবস্থা এত নাযুক হতো না। শাহজাদা! রক্ষী, গায়ক আর অতিথিগণকে জানিয়ে দিন-আমি কোন খারাপ নিয়তে এখানে আসিনি।'

পাহারাদাররা শাহজাদার দিকে তাকাতে লাগল। শুষ্ক ঠোঁট দু'টি চেটে সে বললো, 'আমার সেপাইদের ধৈর্য্যের পরীক্ষা নেয়া ঠিক হচ্ছে না। দূত না হয়ে আসলে এতোক্ষণ তোমর দাম্ভিক গরদান ধুলোয় লুটোপুটি খেত। দূত হয়েও নিজকে নিকৃষ্ট সাজার যোগ্য করে তুলেছো যুবক। এক দস্যুর মত ঢুকছো এ মহলে।'

সেপাইরা নেযা নামাল। কিন্তু আগন্তুকের যেন এতে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। সে বললো, 'জানি, আল-ফাঞ্চোর দূত এর চেয়েও অকৃত্রিম ভাবে এই মহলে প্রবেশ করে থাকে।'

www.amarboi.org

'কেন এসেছ এখানে?'

'এসেছি কথা জানাতে যে, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ইউসুফ বিন তাশফীন কাটাজেনা বন্দরে সসৈন্যে আগমন করছেন। কাটাজেনাবাসীর মত তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে কুণ্ঠাবোধ করলে আপনি অন্য কোন শহরে চলে যান।'

ফ্যাল ফ্যাল করে শাহ্জাদা আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত শাহ্জাদার এক তল্পীবাহক বলে, 'মোরাবেতীন আমীরকে জীব্রাল্টার বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু উনি কাটাজেনায় নোঙর করতে চাচ্ছেন যে?'

'আমি আপনার সাথে অনর্থক কথা বলতে আসিনি। আমাদের ফায়ছালা শুনাতে এসেছি। অবশ্য আপনাদের পেরেশানী না বোঝার মত ছোট্ট শিশুটি নই। গান-বাদ্যের আসর কাটাজেনা ছাড়া অন্য যে কোন শহরেও করা যেতে পারে।'

শাহাজাদা বললো, 'আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন মিত্র হিসাবে এসে থাকলে তাকে আমরা জিব্রাল্টার বন্দরে স্বাগত জানাব। পক্ষান্তরে কাটাজেনা বন্দর ব্যবহার করলে শহরের প্রতিটি ইটের বদলায় আমরা তার বিরুদ্ধে লড়ব।'

আগন্তুক খট্ খট্ করে হাসলো। ঝরে পড়ল সে হাসিতে এক রাশ ধিক্কার। বললো শ্লেষ মিশ্রিত কণ্ঠে, 'শাহ্জাদা। দাবা খেলা আর তরবারী খেলা এক নয়। আমীর ইউসুফের পরিচয় জানলে মুখ ফস্কে তোমার অমন কথাটি বের হত না। আল-ফাঞ্চোর মত বিশাল আজদাহার বিরুদ্ধে যিনি লড়তে আসছেন-পাশা আর পিয়ানো বাদকদের হাতে তলোয়ার দেখে তিনি ভড়কাবেন না। কাটাজেনা বন্দর ব্যবহারের অনুমতির দরকার নেই। ওটা এখন আমাদের দখলে। আপনার গান-বাদ্যে বিঘ্ন না ঘটুক-অন্য শহরে গিয়ে এ কর্মকান্ড চালান, এই উপলব্ধিটা দিতে এসেছি শুধু।'

'তোমার মতলব কি?'

'বুঝলেন না! বন্দর আমাদের দখলে চলে এসেছে। সূর্যাস্তের পূর্বে দখলে আসবে শহরও। আমি নগন্য ক'জন লোক নিয়ে ইউসুফের পথের জঞ্জাল ছাফ করতে এসেছি। তাঁর ইচ্ছা, এখানকার কোন মুসলমানের বেয়াদবির জবাব তাকে দিতে না হয়। শুধু এ অভিপ্রায়ে বন্দরের নিকট দূরে আমার লোকজনকে রেখে একাকী মহলে এসেছি। আপনার সেপাইরা উল্টাসিধা করলে তাদের মুকাবিলায় আমি একাই যথেষ্ট। কিছুক্ষণের মধ্যে শহর ছেড়ে দিন। শান্ত থাকতে বলুন-আপনার বাহিনীকে। কল্যাণ কেবল এতেই।'

রক্ষী-প্রধানের নির্দেশ রক্ষীরা যার যার অস্ত্র মাটিতে ফেলে দিল। গোস্বা-লাল চেহারার শাহ্জাদা তাকাচ্ছিল আগন্তুকের দিকে। আচানক মহলের বাইরে জনতার হৈ-হুল্লোড় ভেসে এলো। শহরের নাযেম পাহারাদারদের নিয়ে ঢুকলেন মহলে। বললেন হাঁপাতে হাঁপাতে,

'আলীজাহ। গজব নাযিল হয়েছে। মরক্কোর ক'জন লোক বন্দর দখল করে নিয়েছে। শহরবাসী জানাচ্ছে তাদের অভিনন্দন।'

www.amarboi.org

শাহজাদা বললো, 'এ সব লোক আসমান থেকে নাযিল না হলে জিজ্ঞেস করতে চাই-বন্দর রক্ষীর কি ঘোড়ার ঘাস কাটছিল তখন?'

নাযেম জবাব দেন, 'ওরা অকস্মাৎ হামলা করে বন্দর দখল করেছে। অবশ্য কেউ হতাহত হয়নি।'

'মনে হচ্ছে, আমাদের হৃতপিন্ডে শেলের আঘাত করার প্রস্তুতি চলছে।'

আগন্তুক খনিকটা অগ্রসর হয়ে বললো, 'দিনক্ষণ ফুরিয়ে এলে দোস্ত দুশমনকে চেনার উপলব্ধিটুকু হারিয়ে বসে মানুষ। আমীর ইউসুফ মুসলমানদের কল্যাণের জন্য আসছেন। আল-ফাঞ্চোর বিরুদ্ধে জেহাদ করবেন তিনি। দুশমন শিবিরে নাম না লেখালে আপনাদের এ ধারনা নিরর্থক। আপনি শান্ত হোন-দুশমনকে কুপোকাত করেই তিনি সসৈন্যে স্পেন ছাড়বেন। শুধু প্রমাণ করতে হবে-ইসলামের দুশমন নন আপনারা।'

সেনা ও বেশ ক'জন পুলিশী অফিসার জড়ো হয়েছেন শাহজাদার পাশে। তাদের দিকে তাকিয়ে শাহজাদা কোনক্রমে ঢোক গিলে উচ্চারণ করল, 'কবে নাগাদ আসছেন-আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন?'

ঃ'অনিবার্য কারনবশতঃ 'তার আগমনের দিনক্ষণ বলতে পারছি না। অবশ্য ততোদিন আপনি সেভিলের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আলোচনার পরিসর বাড়ানোর সময় নেই। আগামী কাল কয়েক ক্রোশ অতিক্রম করতে হবে আমাকে। শেষ বারের মত আপনাকে বলে রাখছি-শহরের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে আমাদের মদদ করতে বলবেন।'

জনৈক ফৌজ অফিসার বলেন, 'আমাদের পক্ষ থেকে সহায়তা অবশ্যই পাবেন। কার্যতঃ এক্ষণে আমরা আপনাদের কয়েদীতে রূপান্তরিত।'

'আপনাকে বেশ বিজ্ঞ সচেতন বলে মনে হচ্ছে।' দূত একথা বলে হাসলো। বেরিয়ে গেল ঝড়ের বেগে।

ভয়কাতুরে দৃষ্টিতে সভাসদগণ তাকালো একে অপরের দিকে। শেষ পর্যন্ত শাহজাদা রাজী শহরের নাযেমকে লক্ষ্য করে বললো,

'এখন আমরা কি করব?'

'কিইবা করতে বলব আপনাকে।' নাযেম একথা বলে বেরিয়ে পড়েন। তার তাড়া দূতের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। মহলের দেউড়ীতে তিনি দূতকে ধরে ফেলেন। বলেন, আপনার নাম সা'দ?

দূত জবাব নাদিয়ে তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

নাযেম সাহেব বললেন, 'আপনি তো সেই ব্যক্তি-মুতামিদের দরবারে আগুনঝরা বক্তৃতা দিয়েছিলেন যিনি। আপনাকে দেখামাত্রই আমি চিনতে পেরেছিলাম।'

'আপনার স্মৃতি শক্তির প্রশংসা না করে পারছিনা।'

www.amarboi.org

'না না। এটা আমার স্মৃতি শক্তির কৃতিত্ব না, কৃতিত্ব আপনার অসম সাহসিকতার। কৃতিত্ব আপনার অমিততেজা বীরত্বের। মুতামিদের দরবারে সেদিন যারা আপনাকে দেখেছিল-প্রথম নযরে তাদের সকলেই আপনাকে চিনবে। সেদিনই ভেবেছিলাম-হায়! স্পেন-ভাবুব এমন যুবককে আমি সাহায্য করতে পারতাম। এরপর ভেবেছি, সম্ভবত আপনি ঐসব তারকাদের চেয়ে ভিন্নতর নন-আঁধার রাতে পথহারা পথিককে রাস্তা দেখিয়ে দূর নীলিমায় যারা হারিয়ে যায়। আজ আপনি জোহরা সিতারার ন্যায় জাতির কল্যাণ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন-আপনার পথে চলতে চাই আমিও।'

সা'দ তার সাথে উষ্ণ আলিঙ্গন করে বললো, 'কিছু দিনের জন্য আমাকে অন্য এক জায়গায় যেতে হচ্ছে। আশারাখি, এর মধ্যে কোন হাঙ্গামা বাধবে না।'

'শান্ত হোন! আপনার সাথীরা আমাদের নয়ন মনি। কিছু মনে না করলে বলবেন কি-আপনি কৈ যাচ্ছেন?

'গ্রনাডা।'

সা'দের সাথে রাজপথে বেরিয়ে এলো নাযেম। সড়কে দেখা গেল মরক্কোর সেপাই। উৎফুল্ল জনতার দল তাদের পিছে। স্বতঃস্ফুর্ত জনতা 'নারা' দিয়ে রাস্তা প্রকম্পিত করে তুলছিল। পাহারাদাররা বন্ধ করে দিল রাজ মহলের ফটক। এক নওজোয়ান ভীড়ের থেকে বেরিয়ে উচ্চস্বরে বললো, 'ইসলামের দুশমনেরা! মরক্কো মুজাহিদদের জন্য দরজা খোল। তোমাদের দিনক্ষণ ফুরিয়ে এসেছে।'

মরক্কোর সেপাইরা সা'দকে দেখে থেমে গেল। জনতা চড়াও হলো ফটকের ওপর। সা'দ জলদি মহলের ফটকে এসে চিৎকার দিয়ে বললো, 'মরক্কো মুজাহিদদের গন্তব্য এ মঞ্জিল নয়। ওরা আল-ফাঞ্চোর দেয়ালের ইট খসাতে এসেছে। এসেছে তার লৌহ কপাট থাবড়াতে। তোমরা শান্ত হও। আজ থেকে জালিমদের হিসাব নেয়ার পালা। খবরদার! ওদের উপস্থিতিতে তোমরা বিশৃঙ্খলা করো না। যার যার ঘরে ফিরে যাও। সেপাইদের বলছি, আপনারা ছাউনীতে চলে যান।'

আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনের আগমন বার্তা শ্রবন করায় জনতার জোশ থামল। চলে গেল সকলে নিজ নিজ বাড়ীতে। সিঁড়ির নীচে নামল সা'দ। জনৈক সেপাইকে ইশারা করে সাথে নিলও। বেরিয়ে এলো শহরের বাইরে। ঘোড়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলো গ্রানাডা মুখে।

এদিকে কাটাজেনা গভর্নরের পক্ষ থেকে কবুতরের পায়ে বেধে মুতামিদের নামে একটা শাহী পত্র সেভিলে পাঠানো হলো। সন্ধ্যার পূর্বেই জবাব এলো পত্রের, কাটাজেনা থেকে পালাও। চলে যাও রোয়েন্দায়।'

www.amarboi.org

কাংখিত ভোর

মায়মুনা ফজরের নামায শেষে দোয়া করছিল,

'মাওলা আমার! কবে আসবে সে ভোর? আমার অপেক্ষার রাত্রী কখন পোহাবে? ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে আমার। ও কোথায়? কখন আসবে?'

দোয়ার মধ্যে শব্দগুলো উচ্চারণ করছিল। প্রতিবার উচ্চারণের সাথে ওর দৃষ্টি চলে যেত সাহারা মরুর পাহাড় ও সমল ভূমিতে। দেখত সেখানে সা'দ সফেদ ঘোড়ার পিঠে চড়ে আফ্রিকা মুজাহিদদের দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে। শুনতে পেত-ওর তীরের শন্ মন্, তলোয়ারের ঝন্ ঝন্ আর ঘোড়ার খুড়ের খট্ খট্ ধ্বনি। ব্যাথা পেত-আহতদের আহ্‌ধবনি শুনে। ভেসে ওঠত-দুশমনকে ধোলাই দিয়ে ধুলি মেঘের মধ্য থেকে সা'দের বেরিয়ে আসার দৃশ্য। কখনও বা ওর কলিজা বিদীর্ন হয়ে যেত-যখন দেখত আহত হয়ে সা'দ নিঃসঙ্গ তাবুতে কাতরাচ্ছে।'

আজ দোয়াচ্ছালে ও বলতেছিল, 'মাওলায়ে কারীম! জানি, ওর চলার পথ কন্টকাকীর্ণ, কিন্তু ফুল বিছানায় না শুয়ে আমি ওর চলার পথের কন্টক কুড়াতে চাই। বাসন্তী কোলাহলে পরিপূর্ণ গ্রানাডার নৈসর্গিক উদ্যানে বিচরণ করার চেয়ে খৈ ফোটা তপ্ত মরুতে ওর সাথে হাত ধরাধরি করে চলতে চাই। ওর ছায়াতলে থেকে কালচক্রের নিঠুর সয়লাব চাই রুখতে। ওর আমার গন্তব্য এক ও অভিন্ন। হায়! আমাদের জীবন চলার পথও যদি একটি হতো!' দোয়া শেষে অশ্রু সিক্ত হাত আঁচলে মুছতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে ওর খোপায় কেউ গোলাপ ফুল গুঁজে দিল, 'ওঠো'! তোমার দোয়া কবুল হয়েছে মায়মুনা!'

চকিতে পিছনে তাকাল মায়মুনা। তাহেরার মখে দুষ্টুমির হাসি। মায়মুনা বললো, 'তোমার এ কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। দোয়া এত জলদি কবুল হয় কি কখনো?

'আজ সত্যি সত্যিই কবুল হয়েছে, মায়মুনা! তোমার ধ্যানের সূর্য পূর্বাকাশে উদিত হয়েছে।'

'আহমদের সংসর্গ শেষ পর্যন্ত তোমাকে কবি বানিয়েই ছাড়ল।'

'মায়মুনা! সত্যি করে বলো তো! গ্রানাডার আকাশে বাতাসে আজ কোন পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ কি-না? বাইরে এসে দেখ। তোমার খুশীর জগতে মধু-সঙ্গীত আর আনন্দের হিন্দোল বইছে। ও এসে গেছে।'

www.amarboi.org

বিস্ময়াভিভূত হয়ে মায়মুনা তাকায় তাহেরার প্রাণোচ্ছল চেহারায়। মুহূর্তে ভরে যায় চোখের কোণ অশ্রুতে। কম্পিত আওয়াজে বলে ও, তাহেরা! তাহেরা!! খোদার দিকে চেয়ে আমার সাথে ঠাট্টা করো না!'

'আমি সত্যিই বলছি মায়মুনা!'

মায়মুনা দু'হাত উঠিয়ে বুকে চেপে ধরে তাহেরা কে।

শেখ আবু সালেহর বিবি ভেজানো দরজা আলতো ঠেলে ঝুঁকি দিয়ে বললেন, 'কি হলো তাহেরা! ঈদের দিন বানিয়ে ফেলছো যে আজ!'

পেরেশান হয়ে মায়মুনা এক কদম সড়ে গেলে, তাহেরা বললো,

'সা'দ ভাইয়া এসেছেন।'

'কখন?' বৃদ্ধা খালার চোখে হাসির ঝিলিক।

'বাদ ফজর।'

খালা আর কিছু না বলে কামরায় চলে যান। নেকাব টেনে বলেন, 'আমি ওকে দেখে আসি।'

'খালাজান! উনি এসে আব্বাজানকে নিয়ে কাজী আবু জাফরের বাড়ীতে গেছেন।'

আবু জাফরের নাম শুনে খালাজান মৃদু গালি-গালাজ করতে লাগলেন।

বুড়ো কাজী আমার 'বোন পো' কে বাড়ী ছাড়া করেছে। বুড়োটাকে পেলে মিটিয়ে দিতাম যুদ্ধসাধ।'

মায়মুনা আর তাহেরা মুখ টিপে হাসে বৃদ্ধা খালার কথা শুনে। খালার উত্তেজনা প্রশমিত হলে তাহেরা অগ্রসর হয়ে খালার হাত ধরল-খালাজান! আসুন! বোন মায়মুনা! তুমি এখানে অপেক্ষা করো!'

অপর কামরায় গিয়ে তাহেরা বললো, 'খালাজান! সাদ' ভাই চারদিনের ছুটি নিয়ে এসেছেন।'

খালা রাগত স্বরে বললেন, 'খোদার হাত থেকে আবু জাফরের রেহাই নেই। আমার সা'দ বাবাকে উনি বসে থাকতে দিবেন না জীবনেও।'

'খালাজান! আবু জাফরের ওপর আপনি খামোকাই নারাজ হচ্ছেন। শান্ত হয়ে আমার কথা শুনুন। সা'দ ভাই আর কখনোই আফ্রিকা যাবেন না। অল্পদিনের মধ্যেই আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন স্পেনে পা রাখতে যাচ্ছেন। কাটাজেনা বন্দরে স্পেনবাসী তাকে স্বাগত জানাবে। আল-ফাঞ্চোর সমুচিত জবাব দিতে ভূ-মধ্য সাগর পাড়ি দিতে হলো তাঁর। যুদ্ধ কবে নাগাদ শেষ হবে, এক্ষণে তা বলা মুশকিল। তাই আম্মাজান চাচ্ছেন, ওকে বিয়ের পিড়িতে বসাতে। উনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি ইদ্রিসের সাথে কথা বলে দেখতে পারেন।'

'ইদ্রীসের কাছে আবার কি শুনব! ওর আপত্তির-ই বা কি আছে? গতবার যখন সা'দ এসেছিল তখন-ই ওকে বলে রেখেছিলাম, কিন্তু অভিযান শেষ না করে ও বিয়ে-টিয়ে করবে না বলে জানিয়েছিল।'

www.amarboi.org

'খালাজান! তাঁর সে অঙ্গীকার পুরা হয়েছে। এখন কোন আপত্তিতে কান দেয়া হবে না।'

খানিক পর শেখ আবু সালেহ ও ইদ্রীস নামাজ শেষে বাড়ীতে এলে খালাজান তাহেরা কে বললেন, 'বেটি! তুমি মায়মুনার কাছে যাও। আমি ওর সাথে যাবতীয় কথা বলছি।'

মায়মুনার কামরার দিকে পা বাড়াল তাহেরা। দরজায় দাঁড়ান মায়মুনা। আলতো খোঁচা মেরে তাহেরা বললো, 'দুলহানকে স্বাগত জানাতে তৈরি নাও হে ভাগ্যবতি।'

মায়মুনা ঠোঁটে আংগুল রেখে তাহেরাকে নিয়ে কামরায় ঢুকলো। যেতে যেতে বললো, 'তাহেরা! তুমি এত মুখ পাতলা! খোদার দিকে চেয়ে আস্তে কথা বলো!'

দুই.

পিতার সাথে সা'দ শেখ আবু সালেহ'র বাড়ীতে এলো। বিবি সাহেবা সা'দকে দেখামাত্রই প্রশ্ন করল, 'সা'দ। কতদিন থাকতে চাচ্ছ বাড়ী?

'আগামী পরশু রওয়ানা হব।'

'কোথায়?'

'খালাজান! কাটাজেনা বন্দরে। মোরাবেতীন আমীর ওখানে অবতরণ করবেন। তার আগমনকে কেন্দ্র করে অনেক কিছু দেখাশুনা করতে হবে আমাকে।'

খালা এবার আব্দুল মুনয়িমের দিকে তাকান, 'দেখুন, ভাইসাহেব! আমি কিন্তু ওর বিবাহের ব্যবস্থা করেছি। এখন কোন বাধা মানতে প্রস্তুত নই। আজই ওর বিবাহ দিতে চাই। আর সা'দ যতক্ষণ কাটাজেনা থাকবে, ততক্ষণ ওর সাথে থাকবে মায়মুনাও। যুদ্ধ শুরু হলে তাকে আমরা নিয়ে আসব।

আব্দুল মুনয়িম বলেন, বোন! আপনার মত ফায়ছালা করেছি আমিও। কিন্তু ইদ্রীসের মতামতটা জেনে নেয়া দরকার। ওকি বাড়ী আছে। ওর সাথে বথা বলব আমিই।'

'বিবাহ বাজার করার জন্য ওকে বিপনী কেন্দ্রে পাঠিয়েছি। শেখ আবু সালেহ মুচকি হেসে বলেনঃ 'সা'দ বেটা! তোমার খালার ইচ্ছা, আজই তুমি বিবাহ করে ফেলো। সর্বাগ্রে তোমার মতামতটা জানতে চাই।'

খালা বলেন, 'কি সা'দ! তুমি রাজী তো?'

জওয়াব না দিয়ে সা'দ মাথা নীচু করল। ওর চেহারা লজ্জায় রক্তাভ।

বাইরে জনতার মিছিল। আলমাছ উঠানে প্রবেশ করে বললো,

'সা'দ! বাইরে এসো। উৎফুল্ল জনতা তোমার দর্শনপ্রার্থী।

সা'দ বইরে বেরুতে চেষ্টা করতেই খালা কড়া ভাষায় বললেন, 'দাঁড়াও! আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে যাচ্ছ কৈ-বাছাধন?'

www.amarboi.org

সা'দ খুশীর সমুদ্রে দোল খাচ্ছিল। খালার জবাব দেয়ার ভাষা নেই ওর কাছে। ওর পৌরুষ আর যৌবনপুষ্ট লজ্জা-লাল গন্ড যেন বলছিলো–

'খালাজান। আমি এখন পর্যন্ত কি জওয়াব দেইনি? সব প্রশ্নেরই কি উত্তর দিতে আছে!

খালা পেরেশান হয়ে বলেন, 'কি হে! কথা বলছো না কেন?

সা'দ ভাঙ্গা গলায় জওয়াব দেয়, 'খালাজান! আম্মিকে জিজ্ঞাসা করুন!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন খালা। বললেন, 'নালায়েক কোথাকার! মা কেন, তুমি বলতে পার না? কাটাজেনা থেকে কি কেবল এ নিয়তেই গ্রানাডা আসোনি?'

পরিধি বাড়ানো মুচকি হাসি দিয়ে সা'দ কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

সা'দকে দেখে উৎসুক জনতা খুশীতে নারাধ্বনি দিল। খালার পেরেশানী সীমাহীন, আব্দুল মুনয়িম কে তিনি বলেন, 'দেখ ভাই! ওরা সা'দের পিছু ছাড়বে না। আমার ইচ্ছা, শুভ কাজটা আজই সমাধা হয়ে যাক।'

আব্দুল মুনয়িম বলেন, 'শান্ত হোন।'

শেখ সাহেব বলে ওঠেন, 'সাকীনা! তোমার বোনের সাধ্য থাকলে গণবিবাহ শুরু করে দিত।'

খালা খানিকটা মনোক্ষুণ্ন হয়ে বলেন, 'কি জনাব! আপনার ভায়রার ছেলেকে দুধের বাচ্চা মনে করছেন–নাকি?'

ঐ দিন সন্ধ্যায় শেখ সাহেবের বাড়ীতে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে সা'দ মায়মুনার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হল। বিবাহ পড়ালেন কাজী আবু জাফর।

সাকীনা-আব্দুল মুনয়িমের জন্য এ দিনটি বড় আনন্দের ছিল। সাকীনা তার মায়ের অনুপস্থিতিকে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলেন।

স্বপ্নের মধুরাত, ফুলশয্যা

চন্দন পালঙ্কে দুলহানের পাশে অবনতমস্তকে মায়মুনা উপবিষ্ট। ফুলে ফুলে গোটা রুম টইটুম্বুর। হাসনাহেনা, ইয়াসমীন ও রজনীগন্ধ্যা সৌরভে বাসর ঘর মাতোয়ারা।

নববধূর ঠোঁটে মৃদু হাসি।

চোখে আনন্দের অশ্রু।

সময়ের বংশীবাদক জীবন যৌবনের বিলীয়মান নিঝুম তারে মধুঝংকার তোলে। সে ঝংকারে মোহিত ওদের হৃদয়তন্ত্রী। উঠি উঠি করে ঝোকা, আর ঝুকি ঝুকি দিয়ে উঠা দৃষ্টি এক সময় উভয়ের লজ্জা-লাল মুখমন্ডলে বিদ্ধ হয়। অপেক্ষার বালুচরে যেন বিক্ষুব্ধ জোয়ার উছলে ওঠে। জীবন সমুদ্রের ঢেউ পবনে দেয় দোলা। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের এমন এক সোনালী প্রান্তরে তা আছড়ে পড়ে-যেখানে থেকে তারকার মিটিমিটি হাসি, সাগরের উচ্ছাস, পুষ্পকলির মন মাতানো সৌরভ আর টাপুর টুপুর শিশিরের মধুস্নান অনুমিত হয়।

www.amarboi.org

'মাথার মুকুট খুলে সা'দ বলে, 'মায়মুনা! কাংখিত যে সুহাসিনী ভোরের ওয়াদা করেছিলাম আমি-এসে গেছে তা।'

'প্রত্যাশার সূর্য আমার দুনিয়ায় উদিত। সুতরাং ভোরের আশা নেই আমার।'

'আমি বলছি সেই সূর্যের কথা, যার কিরণ রশ্মি গোটা স্পেনের অলিতে গলিতে আছড়ে পড়বে। গ্রানাডার বেশ কিছু লোক আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনকে স্বাগত জানাতে কাটাজেনায় ছুটে গেছে।'

'তাহেরা বলেছে-কিছুদিনের জন্য আমাকে ওখানে নিয়ে যাবেন।'

'হ্যাঁ মায়মুনা! এই অভিপ্রায়ে আমি গ্রানাডা এসেছি। ভূ-মধ্য সাগরের এপারে তুমি-আমি হাত ধরে মোরাবেতীন আমীরকে স্বাগত জানাব। স্পেনের ভাগ্যকাশে তিনি সুরাইয়া সেতারার ন্যায় উদিত হতে যাচ্ছেন। কাটাজেনা বন্দরে তাঁর জঙ্গী জাহাজ দেখলে তোমাকে বলতে পারব-আমাদের দুঃখের রাত্রী শেষ। সুখের দিগন্তে ওঠছে আশার ঝলকানি। স্পেন আমাদের, আমরা স্পেনের। এর নয়নাভিরাম প্রকৃতি, অবারিত পুষ্পোদ্যান আর চিত্তাকর্ষক পর্যটন কেন্দ্র-সবই আমাদের।'

তিনদিন পর। অতি প্রত্যুষে আব্দুল মুনয়িমের বাড়ীর সামনে চারটি ঘোড়া সম্বলিত একটি ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়েছিল আলমাছ। শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ও খালা-খালুর থেকে বিদায় নিয়ে চাকরানীসহ গাড়ীতে ওঠল মায়মুনা। এদিকে ইদ্রীস, আবু সালেহ, সবশেষে আব্দুল মুনয়িমের কাছে বিদায় চাইতে গিয়ে সা'দ বললো, 'আব্বাজান! আগামী জুমা বারের মধ্যে আপনি একবার কাটাজেনায় এলে ভালো হত।'

'সময় পাব না বোধহয়। আমীর ইউসুফ কে আমার সালাম বলো। তাকে বলো গ্রানাডার স্বেচ্ছাসেবীরা তাঁর জন্য জান দিতে প্রস্তুত। দেরী করো না। মায়মুনা উঠেছে। তুমিও ওঠো! আল্লাহ হাফেয, বেটা।'

আব্দুল মুনয়িমের ইশারায় আলমাছ চালকের আসনে বসে ঘোড়া হাঁকাল। বৃদ্ধাখালা বড় বড় চোখে ঘোড়ার গাড়ীর শেষ দৃশ্য দেখলেন। তার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল বড় দু'ফোটা অশ্রু। তিনি সাকীনাকে বললেনঃ 'সাকীনা! আজ বড্ড হালকা অনুভব করছি।'

তিন.

সাবতা থেকে, রওয়ানা দেয়ার একদিন পূর্বে আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনের বড় ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার অবস্থা আশংকাজনক। জ্বরে বেহুশ। আমীর সাহেব পুত্রের মাথায় হাত রেখে বসা। বিজ্ঞ হেকিম হুশ করার কাজে মশগুল।

সায়ের বিন আবু বকর আমীর সাহেবের তাবুতে এসে ভারাক্রান্ত সুরে বলেন, 'আপনি এজাযত দিলে আজকের যাত্রা মুলতবি ঘোষণা করি। পশ্চিম আকাশে মেঘ করেছে। আপনার ছেলের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়।

www.amarboi.org

আমীর সাহেব শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'না না। তোমরা প্রস্তুত হও। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে বন্দরে পৌছুচ্ছি।'

নৌ-বাহিনী প্রধান বেরিয়ে যান। খানিকপর অসুস্থ ছেলে হুশ ফিরে বাপের দিকে তাকিয়ে বলে, আব্বাজান! আপনি এখনো যাননি? আমার জন্য আপনার সফর স্থগিত করবেন না কিছুতেই! সুস্থতা ফিরে পাওয়া মাত্রই আমি স্পেনমুখো হবো।'

বাপ তা. জওয়াবে বলেন, 'যাত্রা স্থগিত করিনি বেটা। বেটা! তুমি কেমন বোধ করছো!'

'আব্বাজান! খুব জলদি চাঙ্গা হয়ে ওঠব বলে মনে করছি। জিহাদের তামান্না আমাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দিবে না।'

আচানক ঝড়ের ঝাপটা বন্ধ কপাট কে খুলে দেয়। খোলা দরজা দিয়ে আকাশে তাকিয়ে আমীর সাহেব দেখলেন, মেঘ করেছে। জনৈক ফকীহ সাহেব বলেন, 'বড় ধরনের ঝড়ের পূর্বাভাস বলে মনে হচ্ছে। সম্ভবত কুদরতেরও ইচ্ছা, আপনি সফর স্থগিত রাখুন।

'কুদরত আমাদের অগ্নিপরীক্ষা নিচ্ছেন।'

আকাশ জুড়ে কালোমেঘ। খানিক পর শুরু হলো প্রচন্ড ঝড়। জনৈক অফিসার হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে বলেন, 'নৌবাহিনী প্রধান পাঠিয়েছেন আমায়। সাগরে উত্তাল তরঙ্গ। আপনি এজাযত দিলে ঘোড়া ও রসদ সামগ্রী নামানো হবে।

'না না! তাকে বলো-আমি আসছি।'

জরগ্রস্থ পুত্র আবারো চোখ খুললো। বাপের হাতে হাত রেখে বললো, 'খোদা আপনার গলে বিজয় মাল্য পড়ান।'

'আল্লাহ হাফেয বেটা!' তাবু থেকে দ্রুত বেরুলেন তিনি।

বন্দরে নোঙর করা জাহাজগুলো তৃণমূলের মত দোল খাচ্ছিল। মাঝি মাল্লারা ব্যস্ত পাল খুলতে। আমীর সাহেবকে দেখে কিছু ফৌজী অফিসার ও ওলামা-মাশায়েখ তাঁর কাছে জড়ো হল।

জনৈক আলেম বললেন, 'সাগর শান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলে বোধহয় ভালো হতো।'

আমীর সাহেব বললেন, 'স্পেনীয় মুসলমানদের স্বস্তি দিতে কুদরত আমাদের নির্বাচিত করে থাকলে সামান্য এ তুফান আমাদের রাস্তায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। একটু পূর্বে ভেবেছিলাম-ফৌজি জাহাজ আগে ভাগে রওয়ানা করিয়ে সর্বশেষের জাহাজে আমি চড়ব। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত পাল্টিয়েছি। এখন সর্বাগ্রে আমার জাহাজ-ই নোঙর তুলবে।'

প্রচন্ড ঝড়ের উতলা ঢেউ এসে আমীরের জামা সিক্ত করে গেল। আচানক নিকট দূরে পাহাড়সম এক ঢেউ উপকূলের দিকে ছুটে আসল। আমীর সাহেব নৌ-বাহিনী প্রধানকে লক্ষ্য করে বলেন, 'তুমি পিছে সড়ো। আগত ঢেউ মারাত্মক মনে হচ্ছে।'

www.amarboi.org

আমীরের নিকটতম সেপাইরা দৌড়ে নিরাপদ স্থানে ছুটলো। কিন্তু তিনি ইস্পাত কঠিন পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন পূর্বস্থানে। সায়ের তাঁকে হাত ধরে পিছু হটাতে কোশেশ করলেন। কিন্তু তিনি পাথরের পাহাড়। টলানো গেল না তাঁকে এতটুকু। এ নাযুক পরিস্থিতিতে তার ঠোঁটে মৃদু হাসি। শোঁ শোঁ করে ঢেউ ঝুটি উপরের দিকে এগিয়ে এলো। মুহূর্তে আমীর সাহেব গলা অবধি ডুবে গেলেন। চাচাত ভায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, সায়ের! গফুরুর রহীমের কাছে দোয়া করছি, আমরা যদি তার অখুশীতে যাত্রা করে থাকি তাহলে এ জলোচ্ছ্বাস আমাদের ডুবিয়ে মারবে। পক্ষান্তরে আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ হলে সামান্য জলোচ্ছ্বাসে ভয় না পেয়ে তাঁর রহমতের ওপর ভর করে আমরা জঙ্গী জাহাজের পাল তুলবো।'

ব্যাতা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা শান্ত হলো। ভিজিয়ে দিয়ে গেলো মুজাহিদদের আচকান। আস্তে আস্তে পরিষ্কার হলো আকাশ। চাচাত ভায়ের অসম হিম্মৎ দেখে সায়ের হলেন আবেগাপ্লুত। তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, 'মুজাহিদগণ! পাল তোল! নোঙর ওঠাও! আমাদের গন্তব্য কাটাজেনা।'

জনৈক আলেমে দ্বীন অগ্রসর হয়ে বললেন, 'আমীর সাহেব! উর্মিমালা আপনাকে বিজয়ের আগাম সংবাদ শুনিয়ে গেল।'

চার.

সা'দ ও মায়মুনা চঁদোয়া আলোতে উপকূলীয় একটি দ্বি-তল বাড়ীতে সামুদ্রিক দৃশ্য অবলোকন করছিল। পাশেই এক সমতল প্রান্তরে জ্বলছিল চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান বাতি। অপর পার্শ্বে ছোট একটি কেল্লা প্রাচীরে রক্ষীরা মশাল উঁচিয়ে দাঁড়ানো। পূর্ব দিগন্তে মায়মুনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও বললো, 'দেখ মায়মুনা! ভাগ্যের সিতারা উদিত হচ্ছে।'

'আপনার খেয়াল কি-উনি আজই বন্দরে নোঙর করছেন?'

'হ্যাঁ।'

রাতভর ওরা দু'জন গল্প করল। এক সময় পূর্ব দিগন্ত ফর্সা হলো। মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো আযানের সুর লহরী। ফজরের নামায আদায় করে আবারো ওরা ছাদে ওঠল। তারকা ও চাঁদের আলো যেন ক্রমেই নিস্প্রভ হয়ে যাচ্ছে। ভূ-মধ্য সাগরের মাঝখান দিয়ে উঁকি মারছে সূর্য। আস্তে আস্তে অন্ধকার জগত তার আলোতে হচ্ছে উদ্ভাসিত। মায়মুনা ছাদের পার্শ্বে এসে ঝুঁকি মেরে দেখল-উৎসুক জনতা কপালে হাত রেখে গহীন সমুদ্রে তাকিয়ে কি যেন দেখছে।

'মায়মুনা! মায়মুনা!!' সা'দ দৃষ্টির শেষ সীমার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠল, 'উনি এসে গেছেন। স্পেনের ত্রাণকর্তা এসে গেছেন। এদিকে তাকাও!'

প্রভাতী হিমেল সমীরণের এক ঝাপটা মায়মুনার সুদৃশ্য চুলরাজীকে ওর ললাটের উপর ছড়িয়ে দেয়। চুল পরিপাটি করে চকিতে ও বললো, 'কোথায়?'

www.amarboi.org

'এ দিকে দেখ! আমার হাত বরাবর।'

মায়মুনার দৃষ্টির শেষভাগে জঙ্গী জাহাজের আবছাদৃশ্য ভেসে ওঠল। আনন্দাতিশয্যে সা'দ বলতেছিল, 'মায়মুনা! হাসো, আনন্দ করো! আজ স্পেনের খুশীর দিন। স্বজাতির বধু-মাতাদের শোনাও, তোমাদের ইজ্জত-আবরুর ত্রাণকর্তা এসেছেন। তোমাদের ইজ্জতকে কেউ আর সওদা করতে পারবে না। স্পেন আজ নতুনভাবে সজ্জিত হবে।'

তীক্ষ্ম চোখে আবারো গহীন সমুদ্রে তাকাল মায়মুনা।

'আমি তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে যাচ্ছি। সা'দ দ্রুত সিড়ির দিকে এগিয়ে গেল। নীচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল জনতার ভীড়ে। এসেছেন, এসেছেন-তিনি এসেছেন' পূর্ণ শক্তিতে চিৎকার দিতে লাগল সা'দ।

শেষ রাতে এক বৃদ্ধ মোরাবেতীন আমীরকে অভ্যর্থনা জানাতে সমুদ্র সৈকতে বসেছিলেন। তার দৃষ্টি কমযোর থাকায় জঙ্গী জাহাজের অবস্থা দেখতে পেলেন না। সা'দের কথা শুনতেই তিনি সেজদায় পড়ে যান। ইনি কাজী আবু জাফর। সেজদা থেকে মাথা উঠালেন। চোখ অশ্রুতে টইটুম্বুর। ঠোঁটে মৃদু হাসি। সা'দের বাযু ধরে ঝাকুনী দিয়ে বলেন, বেটা! জানতাম উনি না এসে পারবেন না।

পাঁচ.

দশদিন পর্যন্ত কাটাজেনা বন্দরে স্পেনবাসী ঈদ আনন্দ করতে লাগল। এ সময়ের মধ্যে ১২ হাজার মোরাবেতীন ফৌজ, রসদ ও ঘোড়ার জাহাজ নোঙর ফেললো। শরহবাসী আমীর ইউসুফকে গভর্নর মহলে ওঠার জন্য আবেদন জানাল, কিন্তু তিনি খোলা ময়দানে সেপাইদের সাথে তাবু গেড়ে রাত কাটাতে লাগলেন। শাসকশ্রেণীর দূত ও ওলামা প্রতিনিধিদের ঠাসা ভীড় তাঁর তাবুতে। তাবুর বাইরে জনতার চাপ। কার সাধ্য তাদের থামাতে পারে। দূত মহোদয়গণ আমীরকে নিরিবিলি পেলেই শাসকবর্গের নিন্দামন্দ গাইতে শুরু করত। আমীর তাদের কথায় কর্ণপাত না করে বললেন-তোমাদের নিন্দামন্দ আর অভিযোগ শোনার জন্য আসিনি আমি। যুদ্ধ কৌশল নিয়ে কোন কথা থাকলে বলতে পারো। তোমাদের শাসকদের নিষ্ঠা ও দেশ প্রেমের পরীক্ষার সময় আসন্ন। অচিরেই সকলকে দুশমনের সামনে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়াতে হবে। পরীক্ষা হবে ঠিক তখনই— কে ভেজাল আর কে খাঁটি। আগত দূতগণ স্ব-স্ব শাসকের পক্ষ থেকে আমীর সাহেবকে উপঢৌকন দিলে তিনি তা গ্রহণ না করে বললেন, আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এ সবের দরকার নেই। খোদা ও তাঁর রাসুলের সাথে তাদের ব্যবহার চমকপ্রদ হলে আমাকে তারা অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে পাবেন। পক্ষান্তরে এর উল্টা হলে হাজার উপঢৌকনেও সন্তুষ্ট হবো না আমি।'

আমীর ইউসুফ কে ইনসাফ-আদলের প্রতিভূ মনে করে নির্যাতিত মানবতা দলে দলে কাটাজেনা বন্দরে সমবেত হয়। আমীর সাহেবের ইমামতিতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই

www.amarboi.org

খোলা ময়দানে পড়া হতো। শহরবাসী তাঁর ইমামতিতে নামায পড়াকে সৌভাগ্য মনে করত। বাদ নামায দূর-দূরান্ত থেকে আগত জনতা তাঁর কাছে পেশ করত ফরিয়াদ। কেউ কেউ বলতো,

'সম্মানিত আমীর! আমার ভাই 'আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ' করার অপরাধে অমুক কারাগারে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছেন। অনেকে অভিযোগ করে বলতো, 'অমুক হাকিম আমার বাপকে কতল করেছে এবং বাজেয়াপ্ত করেছে আমাদের ভূ-সম্পত্তি।'

আমীর ইউসুফ নিপীড়িত মানুষের এসব অভিযোগ ধৈর্য্য সহকারে শুনতেন। অতঃপর মুন্সি দ্বারা অভিযুক্ত হাকিমদের কাছে চিঠি লিখে বিহীত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতেন।

একদা নামায শেষে তিনি তাবুর দিকে পা বাড়াচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক বৃদ্ধা তার জামার আঁচল টেনে ধরে বললেন,

'আয়ে আমীর! আমার ফরিয়াদ শুনে যান।'

কার্টাজেনার বিশিষ্ট পুলিশ অফিসার বৃদ্ধার বাযু ধরে একপাশে সড়িয়ে দিতে গেলে আমীর ইউসুফ বলেন, 'তাকে তার ফরিয়াদ বলার সুযোগ দিন।

বৃদ্ধা হাউমাউ করে কেঁদে বললেন, 'বলুন! আমার পুত্রকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন?'

ঃ'আপনার পুত্র' আমীরের কণ্ঠে এক সাগর পেরেশানী।

বৃদ্ধ খিল খিল করে হেসে বললেন, 'বুঝছি। অন্যান্য লোকের মত আমাকে পাগলী ভাবছেন আপনিও। কিন্তু আমার পুত্রের সন্ধান না দেয়া পর্যন্ত আপনার আঁচল ছাড়ছিনা। বলুন–জলদি।'

বৃদ্ধা পাগলামি বশে আমীরের আচকান খাবলা-খাবলি করছিলেন। পুলিশ অফিসার বলেন, 'আমীর সাহেব! ও একটা আস্ত পাগলী। বছর দুয়েক পূর্বে ওর পুত্র কয়েদখানায় মারা গেছে, কিন্তু তা বিশ্বাস করতে পারছে না আজো।'

'কিন্তু তাঁর অপরাধ? আমীর ইউসুফের ভ্রূ-কুচকানো সন্দিগ্ন প্রশ্ন।

অফিসার মুখ কাচুমাচু করে জওয়াব দেয়, 'স্পেনে শুধুমাত্র অপরাধীদেরই শাস্তি দেয়া হয় না। ঐ নওজোয়ান এমন হাজারো জোয়ানের একজন, হকের আওয়াজ সবার ওপর তুলে ধরার গর্বিত অপরাধে যাকে দুনিয়া থেকে সড়িয়ে দেয়া হয়েছে।'

বৃদ্ধা বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদছিলেন। আমীর সাহেব অশ্রুসজল দৃষ্টিতে বৃদ্ধার পানে তাকান। তাঁর উস্কু-খুস্কু চুলে হাত রেখে বলেন, 'মাগো! আমি আপনার হারানো পুত্র।' অতঃপর তিনি পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে বলেন, 'তাঁকে শহরের নায়েবের কাছে নিয়ে যান। ব্যবস্থা করুন খোর-পোষের। আমার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ভাতা পাবেন তিনি।'

www.amarboi.org

ছয়.

একাদশ দিন।

ইউসুফ বিন তাশফীন সসৈন্যে সেভিলমুখো হন।

সা'দ মায়মুনার থেকে বিদায় নিয়ে ছাউনীতে চলে গেল।

এদিকে মায়মুনা চাকরানীসহ আলমাছের ঘোড়ার গাড়ীতে চাপল। শহরতলীর এক চৌরাস্তার মোড়ে গাড়ী থামলে আলমাছ বললো,

'সৈন্যেরা বোধহয় রওয়ানা করেনি এখনো। বাদিকের সড়ক দিয়ে তারা যাবে।' গাড়ীর ছইয়ের থেকে আলতো ঝুঁকে মায়মুনা বললো, 'বহুত আচ্ছা। এখানে থামো তাহলে। আমরা ওদেরকে দেখে যাব।'

কিছুক্ষণ মায়মুনা প্রশ্ন করলো, 'চাচা আলমাছ! আপনার খেয়াল কি, ওরা এপথেই আসবে?'

আচানক আলমাছ বলে ওঠল, 'নাও বেটি দেখে নাও। সৈন্যরা ঐ যে আসছে।' ছইয়ের পাতলা পর্দা থেকে মায়মুনা তাকালো সেদিকে। অগ্রবাহিনীতে জনৈক সৈন্যের অবয়ব ওর দৃষ্টিতে ভেসে ওঠলে আলমাছকে বললো,

'চাচা ওকে ডেকোনা যেন।'

আলমাছ বললো, 'বেটি! ওর দৃষ্টি ঈগলের চেয়েও তীক্ষ্ম।'

অগ্রবাহিনীতে সাহারা মরুর কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্যরা রয়েছে। আমীর সাহেব সকলকে দিক-নির্দেশনা দিয়ে অগ্রে চললেন। ধুলিঝড় উড়িয়ে চললো তৌহিদের নিশান বরদাররা। আচানক এক সওয়ার আলমাছের কাছে এসে বললো, 'চাচা আলমাছ! তোমরা এখনো যাওনি?'

'তোমাদের ফৌজ দেখার খায়েশে দাঁড়িয়ে আছি।'

ছইয়ের থেকে মাথা বের করে স্বামীকে লক্ষ্য করে মায়মুনা বললো,

'আমার ধারনা ছিল-আপনি আমাদের ঠাহর করতে পারবেন না।'

সা'দ হেসে বললো, 'তোমার ধারনা ভুল মায়মুনা। আমার ধারনা ছিল, তুমি অবশ্যই পথিমধ্যে গাড়ী থামাবে।'

চুপ হয়ে গেল দু'জনেই। মায়মুনা বললো এক সময়, 'আপনার সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু। যান, ওরা বহুদূর চলে গেছে।'

'আমি খুব শীঘ্র তোমার কাছে ফিরে আসব মায়মুনা।' সা'দ কথা শেষ করে ঘোড়া পদাঘাত করলো।

দ্রুত গতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে সা'দ সৈন্যদের ভীড়ে হারিয়ে গেল। মায়মুনা তাকিয়ে রইল সৈন্যদের দিকে। আলমাছ বললো, দেখছো বেটি! অনেক ফৌজ মাথায় কাফনের

www.amarboi.org

কাপড় বেধে ময়দানে চলছে। বর্ণবাদের হিংসা দু'পায়ে দলে কৃষ্ণাঙ্গ-শেতাঙ্গ ফৌজরা কি করে গায়ে গায়ে মিলে চলেছে। অতঃপর আলমাছের দৃষ্টিতে ভেসে ওঠল আমীরের অবয়ব, কুদরত যাকে ডুবন্ত এক জাতিকে বাঁচানোর জন্যে স্পেনে পাঠিয়েছেন।

আলমাছ চিৎকার দিয়ে বললো, 'মায়মুনা দেখ, ঐ যে আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন।

মায়মুনা মনে মনে বলছিলো, 'স্পেনের মহাপোকারী হে! আমার কওমের লাখো বেটি তোমার পথচেয়ে বসে আছে। খোদার রহমত যেন সর্বদা তোমাকে ঘিরে থাকে।'

'বেটি! এদিকে তাকাও! উনি সায়ের বিন আবুবকর। সা'দের অন্তরঙ্গ বন্ধু। মরক্কোর সেপাইরা তাঁকে নিয়ে গৌরবান্বিত।'

মায়মুনার মনের গহীন থেকে দোয়া আসছিল, 'ভাই আমার! খোদা তোমার সহায় হোন।'

'সৈন্যদের সব মোর্চা দেখতে বেশ সময়ের প্রয়োজন। তোমাকে পৌছে দিয়ে আমি মুজাহিদদের কাফেলায় শরীক হতে চাই।'

'আচ্ছা চাচা। গাড়ী চালান।'

আলমাছ ঘোড়ায় চাবুক হানল। দ্রুত চললো গাড়ী গ্রানাডা মুখে।

www.amarboi.org

যাল্লাকা প্রান্তরে

পথিমধ্যে উৎফুল্ল জনতা নারা দিয়ে ইউসুফ বিন তাশফীনকে অভ্যর্থনা জানায়। অভ্যর্থনা জানায় মোরাবেতীন ফৌজকেও। মুতামিদের পুত্রসহ সরকারি অফিসাররা জনতার কাতারে দাঁড়িয়ে উষ্ণ অভিনন্দন জানান। সেভিলের উপকণ্ঠে এ ফৌজ উপনীত হলে হাজারো নারী পুরুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। মুতামিদের সভাসদবর্গও বের হন। সেভিল প্রাসাদে আমীরের থাকার ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু তিনি ফৌজের সাথে খোলা ময়দানে থাকতে স্থির করলেন।

এ সময় আল-ফাঞ্চো যারাগোজা অবরোধ করেছিল। আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন তার নামে ফরমান লিখেন—

'শুনলাম তুমি নাকি স্পেন জয় করে আফ্রিকা দখল করতে চাও। আমি ওখানে তোমার প্রতীক্ষা করতে না পেরে স্পেনে চলে এসেছি। এক্ষণে তোমার সামনে তিনটি রাস্তা খোলা আছে—

১. ইসলাম গ্রহণ করো।

২. মেনে নিতে না পারলে জিযিয়া দিতে হবে।

৩. এটাও যদি মেনে নিতে না পারো, তবে জেনে রেখ! তলোয়ারই ফায়ছালা করবে তোমার আমার বিবাদ।'

শক্তিদর্পে বিভোর আল-ফাঞ্চো ইউসুফের পত্রের জবাব দিল—

'মৃত্যুর স্বাদ নিতে তোমাকে স্পেনে না এলেও চলত। স্পেন আমার। দুনিয়ার কোন শক্তিই একে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তোমার সিপাইরা মৃত্যুবিমুখ না হলে এখনও সময় আছে সসৈন্যে ফিরে যাও।'

উক্ত পত্রের শেষের দিকে আল-ফাঞ্চো মুতামিদের শানে মানহানিকর কথা লিখেছিল। আমীর ইউসুফ তাশফীন দরবারে তা পেশ করলে তোষামুদে কবি সাহিক্যকদের মর্মে আঘাত করে। আমীর সাহেব পাল্টা জওয়াব লিখতে নির্দেশ দিলেন তাদের।

পর দিন। কবি ও সাহিত্যকগণ গাদা গাদা কাগজ লিখে আমীরের কাছে পেশ করল।

তিনি বলেন, 'এগুলো কি?'

'আলীজাহ! সেভিলের নামজাদা কবিবর্গ আল-ফাঞ্চোর পাল্টা জবাব লিখেছেন এতে। পড়ে দেখতে পারেন। আপনার পছন্দনীয় জবাব পাঠানো হবে। আমি পড়ে

www.amarboi.org

শুনাব? ইউসুফ বিন তাশফীন গোস্বাভরে সভাদসগণের দিকে তাকান। কাতেব খানিকটা সাহস করে বললো, 'হুযুর! এ জবাবটি দরবারস্থ মশহুর কবি সাহেব লিখেছেন।'

'আল-ফাঞ্চোর পত্রের জবাবে তোমরা কবিতা লিখেছ?'

'হ্যাঁ হুযুর! ঐ কবি সাহেব একাই তিনশো কবিতা লিখেছেন। তন্মধ্যে একশো আশিটা আমি কেটে দিয়েছি।'

জনৈক কবি দাঁড়িয়ে বললো, 'হুযুর! আপনি এজাযত দিলে স্বরচিত কবিতাগুলো পড়ে শোনাতাম। আমীর সাহেবের এজাযতের তোয়াক্কা না করে তিনি আবৃত্তি করতে লাগলেন।

কবির বাচন ভঙ্গি, ছন্দবদ্ধ পদ্য, গোফ দুলানো উক্তি, আল-ফাঞ্চোকে দেয়া গালির মাথামুন্ডু কিছুই অনুধাবন করতে পারলেন না ইউসুফ বিন তাশফীন।

কবি সাহেব আবৃত্তি করে চলছে। কার সাধ্য তাকে থামায়। মুখে ফেনা তুলেছেন তিনি। আমীর ইউসুফ হাত উঁচু করে বলেনঃ 'ব্যাস ব্যাস! অনেক হয়েছে।

কবি সাহেব মনোক্ষুন্ন হয়ে বসে পড়লেন। কাতেব আরেকটি পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে বললো, 'এ চরনগুলো শাহী প্রকাশনী বিভাগের আটজন কবির লেখা। তারা পরস্পরে আলোচনা-পর্যালোচনা করে লিখেছেন। সুলতান মুতামিদ নিজে করেছেন এর সম্পাদনা। আপনার পছন্দ হবে নিশ্চয়। কাতেব পড়তে লাগল। ইউসুফের ধৈর্য্যের বাধ ভেঙ্গে গেল। অবশিষ্ট কাগজগুলো দেয়ালে ছুঁড়ে মেরে তিনি বললেন, 'তাবৎকালের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কাগজ কালির ব্যবহার তোমাদের চেয়ে বেশি আর কেউ করেছে কিনা জানিনা। তোমরা দুনিয়াতে বসবাসের উপযুক্ত নও। দুশমন তলোয়ার শান দিচ্ছে আর তোমরা শান দিচ্ছে কবিতায়। আল-ফাঞ্চোর দেয়া পত্রটি পেশ করো। ঐ পত্রের এক কোণে ইউসুফ বিন তাশফীন ছোট্ট করে লিখলেন—

'সময় এলে তুমি সব কিছুই দেখতে পাবে।'

দুই.

আল-ফাঞ্চো তার বিক্ষিপ্ত সৈন্যদলকে এক স্থানে জমায়েত হতে নির্দেশ দিল। তুলে নিল যারাগোজার অবরোধ। অগ্রসর হলো টলেডোয়। সান-সেবাষ্টিয়ান, আন্ডোরা, লাকরুনা, বর্সিলোনা, পোর্টডরো ও লিওয়ানের প্রশাসকরা ছাড়াও ফ্রান্স-ইটালীর রাজাদ্বয় তার পতাকাতলে সমবেত হলো। টলেডোতে উপনীত হলে সে পঙ্গপালের মত সুবিশাল সৈন্যের দিকে তাকিয়ে আল-ফাঞ্চো বললো,

'এ ফৌজ নিয়ে আমি জিন-ইনসান এমনকি আসমানের ফেরেশতাদের সাথেও টক্কর দিতে পারব।'

তার পদব্রজী ও সওয়ারের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের মত। বেশ কিছু ঐতিহাসিকের মতে আশি হাজার।

www.amarboi.org

আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন সেভিল থেকে কোচ করেন। ভেলাডোলিডের সন্নিকটস্থ যাল্লাকা প্রান্তরে উভয় সৈন্যরা ফেলে ছাউনী। ভেলাডোলিড, সেভিল, যাল্লাকা ও গ্রানাডার মুসলিম শাসকরা সসৈন্যে ইউসুফের পতাকাতলে সমবেত হন। আলীক্যান্ট ও মার্সিয়া শাসকদের খ্রিস্টানরা ধমকি দিয়েছিল। যদ্দরুন তারা এ যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। অবশ্য তারা সাধ্যমত ছোট ছোট সেনাদল ইউসুফের সাহায্যে পাঠিয়েছিলেন।*

মোরাবেতীন ও মুসলিম শাসকের সৈন্যের চেয়ে খ্রিস্টান সৈন্য প্রায় তিনগুন ছিল। আফ্রিকা আর স্পেন সৈন্যের ছাউনী তিন মাইল প্রলম্বিত। তাদের মাঝে আড় হয়েছিল একটি পাহাড়।

হিজরী ৪৮০ সনের রমযান মাস।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে মুসলিম সৈন্যেরা ঈসায়ীদের ওপর চড়াও হবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আল-ফাঞ্চো আমীর ইউসুফকে পত্র মারফত জানাল, কাল তোমাদের পবিত্র দিন জুমা। একদিন পর রবিবার। পবিত্র দিন আমাদের। সুতরাং শক্তি পরীক্ষার জন্য সোমবার ময়দানে নামলেই ভালো। ইউসুফ বিন তাশফীন মেনে নিলেন একথা। কিন্তু মুতামিদ বললেন, এটা ওদের একটা চালমাত্র। আপনি সর্বাবস্থায় হুঁশিয়ার থাকবেন।

শুক্রবার।

জুমার নামাযে কাতারে সোজা করে নামাযে দাঁড়াল মুসলিম বাহিনী। অকস্মাৎ পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নেমে এলো ঈসায়ী ফৌজ। করল প্রচন্ড হামলা। মুতামিদের শংকা বাস্তবে রূপ নিল। তিনি পূর্বে হতেই সেভিলের ফৌজ সতর্কাবস্থায় রেখেছিলেন। কিন্তু ঈসায়ীদের প্রচন্ড হামলায় তাদের পা নড়বড়ে হয়ে গেল। পালিয়ে গেল সেভিল ফৌজ ভেলাডোলিডের দিকে।

শাসকশ্রেণীর মাঝে একমাত্র মুতামিদই ময়দানে খাড়া রইলেন ইস্পাত কঠিন। সেভিল রাজের এহেন দুঃসাহিসকতায় পলায়ন পর ফৌজ ফিরে পেল প্রাণ। তুমূল লড়াইতে নামল তারা। স্পেনীয় ফৌজের মোকাবিলায় লাকরুনার সেপাইদের যথেষ্ট মনে করে আল-ফাঞ্চো পাহাড় ঘুরে আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনের মধ্য ও ডান-বামের সৈন্যদের ওপর হামলা করল। ততোক্ষণে মোরাবেতীন বীরেরা যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। যুদ্ধের প্রচণ্ডতায় পা নড়বড়ে হলোমোরাবেতীনদের। মুসলমানদের দুর্বলতা দেখে ঈসায়ীদের সাহস বেড়ে গেল। ফ্রান্স ও লিওয়ানের সৈন্যরা আফ্রিকানদের অগ্রে হামলা করে একেবারে মধ্য সারিতে পৌঁছে গেল।

জয় নিশ্চিত ভেবে তৃপ্তির ঢেকুর তুললো ঈসায়ীরা। অন্য দিকে এক সাগর হতাশা নিয়ে কোনক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল সেভিল ফৌজ। লাকরুনার সৈন্যরা তাদেরকে বললো, 'তোমাদের মিত্রশক্তি পালিয়েছে। হাতিয়ার ফেলে দাও। আত্মহত্যার পথ বেছে নিও না।'

---

* টীকাঃ মুসলিম ইতিহাসবেত্তারা বলেছেন, ঐ সিকদের মতে স্থানটির নাম সিয়েরা লিউস।

www.amarboi.org

এ নাযুক পরিস্থিতিতে এক ব্যক্তি জয়ের আশাবাদী ছিলেন। তিনি ইউসুফ বিন তাশফীন। আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান ইউসুফ তার জেনারেলকে বলেন, 'সায়ের! এ যুদ্ধ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই শেষ হয়ে যাবে। ফৌজকে অগ্রসর হতে বলো। সা'দকে বলো- তার ফৌজ নিয়ে সেভিল সৈন্যের দলভারী করতে-আমি পাহাড়ের অপর পার্শ্বে যাচ্ছি।'

ইউসুফ বিন তাশফীন পিছনের পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। দীর্ঘ চক্কর দিয়ে পৌছেন দুশমন ফৌজের পিছনে। বার্বারী ফৌজ মুহূর্তে দুশমন ছাউনীর রক্ষীদের কচুকাটা করে। আগুন লাগিয়ে দেয় ওদের তাবু ও রসদ ভান্ডারে। অতঃপর তারা রণাঙ্গনে ফিরে আসে। অকস্মাৎ ঝাপিয়ে পড়ে শত্রু ডান দিক দিয়ে।

ততোক্ষণে সা'দ তার সৈন্য নিয়ে সেভিল ফৌজে শরীক হয়। যথাসাধ্য প্রতিহত করতে থাকে লাকরুনার ঈসায়ী ফৌজকে। আচানক ডান দিক থেকে পাঁচশ সেপাই নারা দিয়ে দুশমনের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। সওয়ারের বিরাট একটা অংশ হামলা করে বাদিক থেকে। ওরা আলীক্যান্ট, মার্সিয়া, গ্রানাডা ও আল ফাজারার স্বেচ্ছাসেবী। সা'দ এদের সালারকে দেখামাত্রই চিনে ফেলে। ঘোড়া নিয়ে সালারের কাছে গিয়ে ও বলে, 'আব্বাজান! এ ভারী বয়সে আপনার ময়দানে আসার দরকার ছিলনা।

আব্দুল মুনয়িম মুচকি হেসে বলেন, 'আমি এখনো বুড়িয়ে যাইনি বেটা। এমন একটা দিনের আশায়-ই কয়েদখানায় নিচ্ছিদ্র কুঠরীতে কালক্ষেপণ করছিলাম।

আচানক বর্মাচ্ছাদিত আহমদের দিকে নযর পড়ল ওর। আহমদ এক ঈসায়ীর সাথে লড়ছে। ভারী বর্মায় আঘাত করে খ্রিস্টান সৈন্য তেমন একটা যুৎ করতে পারছিল না। ঈসায়ীর এক সঙ্গী নেযা উঁচিয়ে তেড়ে এলো। ঘোড়ার গতি ঘোরালো সা'দ। তেড়ে আসা নেযাবাজ ওর তলোয়ারের আঘাতে হলো দু'টুকরা। আরেক সৈন্য সা'দের ওপর চড়াও হলো, কিন্তু ওর মামুলি আঘাতে 'ঈশ্বর ইশ্বর' করতে করতে ভূতলে লুটিয়ে পড়লো সে। আহমদ তাকাতেছিল সা'দের দিকে। আচনক জনৈক সেপাই ওকে লক্ষ্য করে এগিয়ে এলো। সা'দের আঘাতে ঈসায়ীর তলোয়ার ভেঙ্গে গেল। খালী হাতে সে পালাতে লাগলো উর্দ্ধশ্বাসে। সা'দ ওর পিঠ লক্ষ্য করে মারলো বর্শা। গগণ বিদারী চিৎকার শোনা গেল মাত্র। শেষ হয়ে গেল ঈসায়ীর এ জগতের সফর।

অতঃপর সা'দ আহমদকে লক্ষ্য করে বললো, 'আরে কবি সাহেব যে! তুমিতো দেখছি সত্যি সত্যিই জাদরেল সেপাই হয়ে গেছ। তা তোমার ঘোড়া কৈ?'

'আহত হয়েছে।'

সা'দ বললো, 'ঐ দেখ তোমার ঘোড়া আসছে।'

অদূরে এক ঈসায়ী সেপাই জনৈক বার্বারীর সাথে লড়ছিল। ঘোড়ার গতি সা'দ ওদিকে করল। সাঁ করে নেযা ঢুকাল ওর পীঠে। আহমদ দৌড়ে এসে ধরল ঘোড়ার লাগাম। এক লাফে চড়ল তাতে।

'ঘোড়াটি পছন্দ হয়েছে তোমার?' সা'দ মুচকি হেসে বলে।

www.amarboi.org

'ভায়ের তোহ্ফায় অপছন্দের কি আছে?'

'হাসান এসেছে কি?

'হাসান, ইদ্রীস, আব্বাজান ও আলমাছ কেউই বাকী নেই। হাসান আল-ফাঞ্জোকে তালাশ করছে।

'তোমার সাথীদেরকে রণাঙ্গন ছাড়তে বলো। আমরা ওদের অগ্রসর হতে দিয়ে সুবর্ণ সুযোগের আশায় থাকতে চাচ্ছি।'

যুদ্ধের পট পরিবর্তন দেখে আল-ফাঞ্জো বার্সিলোনার ফৌজ নিয়ে এখানে এলো। স্পেনীয় মুসলমানরা মরিয়া হয়ে লড়ছিল তখন। মুতামিদ মারাত্মক যখমী হওয়া সত্ত্বেও বীরদর্পে লড়ে যাচ্ছিলেন। সেভিলের যে সব সৈন্য ভগ্নোৎসাহ হয়ে ভেলাডোলিডের পথ ধরেছিল, মুতামিদের পতাকাতলে এসে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ে গেল সকলেই।

তিন.

পাহাড়ের অপর পার্শ্বে তুমুল লড়াই চলছিল। আল-ফাঞ্জোর বিশ্বাস, ইউসুফ বিন তাশফীনের পা নড়বড়ে হলে শুধু রোম উপসাগরের তীরে নয় বরং গোটা স্পেন তার হাতের মুঠোয় চলে আসবে। আফ্রিকার ফৌজ স্পেনবাসীর শেষ ভরসা। এরা দমে যুদ্ধ করলে তার আশার গুড়ে বালি। এ জন্য সে পূর্ণশক্তিতে ময়দানে এসেছে। প্রাথমিক বিজয়ে তার ঠোঁটে জেগে ওঠল পরিধি বাড়ানো হাসি। কিন্তু সে হাসি ঠোঁটেই বিলীন হয়ে গেল। আনন্দ স্ফীত ললাটে দেখা দিল বেশ ক'টি ভাজ। ছাউনী জ্বলছে। জ্বলছে খাদ্য ভান্ডার। সর্বোপরি ইউসুফের মরনজয়ী মোরাবেতীন ফৌজ অনুপ্রবেশ করেছে তাদের ঠিক মাঝ কাতারে। সে ভাবল, যুদ্ধকার্য আসলে এতটা সহজ নয়। সায়ের বিন আবুবকর অভিনব কায়দায় মধ্যবর্তি বার্বারী সেনাদেরকে নিয়ে দুশমনের বাম দিকের সৈন্যদের মাঝে ঢুকে পড়েন। এখানে ফ্রান্সের বিশিষ্ট নাইট সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু বিদ্যুৎ গতির বার্বারী ফৌজকে রুখবার মত শক্তি ছিলনা তাদের। হাজার লাশের স্তুপ মাড়িয়ে সায়ের বিন আবুবকর আমীর ইউসুফের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন।

ইত্যবসরে আরো এক বার্বারী জেনারেল তার অধীনস্ত সেনাকে দু'ভাগে ভাগ করে শত্রুর পিছন দিক দিয়ে হামলা করেন। খ্রিস্টান বাহিনী পড়ে গেল গ্যাড়াকলে। পাল্টা হামলা চালালো তারাও। মোরাবেতীন ফৌজ আরেক বার পিছু হটলো। কিন্তু হতাশাজনক একটি খবরে আল-ফাঞ্জো বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ল। লাকরুনার ফৌজ সেভিল ফৌজের হাতে পরাভূত হয়ে পলায়ন করছিল। সা'দ তড়িৎ গতিতে মোরাবেতীনদের সাথে এসে মিললো। এক্ষণে খ্রিস্টান বাহিনীর চারদিকেই মুসলিম ফৌজ।

www.amarboi.org

সন্ধ্যার দিকে শত্রু মনে মুসলিম বিভীষিকা ছেয়ে গেল। মোরাবেতীনদের ফৌজ এসময় বাজালো উত্তেজনাকর রণ-সংগীত। আফ্রিকানদের উত্তেজনা বেড়ে গেলো বহুগুনে। আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ ফৌজ বিপুল বীক্রমে শত্রুদের পিছন দিয়ে হামলা চালালো। আধাক্রোশ ভাগিয়ে দিল খ্রিস্টানদের। কৃষ্ণাঙ্গদের প্রচন্ড হামলায় নাইট বাহিনী পালালো যেদিক পারল সেদিক।

ইউসুফ বিন তাশফীন চিৎকার দিয়ে বললেন, 'চূড়ান্ত আঘাত হানার সময় এসেছে।'

মুহূর্তে এ আওয়াজ গোটা সৈন্যদের কানে গুঞ্জন তুললো। মোরাবেতীনরা টর্নেডো গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর ওপর। যুদ্ধের প্রচন্ডতায় শত্রুরা ভগ্নোৎসাহ হলো। আল-ফাঞ্চো হারাল তার অর্ধেক ফৌজ। মরুচারীদের প্রতিহত করার নীতি জানত না আল-ফাঞ্চো। আমীর নয়া তরিকায় সৈন্য সাজালেন। পদব্রজীরা অন্ধকারে অদৃশ্য হলো। সওয়ার পশ্চাদ্ধাবন করল শত্রুর। সওয়ারদের নেতৃত্ব থাকলো সায়েরের ওপর। এদের সাথে ছিলেন জনৈক বার্বরী জেনারেল। একেবারে মাঝখানে ছিলেন খোদ ইউসুফ বিন তাশফীন। চক্রাকারে ঘুরে ইউসুফ বাহিনী দুশমনকে ভাগাতে লাগলেন। আল-ফাঞ্চো আঁচ করতে পারল, এই বার শুরু হয়েছে মরুচারীদের মূলযুদ্ধ। খ্রিস্টানদের প্রদব্রজী বাহিনী পিছে ছিল। আল-ফাঞ্চো জানে না তাদের পরিণাম। ঈসায়ীরা মুসলিম অবরোধ থেকে বেরুতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সক্ষম হলো না। বার্বারী ও কৃষ্ণাঙ্গরা তাদেরকে সামনে হাঁকিয়ে নিতে লাগল।

আফ্রিকান মুজাহিদীদের মত তাদের ঘোড়াও ছিল লৌহ কঠিন। তাদের ঘোড়ার দ্রুততার একটা কারণ এও ছিল যে, বার্বারীরা বর্ম ও অন্যান্য ভারী অস্ত্র নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপত না। পক্ষান্তরে আল-ফাঞ্চোর সিংহভাগ সেপাই বর্ম, লৌহবুট, গদা ও অন্যান্য ভারী অস্ত্র নিয়ে ঘোড়ায় চাপত। সংগত কারনে তাদের ঘোড়া খানিক চলতেই হাঁপিয়ে ওঠত।

সূর্য ডুবেছে অনেকক্ষণ। গাযীরা থলে থেকে খেজুর বের করে চিবোতে লাগলেন। খেজুর খেতে খেতে তারা দুশনকে হাঁকাচ্ছিলেন।

যুদ্ধের পূর্বে আল-ফাঞ্চো বলেছিল, দুশমনকে পরাভূত করে চাঁদনী আলোতে আমরা ওদের পশ্চাদ্ধাবন করবো। অথচ এক্ষণে ওদের কাংঙ্খিত সেই চাঁদ ওদের দিকে তাকিয়ে ধিক্কারের হাসি হাসতে লাগল। খ্রিস্টানদের ডান বাম থেকে বার্বারীরা আর পিছন থেকে স্পেনীয় মুজাহিদরা হাঁকাচ্ছিল। দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল দুশমনের লাশ। বিশাল পথ পাড়ি দিতে গিয়ে এক সময় হাঁপিয়ে ওঠল বার্বারীদের ঘোড়া, অবশ্য ততোক্ষণে আল-ফাঞ্চোর হাজার সেপাই পিছে পড়েছে।

আল-ফাঞ্চো তার বাঘা বাঘা জেনালের ও নাইটদের হারাল। গভীর রাতে দেখা গেল তার পঞ্চাশ হাজার সেপাইর বাকী আছে মাত্র চার হাজার। প্রতি কদমে কমে আসছিল তাও। তাদের চলার পথে এমন কোন উপত্যাকা ছিল না যাতে আত্মগোপন করে জীবন বাঁচানো যায়।

www.amarboi.org

সামনে টেগ্রোস নদী। তাই আফ্রিকা ফৌজ দ্রুত অগ্রসর হয়ে ওদের ঘিরে নিতে চাইল। আচানক আফ্রিকা সওয়ারদের লক্ষ্য করে ছুটে এলো দু'শো সওয়ার। ক্ষিপ্রতায় মনে হচ্ছিল, ওরা তাজাদম। সায়ের বিন আবু বকর পূর্বেই হুঁশিয়ার হয়েছিলেন। সাথীদের লক্ষ্য করে বললেন, 'এখন আর পশ্চাদ্ধাবনে কাজ নেই। ওদের ঘোড়া তাজাপ্রাণ মনে হচ্ছে। তারচেয়ে চলো নদীর তীর দখল করি। সায়েরের সঙ্গীরা খ্রিস্টানদের পূর্বেই নদী তীর দখল করল। খ্রিস্টান বাহিনী তিনশো গজ দূরে থাকতেই এরা নারায়ে তাকবীর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ততোক্ষণে ডান বামের বার্বারী ফৌঝও এসে মিল এদের সাথে। ঘন্টা খানেকের মধ্যে আল-ফাঞ্চোর দু'হাজার সওয়ার মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে গেল।

কার্ডিজের নাইট বীরত্বের সাথে লড়ে নদী তীরে পৌঁছুল। কালবিলম্ব না করে ঝাঁপ দিল খরস্রোত নদীতে। মুজাহিদরা এ জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল আগে ভাগেই। কিন্তু আমীর বললেন, না না তার পিছু নিও না। তোমরা তোমাদের জিম্মা আদায় করেছ। ওপারে দুশমন ওঁৎপেতে থাকতে পারে।

আল-ফাঞ্চোর নিরুৎসাহ সেপাইদের কেউ কেউ মুসলিম তীরন্দাযদের তীরাঘাতে শেষ হলো। বাদবাকীরা ভারী অস্ত্র সহকারে ডুবলো টেগ্রাসের অথৈ পানিতে। নদী সাঁতরে ওপার গিয়ে আল-ফাঞ্চো তার সৈন্যের ওপর জরিপ লাগিয়ে দেখল বেঁচে আছে মাত্র শ পাঁচেক সেপাই। এদিকে মুসলিম শহীদানের সংখ্যা মাত্র তিন হাজারে দাঁড়িয়েছিল।

যুদ্ধ শেষ। সায়ের বিন আবু বকর পরে শরীক হওয়া সৈন্যদের খবর নিয়ে জানলেন, ওরা আলীক্যান্ট ও গ্রানাডার স্বেচ্ছাসেবী। এদের সাথে পরিচিত হবার পর সায়ের দলপতিকে লক্ষ্য করে বললেন—

'আমার ধারনা ছিল, তোমরা পার্শ্ববর্তি চৌকি থেকে দুশমনের মদদে এসেছো। তোমাদের অশ্বের ক্ষিপ্রতায় আমি মোহিত হয়ে পড়েছিলাম।' আলীক্যান্টের দলপতি বললো, 'আমরা ছোট-খাটো আরেকটি অভিযান শেষে যাল্লাকা ময়দানে উপনীত হয়েছিলাম। আমাদের ঘোড়াগুলোর পূর্ণ ক্ষিপ্রতা দেখলে আপনার মোহতান বাড়তো আরো।'

সায়ের কথা বলছিলেন দলপতির সাথে, আচানক সা'দ 'হাসান-হাসান, বলে দলপতিকে জাপটে ধরল।'*

---

* টিকা ঃ (১) এক সূত্র মতে আল-ফাঞ্চোর মাত্র ৫ জন সেপাই বেচেছিল। জনৈক ঐতিহাসিক যাল্লাকা প্রান্তরের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে চিত্তাকর্ষক একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। 'স্পেনের আমীর ইউসুফ বিন আশফীনের আগমনের পর একরাতে আল-ফাঞ্চো স্বপ্নে দেখল, সে এক হাতীপৃষ্ঠে সওয়ার। হাতিটির পার্শ্বদেশে দু'টি বিশাল ঢোলবাধা আছে। চলার সময় শুঁড় দিয়ে ঐ ঢোল দু'টিতে আঘাত করত হাতিটি। এতে ভয়ালো আওয়াজের সৃষ্টি হত।'

আল-ফাঞ্চো ঈসায়ী পাদ্রীদের কাছে স্বপ্নের তাবীর জানতে চাইলে তারা অপরাগতা প্রকাশ করল। শেষ পর্যন্ত আল-ফাঞ্চো জনৈক ঈসায়ীকে টলেডস্থ এক মুসলিম স্বপ্ন বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠায়। তাকে বলে দেয়-বিশেষজ্ঞকে আমার নাম বলবে না। ইসায়ী টলেডো এসে ঐ বিশেষজ্ঞের কাছে স্বপ্ন প্রকাশ করে বললো, আমি এ ধনের একটা স্বপ্ন দেখেছি। এখন এর তাবীর বলুন।

টলেডোর বিশেষজ্ঞ তার দিকে তাকিয়ে বললেন-এ স্বপ্ন তোমার হতে পারে না। সম্ভবত এমন কোন বাদশাহর স্বপ্ন যাকে অচিরেই আসহাবে ফিলের মত সদল বলে ধ্বংস হতে হবে।

www.amarboi.org

সায়েরকে লক্ষ্য করে সা'দ বললো, ও আমার ভাই।'

সায়ের বিন আবু বকর হাসানের সাথে মুসাফাহা করলেন। সা'দ অন্য এক দলপতির পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললো, ওর নাম আহমদ-আমার মেঝ ভাই-মুতামিদ ও রমিকিয়ার শানে লেখা ওর কবিতা হয়ত পড়ে থাকবেন। এর নাম ইদ্রীস বিন আব্দুল জব্বার। আমর অন্তরঙ্গ বন্ধু ... ইনি হচ্ছেন চাচা আলমাছ। এভাবে সা'দ তার প্রিয়জনের পরিচয় পর্ব শেষ করল। সবশেষে আহমদকে বললোঃ 'আহমদ! আব্বাজান কৈ? তাকে দেখছি না যে?'

'তিনি তো আমাদের সাথেই ছিলেন।'

ভাইদের নিয়ে ও বাপের তালাশে বের হলো। সায়েরও গেলেন ওদের সাথে। আব্দুল মুনয়িম এক আহত সেপাইর যখমে পট্টি বাঁধছিলেন। সকলে এসে তাঁর পার্শ্বে জমায়েত হলো। তিনি পট্টি বেঁধে ওঠলে সা'দ বললো, 'আব্বাজান। ইনি নৌ-বাহিনী প্রধান সায়ের বিন আবু বকর। উনি আপনার সাথে মোলাকাত করতে আগ্রহী।'

আব্দুল মুনয়িম নৌ-বাহিনী প্রধানের সাথে প্রীতিভরে মোসাফাহা করলেন। বার্বারী গোত্রের বেশ কিছু অফিসার গৌরবান্বিত এক বাপের সামনে এসে জড়ো হলেন। তাদের উৎসুক দৃষ্টি বলছিলো' সাবাশ তুমি হে পিতাঃ! যার ঔরসে সা'দ, আহমদ ও হাসানরা জন্ম হয়।'

www.amarboi.org

নবচেতনা-নব বুলবুল

যাল্লাকা শহীদদের খুন দ্বারা স্পেন ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সূচনা হল। বিজয় সংবাদ গোটা স্পেনে খুশীর বন্যা বয়ে যায়। সকলের মুখে ইউসুফ বিন তাশফীনের নাম। মসজিদে মসজিদে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। যে সব আমীর-উমরারা তাঁর সাথে যুদ্ধে শরীক হয়নি-একে একে তাঁর দরবারে জমায়েত হতে থাকে।

যাল্লাকা ময়দানে কিছুদিন অবস্থান করে তিনি সেভিলমুখো হন। ওলামা-মাশায়েখের একদল তার সফরসঙ্গী হন। পথিমধ্যে জনপদের লোকজন জানায় উষ্ণ সম্বর্ধনা।

ইউসুফ বিন তাশফীন সেভিলে পৌছুলে শহরবাসী তাকে ঘিরে ধরে। এক নজর দেখার আশায় সকলের মাঝে সেকি প্রতিযোগিতা। উৎকর্ণ জনতার ঠাসা ভীড়। কার সাধ্য থামাতে পারে তাদের। স্পেন শাসকগণের দেহে চোখ ঝলসানো রেশমী কাপড়ের আচকান। তাদের ইয়াবড় পাগড়ী মনি-মানিক্য খচিত। এমনকি তাদের ঘোড়ার লাল সালু ও বঞ্চিত হয়নি মনি-মানিক্যের ছোঁয়া হতে। কিন্তু ইউসুফ বিন তাশফীনের সাদা মাটা তালি দেয়া আচকান সকলকে করে বিমুগ্ধ। পুষ্পমালা তাঁর গলে পড়িয়ে দিতে আসে ওরা। কেউ তাঁর পদচুম্বনে হয় লিপ্ত।

উৎসুক জনতা অকৃত্রিম ভালবাসা আর অভিনন্দন জানাতে কার্পন্য করে না এতটুকু। পুষ্প ছিটানো রাজপথে খোদা পথের সৈনিক চলছেন অবনত মস্তকে। খেয়াল নেই যেন তার এসবে। ঠাসা ভীড়ে অগ্রসর হতে পারছিল না তার বিজয় রথ। শেষ পর্যন্ত কর্তব্যরত পুলিশের সহায়তায় রাজ প্রাসাদে যেতে থাকেন তিনি। পথিমধ্যে পুলিশের ধাক্কায় এক বৃদ্ধ মুখ থুবড়ে পড়েন। ইউসুফ বিন তাশফীন ঘোড়া থেকে নেমে হাটু গেড়ে বসে তাকে দাঁড় করান। তিনি পুলিশকে লক্ষ্য করে বলেন, 'আমার দেহরক্ষীদের দরকার নেই। তাঁর এ চমৎকার ব্যবহারে জনগণ এমনিতেই রাস্তা ছেড়ে দাঁড়ায়। সঙ্গীদের নিয়ে তিনি বেশ সামনে চলে গেছেন, অথচ শাসকগণ জনতার চাপে পড়ে গেছে তার থেকে অনেক দূরে। শাসকদের ক্ষোভে চুল ছিড়তে ইচ্ছা হলো, 'কি আকর্ষণ আছে লোকটার মধ্যে! আমরা দেশের শাসনকর্তা অথচ আমাদের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখছেনা। ইতিহাসের সামান্য একটা ঘটনা মানুষের মাঝে এমন পরিবর্তন এনে দিল!' অগ্রে গমনকারীরা নারা দিচ্ছে। পিছনের লোকজন তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে নিস্পলক নেত্রে।

আমীর ইউসুফের কাফেলা সেভিলের জাতীয় মসজিদের সামনে এসে দাঁড়াল। দরজা পেরিয়ে সিড়িতে দাঁড়ালেন তিনি। মসজিদ চত্বর লোকে-লোকারণ্য। আমীর

www.amarboi.org

সাহেব হাত নেড়ে সকলের অভিনন্দনের জওয়াব দেন। সকলেই যেন খুশীর তোড়ে আকাশ মাথায় তুলছে। আমীর ইউসুফ কিছু বলতে পারেন ভেবে জনতা চুপ করল ... আমীর সাহেবের কণ্ঠে ঝংকৃত হলো—

'ব্রাদারানে মিল্লাত! মোহতারাম বুযুর্গানে দ্বীন! আমি এ সম্মানের যোগ্য নই। যাল্লাকা প্রান্তরে আমরা শত্রুকে পরাভূত করেছি ঐ সব শহীদানের আত্মত্যাগের বিনিময়ে, যারা এক্ষণে আমাদের মাঝে নেই। সেভিলের ঐসব মা'কে আমি সালাম দিতে এসেছি, যাদের কলিজার টুকরারা আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন। এক মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আত্মাহুতি দিয়েছেন তারা-তাদের সেই উদ্দেশ্যকে সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছানোর দায়িত্ব আপনাদের। আফ্রিকার বিরাজমান পরিস্থিতি আপনাদের দেশে বেশিক্ষণ থাকতে দিবে না আমায়। এজন্য আপনাদের খেদমতে জরুরী ক'টি কথা আরজ করছি।

যাল্লাকা প্রান্তরে আমরা দুশমনকে শোচনীয়ভাবে পরাভূত করেছি। আপনারা হয়তো শুনেছেন-যারাগোজা থেকে ওরা অবরোধ তুলে নিয়েছে। খালি করে দিয়েছে ভ্যালেন্সিয়ার কেল্লা। এক্ষণে এদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা কায়েমের জিম্মাদারী আপনাদের। আপনারা আবারো অন্তঃকলহে লিপ্ত হলে যাল্লাকা শহীদদের কোরবানী বৃথা যাবে। শত্রুপক্ষ একদিন দ্বিগুন শক্তি নিয়ে নামবে রণাঙ্গণে। যতদিন আপনারা আত্মকলহ না মিটাচ্ছেন, শিকার হবেন ততদিন ওদের হামলার।

আপনাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো, ইসলাম বিমুখতা আপনারা যদি ইসলামী ভিতের ওপর প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ করতে পারেন, তাহলে আমি হলফ করে বলতে পারি, দুনিয়ার সম্মিলিত অনৈসলামিক শক্তিও আপনাদের পরাভূত করতে পারবে না। পক্ষান্তরে ইসলাম বিমুখ হয়ে আপনারা যদি শান্তি অন্বেষণ করেন, তাহলে আপনাদের অবস্থা ঐ সব লোকের চেয়ে কোন অংশে কম হবে না, জলোচ্ছ্বাস থেকে পরিত্রাণ পেতে পাহাড় থেকে নেমে যারা বালির বাঁধে আশ্রয় নেয়।

খোদার রাহে যে কদম আপনারা এস্তেমাল করবেন-সাফল্যের সোনার হরিণ আপনাদের সে কদমে চুম্বন করবে। পক্ষান্তরে শয়তানের রাহে যে পা ব্যবহার করবেন আপনারা, ধ্বংস আর পতনের চোরাবালিতে আটকে যাবে সে পা। স্পেনীয় জনতা ও শাসকবর্গের কাছে আমার সর্ব প্রথম ও সর্বশেষ মিনতি হচ্ছে, আপনারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসৃত পথে চলুন। কোরানকে সংবিধান, রাসূলকে দিক নির্দেশক, আল্লাহ কে প্রভু গণ্য করলে প্রতিটি ময়দানে আপনারা যাল্লাকার পুনরাবৃত্তি করতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।'

ঠাসা ভীড়ের মধ্য থেকে একবৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। ইউসুফ বিন তাশফীনের কাছে এসে তিনি উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন—

সম্মানিত আমীর! আপনি আমাদেরকে ইসলামী দুশমনদের থেকে মুক্তি দিয়েছেন খোদার দিকে চেয়ে আমাদের কে ইসলামদ্রোহীদের হাতে ছেড়ে যাবেন না! খোদা ও

www.amarboi.org

আমাদের মাঝে বিভাজন হয়ে আছে, খন্ডিত স্পেনের কুলাঙ্গার শাসকশ্রেণী। এই বিভাজনকে আপনি মিসমার না করে যাবেন না কিছুতেই। ছেড়ে দেবেন না আমাদের কে ঐ সব লোকের হাতে, বারংবার যারা কওমের ইজ্জত-আবরুকে সওদা করেছে। ঐ সব লোকই আমাদের পূর্বসুরীদের কবরের ওপর প্রমোদভবন নির্মাণ করেছে। শহীদানের খুন বিক্রি করে আসছে যুগ যুগ ধরে ওরাই। ওরাই স্পেন থেকে খোদার কানুন কে মুছে দিয়েছে। বিলাস সামগ্রীর আঞ্জাম দিতে গিয়ে জনগণের গ্রাসাচ্ছাদন কেড়ে নিতে পর্যন্ত পিছপা হয়নি ওরা। ওদের বেগমরা বেহায়া আর বেলেল্লাপনার নির্লজ্জ প্রদর্শনী করে পর্দানশীন মা-বোনদের চেহারা থেকে লজ্জা ও আভিজাত্যের নেকাব মাটিতে ছুঁড়ে মেরেছে।

আমীর হে! যে স্পেনে আপনি চেতনার সংগীত শুনিয়েছেন, সে স্পেন এখনো উলঙ্গ, বুভুক্ষ ও অসহায়। পায়ে কুলাঙ্গার শাসকদের লৌহ কঠিন জিঞ্জির। খোদার দিকে চেয়ে যাবার পূর্ব সে জিঞ্জির আপনি খুলে দিয়ে যাবেন। স্পেন ওদের বাসভূমি নয় বরং শিকার ক্ষেত্র। ইসলামের টানে ওরা আপনার পতাকাতলে সমবেত হয়নি-বরং ওদেরই এক শিকারের মস্তক চূর্ণ করছেন, যে শিকার ওদের বিচরণ ক্ষেত্রে ভাগ বসাতে চেয়েছিল। ওদের কৃতকর্মের প্রতিশোধ নিতে চাই না আমরা, কিন্তু ওরা অনুতপ্ত হয়ে আমাদের রাস্তা থেকে সড়ে গেলেই ভালো। পক্ষান্তরে বিগত কর্মকান্ডে অনুতপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও স্পেনবাসীকে ওদের হাতে সোপর্দ করে গেলে খোদার দরবারে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। যে পয়গাম আজ আপনি ওদের শুনালেন-একদিন তা শুনিয়েছি আমিও। ওদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হয়েছি আমি—যৌবনের সোনালী দিনগুলো কর্ডোভা-টলেডোর নিচ্ছিদ্র কয়েদখানায় থেকে।

স্পেনবাসীর ভবিষ্যত আপনার হাতে আমানত স্বরূপ। শাসকশ্রেণীর জুলুম-নিপীড়ন থেকে মুক্তি দিন-হে ত্রানকর্তা! খোদা না করুন। ওদের দোদুল্যমান ক্ষমতা পাকাপোক্ত হলে তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে হবে-যাল্লাকা বিজয় অচিরেই কালগ্রাসী হাঙ্গামায় রূপ নিবে। স্পেনের শান্তি সংহতি ও স্থিতিশীলতা আনয়নে জনগণকে একত্রিকরণ প্রয়াস নিতে হবে। যতদিন কুলাঙ্গারদের রাজত্ব থাকবে ততদিন সেই একত্রিতকরণ প্রয়াস কল্পনাও করা যায় না।'

এ বৃদ্ধ ছিলেন আব্দুল মুনয়িম। পরিচিত জনতার কেউ ভাবতেও পারেননি যে, স্বল্পভাষী এ লোকটা আচমকা এমন জ্বালাময়ী ভাষণ দিতে পারে। ভর সভায় তার পুত্ররাও হতবাক হয়ে পড়ে। আমীর ইউসুফ যুদ্ধ শেষে তার সাথে আলাপ করেছিলেন, কিন্তু সেই আলাপেও এমন দিলখোলা কথা বলেননি তিনি। আব্দুল মুনয়িম আমীরকে আকারে-ইংগিতে বলেছিলেন, 'শাসক শ্রেণীর সাথে আপনি যে মৈত্রি সম্পর্ক স্থাপন করেছেন-বেশীদিন স্থিতিশীল থাকছেনা তা। একমাত্র কাজী আবু জাফরই ধারনা করেছিলেন যে, আব্দুল মুনয়িম-ই পারবেন শাসনকশ্রেণীর বিরুদ্ধে কথার গোলা নিক্ষেপ করতে।

www.amarboi.org

সেভিলের জনতা নারাধ্বনী দিয়ে আব্দুল মুনয়িমের বক্তব্যকে স্বাগত জানাচ্ছিল।

শাসকবর্গ দাঁত কটমট করে সভাস্থল থেকে দূরে সড়ে গেল। জনতার উত্তেজনা দেখে সায়ের বিন আবু বকর আব্দুল মুনয়িমের জন্য দেহরক্ষী নিযুক্ত করলেন। আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন মাথা 'নীচু করে শুনছিলেন আব্দুল মুনয়িমের আগুন ঝরা বক্তব্য। তিনি থামলে উনি আবারো উঠে দাঁড়ান। উত্তেজিত শ্রোতার উদ্দেশে বলেন—

'আপনারা জানেন, আল-ফাঞ্চোকে পরাভূত করার পর আমি সসৈন্যে চলে যাব- এমন একটি চুক্তি করেছি ওলামা ও শাসকবর্গের সাথে। আমি বা আমার সৈন্য স্পেনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। যুদ্ধ শেষ হলেই আমার ফৌজ জাহাজে পাল তুলবে। স্পেনের শাসকবর্গ হয়তো উক্ত বৃদ্ধের বক্তব্য শুনেছেন। এর দ্বারা আপনাদের খোলস উন্মোচিত হয়েছে। আপনারা ইসলামবিমুখ হয়ে জনতার আশা-আকাংখা কে ধুলিনিষিক্ত করার পায়তারা করলে মনে রাখবেন। আপনারা বেশীদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন না। আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোতে অনুপ্রবেশ করানোর পূর্বশর্ত হচ্ছে জনতাকে সাথে নিয়ে কাজ করা। এতে অনৈসলামিক কালাকানুন স্বতঃই ঝিমিয়ে পড়বে। এতটুকু হিম্মত আপনারা প্রদর্শন না করতে পারলে জেনে নিন। আপনাদের দিনক্ষণ ফুরিয়ে এসেছে।

আমীর ইউসুফ এবার আব্দুল মুনয়িমের দিকে তাকান, 'আপনার আরো কিছু বলার আছে কি?

'না। আমার জিম্মা পালন করে ফেলেছি।'

আমীর ইউসুফ জন সমুদ্রকে লক্ষ্য করে বলেন, 'এখন যার যার বাড়ী ফিরে যান। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি, আপনাদের মনোবাঞ্ছা শাসকশ্রেণীর কানে তুলব।'

খানিকপর। ইউসুফ বিন তাশফীনের কাফেলা শহরতলীস্থ ছাউনী পানে চলল।

দুই.

পর দিন। সুলতান মুতামিদ' আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনসহ উলামা-মাখায়েখের সম্মানে ইফতার পার্টির দাওয়াত দিলেন। মহলের মধ্যস্থ একটি নয়নাভিরাম চত্বরে পার্টির আয়োজন করা হয়। সেভিলের সেনা প্রধান, মন্ত্রীবর্গ ছাড়াও অভিজাত লোকজনকে দাওয়াত করা হয়। ফানুস ও ঝাড়বাতি শোভা পায় চারিদিকে। নানা রঙের সামিয়ানা ও রেশমী ফেট্টনের ছড়াছড়ি। সেভিলের ইফতারে খাদ্যের ফিরিস্তি দেখে আফ্রিকান মুজাহিদরা স্তম্ভিত।

রানী রমিকিয়া প্রসাধনী আর চোখ ঝলসানো পোষাকে মাহফিলে আবির্ভূত হলো। বসে পড়লো মুতামিদের পাশটিতে। মুজাহিদরা এক নযর দেখে লজ্জায় মাথা নোয়ালেন। কেউ তার পোশাকের প্রশংসা করলেন না। বাহবা দিলেন না তার মুচকি

www.amarboi.org

হাসির। গুন কীর্তন কেউ না করায় রমিকিয়া হতবাক, পেরেশান। রাগে ক্ষোভে দাঁত কটমট রত। বাহারী পোষাক যাদেরকে দেখানোর জন্য— প্রশংসা তো দূরে থাক, তাদের দৃষ্টি মাটির দিকে।

মুজাহিদদের অবনত দৃষ্টি বলছিল-তুমি কারো স্ত্রী, কারো বোন, কারো মা-তোমার স্থান এটা নয়। নিজের অবস্থান ভুলে গেছ।'

রমিকিয়া মনে মনে ভাবছিল-বুযুর্গরা বুঝি তাকে গালি-গালাজ করছে। মুর্খ, গেয়ো কোথাকার!' এভাবে নানান চিন্তার জাল বুনে নিজকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছিল সে।

রমিকিয়া কাজল কালো চোখে স্পেন শাসকদের দিকে তাকালো। স্পেন শাসকরা যেন দু'চোখে লেহন করছিলেন রমিকিয়ার দৃষ্টি নন্দন সৌন্দর্য।

মুতামিদ কানে কানে বললেন, 'রানী! তুমি খেয়েছ কি?

'ক্ষুধা নেই।' রানীর কণ্ঠে ব্যথার মোচড়।

'তোমার স্বাস্থ্য খারাপ না-কি?'

'হ্যাঁ! আমি আরাম করতে চাই!'

'যাও! উপস্থিত অতিথিবর্গ তোমার অনুপস্থিতিকে খারাপ মনে করবে না।'

রানী উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন। আচানক তার দৃষ্টিতে দস্তরখানে বসা এক নওজোয়ানের দিকে আকর্ষণ হলে কানে কানে স্বামীকে বরলো—

'কৃষ্ণাঙ্গ বৃদ্ধের পাশে উপবিষ্ট ঐ নওজোয়ান কে চিনেন কি?'

'আমীর ইউসুফের স্থল বাহিনীর জেনারেল ও।'

'ভালো করে দেখুন! ঠিক বলছেন তো?

মুতামিদের বামপার্শ্বে উজীর ইবনে জায়দুন বসা ছিল। সে বললো, 'এ সেই নওজোয়ান, ক'মাস পূর্বে সেভিল প্রাসাদে যে বিদ্রোহাত্মক বক্তৃতা রেখেছিল। ওর পিতা জীবিত আছে এখনো। তবে এখানে নেই।'

ইফতার পার্টিতে সেভিলের গণ্যমান্য কবিগণও উপস্থিত ছিলেন। ভোজ পর্ব শেষে মুতামিদ ইউসুফ বিন তাশফীনের কাছে আরজ করে বললেন-হযরত? আমন্ত্রিত কবিগণ কবিতাবৃত্তি করতে চান।'

আমীর সাহেব খানিকটা গম্ভীর হয়ে বলেন, 'কবিতাবৃত্তিতে কত সময় লাগতে পারে?

'আপনার মর্জি।'

'আমি বেশী সময় দিতে পারব না।'

'আপনাদের শখ হলে এশার পরপরই শুরু করা যেতে পারে।'

'বাদ এশা আরাম করব।'

দু'জন কবি পরপর আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনের শানে কবিতাবৃত্তি করলেন। মুতামিদ ও স্পেনের অন্যান্য শাসকবর্গ কবিদ্বয়ের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। ইউসুফ

www.amarboi.org

নিরুত্তর। তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে, তার প্রশংসা হচ্ছে-না ভৎসনা। তৃতীয় এক কবি মঞ্চে ওঠলে সুলতান মুতামিদ বললেন, 'ইনি স্পেনের জাতীয় কবি। আপনি তার কবিতায় প্রাণ খুঁজে পাবেন।'

'এসব কবিবর্গের কিছুই বুঝলাম না। হ্যাঁ-এতটুকু বুঝলাম, এরা সকলেই হালুয়া-রুটির মুখাপেক্ষী। হায়! ওরা মানুষের প্রশংসা না করে যদি খোদার প্রশংসা করত।'

আমীর সাহেব একথা বলে উঠে দাঁড়ালেন। কবিরা করলেন মুখ চাওয়া-চাউয়ী। পার্টির কার্যক্রম শেষ। যে কবিবর্গ খানিক পূর্বে আমীরের শানে প্রশংসায় মুখে ফেনা তুলেছিলেন, এক্ষণে সকলেই তাকে গালমন্দ দিতে লাগলেন।

তিন.

পরের দিন এক অভিনব ঘটনা ঘটল। চাচা আলমাছ সেভিলের এক ব্যস্ত বিপনীর সামনে মুতামিদের জনৈক উজীরকে দেখতে পেল। এই উজীর পূর্বে কর্ডোভার উজীরের নায়েব ছিলেন। তাঁকে দেখামাত্রই আলমাছের মনে আগুন জ্বলে ওঠল। দৌড়ে গিয়ে চিলের মত তাঁর মাথা থেকে পাগড়ী খুলে নিল। জাপটে ধরে টানতে লাগল চোরের মত। প্রত্যক্ষদর্শীরা ছুটে এলো উজীরকে বাঁচাতে, কিন্তু ততোক্ষণে আলমাছের চারপাশে প্রশাসন-বিদ্বেষী কিছু জনতা জমায়েত হলো। সুযোগ পেয়ে তাদেরও পোয়াবারো। বেটা উজীর কে আজ আদর-আপ্যায়ন করা যাবে। টহলদার পুলিশ এগিয়ে এলো উজীরের মানরক্ষার্থে, কিন্তু জনতার রুদ্ররোষে পথ ছেড়ে দাঁড়াল তারাও। কিছুক্ষণের মধ্যে হয়ে গেলো কৌতুহলী জনতার ঠাসা ভীড়।

জনৈক কৌতুহলী দর্শক এগিয়ে আলমাছকে বললো, 'ইনি আপনার কি ক্ষতি করেছেন?

আলমাছ বললো, সেটা আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনের দরবারে গিয়ে বলব।' উপস্থিত জনতা সমস্বরে বলে ওঠে, ঠি-ক। ওকে ইউসুফের কাছে নিয়ে চলো।' হতচকিত উজীর গোস্বাভরে বললো, 'ও একটা পাগল। ওকে চিনি না আমি।'

'মিথ্যা বুলি কপচে লাভ নেই। খোদার রাজত্ব খতম হয়েছে বলে মনে করছ? তোমাদের প্রত্যেকের হিসাব-ই কড়ায়-কণ্ডায় বুঝে নেয়া হবে।' একথা বলে আলমাছ তার বেঢপ আলখেল্লা মুষ্ঠিবদ্ধ করে ধরলো। ওর পেশীবহুল হাতের চাপে উজীরের চোখ বেরিয়ে আসার উপক্রম। আলমাছ তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো। পিছনে জনতা চললো পরবর্তি ঘটনা দেখার অদম্য স্পৃহায়। কর্তব্যরত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী নীরব দর্শকের ভূমিকায় কেবল তা অবলোকন করলো। জনতার ভীড় শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কেউ জিজ্ঞাসার প্রয়োজন মনে করল না, কি অপরাধে বুড়ো উজীরের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হচ্ছে।

www.amarboi.org

বুড়ো উজীর চিৎকার দিয়ে বলছিলেন, 'এ লোকটা পাগল। খোদার দিকে চেয়ে ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। আমি নিরাপরাধ। সেভিলবাসী! আমি তোমাদের উজীর। খাদেম তোমাদের।' সেভিলবাসীর হাসির মাত্রা এসব কথায় বৃদ্ধি পেল আরো।

উপস্থিত কিছু যুবক রাস্তার থেকে একটা খচ্চর ধরে উজীরকে তার পিঠে ওঠাল। ইউসুফের ছাউনীতে পৌঁছুতে পৌঁছুতে আট-দশহাজারো মত লোক এই বিরল প্রকৃতির কাফেলায় শরীক হলো।

সেভিলের প্রধানমন্ত্রী ইবনে জায়দুন ইউসুফ বিন তাশফীনের সাথে মোলাকাত করে ছাউন থেকে বেরুতে গিয়ে এ ঘটনা দেখলেন। জনগণ ইবনে জায়দুন কে বাঘের মত ভয় করতো বিধায় সকলে রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াল। বৃদ্ধ উজীর প্রধানমন্ত্রীকে দেখে কেঁদে ওঠল হাউমাউ করে। ইবনে জায়দুন বললেন, ওনাকে ছেড়ে দাও। বাড়াবাড়ীর পরিণাম ভালো হবে না বলছি।'

আলমাছ জওয়াব দিল, 'একমাত্র ইউসুফ বিন তাশফীন-ই ওকে আমার হাত থেকে ছাড়াতে পারেন।'

ইউসুফ বিন তাশফীনের জনৈক জেনারেল কাতার চিরে ঘটনাস্থলে এসে বুলন্দ আওয়াজে বললো, 'আলমাছ! কি করছ! ছাড় ওনাকে!' জেনারেলের নাম সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম।

'আপনি ওকে চিনবেন না। কর্ডোভার নায়েবে উজীর থাকাকালীন আপনাদের তামাম ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল ও। ঘুষ নিয়েছিল আমার থেকে প্রায় তিনশো দীনার। ওকে ইউসূফ সাহেবের কাছে নিতেই হবে!

উজীর বললেন, 'ও মিথ্যা বলছে। আমি ওকে জানিনা-চিনিনা।'

আলমাছ বললো, কর্ডোভায় ওর বিরুদ্ধে হাজার স্বাক্ষী গোছাতে পারব আমি। এই হাজার জনের সবার কাছ থেকে ও উৎকোচ গ্রহণ করেছে, জবরদস্তিমূলক।'

সা'দ বললো, 'আমীর ইউসুফ এ ব্যাপারে কোন সুরাহা করবেন না। ছাড় ওনাকে! ততোক্ষণে আব্দুল মুনয়িম, আহমদ, হাসান ও ইদ্রীস এসে জড়ো হলো। আলমাছ বাধ্য হয়ে উজীরকে ছেড়ে দিল।

ইবনে জায়দুন অগ্রসর হয়ে আলমাছের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'জানি, উনি তোমার কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ করেছেন। তবে এর শাস্তি কম দাওনি তুমি। আমীর সাহেব আমাদের মেহমান। ওনাকে অভ্যন্তরীন ব্যাপারে নাক গলাতে হয়-এমন কোন বিচার নিয়ে যেওনা যেন!'

আলমাছ বললো, 'ঘুষ ফিরিয়ে নিতে চাই না-চাই ইনসাফ। আমি সেদিনটির অপেক্ষায় থাকব-আমীর সাহেব যেদিন গোটা স্পেনে বইয়ে দিবেন ইনসাফের সুবিমল বাতাস।

www.amarboi.org

চার.

আল-ফাঞ্চোর পরাজয়ের দরুন স্বার্থপর-গদীলোভী শাসকদের মনে হতাশা ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর ভয় যেমনিভাবে এদের অন্তর থেকে দূরীভূত হলো, তেমনিভাবে ইউসুফের ভয়ও মন মুকুরে জেঁকে বসল। যাল্লাকা বিজয়ের অব্যবহিতেই তারা একে অপরের বিরুদ্ধে বিছিয়ে দিল ষড়যন্ত্রের কুটিল জাল। ওদের বিশ্বাস, আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনের শুভদৃষ্টি যার ওপর পড়বে-বৃহত্তর স্পেনের খলীফা হবেন কেবল তিনিই।

আমীরের ছাউনিতে তারা অন্তরঙ্গ সাক্ষাতে মিলিত হতেন। তাঁর সাদামাটা জীবন যাপন দেখে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে শাসকবর্গ বলাবলি করতেন, ইনি ফিরবেন না বোধহয় সহজে। স্পেন কুক্ষিগত করা তাঁর অভিপ্রায়। জনতা ও ওলামা-মাশায়েখ তাঁর দল ভারী করছে। এক্ষণে পদস্থ অফিসারের চেয়ে মামুলী একজন সেপাইকে সকলে সম্মান করে। এরা আমাদের গগনচুমো, চোখ ঝলসানো প্রাসাদকে আস্তাবল বানাতে চায়। স্পেনের সভ্যতা, কৃষ্টির ওপর হবে জানাযা। মুতামিদ তাকে সেভিলে অবস্থান করতে দিয়ে চরম ভুল করেছেন। আমাদের প্রাসাদোপম হল দেখে তিনি তাবুতে ফিরে যাবেন না। কিছুতেই না।

পরস্পরে এমনটা কানাঘুষা করলেও আমীরের সাক্ষাতে তারা পরস্পর বিরোধী অভিযোগ তুলতেন। সেভিল প্রশাসন ভেলাডোলিড প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিষোদাগার তুলতেন। সকলে প্রতিযোগিতামূলক সমালোচনা করতেন। আমীর ইউসুফ উপলব্ধি করলেন-ওদের চেহারার থেকে মুখোশ খুলছে ক্রমশঃ।

যাল্লাকা প্রান্তরে শৌর্যবীর্যের সাথে লড়াইরত যে মুতামিদকে দেখেছিলেন-সেভিলে এসে সেই মুতামিদের যেন পরিবর্তন হয়েছে পুরোটাই। মুতামিদের শাহী জীবনে চমকপ্রদ সংযোজন ছিল রানী রমিকিয়া। সেভিলের প্রতিটি রঙ্গ আসরে তাকে মনে করা হতো দেদীপ্যমান প্রদীপ! সেই আলোকদ্যুতি ছড়ানো প্রদীপ এক্ষণে আটকা পড়েছে সেভিল প্রাসা'দের অভ্যন্তরে। স্পেনে ইসলামী হুকুমত কায়েম হলে অন্ততঃ রানীর দম আটকে যাবে। রানী রমিকিয়া কল্পনার বিক্ষিপ্ত দৃশ্যপটে দেখত, ইসলামী হুকুমতের বাধভাঙ্গা জোয়ার তার পাশা ও দাবার আসরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মদের পেগ দিচ্ছে ভেঙ্গে গুড়িয়ে। সকলের দৃষ্টি তার ভূবন মোহিনী চেহারা থেকে নিবদ্ধ হচ্ছে এমন এক বুযুর্গের প্রতি; যার অবয়বে ছেড়া-ফাটা আচকান। কবিতার মর্মোপলব্ধি কিংবা কাব্য রচনার যোগ্যতাটুকু যার নেই-সেই হাবা কিসিমের লোকটা এমন একটা সমাজের জন্ম দিচ্ছে, যেখানে মনিব-গোলামের ভেদাভেদ নেই। সেই সমাজে নারীজাতিকে, একজন স্ত্রী-বোন-মেয়ে আর মায়ের দৃষ্টিতে দেখা হয়। সেই দুনিয়ায় রমিকিয়া এক আগন্তুক মাত্র। নিছক ভীনদেশী পর্যটক। সকাল-সন্ধ্যা সে মুতামিদকে প্রশ্ন করত, স্বামী হে! এখন আমাদের পরিণতি কি হবে?

সবচেয়ে 'অধিক পেরেশানীর সাথে দিনকাল অতিক্রম করছিলেন-তোষামুদে কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দ। এরা যুগ যুগ ধরে শাসকবর্গের গুণ-কীর্তন দ্বারা পেট লালন করে

www.amarboi.org

আসছিলেন। তারা কাঁপছিলেন পেট লালন ও সম্ভ্রম হারানোর ভয়ে। মোরাবেতীনদের শাসন কায়েম হলে অন্ততঃ তাদেরকে অবশ্যই ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিতে হবে বলে তারা মনে করছিলেন।

স্পেনের কায়েমী সর্দারগণের শংকারও কমতি নেই। শাসকশ্রেণীর গদি উল্টে গেলে তাদেরকে কান ধরে নামনো হবে জনতার কাতারে। দাপট-প্রভাব হারানোর পর স্পেনের ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন-তা নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা থাকার কথা নয়। সম্ভবতঃ এ নিয়ে তারা ভাবার খুব একটা তাগিদও মনে করেন নি।

কিছুদিন পর আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন সসৈন্যে সেভিল ছাড়লেন। কয়েকদিনের ব্যবধানে প্রায় দশ হাজার সেপাই সেভিলে জড়ো হয়েছিল। শাসকশ্রেণী লক্ষ্য করছিলেন প্রতিদিন স্বেচ্ছাসেবীর ঢল নামছে। স্পেন দখল করতে তাকে বেগ পেতে হবে না খুব একটা। তার তর্জনি হেলনে উত্তাল জনতা নিমেষেই তাদের তখতে তাউস উল্টে দিতে পারে। মুতামিদের পেরেশানীর অন্ত নেই। আল-ফাঞ্চোকে শোচনীয়ভাবে পরাভূত করার পর স্পেনের অন্যান্য শাসকবর্গ তাকে ইউসুফের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য করবে। সেই বাধ্য বাধকতার পূর্বেই মুতামিদ উপঢৌকনের এক ঢের নিয়ে ইউসুফ বিন তাশফীনের দরবারে উপনীত হন। আমীর সাহেব উপঢৌকান গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। বললেন, 'উপঢৌকন নিয়ে যান। ওসবের দরকার নেই আমার। আমি এখনো জানতে পারিনি-স্পেন শাসকদের মধ্যে 'কে ফেরেস্তা, আর কে শয়তান। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করব না' এমন চুক্তি না থাকলে এদের শায়েস্তা করেই ছাড়তাম। আমার শাসক বিরোধী পদক্ষেপ ঐ লোকদের কোন ফাযদা হবে না, যারা জনগণের শুষ্ক হাড্ডির ওপর মহল নির্মাণ করে। আমার শত্রু-মিত্র কেবল খোদাকে উপলক্ষ্য করেই। স্পেনের ছোট-খাটো ফেরাউনদের ঘাড়ে বড় কোন ফেরাউনকে চাপাতে আসিনি আমি!'

এ মোলাকাতের পর মুতামিদের পেরেশানী ও শংকার সীমা ছাড়িয়ে গেল আরো। তাই অন্যান্য শাসকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি আমীরের বিরুদ্ধে অপঃপ্রচার চালাতে লাগলেন। এদিকে শাসকশ্রেণী এ কথাগুলো হুবহু তুলে ধরতেন আমীরের কাছে। বিশেষ করে আলীক্যান্টের শাসক মুতাসিম সুলতান মুতামিদের বিরুদ্ধে আমীরের কানভারী করে তোলেন। ইউসুফ বিন তাশফীন আর মুতামিদের মধ্যে যে ফারাক সৃষ্টি হলো-তাতে অগ্রনী ভূমিকা রেখেছিলেন এই মুতাসিমই।

পাঁচ.

তলোয়ারের ঝন্ ঝন্ আর তীরের শন্ শন্ শব্দ মঞ্জুরীর মাঝে বড় হয়েছিলেন ইউসুফ বিন তাশফীন। প্রতিপালিত হয়েছিলেন নিষ্ঠাবান ও ঈমানদার ব্যক্তিবর্গের সংশ্রবে। যদ্দরুণ কৃত্রিমতা আর কপটতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না আদৌ।'

www.amarboi.org

আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন রমযানের বাকী সময়টা সেভিলে থাকার মনস্থ করেন, কিন্তু বড় ছেলের মৃত্যু সংবাদ শোনার পর তা আর হয়ে উঠেনি। এ পুত্রকেই তিনি সাবতা বন্দরে অসুস্থ অবস্থায় রেখে এসেছিলেনর। সেভিলবাসী জানলো, আমীর সাহেব আজই মরক্কো চলে যাচ্ছেন। সফরের প্রস্তুতি শেষে সা'দকে তাবুতে ডেকে পাঠালেন। আমীর সাহেব বললেন—

'সা'দ! এখন তুমি ভাই-বন্ধুসহ বাড়ী যেতে পার।'

আহত কণ্ঠে সা'দ বললো, 'আমার বাড়ী গ্রানাডায় নয়-কর্ডোভা। কর্ডোভার বিধ্বস্ত বাড়ীটা পুনঃ নির্মাণ করতে বেশ কিছু সময়ের প্রয়োজন।'

আমীর ইউসুফ স্নেহভরে ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'দোস্ত আমার! হতাশ হয়োনা। তোমার বাড়ী আবাদ করার দায়িত্ব আমি নিলাম। পরবর্তীতে আমি স্পেনে আসব, তবে শর্ত সহকারে— নিঃশর্ত নয়। তোমার বাপের আগুনঝরা কথাগুলো আমার কানে গুঞ্জরিত হচ্ছে সর্বদা।

সা'দ আশাব্যঞ্জক কণ্ঠে বললো 'আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি-শুধু আমার জন্য নয়, স্পেনের লাখো মানুষের আহাজারীর জবাবে আসবেন আপনি।'

সা'দের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করে আমীর সাহেব তাবু থেকে বের হন। তাবুর বাইরে তাকে বিদায় জানাতে এলো সেভিলবাসী। আমীর সাহেব সর্বপ্রথম আগত ওলামাদের দিকে তাকান। এক এক করে সকলের সাথে বিদায়ী মুসাফাহা করেন। অতঃপর জন সমুদ্রের মাঝ দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। সমবেত জনতা দু'চোখ অশ্রু দিয়ে তাদের মহাপোকারীর পুত্রশোকের সাথে শরীক হয়।

সায়ের বিন আবু বকর সা'দের ভাই এবং ওর সঙ্গীদের সাথে আলাপ করছিলেন। আচানক কি খেয়াল করে তিনি আগত স্পেন শাসকদের তাবুতে চলে যান। খানিকপর গ্রানাডা শাসক আব্দুল্লাহকে সাথে নিয়ে হাজির হন তিনি।

সা'দের নিকটে এসে সায়ের ওর কাঁধে হাত রাখল। বলেন, গ্রানাডা শাসকের দিকে তাকিয়ে, 'আপনাকে একটি জরুরী কথা বলতে চাই। ও আমার দোস্ত, এক্ষণে থাকছে গ্রানাডায়। কখনো ওর সাথে কিংবা ওর পরিবারের কারো সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করলে জানবেন-জীবনাপেক্ষা মুহাব্বত করি ওকে!!

আব্দুল্লাহ বলেন, 'ইনি আপনার দোস্ত হলে আমার আচরণ দোস্তসুলভই হবে।' সায়ের বলেন, 'স্পেনে দোস্ত শব্দের অপলাপ হয়েছে। আমার মতলব হচ্ছে-আপনার অনিষ্ঠ থেকে ওকে সম্পূর্ণ মুক্ত দেখতে চাই।'

আব্দুল্লাহ বড্ড কষ্ট করে সায়েরের তেঁতো কথা হজম করলেন। না করে উপায়-ই বা কি! টু-শব্দ করলে গর্দান যে ধুলোয় গড়াগড়ি যাবে-তা তাঁর অজানা ছিল না।

আমীর ইউসুফ উৎসুক জনতাকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে প্রশাসকদের লক্ষ্য করে প্রথাগত কিছু কথা বলে ঘোড়ায় চাপেন।

স্পেনবাসী যখন আহ্ধ্বনী আর কৃতজ্ঞতার অশ্রু দ্বারা ইউসুফ কে বিদায় জানাচ্ছিল, তখন রানী রমিকিয়া রঙ্গ-রসের আসর সাজাচ্ছিল।

www.amarboi.org

ছয়.

ভর দুপুর।

সাকীনা খেয়ে আরাম করছেন।

বেশ ক'দিন ধরে তার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।

পুত্রবধু তাহেরা টিপে দিচ্ছে মাথা।

পাশেই একটা চেয়ারে বসে বই পড়ছে মায়মুনা।

মহলের বাইরে খুড়ধ্বনী শোনা গেল। চাকরানী ভেজানো দরজা ঈষৎ ঠেলে মাথা ঝুকিয়ে বললো, 'তারা এসে গেছেন! সুসংবাদ!!'

চমকে ওঠলেন সাকীনা। তার বিমর্ষ চেহারায় খেলে গেল এক পশলা আনন্দদ্যূতি।

উঠে বসলেন তিনি।

তাহেরা বললো, 'আম্মিজান! আপনি শুয়ে থাকুন।'

'আমি ভালো হয়ে গেছি বেটি!'

আব্দুল মুনয়িম পুত্রদের নিয়ে কামরায় প্রবেশ করলেন। সালাম দিয়ে তাহেরা-মায়মুনা সড়ে দাঁড়াল সসম্মানে। অতঃপর দু'জন সাকীনার পাশে চক্রাকারে চেয়ার পেতে দিল। ঘরে খেলে যাচ্ছে চাঁদের কিরণ রশ্মি।

আব্দুল মুনয়িম প্রশ্ন করেন, 'সাকীনা! তুমি ভালো তো?

'জী হ্যাঁ।

সা'দ বললো, 'না আম্মিজান! আপনার স্বাস্থ্য ভালো নয়। আমি হেকিম ডাকছি।

'না বেটা! এখন কোন হেকিমের দরকার পড়বে না। তোমাদের অশ্বের খুড় ধ্বনীতে আমার অসুস্থভাব কেটে গেছে।

'ইদ্রীস খালাবাড়ী গেছে। এখনি এসে পড়বে।'

সাকীনা পুত্রবধুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা কোণায় গিয়ে দাঁড়ালে কেন?

মায়মুনা ও তাহেরা লজ্জায় কুকড়ে গেল। অগ্রসর হলো শাশুড়ীর মনোবাঞ্ছা বুঝে। বসলো গিয়ে সাকীনার পার্শ্বস্থ খালী দুটো চেয়ারে। সাকীনা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'মোবারক হোক আপনার বিজয়। আমরা কর্ডোভা যেতে পারব কবে নাগাদ?

আব্দুল মুনয়িম খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, 'সময় বলে দেবে সবকিছু।'

'আপনিতো বলেছিলেন-যুদ্ধ শেষে আমরা কর্ডোভা যাব।

'হ্যাঁ। যাব বৈকি। তবে এখন নয়।'

রাতের বেলা মায়মুনা স্বামীর সাথে নিরিবিলিতে কথা বলার সুযোগ পেলেন। তার প্রথম কথাই ছিলো-আব্বাজান কর্ডোভা যাবার এরাদা পরিবর্তন করলেন কেন?

www.amarboi.org

'আব্বাজান এরাদা পরিবর্তন করেন নি-মূলতবি করেছেন। কারন কর্ডোভা পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়।'

'তার মানে, আমাদের জীবনে সেই সুহাসিনী ভোরটি আসেনি এখনো?

'না মায়মুনা! ভোরের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়েছে, কিন্তু আকাশটা মেঘলা। ঐ মেঘপুঞ্জ অচিরেই কেটে যাবে। আর তার আড়ালে লুকানো সূর্যটা দিগন্ত প্রসারী আলোকচ্ছটা নিয়ে ওঠবে হেসে। কাল চক্রের নিঠুর প্রেক্ষিত আমাদেরকে সুহাস্য ভোর দেখতে দিচ্ছে না, কিন্তু সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন ভোরের পাখি আমার মায়মুনার কানে সুর লহরী ঢেলে বলবে-'মায়মুনা! ওঠো' ভোর হয়েছে। তুমি না এ ভোরের আশায় ছিলে উদগ্রীব! ওঠো, আর কত ঘুমুবে, চোখ খোল!'

মায়মুনা এক নিমিষে তাকিয়ে স্বামীর কথাগুলো গ্রোগ্রাসে গিলছিল। প্রতিটি কথায় ওর চেহারায় স্পষ্ট হয়ে উঠছিল বিষাদের কালো রেখা। সা'দ ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো,

'তুমি এতটা ভেঙ্গে পড়ছো কেন? আমি আর আফ্রিকা যাবনা। স্পেনের ভাগ্যাকাশের কালোমেঘ বেশীক্ষণ থাকছে না।'

নিরুত্তর মায়মুনা। 'কি ভাবছো মায়মুনা?' সা'দ প্রশ্ন করল।

আহ কণ্ঠে মায়মুনা বললো, 'আপনার মাকে নিয়ে ভাবছি। কর্ডোভাবাসী মামুনের ফৌজকে পরাজয় করানোর পর আপনার মা ভেবেছিলেন-তুফান কেটে গেছে। শেষ হয়েছে নিঠুর নির্যাতনের পালা কিন্তু-তারপর তার জীবনে কত ভোর এসেছে-যা রাতের তুলনায় ছিল অধিক ভয়ালো। তিনি এখনো নিশ্চিত হতে পারছেন না-ভয়ালো সেই রাত শেষ হবে কি? জীবন সাহারার মরুতটে তিনি উদাসীন পথিকের মত কেবল হেটেই গেলেন। ছুটলেন মরিচিকাকে পানি মনে করে।'

'মায়মুনা! আমাদের জন্য স্পেনে একটি মধুকুঞ্জ রচনার তামান্নায় আমার বাবা-মা তাদের জীবনের বিরাট একটি অংশ কোরবানী দিয়েছেন। বাবা মা'র সে পথে থেকে পরবর্তি বংশধরের জন্য একটি সুখি-সুন্দর নীড় রচনায় কোরবানী করতে হবে আমাদেরকেও। আমি বিশ্বাস করি আমাদের বর্তমান-অতীতের চেয়ে ভালো। আর আমাদের ভবিষ্যৎ হবে বর্তমানের চেয়েও সুন্দর।

'আপনি যখন আমার থেকে দূরে ছিলেন তখন আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অব্যক্ত সীমানা দেখেছি যে সীমানা এক্ষণে মুছে গেছে। দুঃসময়ের শক্ত জিঞ্জির ভেঙ্গে আমরা খুশির খোলা ময়দানে বিচরণ করছি। সুতরাং অনাগত দুষ্ট জিঞ্জিরের শংকা নেই আমার। আমার ইচ্ছা-সর্বদা আপনার পার্শ্বে থাকা। আপনার বীর জীবনের রক্ত পিচ্ছল পথে খুব কাছে থেকে প্রলংকরী তুফানের মোকাবেলা করা।

সা'দ হাসলো। বললো, 'তুমি সর্বদা আমার পাশেই থেকেছ প্রিয়তমা। আমরা কখনো একে অপরের থেকে জুদা হইনি। মরু আফ্রিকার খৈ ফোটা প্রান্তরে তুমি পাশে ছিলে। তরবারীর ঝংকার আর তীরের শো শো আওয়াজের মধ্যে তোমার কণ্ঠ শুনেছি

www.amarboi.org

আমি। যাল্লাকা প্রান্তরে যুদ্ধকালীন কারো হুঁশ ছিল না, কিন্তু তোমার উপস্থিতি উপলব্ধি করেছি আমি। ওখানেও তুমি, এখানেও তুমি-সর্বস্থানে শুধু তুমি আর তুমি। আমার পাশে ছিলে, থাকবে। সময়ের নিষ্ঠুর সয়লাব আমা হতে তোমাকে দূরে ঠেলে দিতে পারবে না। কিছুতেই না।'

মহলের অন্য এক কামরায় মোহগ্রস্থ আহমদ ও তাহেরা একে অপরের রূপসুধা পান করছিল। তাহেরা কখনও যাল্লাকা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে উত্তর দিয়ে আহমদ খামোশ হয়ে যেত। শেষ পর্যন্ত তাহেরা বললো, কি ভাবছেন?'

তাহেরা স্বামীর কথা শেষ করতে না দিয়ে বললো, 'টলেডো আগমনের পূর্বে আমার কল্পনা আপনার হৃদয়পটে অংকিত ছিল কি?

'ঠাট্টা করোনা তাহেরা! আমার উপলব্দি-আমরা একে অপরের কাছে অপরিচিত ছিলাম না কখনোই। সেই রূহের জগতেই আমরা পরস্পরে পরিচিত হয়েছিলাম। আর সেই পরিচিত থাকার কারণেই মর্তের এ দুনিয়াতে উদভ্রান্ত হয়ে বিচরণ করেছি সাক্ষাতের আশায়। ঘটনার দুর্বিপাকে পড়ে একে অপরের মুখোমুখি না হলেও তোমার অস্পষ্ট অক্ষর প্রতিচ্ছবি আমার হৃদয় বাকের সোনালী তটে অংকিত থাকত। এজন্য হয়ত তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যেতাম একদিন।'

তাহেরা মুচকি হেসে বললো, 'কাব্য-চর্চায় তো বেশ এগিয়ে গেছেন।'

এ কথা আমার কান পূর্বে বহুবার শুনেছে।

তাহেরা শতদল সুকোমল ওষ্ঠে দুষ্টুমির হাসি দিয়ে বললো, 'আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ভালবাসা-সর্বস্ব একটা অন্তর দিয়েছেন। আমার স্থলে অন্য কেউ হলে এ রকম কথা শুনিয়ে মোহিত করতেন বুঝি তাকেও!'

আহমদ গোস্বাভরে বললো, 'দেখ তাহেরা! তুমি আমার ভালবাসাকে অপমান করছ!' আহমদের ললাটের বিক্ষিত চুল পরিপাটি করতে গিয়ে তাহেরা বললো, ওগো! আপনি রাগ করলেন! আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমার মনে হয় কি জানেন! আমরা যেন দূর অন্তঃরীক্ষের তারকালোকে কানামাছি খেলছি। খেলতে খেলতে এক সময় পড়েছি ধূলিম্লান পৃথিবীতে। তারপর আপনার দৃষ্টিকে ধোঁকা দিয়ে আমি টলেডোয় আত্মগোপন করছি। আমার সন্ধানে গ্রানাডা— কর্ডোভা চষে ফিরছেন আপনি। এরপর আমি চোখ খুলছি। সত্যিই তারপর হারজিতের খেলায় আমি হেরে গেছি। তাহেরার হৃদয় কাড়া কথায় আহমদ প্রভাবিত হলো। বললো প্রেমময় মুখে—

'আমার জান! আমার জীবন!' দু'হাতে শক্ত করে ধরলো তাহেরার মুঠি। ক্রমে তা আরো শক্ত হয়ে উঠল। তাহেরা ব্যাথায় কুকড়ে ওঠে বললো, আহ ছাড়ুন। আহমদ ওর নরম তুলতুলে হস্ততালুতে দু'ঠোট নামিয়ে বলল-কানামাছি ভো ভো খেলায় হেরেও তোমার আফসোস নেই তো!

'প্রিয়তম! এ হার আমার জীবনের সবচেয়ে বড় জিত।'

www.amarboi.org

ধরে নিলাম জিতেছ। তা আমাকে কিছু উপহার দিবেনা?'

তাহেরা তার সত্ত্বাকে আপনার মাঝে লীন করে দিয়েছে। এর চেয়েও বড়ো উপহার আছে কি এ জগতে?'

'তাহেরা! তুমি সত্যিই অনন্যা, প্রিয়ংবদা।'

সাত.

ঈদের এক সপ্তাহ পর হাসানের খালা বেড়াতে এলেন। বললেন সাকীনাকে—

'সাকীনা! হাসানের শাদীর ব্যবস্থা করা দরকার কি-না বলো!'

'আপাজান! আমি ক'দিন ধরে তাই ভাবছি। এ তল্লাটে অভিজাত এক পাত্রীর সন্ধান পেয়েছি। আপনি একদিন দেখে আসবেন।

'একদিন কেন আজই যাব।' বললেন খালা।

'কিন্তু আপাজান!'

'আহ-হা তোমাদের শুধু কিন্তু আর কিন্তু! কিন্তু রোগটা গেল না তোমাদের কারোরি।

'বলছিলাম কি! এতো তাড়াহুড়ার কি আছে! হাসানকে এখানো বলা হয়নি?'

'হাসান! হাসান! খালাজান ডাকলেন উচ্চস্বরে, কোথায় গেল পাঁজিটা?'

'বাপ-ভায়ের সাথে কাজী সাহেবের বাড়ী।'

খালা গর্জে ওঠলেন, 'আবার সেই বুড়ো! এই বুড়োটাই দুষ্টের শিরোমনি। মাথা খেয়েছে আমার বোনপোগুলির। আবার ডেকেছে কেন ওদের! হাসি চেপে রাখতে না পেরে মায়মুনা বললো, কার কথা বলছেন খালাজান?'

'আবুজাফর ছাড়া আর কার?'

কিছুক্ষণ পর আব্দুল মুনয়িম পুত্রদের নিয়ে বাড়ী ফিরলে চাকরানী পাঠিয়ে হাসানকে ডেকে নিলেন খালা। বললেন কোন ভূমিকা ছাড়াই—

'এ মাসেই তোমাকে বিয়ের পিড়িতে বসানো হবে। শুনি-তোমার মতামত কি এ ব্যাপারে?'

নিরুত্তর হাসান। ওর চেহারা লজ্জায় রক্তাভ। খালা বললেন, লাজুক পুত্ররা এসব প্রশ্নের উত্তর দেয় না আপা। মায়মুনা! তুমি প্রস্তুতি নাও! আমরা এখনী পাত্রী দেখকে যাব। ওহো! কোন বাড়ীটার কথা বলছিলে যেন সাকীনা?'

তাহেরা ও মায়মুনার ঠোঁটে হাসি দেখে হাসান বললো, 'খালাজান, আমার চিন্তা করতে হবে না। বিবাহ হয়ে গেছে আমার।

কি –কি বললে? 'আকাশ থেকে পড়লেন যেন খালা।'

www.amarboi.org

'বলছি তো খালাজান। বিয়ের পর্ব চুকে ফেলেছি আমি!'

'কবে-কোথায়? তোমার কথার মাথামুন্ডু কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।'

'বিয়ে তো করেছি সেই কবে। এতোদিনেও ঠাহর করতে পারেন নি?'

খালা ক্ষোভে অধর দংশন করে বললেন, 'কি সাকীনা! আমাকে কেন বলোনি এতোদিন?' কোন দোষে আমাকে বঞ্চিত করলে? আমি আব্দুল মুনয়িম কে বলবো-আজই বউ ঘরে তোলা হোক।'

খালা বকবক করে যাচ্ছেন। ওদিকে মায়মুনা, তাহেরা ও সাকীনা পেরেশান হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-ছাউয়ী করেন।

খালা স্নেহভরে বলেন, 'বেটা হাসান! বলো ওদের বাড়ী কোথায়?' কি অকৃতজ্ঞ তুমি। বিয়ে করেছো ভাল কথা। আর কাউকে না বললে অন্ততঃ আমার কাছে গোপন করা ঠিক হয়নি তোমার। বলোতো তোমার শ্বশুর বাড়ীর লোকজন কি মনে করবে? তা তোমার মনের মানুষটি দেখতে কেমন বলো তো? কি নাম তার?'

হাসান বললো, 'খালাজান! ওর সৌন্দর্য সুষমা অবর্ননীয়। স্পেন সুন্দরী বললেও অত্যুক্তি হবে না। আপনি চাইলে এখনি তার ঘোমটা খুলে দেখাতে পারি।'

হাসান কামরা থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুত। খানিক পর খোলা তরবারী নিয়ে কামরায় প্রবেশ করে বললো, 'খালা! এই যে আমার সহধর্মীনি!

খালা বললেন, 'এগুলো সব আবু জাফরের সংশ্রবের বিষফল। খোদা তাকে ধ্বংস করুক।'

হাসতে হাসতে কামরায় চলে গেল হাসান। খালা খানিকটা চিন্তা করে হাসানকে ডেকে বললেন, 'হাসান! হাসান! এদিকে এসো! খালার ডাকে সাড়া দিলো ও। বললো, 'খালা! আপনি কিছু বলবেন কি?

'তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি এখনো!'

হাসান রাশভারী কণ্ঠে বললো, আপনার তামাম প্রশ্নের জওয়াব দিয়ে ফেলেছি খালাজান। সুতরাং এ নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না।,

www.amarboi.org

লাইত কেল্লার অভ্যন্তরে

আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনের অন্তর্ধানের পর স্পেনের শাসনকার্যে স্থবিরতা বিরাজ করছিল। ক্রমে ক্রমে উহা ধারন করল আগ্রাসী রূপে। বহিঃশক্তি থেকে শংকামুক্তির অব্যবহিতেই শাসকবর্গের দৃষ্টি ইসলামী হুকুমতপন্থীদের ওপর পড়ল। ছলে বলে কৌশলে এদেরকে করা হল নাজেহাল। রাষ্ট্রীয় গুপ্তচর সাধারণতঃ মাদ্রাসা-মসজিদে শ্যেন দৃষ্টি রাখত। চাপিয়ে দেয়া ট্যাক্স দিতে যারা অস্বীকার করত-নিলাম করা হত তাদের ভূ-সম্পত্তি।

স্বশাসিত প্রদেশে শাসকরা কালো টাকায় কিনে নিল এমনো হাজার আলেম-যারা হক্কানী আলেমদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাত। কিন্তু স্বাধীনতাকামীরা বিজয়ের সোনালী প্রান্তর দেখতে পেয়েছিলেন। তাদের প্রতিজ্ঞা-যত বাঁধা আসুক না কেন, ঐ প্রান্তরে বিচরণ করতেই হবে। শাসকশ্রেণীর কঠোর মনোভাব আর দমন অভিযানে তাই তারা হয়নি শংকাগ্রস্থ। দমননীতি যতটা কঠোর হত ততোটা বাড়তো স্বাধীনতাকামীদের জেহাদী স্পৃহা।

অন্যদিকে যাল্লাকা প্রান্তরে শোচনীয়ভাবে পরাভূত হবার পর খ্রিস্টানরা উপলব্ধি করতে পারল বাতাসের গতিপ্রবাহ বদল হয়েছে। মুসলিম এই নব শক্তিকে অংকুরেই বিনাশ সাধন করতে না পারলে স্পেনের পরতে পরতে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হবে। আমীর ইউসুফের অকস্মাৎ অন্তর্ধানে মুসলমানদের অন্তঃকলহ দেখে ওদের মনে পানি এলো।

কপটরাজা আল-ফাঞ্চো সেভিল, ভেলাডোলিড ও দক্ষিণ-পশ্চিম স্পেনে পুনঃযুদ্ধে না নেমে পূর্ব স্পেনে সেনা সমাবেশ করতে লাগল। সুরম্য, দুর্ভেদ্য ও প্রখ্যাত লাইত কেল্লা আল-ফাঞ্চোর সেনাপতি গিলবার্ট ফিলিপসের কব্জায় ছিল।

কেল্লাটি কাটাজেনা ও মার্সিয়ার মধ্যবর্তি একটু উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত। এলাকাটি খুবই দুর্গম। তাই মুষ্ঠিমেয় ফৌজ ও যে কোন বিশাল সৈন্যের সাথে সহজেই টক্কর দিতে পারত। এর প্রশস্ততার পরিসংখ্যান হচ্ছে, এক সময়ে ১২ হাজার সেপাই আলাদা শুতে পারে। আল-ফাঞ্চো ও মিত্র শাসকবর্গরা ঈসায়ী ফৌজকে সেখানে স্থানান্তর করল।

যাল্লাকা প্রান্তরের পরাজয় প্রতিশোধ নিতে গিয়ে লাইত কেল্লার ফৌজ-কেল্লা সংলগ্ন জনপদ, মার্সিয়া, আলিকান্টি ও কাটাজেনায় হত্যা গুম আর নৈরাজ্যের সৃষ্টি করল। কয়েক মাসের ব্যবধানে কেল্লার আশপাশের এলাকা হতে মুসলমানরা পালাল ঘরদোর ছেড়ে।

www.amarboi.org

ভ্যালেন্সিয়ার মুসলমানরা কার্ডিজ হায়েনাদের থেকে বেশ কিছুকাল মুক্ত ছিল! অকস্মাৎ এই কেল্লার সেনা সমাবেশের দরুন নয়া মুসিবতের সম্মুখীন হলো তারাও। কার্ডিজের খ্যাতনামা নাইট 'সেড কম্বোডর' এক বিরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি মুসলিম খ্রিস্টানদের থেকে উৎকোচ নিয়ে যুদ্ধ বাধানো কিংবা লাগানোতে বেশ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু লাইত কেল্লায় সেনা সমাবেশের পর তিনি পূর্বেকার খোলস বদল করে ভ্যালেন্সিয়াকে টার্গেট করেন।

কার্ডিজ ফৌজ ভ্যালেন্সিয়া ছেড়ে গেলে ওখানকার জনগণ ইয়াহইয়ার থেকে মুক্তি পাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল। আল-ফাঞ্চোর কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে ইয়াহইয়া 'সেড কম্বোডরে' শরণাপন্ন হলো। কম্বোডর লুফে নিলেন সুযোগটি। দখল করলেন আল ফাঞ্চোর জায়গা। লেলিয়ে দিলেন লুটেরা আর ডাকাতশ্রেণীর লোকদের। বিনিময়ে পেতে লাগলেন দৈনিক দু'হাজার করে আশরাফী।

কম্বোডরের জন্য খুন, হত্যা, গুম ও সন্ত্রাস করার পূর্ণ অধিকার ছিল।

মোদ্দাকথা লাইত কেল্লার কার্ডিজ জেনারেল আর কম্বোডরের আগ্রাসনে দক্ষিণ-পূর্ব স্পেনের হা-পিত্যেস ওঠল। মার্সিয়া, আলীক্যান্ট ছাড়াও অন্যান্য ক্ষুদ্র করদরাজ্যের সর্দারগণ শাসক শ্রেণীর কাছে ধর্না দিল। কিন্তু খণ্ডিত স্পেনের নীতিজ্ঞানহীন শাসকবর্গ যুদ্ধ তো দূরে থাক-তারা আল-ফাঞ্চোর সাথে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের পরামর্শ দিল।

আচানক একদিন সেভিল থেকে সুলতান মুতামিদ সসৈন্যে দক্ষিণ-পূর্ব স্পেনের দিকে রোখ করেন। জনগণ উপলব্ধি করলো-কুদরত বুঝি তাকে সুমতি দান করেছে। কিন্তু কর্ডোভা সীমান্ত অতিক্রম করে সেভিল ফৌজ লাইত কেল্লা অভিমুখে ছুটে না যেয়ে কাটাজেনায় গেল। জনতার জানতে বাকী রইল না-সুলতানের অভিপ্রায় কি। এর পূর্বে মুতামিদ বারকয়েক কাটাজেনা ও আলীক্যান্টে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এখন তিনি অনুধাবন করতেছিলেন শাসকদের হতাশা আর দুঃশাসনের আসন্ন হামলায় আমাকে আখেরী ভরসা মনে করে প্রদেশদ্বয়ের জনতা আমার পতাকাতলে সমবেত হবে। কিন্তু তার সে আশায় গুড়ে বালি পড়ল। কাটাজেনাব পথে তার সৈন্যের সাথে লাইত কেল্লার ঈসায়ী ফৌজের সংঘর্ষ হলো। মুতামিদ বাহিনী চরম মার খেয়ে মার্সিয়া পালালো, এদিকে ইবনে রশীককে ঈসায়ীদের কাছে আত্মসমর্পন না করে যুদ্ধ প্রস্তুতি করতে দেখে মুতামিদ সেভিলে ফিরে গেলেন।

সুলতান মুতামিদকে পরাভূত করায় লাইত কেল্লার ঈসায়ীদের মনোবল বেড়ে গেল আরো। বেড়ে গেল লুটতরাজের সীমানা। বাড়তে বাড়তে তা গ্রানাডা ও কর্ডোভা পর্যন্ত পৌছুল।

এ চরম দুর্যোগকালে জনতা চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগল। তাদের ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি ভূ-মধ্য সাগরের ওপারে নিবদ্ধ। কিন্তু আফ্রিকার অভ্যন্তরীন গোলযোগের দরুন তাদের কাংখিত সেই মানুষটি স্পেনে আসতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব স্পেনের নেতৃস্থানীয় কিছু লোক মরক্কো রওয়ানা করেন। মরক্কো গিয়ে আমীর সাহেবের

www.amarboi.org

কাছে ফরিয়াদ জানায় পূর্বেকার মত। আগত প্রতিনিধি দলের দরুন ফরিয়াদ কোমলমনা আমীরের হৃদয়ে রেখাপাত করে। সান্ত্বনা দেন তিনি। ওয়াদা করেন-অচিরেই সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তিনি স্পেনে যাচ্ছেন।

দুই.

আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন লাইত কেল্লা অবরোধ করলেন। কেল্লাস্থ ঈসায়ী ফৌজ 'সূচাগ্র মেদিনী নাহি ছাড়িব নীতিতে, মজবুত হয়ে বসে রইল। সংখ্যায় ওরা ১৩ হাজারের মত। অল্প স্বল্প হামলা করে ওদের শক্তির পরিমান যাঁচাই করলেন ইউসুফ বিন তাশফীন।

একদিন অতি প্রত্যূষে চূড়ান্ত হামলা করেন। স্পেনের মুসলিম সেনানী ও স্বেচ্ছাসেবীরা কেল্লার পূর্ব-দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্ব দিয়ে অগ্রসর হয় আর মোরাবেতীন সেনারা দক্ষিণ-পশ্চিম ও পিছন দিক দিয়ে।

দুশমন ফৌজের তীরন্দাযরা উঁচু টিলার সুবিধেমত স্থানে তীর-ধনুক তাক করে বসেছিল। মোরাবেতীন ফৌজ ফুঁসে ওঠা জলোচ্ছ্বাসের মত তাদেরকে এক ধাক্কায় কেল্লার মধ্যে ছিটকে ফেললো। পক্ষান্তরে স্পেন সেনারা দুর্গত পাহাড়ী পথ অতিক্রম করতে গিয়ে তীরের আওতায় পড়ে পিছুপা হলো। স্বেচ্ছাসেবীরা অবশ্য হিম্মতের সাথে লড়ছিল। কদমে কদমে সীমাহীন ক্ষতি সত্ত্বেও তারা কেল্লার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল শনৈঃ শনৈঃ। কেল্লার প্রাচীর থেকে শুরু হলো পশলা পশলা তীর বর্ষণ। এর মোকাবেলায় নড়বড়ে হয়ে গেল পা। স্বেচ্ছাসেবীদেরও এর সাথে সাথে কেল্লার বাইরের ঈসায়ী ফৌজ তীরন্দাযদের সাহায্যে স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে সম্মুখ সমরে নেমে পড়ে। সুতরাং উপয়ান্তর না দেখে পিছুপা হয় তারা।

খানিক পর। কেল্লারক্ষীরা পূর্ব ও উত্তর দিককে আক্রমনমুক্ত ভেবে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

মোরাবেতীন ফৌজ বার কয়েক রশির সিঁড়ি এবং কমান্ডোদের সাহায্যে কেল্লা প্রাচীরে চড়তে চেষ্টা করে। কিন্তু কেল্লার বুরুজে দাঁড়ানো তীরন্দাযরা বৃষ্টিবৎ তীর বর্ষণ ছাড়াও উত্তপ্ত তেল ঢেলে দেয়। হতাশাজনক খবর পেয়ে আমীর ইউসুফ মিত্রদের নিয়ে পিছপা হন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত খণ্ডিত স্পেনের শাসকবর্গ যার যার সাফাই গাইতে থাকেন। মুতামিদ একান্ত নিরিবিলিতে আমীরকে বললেন, আমার ফৌজ ছিল সর্বাগ্রে। কিন্তু ভেলাডোলিড গ্রানাডা, আলীক্যান্ট এবং মার্সিয়া ফৌজ কাপুরুষতা প্রদর্শন করেছেন। ভেগে গেছে দুশমনকে দেখা মাত্রই। ফলশ্রুতিতে আমাদের পিছপা হতে হলো।

এদিকে ভেলাডোলিডের শাসক আমীর সাহেবকে নিঃসঙ্গ পেয়ে বললো, 'অনুষ্ঠিত যুদ্ধের অকার্যকারীতার দায়ভার সেভিলের ঘাড়ে চাপানো হোক।

www.amarboi.org

এভাবে একের পর এক শাসক সাফাই গাইতে থাকেন। চাপান অন্যের ঘাড়ে দোষ। আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন নিরুত্তর। অবশেষে তিনি বলেন, 'আগামীকাল জোহর আমার তাবুতে হাজির হবেন সকলে। শাসকরা তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বললেন, যাক বাবা। অন্ততঃ আরো কিছু নিন্দামন্দ বলার সুযোগ তাহলে পাচ্ছি কালকেও।' কিন্তু পরের দিন তারা একটা পেরেশানীর মধ্যে পড়লেন। তাদের ধারনা ছিল, আজ মনের যাবতীয় গরল ঝাড়ব। প্রমাণ করতে চেষ্টা করব, বৃহত্তর স্পেনের শাসনকার্য চালানোর একক যোগ্যতা আছে আমার। তারা দেখলেন, সকল শাসকই তাঁর তাবুতে উপবিষ্ট। শেষের দিকে যারা এলেন- মুহূর্তে তাদের হাসি পরিনত হলো বিষাদে। ওখানে ছিলেন স্বেচ্ছাবেসীদের ক'জন সালারও। জওহর ও মণি-মাণিক্য খচিত চেয়ারে বসে যাদের অভ্যাস-আমীরের দরবারে মামুলী চেয়ারে বসে তাদের নিতম্ব ব্যাথায় টান টান হয়ে ওঠলো। কিন্তু ভাব প্রকাশ করার সাহস হলো না এ কারোরই। সকলের দৃষ্টি তাবুর দরজায় নিবদ্ধ।

তিন.

আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন শয়ন কক্ষ থেকে মোলাকাত কক্ষে প্রবেশ করেন। তার আগমন উপলক্ষ্যে কোন নকীব শাহী ঢোল ও পিয়ানো বাজালো না। কেউ বললো না- 'হুঁশিয়ার সাবধান। আমীর উজীর নাযির-সাবধান হুঁশিয়ার।' বিছালোনো কেউ তার চলার পথে নরম গালিচা। এতদসত্ত্বেও উপস্থিত শাসকবর্গ অনুমান করলেন, "পাহাড়ের বিশালতা, সাগরের বিস্তীর্নতা ও মরুর প্রশস্ততা নিয়ে এক লৌহমানব আসছেন। একি সেই লোক-কাটাজেনা বন্দরে সন্তান হারা এক পাগলিনীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে যিনি বলেছিলেন, 'মাগো আমি তোমার সেই হারানো সন্তান। সেই লোকই আজ এমন প্রভাব-দাপট সহকারে এগিয়ে আসছেন। তাঁর চোখের কালো তারায় এমন দ্যূতি-যার দিকে তাকাতে পারছি না আমরা।'

শাসকবর্গ তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ালেন। আমীর সাহেব নিষেধ করে বসতে বললেন সকলকে।

আমীর সাহেব উপস্থিত শাসকদের দিকে এক নযর তাকালেন। কারো বুকের পাটা কুলালো না তাঁর সে চাহনির সামনে চক্ষু উত্থিত করতে।

আচানক তার ঠোঁট নড়ে ওঠল। শাসকরা মনে করলেন-ফুঁসে ওঠছে ভূ-মধ্য সাগর। সেভিল প্রশাসকের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেনঃ'

'সুলতান মুতামিদ! ভেলাডোমিড প্রশাসকের নামে আপনার কোন অভিযোগ আছে কি?'

মুতামিদ দাঁড়িয়ে থতমত খেয়ে বললেন, 'এক মহান উদ্দেশে আমরা লড়ছি। জী-না! এ ব্যাপারে আমার কোনই অভিযোগ নেই।' এবার আমীর সাহেব ভেলাডোলিড শাসককে বললেন, 'আচ্ছা! সুলতান মুতামিদের উপর আপনার কোন অভিযোগ নেই তো?'

www.amarboi.org

আমীর আব্দুল্লাহ চমকে ওঠেন যেন। তার মুখ দিয়ে কথা সড়ে না।

ইউসূফ বিন তাশফীন অন্যান্য শাসকবর্গের দিকে তাকালেন। বললেন, 'আপনাদের কারো কোন অভিযোগ থাকলে আমি তা শুনতে প্রস্তুত।'

শাসকবর্গ এ আহ্বানের জওয়াবে কেবল একে অপরের মুখ চাওয়া-চাউয়ী করলেন।

আমীর ইউসূফ সকলকে নিরুত্তর দেখে বললেন,

'একে অপরের সামনে আপনারা মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন। আপনাদের অন্তরে খোদার যৎসামান্য ভয় থাকলেও স্পেনের অবস্থা আজ এ পর্যায়ে দাঁড়াতো না। আমি জানি একে অপরের বিরুদ্ধে আপনাদের মন বিষে ভরা, যদিও কৃত্রিম লজ্জা আর আভিজাত্যবোধ আপনাদের মুখ খুলতে দিচ্ছে না। হায়! এতটুকু ভয়ও যদি আপনারা খোদার শানে করতেন।

আপনাদের ফৌজ যখন ময়দানে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছিল-আমি তখন সেখানে ছিলাম না, কিন্তু খোদা আপনাদের ঠিকই দেখছিলেন। খোদার শানে আপনাদের লৌকিকতা ঠিক থাকলে এখানে এসে কারোই আত্মপক্ষ সমর্থনের দরকার ছিল না। কিন্তু আপনারা খামোকাই একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদাগার তুলেছেন। এই অদূরদর্শিতার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, আপনারা সকলেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। এক্ষণে আপনাদের চেহারা দেখে বলতে পারছি না-আমাদের মাঝে ফেরেশতা ক'জনা।'

এক কথা বলে আমীর ইউসুফ স্বেচ্ছাসেবী ফৌজের সালার কে ডেকে বললেন,

'আব্দুল মুনয়িম! আপনি তো রণাঙ্গনে ছিলেন। সম্ভবতঃ অভিজাত এ শাসকবর্গকেও চিনে থাকবেন। বলুনতো-এদের মধ্যে ফেরেশতা কে-কে?' আব্দুল মুনয়িম অগ্রসর হয়ে জওয়াব দেন, 'হামলার সময় আমাদের দৃষ্টি উঁচু টিলার ওপর নিবদ্ধ ছিলো। কেল্লার প্রাচীরে এসে দেখলাম আমাদের গর্বিত শাসকগণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছেন। আর এতে সেকি প্রতিযোগিতা! কে কার আগে পালাতে পারে।'

'আর পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে দুশমনের তীরন্দায বাহিনী এদের পশ্চাদ্ধাবন করছিল-কি বলেন?' আমীরের কণ্ঠে মৃদু তিরস্কার।

'জী-না! তীরন্দায বাহিনী এদের পিছু না নিয়ে পূর্ণশক্তিতে আমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল।' মুতামিদ দাঁড়িয়ে বললেন, 'উনি ঠিক বলেন নি। আমার ফৌজ দুশমনের প্রচণ্ড হামলায় টিকতে না পেরে পলায়ন করতে বাধ্য হয়।'

গ্রানাডা প্রশাসক আত্মপক্ষসমর্থন করে বললেন, 'আমার ফৌজ স্বেচ্ছাসেবীদের ডানে ছিল। আব্দুল মুনয়িম বাহিনীকে কেল্লা প্রাচীরে যেতে সহায়তা করেছিলাম আমরাই।' মুতামিদ উঠে দাঁড়ালেন, 'অন্যান্য ফৌজকে পিছু হটতে দেখে আত্মহত্যা না করে আমার ফৌজ পিছু হটেছিল হাসান বিন আব্দুল মুনয়িম আলীক্যান্ট ও মার্সিয়া স্বেচ্ছাসেবীদের দিক নির্দেশক ছিলেন। তার কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন।'

www.amarboi.org

হাসানের বাহুতে পট্টি বাধা। এক কোণা থেকে উঠে দাঁড়ায় সে। বলে, 'আমি এ কথার সাক্ষী দিতে মুক্তকণ্ঠ যে, আলীক্যান্টের স্বেচ্ছাসেবীরা বীরত্ব সহকারে লড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আমীর মুতামিদ অন্যের দেখাদেখি না পালালে কেল্লার সামনে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতো না আমাদের। কে বলতে পারে, মার্সিয়া ফৌজের বাহাদুরী দেখে অন্যান্য ফৌজের যুদ্ধস্পৃহা বাড়ত না? আমীর মুতামিদের এরাদার ওপর আমি হস্তক্ষেপ করছিনা, তবে একথা বলতে পারি না যে, তিনি ভুল করেন নি।'

ভেলাডোলিড, মালাকা ও মার্সিয়াসহ অন্যান্য প্রদেশের শাসনকর্তাগণ একযোগে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমীর সাহেব হাতের ইশারায় সকলকে বসতে বলেন। মাহফিলে রাজ্যের নিস্তব্ধতা নেমে এলো। শেষ পর্যন্ত আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন সকলকে লক্ষ্য করে বললেন—

'এ ব্যাপারে আর ঘাটাঘাটি করতে চাইনে। জানি, আপনাদের মুখ তলোয়ারের চেয়েও ধারালো। যাল্লাকা বিজয়ের পর এ তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার-যে লোকদের হাতে স্পেনীয় মুসলিমদের রেখে যাচ্ছি, তারা দেশ চালানোর অযোগ্য। কিন্তু আজ আপনারা প্রমাণ করলেন যে, আপনারা শুধু অযোগ্যই নন বরং কুচক্রী ও কাপুরুষও বটে।'

সুলতান মুতামিদের রক্ত গরম হলে তিনি উঠতে চেষ্টা করলেন। আমীর সাহেব তাকে বসতে বলে বলতে লাগলেন—

'তোমাদের কান এ ধরনের তেঁতো কথা শোনতে অভ্যস্ত নয়। নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী হয়েও তোমরা সুন্দর সুন্দর নাম গ্রহণ করেছো। তোমরা অযোগ্য না হলে স্পেন জয়ের স্বপ্ন দেখত না দুশমন। কুচক্রী না হলে ইসলামের শ্বাশত রাস্তা হতে পদস্খলিত হতে হতোনা তোমাদের। তোমরা জান যে, ইসলামের ছায়াতলে থেকেই শুধুমাত্র কুফরের সাথে টক্কর দেয়া যায়। যাল্লাকা যুদ্ধোত্তর কালে ইসলামের অনুসারী হবে এমন একটা ওয়াদা করেছিলে তোমরা মনে পড়ে কি? ওয়াদা করেছিলে, সংবিধান থেকে অনৈসলামিক কালা কানুন মুছে দিবে। কিন্তু অনৈসলামিক কানুন মোছা তো দূরের কথা, গলা টিপে দিয়েছে ইসলামপন্থীদের। চাপিয়েছে জনতার কাঁধে নিষ্ঠুর টাক্সের ভারবাহী বোঝা। পরিনতি কি হয়েছে তার-তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

যাল্লাকা প্রান্তরে দুশমনকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করায় গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলে তোমরা। ভেবেছিলে, আল-ফাঞ্চো বুঝি পুনরায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু আজ দেখলে, দুশমনের এক নাইট ফৌজসহ লাইত কেল্লায় ঠাঁই নিয়েছে, হিম্মত হারিয়ে ফেলেছে তা দেখে তোমাদের বীর সিপাইগণ। বিগত যুদ্ধে জনতার সমর্থন ছিল তোমাদের সাথে। তাদের ধারনা ছিল, কুফর ও ইসলামের লড়াইতে তোমাদের মোহভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু সেই জনগণ আজ তোমাদের সাথে আছে কি? জনগণের ধারনা আজ প্রগাঢ় হয়েছে যে, আল-ফাঞ্চোর ইসলাম বৈরিতা আর তোমাদের ইসলামমিত্রতার মাঝে কোনই তফাৎ নেই। গত যুদ্ধে গোটা স্পেন থেকে

www.amarboi.org

আট হাজার স্বেচ্ছাসেবক তোমাদের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল, আজ তাদের সংখ্যা আড়াই হাজারে রূপান্তরিত হয়েছে।

জেহাদের নিয়তে এসেছিল ওরা। কিন্তু তোমাদের আত্মকলহ দেখে ওরা বুঝতে পেরেছে যে, লাইত কেল্লা বিজয় হলে তার প্রতিক্রিয়াও তোমাদের মর্মর প্রাসাদের মাঝে সীমিত থাকবে। এতে তাদের ভাগ্যের উন্নতি হবে না আদৌ। তাদের কুটির সেই আগেকারটিই রয়ে যাবে। যে বৃক্ষের থেকে ফল খাও তোমরা-নিজহাতে গোড়া কাটছো তার। এর পরও কি বলতে চাও যে, তোমরা কুচক্রী নও? তোমরা কাপুরুষ না হলে লাইত বিজয়ের কাহিনী লেখা হত ঐ সব শহীদানের খুন দিয়ে, যারা কেল্লার সামনে আত্মাহুতি দিয়েছেন। কাপুরুষের মত ময়দান ছেড়ে ভাগবে এমন অনুভূতি থাকলে আমার ফৌজকেই চারপাশে নিযুক্ত করতাম।

যাল্লাকা বিজয় করতে গিয়ে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে, তাদের সাথে মৈত্রী সম্পর্কে স্থাপন করার যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছি না আমি। আমার দরকার এমন কিছু জানবায মুজাহিদ, তীর-পাথর খেয়েও যারা হাসতে পারে।

লাইত কেল্লা দখলের যাবতীয় পরিকল্পনা করে রেখেছি। যে কোন ত্যাগের বিনিময় এটা দখল করতেই হবে। খোদার রাহে একবার কদম ওঠালে তা ফেরৎ নেয়ার অভ্যাস অন্ততঃ আমার নেই।

নিছক ওয়াজ শোনানোর অভিপ্রায়ে তোমাদের ডেকে পাঠানো হয়নি। বরং এ কথার জন্য ডাকা হয়েছে যে, আগামীতে একনিষ্ঠ হয়ে আমার সঙ্গ দিবে কি-না তোমরা?' হ্যাঁ আল্লাহর চেয়েও আল-ফাঞ্চোর ভয় তোমাদের হৃদয়পটে বদ্ধমূল হলে কাউকে ডাকব না আমি। চলে যেতে পার সে ক্ষেত্রে তোমরা যেদিকে মন চায় সেদিকে। সে সব লোকের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করতে আমার ঘৃণা হয়-যারা রণাঙ্গণ ছেড়ে শয়ন কক্ষের দিকে দৌড়ায়।'

ভেলাডোলিভ প্রশাসক দাঁড়িয়ে বললেন, 'অতীত নিয়ে আমাদের আত্মশ্লাঘা যথেষ্ট হলে ভবিষ্যতে আপনার সাথে একনিষ্ঠতা প্রদর্শনে আমরা প্রস্তুত।'

মুতাসিম তার সমর্থনে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "বিগত কাপুরুষতার স্বীকৃতি দিচ্ছি কিন্তু আগামীতে আমাদেরকে কুচক্রী ও কাপুরুষতার ধিক্কার দেয়ার মত কারণ খুঁজে পাবেন না আপনি।'

মুতামিদ বললেন, 'আফ্রিকান মুজাহিদদের সমকক্ষ নই আমরা। তবে আগামীতে আমাদের নিয়ে ও রকম কথা বলার সুযোগ দেব না আপনাকে।'

অন্যান্য শাসকবর্গও এভাবে আশাব্যঞ্জক কথা বলে আমীর ইউসুফকে শান্ত করলেন। নিরুত্তর আমীর সাহেব। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন—

'এ নয়া অঙ্গীকার করার পূর্বে ভালো করে চিন্তা করেছ কি তোমরা? সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন এই ওয়াদার কষ্টিপাথরে তোমার কর্মকান্ড পরখ করা হবে। আমি কাপুরুষ ও পক্ষাঘাতগ্রস্থদের ক্ষমা করতে জানি, কিন্তু অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের জন্য

www.amarboi.org

আমার কাছে কোন ক্ষমা নেই। তাড়াহুড়া করে কিছু করতে যেওনা। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তোমাদের চিন্তা করার সুযোগ দেয়া হলো। আগামী কাল এশার সময় এখানে সমবেত হবে আবারো। আগামী কাল এসব চেয়ারে যে সব লোককে বসা দেখতে চাই-আগুন নিয়ে খেলতে আর রক্ত পাথরে সাঁতরাতে যারা সংকল্পবদ্ধ।

মসজলিস মুলতবি ঘোষিত হলো। বাইরে বেরুলেন শাসকশ্রেণী। দরজায় দেখলেন কাজী জাফর আর আবুল ওয়ালিদকে।

মালাকা প্রশাসক মুতামিদের কানে কানে বললেন, 'শুনলাম ওরা সপ্তাহ খানেক হলো এখানে এসেছে। এদের একটা ব্যবস্থা করা গেলে আজ আমাদের নাক কান এভাবে কাটা যেত না।

মুতামিদ বললেনঃ 'মোরাবেতীন আমীরের মুখ থেকে আজ যেন কাজী জাফরের কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম।

আব্দুল্লাহ বললেন, 'আবু জাফরকে নিয়ে আপনাদের আর পেরেশান হতে হবে না। আমি অপেক্ষায় আছি, বেটা গ্রানাডায় যাক না।'

মালাকা প্রশাসক বললেনঃ 'আস্তে! বলুন 'মুতাসিমের কান খাড়া। মুতামিদও আব্দুল্লাহ পিছে তাকালেন। দেখলেন মুতাসিম ইবনে রশীকের সাথে বাক্যালাপ করছেন।

চার.

লাইত কেল্লা উত্তর সীমান্তের উপকূরবর্তী এক দুর্ভেদ্য সেনা ছাউনীর নাম। মাস তিনেক পূর্বে এটির রক্ষী-প্রধান হিসাবে নিযুক্ত ছিল সা'দ। ইউসুফ বিন তাশফীন ওর সাথে দিয়েছিলেন হাজার খানেক সওয়ার। তন্মধ্যে আড়াইশ থাকত কেল্লারক্ষা কাজে। বাদ বাকী কার্ডিজ টলেডো সীমান্তে এবং দুশমনের হামলা হতে পারে এমন এমন উপত্যকা ও জনপদে। লাইত দুর্গের অভিযানের এক সপ্তাহ পর মায়মুনাকে কাছে নিয়ে এলো ও।

মায়মুনার জীবনে সা'দের এই আহবান নিছল কল্পনাতীত। কেল্লার এক মামুলী কক্ষে থাকাসত্ত্বেও একে স্বর্গ মনে করছিল সে। আলমাছ ও মায়মুনার চাকরানীকে থাকতে দেয়া হলো নীচতলায়।

একরাতে মায়মুনা স্বামীর অপেক্ষা করছিল। সা'দ দিনের বেলায় শুনেছিল, নদীর ওপারে দুশমনের আনাগোনা দেখা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে কেল্লা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। মাঝরাতে মায়মুনার কানে এলো ঘোড়ার খুড়ধ্বনি। বেড়ে গেল ওর মনের ধড়াস ধড়াস শব্দ। খুশীতে চোখ বুজে মনকে বলছিল ও—

'এখন বুঝি ওর কেল্লায় ফেরার সময় হলো। হ্যাঁ তাইতো-এই বুঝি ও ঘোড়া থেকে নামছে। চড়ছে সিঁড়িতে। আসছে ঠিক আমার কক্ষে। এক-দুই-তিন চার লাঠি দ্বারা

www.amarboi.org

মাটিতে মৃদ শব্দ করে গুনছিল ও। এভাবে গুনলো বাইশ পর্যন্ত। তেইশ গুনতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় শোনা গেল প্রিয়তমের মধুডাক।

মায়মুনা! মায়মুনা!, ডাকলো সা'দ। বন্ধচোখে চেয়ারে বসেই দু'হাত বাড়িয়ে দিল মায়মুনা। কামরায় ঢুকে সাদ' বললো।

'আমি এসে গেছি প্রিয়তমা! চোখ খোল।'

চোখ খুললো মায়মুনা। তড়িৎ গিয়ে নিজকে সঁপে দিল স্বামীর বিশাল বক্ষে।

সা'দ ওর দৃষ্টি নন্দন কেশরাজীতে হাত বুলিয়ে বললো, 'এত রাত আর আমার জন্য জেগে থেকোনা প্রিয়া। এক্ষণে প্রায়ই আমাকে কেল্লার বাইরে থাকতে হবে। জনপদের খবর খুব একটা ভালো নয়। ভাবছি তোমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব কি-না।'

'ভবিষ্যৎ ভাবনা ভাবতে গিয়ে পেরেশান হওয়ার দরকার নেই। আমি শুধু আজকের কথা জানতে চাই।'

'যা শুনছিলাম আপাদমস্তক তা সত্য। দুশমন ফৌজ খচ্চরের পিঠে করে রসদ সামগ্রী বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। সূর্যাস্তের সময় ওদেরকে নিশ্চিন্তে নদী পাড় হবার সুযোগ দিলাম। অতঃপর পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আচানক বসলাম হামলা করে। মারা পড়ল ওদের পঞ্চাশ জনের মত। পালালো বেশ কিছু ... দু'শো খচ্চর বোঝাই খাদ্য সামগ্রী চলে এলো আমাদের হাতে অবলীলায়।

'আপনার খানা নিয়ে আসব কি?

'তা আনতে পার।

সা'দ শৌচাগারে ঢুকলো। বসলো এসে চেয়ারে। খাবার এনে ওর সামনে রেখে মায়মুনা বললোঃ লৌহবর্ম খুলবেন না?'

ঃ'না! এখনি বের হতে হবে।'

মায়মুনা কথা না বাড়িয়ে স্বামীর পাশে বসে খানা পরিবেশন করতে লাগল। খানা শেষে সা'দ বললো, 'মায়মুনা দু'দিন তোমার সাথে দেখা হবে না। পরশু নাগাদ ফিরে আসব।'

'দূরে কোথাও যাচ্ছেন বুঝি?' মায়মুনার কণ্ঠে হতাশার সুর।

'আমীর ইউসুফের কাছে যাচ্ছি। কাউকে পাঠিয়ে যা সাড়া যায়না-এমন কিছু কথা তার সাথে সাড়তে হবে আমায়।

'যাবার আগে ওয়াদা করুন-আব্বার সাথে আমাকে বাড়ী পাঠানোর ব্যাপারে পরামর্শ করবেন না।'

'ওয়াদা করছি-হালত নেহাৎ বিস্ফোরোম্মুখ না হলে তোমাকে বাড়ী পাঠাব না।'

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সা'দ।

www.amarboi.org

পাঁচ.

ইউসুফ বিন তাশফীনের তাঁবু।

সামনে দণ্ডায়মান সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম।

আমীরের সম্মুখস্থ মেঝের উপর একটা মানচিত্র।

সায়ের বিন আবু বকর ও অন্যান্য ক'জন জেনারেল সা'দের পার্শ্বে।

মানচিত্রের এক স্থানে আঙ্গুল রেখে সা'দ বললো, 'কেল্লার পশ্চিম পার্শ্বে আমাদের একমাত্র চৌকি। এর সামনে কর্ডোভা সীমান্ত। ওখানকার দেখ্ভালের দায়িত্ব সেভিল সেনাদের স্কন্ধে অর্পিত। সতর্কতামূলক ওখানে বেশকিছু গুপ্তচর নিয়োগ করেছি। সেভিল সেপাইদের উদাসীনতায় দুশমন ফৌজ ঐ এলাকা অতিক্রম করলে ওরা আমাকে অবহিত করবে। দিন তিনেক পূর্বে আমাকে এ মর্মে খবর দেয়া হয়েছিলো-দুশমনের তিনশো সওয়ার ওখান থেকে যাচ্ছে কোথাও। তারপরের দিন জানানো হলো-পশ্চিম দিকের চৌকি হতে দশমাইল দূরে দুশমনের বেশ কিছু সেনা নদী পার হচ্ছে। ওদিকটা পাহারার দায়িত্ব ছিলো মার্সিয়া-আলীক্যান্টের সৈন্যেদের ওপর। আমি তো অবাক, কোন রকম বাঁধার সম্মুখীন না হয়ে দু'দুটি সেনাদল কি করে অগ্রসর হোল! হতে পারে, ওখানকার পাহারাদারদের উদাসীনতা আর খামখয়ালীতে এমনটা হয়েছে। আর এও হতে পারে যে, রাতের আঁধারে ওরা ঠাহর করতে পারে নি। তবে তৃতীয় আরেকটা কারণ আমাকে পেরেশান করে তুলছে। এমন তো নয়-ওদের দেখেও আমাদের পাহারাদাররা চোখ বন্ধ করেছিল? আমাদের যদ্দুর বিশ্বাস-পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ।

সায়েব বিন আবু বকর বললেন, 'তোমার কথা ঠিক হলে-দুশমন ফৌজ বড় জোড় লাইত কেল্লায় গেছে। তোমার মত এমন একটা খবর এখানেও এসেছিল। সংগে সংগে শাসকদের জানিয়ে দিয়েছি লাইত কেল্লার তামাম পথ রুদ্ধ করে দেয়া হোক। দুশমনের নতুন ফৌজ কেল্লায় পৌছেছে বলে কোন খবর এ যাবত পাইনি আমরা।'

'আপনাদের খবর না আসার একমাত্র কারণ হচ্ছে, স্পেন সেনারা ওদের কে নির্বিঘ্নে কেল্লায় যেতে দিয়েছে। আর হ্যাঁ, কেল্লা অভ্যন্তরে যেতে না পারলেও ওরা পার্শ্ববর্তী কোন পাহাড়ে লুকিয়ে থাকতে পারে। আর কারো খবর যাই হোক না কেন, অন্তত আমার গুপ্তচর কোন আজগুবি খবর দিতে পারে না।'

ইউনুফ বিন তাশফীন বললেন, 'তোমার কথা শেষ হলো-নাকি আরো কিছু বলবে?'

'জী হ্যাঁ। আমার কথা শেষ। ' বিনীতবচনে উত্তর দিল সা'দ।

'তুমি জলদি ফিরে যাও। তোমাকে পাঁচশ' সওয়ার দিচ্ছি। এরা মার্সিয়া, সেভিল ও আলীক্যান্টের ফৌজের সাথে মিলে পাহারা দিবে। এছাড়াও পার্শ্ববর্তি পাহাড়ী অঞ্চলে খোজারু বাহিনী পাঠাচ্ছি শীঘ্রই। তবে এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে, স্পেন সেনারা দুশমনের সাথে হাত মিলিয়েছে। তোমাকে যেখানে পাঠাচ্ছি, ওখানে চৌকস

www.amarboi.org

থাকতে হবে তোমায়। অচিরেই আমরা নামব চূড়ান্ত লড়াইয়ে। হামলার দিন দুয়েক পূর্বে প্রতিটি চৌকির সেপাইদের ডেকে পাঠানো হবে। তুমি সবচেয়ে অধীক সেপাই নিয়ে সে ডাকে সাড়া দিবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তবে তোমাকে ওখানেই থাকতে হবে। কেননা, ঐ কেল্লাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর রক্ষণাবেক্ষণে তোমার অপেক্ষা আর কাউকে যথোপযুক্ত মনে করি না। যাও! আল্লাহ তোমার সহায় হোন'।

ছয়.

সূর্যোদয়ের সময় জনৈক বার্বারী সালার আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনের তাবুতে প্রবেশ করে বললেনঃ 'কাজী আবু জাফর আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী!'

'উনি কখন এলেন?'

'এই মাত্র।'

'বহুত আচ্ছা। নিয়ে এসো তাঁকে!

অফিসার বেরিয়ে গেলেন। খানিক পর তার সাথে প্রবেশ করলেন কাজী সাহেব। আমীর সাহেব দাঁড়িয়ে তার সাথে সালাম বিনিময় করলেন। অতঃপর বসতে বসতে বললেন, 'এতোদিনে আমাদের মনে পড়ল?'

কাজী সাহেব হেসে বললেন, 'এক জনমানবহীন নিচ্ছিদ্র 'জগতের সফর শেষ করে আসলাম কি-না।'

'তার মানে?' ইউসুফের ভ্রু-কুচকানো দৃষ্টি।

'গ্রানাডা পৌছুতেই আমাকে জেলে পাটানো হয়েছিল।'

'জীবনের বিরাট একটা অংশ আব্দুল মুনয়িমকে কারাগারে কাটাতে হয়েছে। কিন্তু তার বাল-বাচ্চা, পরিবার-পরিজন কেউই জানতে পারেনি-উনি কোন কারাগারে দিন কাটাচ্ছেন। প্রশাসন বড় সতর্কতার সাথে ওনাকে বিভিন্ন কারাগারে স্থানান্তর করেছিল। কাক-পক্ষীও টের পায়নি।

কর্ডোভার ওলামা সম্মেলন থেকে আমি গ্রানাডা গেলাম। ইচ্ছা ছিলনা বেশি দিন অবস্থান করার। একদিন রাত্রে এশার নামায শেষে রাস্তায় নামতেই আমার হাতে হাতকড়া উঠে এলো।'

'আব্দুল্লাহর নির্দেশে আপনাকে বন্দি করা হয়েছিল কি?'

'হ্যাঁ! উনি আমার প্রাণনাশের ফরমান জারী করেছিলেন। ভাগ্যিস তাঁর মা আমার পক্ষপাতিত্ব করায় আপনার সামনে আসতে পেরেছি।

'কতদিন ছিলেন কারাগারে?'

'তা মাস দেড়েকের কম হবে না।'

'তারপর! আমার যদ্দুর ধারনা-দু'মাসাধিকাল ধরে আপনি লাপাত্তা।'

www.amarboi.org

'আমি ভেলাডোলিড, সেভিল, কর্ডোভা সহ অন্যান্য শহরে বিচরণ করে এখানে এসেছি। মত বিনিময় করেছি ওখানকার আলেম-ওলামার সাথে। তাদের সর্বসম্মতিক্রম অভিমত হচ্ছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে খন্ডিত স্পেনের কুলাঙ্গারদের গদিচ্যুৎ করা ফরয... এ কথা বলে কাজী সাহেব তার আচকান থেকে একটা কাগজ বের করে ইউসুফের সামনে মেলে ধরলেন। বললেন, 'এ কাগজের ফতোয়া দিয়েছেন ওলামাদের একটা বিরাট অংশ। বাদবাকীদের ফতোয়া অচিরেই পেয়ে যাবেন আপনি। এছাড়া বহিঃবিশ্বের নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ব্যাপারে ফতোয়া তলব করা হয়েছে। মিসর সিরিয়া ও আরবের শ্রদ্ধাভাজন মুফতীয়ানে কেরামের অভিমত ও ফতোয়া দুদিনের মধ্যেই এসে যাবে। মরক্কোর মুফতীবৃন্দ আমাদের ফতোয়ার সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।'

কাজী সাহেবকে অনুলিপিটা ফেরৎ দিয়ে আমীর সাহেব বললেন, 'খামোকাই সময় নষ্ট করেছেন আপনি। আমি সেই কবে বলে রেখেছি যে, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাব না। বারবার বলেছি, ঈসায়ীদের তৃত্ববাদী থাবা থেকে স্পেনবাসীকে মুক্ত করা আমার একমাত্র অভিপ্রায় ... । অস্বীকার করছি না, শাসকদের মাঝে হাজারো গোয়ার্তুমি আছে। তার মানে এই নয় আপনার ফতোয়ার ওপর ভর করে আমি ওয়াদা ভঙ্গ করব। লাইত কেল্লা বিজয় হলেই আমার স্পেন আগমন স্বার্থক হবে। অতঃপর একমুহূর্তও আমি এদেশে থাকব না। পরবর্তিতে শাসকবর্গকে পরিশুদ্ধ করা কিংবা এতে কাজ না হলে গদিচ্যুত করার দায়-দায়িত্ব আপনাদের।'

কাজী সাহেব বলেন, 'কোন ঠুনকো অজুহাতে এ ফতোয়া তৈরি করিনি। বাস্তবিকই শাসকবর্গ ইসলামচ্যুত হয়েছেন। অনৈসলামিক কালা কানুন তারা সংবিধান থেকে মুছবেন না কিছুতেই। নিজেদের বিলাসী জীবনের অশেষ ভোগ-সামগ্রীর যোগান দিতে গিয়ে তারা জনগণের ওপর এমনো নিষ্ঠুর ট্যাক্স চাপিয়েছেন যার প্রমাণ শরীয়তে নেই। নৈতিক অবক্ষয় হতে হতে তারা এমন এক স্তরে নেমেছেন-যেখান থেকে তুলে মানুষের কাতারে দাঁড় করানো যায় না তাদের।

দুশমনের তলোয়ার যখন তাদের গলে উত্থিত ছিল-তখন তারা জনগণ, ওলামা ও আফ্রিকান মুজাহিদদের কানে এ কথার ঝংকার তুলেছিলো-ইসলাম গেলো। ঠেকাও! কিন্তু দুশমন পরাভূত হবার পর তাদের সে সুর ঝংকার পরিবর্তন হয়ে গেল। ইসলাম প্রতিষ্ঠা তো দূরে থাক-উপরন্তু তারা ইসলামী হুকমতপন্থীদের জন্যে খুলে দিল কারার লৌহ কপাট। এক মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যাল্লাকা বিজয় হয়েছিল, কিন্তু যাল্লাকা শহীদানের লাশের উপর বসে তারা শরাব পান করেছে। লাইত কেল্লাকে কেন্দ্র করে যেই কিনা ওদের গদী হুমকীর মুখে দাঁড়িয়েছে, সেই অমনি ওরা আপনার শরণাপন্ন হয়েছে। নিজেদের কৃতকর্মে অনুতপ্ত হয়ে নয়, বরং তাদের স্বেচ্ছাচারীতায় জনগণের টনক নড়তে দেখায় আপনার দরবারে ধর্না দিয়েছে। আপনি হয়ত জানেন না পুনরায় আপনাকে স্পেনে পা রাখতে না দিলে জনতার প্রতিনিধি মরক্কো যেত। সেমতাবস্থায় তাদের বিমুখ করতেন না আপনি। বিষয়টির গুরুত্ব ও পরিনতি উপলব্ধি করে তারাই সর্বাগ্রে ভূ-মধ্য

www.amarboi.org

সাগর পাড়ি দিয়েছিল। কেননা, জনতার আহ্বানে আপনি এলে ওদের তখতে তাউস উল্টে দেন কি- না, এভয়ে। লাইত কেল্লা ক্রমশঃই যেন ধুম্রজালে আচ্ছন্ন হচ্ছে। এর কারণ আপনি ছাড়া আর কেউ বোধহয় আঁচ করতে পারছেনা। এতে প্রশাসকদের চক্রজাল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করছে বলে সচেতন জনতার ধারনা। আমাদের অভিযোগগুলো সর্বৈব মিথ্যা প্রমাণিত হলেও ওদেরকে সাজার যোগ্য প্রমাণে এতটুকু যথেষ্ট যে, ওদের কাপুরুষতা আর কূট চক্রান্তের জন্যই লাইত কেল্লা বিজয়ে দেরী হচ্ছে।

আমীর ইউসুফ বললেন, 'ওদিকটা নিয়ে আপনি খুব পেরেশান, কিন্তু এর ধিক্কার ওদেরকে কম দেইনি। ওরা ওয়াদা করেছে, ভবিষ্যতে এমন ভুল আর করবে না। এজন্য আমি অবরোধকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করেছি। চূড়ান্ত লড়াই আসন্ন। ওদেরকে শাসিয়েও দিয়েছি— চক্রান্তের গন্ধ পেলে রক্ষা নেই কারো। তবে এর অর্থ এই না, স্পেন শাসনের তামান্না করছি আমি। তাই এক্ষণে আপনার অন্তর থেকে আমাকে কেন্দ্র করে কোন খায়েশই বদ্ধমুল না করা চাই।'

'শুনলাম, সেভিল ও গ্রানাডা শাসকদ্বয় ফিরে গেছেন। আস্তে আস্তে ফিরে যাবে অন্যরাও। আল্লাহ আমাদের নাজাতের ফায়ছালা করে থাকলে আপনার অন্তর শান্ত-স্থীর করে দিবেন তিনি।'

'তাঁরা দু'জনে আমার অনুমতি নিয়েই গেছেন। রেখে গেছেন যার যার সৈন্য। সুতরাং তাদের ব্যাপারে তড়িৎ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারছি না।'

'শাসকবর্গের ব্যাপারে দীর্ঘদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতার দ্বারা ভিন্নধর্মী যে একটা মতামত কায়েম করছিলাম আমরা-তাদের এক দেশপ্রেমমূলক নারাধ্বনিতে তা ভেস্তে গেছে। সেদিন আমরা একবার ভুল করেছিলাম। স্পেন দখল করবেন না-এমন একটা অঙ্গীকার যখন আপনি করেছিলেন, তখন আমি ও আমার সঙ্গীদের বিরোধিতা করার দারকার ছিল। যাক! যা হবার হয়েছে। এখন থেকে এ কুলাঙ্গারদের ব্যাপারে আপনি হুঁশিয়ার থাকবেন। আমি চলে যাচ্ছি। এই বিশ্বাস বুকে আগলে যে, দ্বিতীয় বার যখন আপনার সাথে মোলাকাত হবে-তখন আপনার আমার মতের কোন অমিল হবে না।'

আমীর সাহেব দাঁড়িয়ে কাজী সাহেবের সাথে মোসাফাহা করে বললেন, 'এ দোয়া কেন করছেন না-দ্বিতীয়বার যখন আমাদের দেখা হবে, তখন শাসকবর্গ সঠিক রাস্তায় এসে যাবে?'

বুড়িয়ে গেছি তো। তাই আকাশ কুসুম দোয়া করার হিম্মৎ নেই আমার মাঝে।'

www.amarboi.org

ষড়যন্ত্র ও বিজয়

ইউসুফ বিন তাশফীনের নির্দেশ পেয়ে সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম এক হাজার সৈন্য নিয়ে লাইত কেল্লার ওপর চূড়ান্ত হামলার জন্য রওয়ানা হলো। বাদবাকী পাঁচশ সেপাই রইল কেল্লা রক্ষার কাজে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সড়কে টহল দেয়ার জন্য। বিস্তীর্ণ এই এলাকাটির দেখাশুনার কাজ সামান্য সৈন্য দ্বারা সম্ভবপর নয় বিধায় এলাকাবাসীকে ওদের মদদ করতে বলে গেল সা'দ।

একদিন কেল্লা থেকে পূর্বদিকের এক চৌকি দেখতে গেল সা'দ। ফিরতে রাত হলো। মায়মুনা চিরাচরিত নিয়ম মাফিক অপেক্ষায় ছিল ওর। ক্লান্তি ভরে খানা খেয়েই বিছানার কোলেআশ্রয় নিল ও। ঘন্টা খানেক পর মায়মুনা সুড়সুড়ি দিয়ে বললো, 'উঠুন! বাইরে আলমাছ ডাকাডাকি করছে! ধড় ফরিয়ে উঠল সা'দ। বেরুল জলদি। কড়িডোরে দাঁড়ান আলমাছ।

'কি হলো চাচাজান! চোখ রগড়াতে রগড়াতে জিজ্ঞাসা করলো সা'দ।

'উপ-সেনাবাহিনী প্রধানের পীড়াপীড়িতে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে হলো। বস্তির দু'জন লোককে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছে স্বেচ্ছাসেবীরা। এরা নদী পাড় হয়ে লাইত কেল্লামুখো হচ্ছিল। বস্তিবাসী তাদের কে চ্যালেঞ্জ করলে 'আমীর ইউসুফের কাছে ভ্যালোন্সিয়াবাসীর খবর নিয়ে যাচ্ছি বলে ওরা জবাব দিল। পাহারাদাররা বললো, 'রাতের আঁধারে নদী পাড়ি দিয়ে ওপারে যাওয়ার অনুমতি নেই কারোর। অতএব বস্তির সর্দারদের কাছে চলো। আরে আমরাতো রাত কাটানোর জায়গা তালাশ করছি। ভালোই হলো, চলো চলো! পাহারাদাররা ওদের কাথায় প্রভাবিত হয়ে বস্তিতে নিয়ে এলো। সংখ্যায় ওরা এগার জন। ওদের ঘোড়া ও হাতিয়ার ছিনিয়ে না নিয়ে ভুল করেছিল। পাহারাদারদের ধারনা-এরা বোধহয় মুসলমান। পথিমধ্যে ওরা সেড কম্বোডরের জুলুমের কাহিনী বলতেছিল। সুতরাং স্বেচ্ছাসেবীদের আর কোন সন্দেহ রইল না এদের প্রতি।

বস্তির অনতিদূরে এসে বেশকিছু সেপাই যখন চৌকিতে ফিরে গেল অকস্মাৎ তখন ওরা হামলা করে বসল। কিছু ভেবে ওঠার পূর্বেই অবশিষ্ট পাহারাদারদের অনেকেই যখমী হলো। পাহারাদারদের চিৎকার শুনে বস্তিবাসী তাদের সাহায্যে এগিয়ে এলো। ছদ্মবেশী শত্রুরা পরিস্থিতি খারাপ দেখে পালাতে লাগল, কিন্তু তিনজনকে ধরে ফেললো বস্তির লোক। তন্মধ্যে একজন আত্মহত্যা করেছে। অন্য দু'জনের একজন মুখ খুলছে না। অপর জন বলছে, তোমাদের সেনাপতির কাছে যা বলতে হয় বলব। বেশভূষায় মনে হয়-উভয়ই পদস্থ অফিসার।'

www.amarboi.org

'ওদের দেহতল্লাশী করা হয়েছে কি?'

'জী-হ্যাঁ! কিন্তু এমন কিছু পাওয়া যায় নি, যাতে ওদের অপরাধী বলে সনাক্ত করা যায়'।

'এসো আমার সাথে।'

সা'দ সিড়ির দিকে এগুলো জলদি। গিয়ে পৌঁছুল কেল্লার দ্বারে। পাহারাদার ও গ্রাম্য লোকে ঘিরে রেখেছে কয়েদীদেরকে। সা'দকে দেখে সকলে সড়ে গেল।

জনৈক বার্বার অফিসার বললো, 'আপনি খুব ক্লান্ত জানতাম। কিন্তু বলুন, এ পরিস্থিতিতে আপনাকে খবর না দিয়ে উপায় আছে কি?'

বহুত আচ্ছা। ডেকে বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন।'

জনৈক বৃদ্দু অগ্রসর হয়ে ঘটনা খুলে বলতে গেলে সা'দ তাকে বারন করে বললো, 'আমি ঘটনার আপাদমস্তক জানি। যার যার দায়িত্ব পালন করুন গিয়ে। সকাল নাগাদ আপনারা সকলেই আমাদের মেহমান। সা'দ এবার কয়েদীদের দিকে মনোনিবেশ করল। মশাল উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল এক সেপাই।

সা'দ কয়েদীকে বললো, 'আত্মপক্ষসমর্থনে কিছু বলার আছে কি তোমার?'

গর্দান উঁচিয়ে জনৈক কয়েদী বললো, 'আমরা অনেক কিছুই বলতে চাই। আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য তথ্য আছে যে, আমরা দুশমনের চর নই। সুলতান মুতামিদকে আমাদের সততার জন্য যথেষ্ঠ মনে করলে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিন।'

'হায়রে নির্ভরযোগ্য স্বাক্ষী! সে যাক গে, এর পূর্বে বলো, ভ্যালেন্সিয়ার সাথে সুলতানের সম্পর্ক কি?'

কয়েদী পেরেশান হয়ে বললো, 'সুলতান মুতামিদের হুকুমে আমি সেড কম্বোডরের যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর সংগ্রহে গিয়েছিলাম।'

'এগার জন সাথে নিয়ে?'

'না। ভ্যালেন্সিয়া থেকে ওরা আমার সাথে এসেছে। ওরা ইউসুফের কাছে প্রতিনিধি নিয়ে যাচ্ছে। নদী পাড় হবার পর স্বেচ্ছাসেবীরা আমাদের ওপর খামোকা সন্দেহ পোষণ করে। ওরা মনে করে আমরা ডাকু কিংবা লুটেরা দলের সদস্য।'

'চোর-ডাকুতে যাদের ভয়-তারা রাত্রে সফর করে না।'

'আমি আপনার সাথে তিক্ত আলাপের পরিসর বাড়াতে চাইনা। বিশ্বাস না হলে মুতমিদের দরবারে পাঠিয়ে দিন আমায়।'

'সুলতান এক্ষণে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন।' একথা বলে পাহারাদারের হাত থেকে মশাল নিয়ে সা'দ অগ্রসর হলো। কয়েদীদের কাছে সা'দ গিয়ে তাকালো ভ্রু-কুঞ্চিত করে। মুহূর্তে ওর চোয়াল দু'টি শক্ত হয়ে ওঠল। বজ্র হাতে চেপে ধরল গলা।

'তাকাও আমার দিকে! সা'দ হাত একটু ঢিলা করে কয়েদীকে বললো, 'আমাকে চেন?'

www.amarboi.org

কয়েদী পেরেশান হয়ে তাকালো ওর দিকে। আস্তে আস্তে হলুদ হয়ে গেল তার মুখ মন্ডল। সা'দ বললো, 'জেয়াদ! তুমি সর্বদাই কাপুরুষ। বলো, 'আমার সময়ের দাম আছে— বলবে না?'

সা'দ চেপে ধরল গলা শক্ত হাতে। জেয়াদের চোখ বের হওয়ার উপক্রম। সা'দ হাতকে একটু শিথিল করে পুনরায় বললো, 'মনে হচ্ছে শয়তানিতে তুমি পরিপক্ক। কিন্তু মানবতার ক্ষতি করতে দুষ্ট লোকেরা তোমাকে চিনতে ভুল করেছে। তুমি দেশ ও জাতির দুশমন। দুশমন ইসলামের। এ কেল্লার এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে এমন একটা যন্ত্র আছে-যা দেখে হয়ত মনে করতে পারবে-কত ধানে কত চাল। এ কেল্লা দখল করে জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলাম আমরা। কিন্তু তোমার মত অভিজাত লোকের পদচারণে ধন্য হবার জন্য সেদিন কুদরত আমাদের কে জ্বালাতে দেন নি। এখন তুমি এসেছো। তোমার কৃত পাপসমূহের শাস্তি তুমি কিভাবে নিতে চাও তা বুঝতে পারবে, কেল্লাটি কতটা অতিথি পরায়ন জানলে।

সা'দের ইশারায় ক'জন সেপাই ওদেরকে কেল্লার এক কামরায় নিয়ে গেল। কামরার দরজার কাছে এসে জেয়াদ চিৎকার দিয়ে বললো, 'আমি কোন অন্যায় করিনি। আমি সেভির্ল প্রশাসনের গোলাম। আপনি গলদচিন্তায় মশগুল হবেন না যে, আমার আর্তনাদ কেল্লার চার দেয়ালের বাইরে যাবে না। এতোক্ষণে আমার সঙ্গীরা লাইত কেল্লায় পৌছে গেছে। আমার খবর শুনে সুলতান মুতামিদ চুপটি মেসে বসে থাকবেন না। আমার বদলায় আপনার তামাম লোককে কেটে টুকরো টুকরো করা হবে। অতঃপর আমার হত্যাকারীর তালিকায় আপনাকে দেখলে সুলতানের হাত থেকে রেহাই নেই আপনার। আমীর ইউসুফের কানে এতটুকু দেয়াই যথেষ্ঠ যে, আমি নিষ্পাপ।'

সা'দ ওকে কামরায় ঠেলে দিয়ে সেপাইদের লক্ষ্য করে বললো, 'ওকে মরণ চড়কায় ওঠাও।!'

সেপাইরা জেয়াদের হাত পায়ে জিঞ্জির বেধে চড়কা আকৃতির একটা গোলাকার বস্তুর ওপর চড়াল। এরপর ঐ চড়কা ঘুরাতে লাগল।

সা'দ জানত-বাঁকা লোককে কিভাবে সোজা করতে হয়। জানত মুখে কুলুপ এঁটে দেয়া ব্যক্তি থেকে কথা কিভাবে বের করতে হয়। আলোচ্য শাস্তিটি বাস্তবিকই পীড়াদায়ক। রক্ত মাংসের গাড় মানুষ সহ্য করতে পারে না-যা। সা'দ দরজায় দাঁড়িয়ে উপভোগ করছিল জেয়াদের আর্তনাদ। ওর অন্তর বারবার বলছিল, 'হায় হায়! বাস্তবিকই যদি ও বে-গোনাহ হয়, তাহলে?'

জনৈক সেপাই বাইরে এসে বললো, 'আমরা আপনার হুকুমের প্রতীক্ষায় আছি।'

'আমি আসছি!' বলে সা'দ বললো, 'গোটা চারেক ঘোড়া প্রস্তুত করো। সম্ভবতঃ আমাকে ইবনে তাশফীনের কাছে যেতে হবে।' অতঃপর ও কামরায় প্রবেশ করল। জেয়াদ নিরুত্তর।

www.amarboi.org

সা'দ সেপাইদেরকে হাতের ইশারায় জড়ো করল। জনৈক সেপাই চড়কা ঘোরাল। কট্‌কট্‌ আওয়াজ হতে থাকল চড়কা থেকে। মট্‌মট্‌ করতে লাগল জেয়াদের হাড্ডি।

'আমাকে ছাড়। আমি নির্দোষ! জেয়াদের আর্তনাদ পাষাণ গাত্রে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করলো।

সা'দ বললো, জেয়াদ। কাঠের মট্‌মট্‌ আওয়াজ শুনলে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে তোমার হাড্ডি কট্‌কটা করে ভাঙ্গা হবে। এখনো সময় আছে। জান বাঁচানোর সুযোগ আছে এখনো। নতুবা কানে আংগুল দিব। যাতে তোমার গাধাচিল্লানী আমার অন্তরে দাগ না কাটে!'

অতঃপর সা'দ অপর কয়েদীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি এবার তৈরি হও। তোমার পালা আসছে। তোমার অপরাধ যেন চেহারায় ভাসছে।' কয়েদী কম্পিত ঠোঁটে বললো, 'আমি ভ্যালেন্সিয়ার লোক। আমি নিষ্পাপ।'

'ঐ চড়কায় ওঠালে জানতে বাকী থাকবে না আমাদের তাও।'

জেয়াদ কাতরাতে কাতরাতে বললো, 'আমাকে ছেড়ে দাও-ছেড়ে দাও-আমি কিছুই করিনি-সামান্য এক বেতনভোগী কর্মচারী আমি-তাঁর নির্দেশ পালন করছি মাত্র-ছেড়ে দাও আমাকে-আমি সব কিছু বলব!'

সাদের ইশারায় সেপাই চড়কা ঘুরানো বন্ধ হলো। ঢিলা হয়ে এলো ওর হাত-পায়ের বাঁধন।

সা'দ বললো, 'জলদি। এটাই তোমার শেষ সুযোগ।'

'সবকিছু খুলে বললে আমাকে কতল করবেন না-তো?' জেয়াদের কাতর মিনতি।

'এমন ওয়াদা-অঙ্গীকার করতে পারছিনে।'

'যদি এমন লোমহর্ষক তথ্যের সন্ধান দেই, যা কিনা আপনার কল্পনাতীত, তাহলেও?'

সা'দ কিছু বলতে চাচ্ছিল। তার নায়েব হন্তদন্ত হয়ে কামরায় প্রবেশ করল। সাথে এক আগন্তুক।

সা'দের সহকারী ভূমিকা ছাড়াই বললো, 'ইনি পার্শ্ববর্তী বস্তির সর্দার। নিহত কয়েদীর পকেটে এ কাগজটি কুড়িয়ে পেয়েছেন উনি।'

'কাগজ?'

বস্তির সর্দার এক টুকরা কাগজ বের করে সা'দের হাতে দিলেন। বললেন, 'স্বেচ্ছাসেবীরা দু'কয়েদীকে ধরে এখানে নিয়ে আসার সময় আহত কয়েদীর দেহতল্লাশী করে এটির সন্ধান পাই। তার ভিতর— পকেটে সেলাই করা ছিল এটি। কাগজটি জরুরী, এতে কোন অজানা তথ্য থাকতে পারে ভেবে নিয়ে এলাম। আমার ইউসুফের কাছে যাবার ইচ্ছা ছিল। ভাবলাম, ওখানে পৌছুলে দেখা করার অনুমতি পাই কি-না!'

www.amarboi.org

সর্দারের কথার দিকে সা'দের খুব একটা আকর্ষণ ছিল না। ওর যত অকার্ষণ ঐ রহস্যজনক কাগজের টুকরার দিকে। মশালের দপদপে আলোতে মেলে ধরল কাগজ খানা। প্রতিটি ছত্রেই ওর পৌরুষদীপ্ত রগগুলি টান টান হয়ে উঠছিল। কাগজটিতে ষষ্ঠ আল-ফাঞ্চোর দস্তখত রয়েছে। এট একটি আহ্বান। আল-ফাঞ্চো লিখেছে ঃ

'আমি নিওয়ান, সান-সেবাস্টিয়ান, লাকরুনা, লিজবন ও ওভিডোর সর্বজনশ্রদ্ধেয় উমরা এবং ভ্যালেন্সিয়া প্রশাসক সেড কম্বোডরের সহায়তা নিয়ে ঘোষণা করছি যে, স্পেন প্রশাসকগণ আমাদের দিকে দোস্তির হাত বাড়ালে আগামীতে তাদের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্বশাসনে আমরা বাদ সাধব না। অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ্য করছি-আফ্রিকান হানাদার বাহিনী স্পেনবাসীর সাথে মিত্রতার ছদ্মাবরণে তাদের গলে পড়িয়ে দিচ্ছে গোলামীর জিঞ্জির। ইশ্বর যীশু, মা মেরী ও পবিত্র ক্রশের কসম খেয়ে বলছি-দেশ ও জাতির ইজ্জত রক্ষার্থে আমরা সমথিতভাবে আগ্রাসী মোরাবেতীনদের রুখতে পারলে, আমিও আমার মিত্রদের থেকে স্পেনের শৃঙ্খলা ও দেশশাসনে পুরোপুরি সহযোগিতা পাবেন।

আলোচ্য মৈত্রী চুক্তি করার জন্য যে কোন সীমান্তে আমরা স্পেনের মুসলিম শাসকদের সাথে মিলিত হতে প্রস্তুত। লাইত কেল্লা সম্পর্কিত যাবতীয় খবরাখবর পত্র বাহকদের কাছ বলে দিয়েছি।'

পত্র পাঠ করে সা'দ ' জোয়াদের দিকে তাকাল। বললো, 'এখন আর আমাকে এমন কোন তথ্য দিতে পারবে না তুমি-যা এরচেয়েও ভয়ঙ্কর। আমার সময় অপচয় না করে ঝটপট আমার জিজ্ঞাসার জবাব দিলে বেঁচে যেতে পার। যতক্ষণ আশ্বস্থ না হতে পারছি যে, তুমি সত্য লুকোচ্ছো না-ততক্ষণ তোমার পা জিঞ্জিরাবদ্ধ থাকবে। অতঃপর তোমার ফায়ছালা আমীর ইউসুফের হাতে তুলে দেয়া হবে।'

জেয়াদ বললো, 'আমি আপনার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত।

সা'দের প্রথম প্রশ্ন ঃ 'আল-ফাঞ্চোর পত্রবাহী নিহত লোকটির পরিচয় কি?'

'শাহজাদা রশীদের উপদেষ্টা।'

'আল-ফাঞ্চোর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল কোথায়?'

'ভ্যালেন্সিয়ার পশ্চিম সীমান্তে।'

' তোমার সঙ্গে ছিল কে-কে?'

'মালাকা প্রশাসকের মুখপাত্র।'

'প্রতিনিধিদের দিক-নির্দেশক কে?'

'শাহজাদা রশীদ।'

'সে পলায়ন করেছে কি?'

'হ্যাঁ।'

'আহত যে লোকটিকে স্বেচ্ছাসেবীরা বস্তির বাইরে রেখে এসেছিল, কে-সে?'

www.amarboi.org

'গ্রানাডা শাসকের মুখপাত্র।'

'এ ষড়যন্ত্রে কে-কে শরীক ছিল।'

'বলতে গেলে গোটা প্রদেশের মুসলিম শাসকগণই। অবশ্য যে মজলিস থেকে আমাকে আল-ফাঞ্চোর কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, সেখানে মার্সিয়া, ভেলাডোলিড ও আলীক্যান্টের শাসক উপস্থিত ছিলেন না। তবে আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনের ভর্ৎসনামূলক তেঁতো কথার স্বাদ হজম করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।'

'আল-ফাঞ্চোর কাছে মৈত্রী চুক্তির প্রস্তাব নিয়ে তোমরাই গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'লাইত কেল্লা নিয়ে আল-ফাঞ্চোর চিন্তাধারা কি?

'স্পেন থেকে মোরাবেতীন ফৌজ চলে গেলে আল-ফাঞ্চোর ফৌজ কেল্লা ছেড়ে দেবে। এজন্য শাসকবর্গ যদি মনে করেন যে, মোরাবেতীনদের সাথে লড়াই করার শক্তি তাদের নেই কিংবা থাকলেও জনতার রুদ্ররোষে পড়ার সম্ভাবনা আছে, সেমাবস্থায়ও তিনি সৈন্য প্রত্যাহার করে নিবেন।'

সহকারীর দিকে তাকিয়ে সা'দ বললো, 'আমি এখুনি বেরুচ্ছি। আমীর সাহেব জুমুআর পূর্বেই হামলা করার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করে ছিলেন। এক্ষণে উড়ে যেতে চাইলেও সেখানে বোধহয় সময়মত পৌছানো সম্ভবপর হবে না। আমি যেতে যেতে হয়তবা শাহজাদা রশীদ শাসকবর্গকে লাইত কেল্লা সম্পর্কিত আল-ফাঞ্চোর প্রস্তাব জানিয়ে দিয়েছে। গিয়ে হয়ত দেখব-চূড়ান্ত লড়াই চলছে। শাসকশ্রেণী গাদ্দারী করে বসলে আমাদের নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকলে আল-ফাঞ্চো বাহিনীর মনে পানি আসবেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, কুলাঙ্গার শাসকরা আল-ফাঞ্চোর কথামত কাজ করবেই।

চৌকি থেকে আমাদের সেপাই নিয়ে লাইত অভিমুখো ছুটো। আমি নিয়ে যাচ্ছি শ'চারেক সওয়ার। পুরোটাই নিয়ে যেতাম-কিন্তু কেল্লাররক্ষীর সংখ্যা আগে থেকেই কম যে!'

সহকারী বরলো, 'পথিমধ্যে চৌকান্না থাকবেন! যারা বেঁচে গেছে-রাস্তায় ওঁৎপেতে থাকতে পারে ওরা। এমনকি শাসকবর্গ আপনার পথও আগলে দাঁড়াতে পারে। পত্রটি পুনরুদ্ধার করতে ওরা আদানুন খেয়ে নামতে পারে।'

'রাস্তায় আমি বিপদে পড়ে গেলে জনৈক সেপাইকে দিয়ে পত্রটি তোমার কাছে পাঠাব। সেক্ষেত্রে তা আমীরের হাতে পৌছানোর জিম্মাদারী তোমার। পত্রের মধ্যেই স্পেনের ভাগ্য লেখা আছে। বুকের শেষ ফোটা রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত তা সংরক্ষণ করতেই হবে। আর হ্যাঁ! কয়েদীদের দিকে খেয়াল রেখো। তোমরা যখন রওয়ানা করবে-সাথে নিও ওদেরও।'

সা'দ বাইরে বেরুলে জেয়াদ উচ্চকণ্ঠে বললো, 'আমি আরো একটি জরুরী কথা বলতে চাই!'

www.amarboi.org

সা'দ ঘাড় কাত করে বললো, 'জলদি বলো!'

'আল-ফাঞ্জো বলেছিলো-শাসকগণ অনুষ্ঠিতব্য লড়াইতে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলে যে কোন পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে পনেরো হাজার ফৌজ পাঠাতে প্রস্তুত সে। এসব ফৌজ ভ্যালেন্সিয়া সীমান্তের ক্রোশ চল্লিশেক দূরে ছাউনী ফেলেছে।

সা'দ বাইরে এসে আলমাছ কে বললো, 'আলমাছ চাচা! এ কেল্লা এখন নেহায়েত হুমকির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। মায়মুনাকে নিয়ে তুমি লাইত কেল্লামুখে চলে যাও। সেপাইরা যখন রওয়ানা দিবে তখনই ওদের কাফেলার সহযাত্রী হবে। খবরদার! কথার উনিশ বিশ যেন না হয়।'

দুই.

খানিক পর। তিন সওয়ারসহ দ্রুতগামী ঘোড়পৃষ্ঠে চেপে সা'দ লাইত কেল্লা মুখে ছুটছিল। যথাশীঘ্র পৌছুতে গিয়ে ওরা প্রশস্ত সড়ক দিয়ে না গিয়ে পাহাড়ী সরু ও আঁকাবাকা পথে চলতে লাগল। অমানিশার কালো পর্দার বুক চিরে যখন সুহাসিনী ভোরের ঝিলিক দেখা দিয়েছে তখন ওরা এক তৃতীয়াংশ পথ অতিক্রম করে ফেলেছে।

দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে ওরা একটা নীচু উপত্যকায় এসে দাঁড়াল। আচানক ঘোড়া থামাল সা'দ। সাথীদের লক্ষ্য করে বললো, 'তোমরা চৌকান্না থেকো! নদীর কূলে কোন পাহারাদার দেখা যাচ্ছে না। পাহারাদারদের বলেছিলাম, সর্বদা টহল দিতে!'

সা'দের জনৈক সঙ্গী বললো, 'সকাল হয়ে গেছে। তাই পাহারাদাররা বোধহয় চৌকীতে গেছে।'

দ্বিতীয় সাথী বললো, 'এদিকে তাকান তো। জনা তিনেক সওয়ার ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে পুলের দিকে এগুচ্ছে যেন!'

সা'দ ঘোড়া পদাঘাত করল। পাহারাদার মনে করে যাদের কাছে ছুটে এলো, পূর্ণ শক্তিতে ঘোড়া লাগাম টেনে তাদের দিকে চেয়ে গর্জে ওঠল সা'দ, 'দিনকানা হয়ে গেলে নাকি তোমরা? আমাকে চিনতে তোমাদের কষ্ট হবার কথা নয়!

সা'দের এক সঙ্গী ঘোড়া দৌড়ে এসে ওর কানে কানে বললো, 'ওরা আমাদের লোক নয়। হতে পারে এতোক্ষণে আমাদের পথের তামাম চৌকি ওদের দখলে চলে গেছে। আপনি হুঁশিয়ার হোন।'

আগন্তুকত্রয়কে লক্ষ্য করে সা'দ বললো, 'তোমরা আমাদের গতিরোধ করতে পারবে না।'

আগন্তুক একজনে বললো, 'আমাদের সেনাপ্রধান না আসা পর্যন্ত রাস্তা ছাড়ছিনা।'

কে তোমাদের সেনাপ্রধান?'

'এ প্রশ্নের জওয়াব না হয় নাই বা শুনলে।

www.amarboi.org

সা'দ কিছু বলতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে পুলের ওপর রক্তের দাগ দেখেত পেল। জলদি বের করল পকেটস্থ পত্র। বার্বারী সঙ্গীকে তা দিয়ে বললো, 'তোমরা ফিরে যাও। অবস্থাদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছে, আমাদের চলার পথে ফাঁদ পাতা হয়েছে। কেল্লায় পৌছা মাত্রই পত্রটি কেল্লা প্রধানকে বুঝিয়ে দিও, কেমন!'

পথ আগলে দাঁড়ানো জনৈক আগন্তুক।' ঘোড়া সামনে এনে বললো, 'ওটা কি?'

'সব প্রশ্নের জওয়াব দেয়ায় অভ্যস্ত নই আমরা।'

একথা বলে বিদ্যুৎগতিতে তলোয়ার কোষমুক্ত করলো সা'দ। মুহূর্তে নেযাবাযদের একজন দু'টুকরো হয়ে জমিনে পড়ে গেল। ততোক্ষণে সা'দের সঙ্গী-যাকে ও পত্র দিয়েছিল, দ্রুত গতিতে কেল্লার মুখে ছুটতে লাগল। বাকী দু'সঙ্গী ওর তালে তালে হামলা করল। আচানক ঝোপের আড়াল থেকে ছুটে এলো এক পশলা তীর। একটা তীর সা'দের গরদান ছুঁয়ে চলে গেল। আরেকটি গেঁথে গেল ওর নিতম্বে। সা'দের সঙ্গী সাহস করে তলোয়ার ছুঁড়ে মারল হামলাবাযদের লক্ষ্য করে। তলোয়ারটি তীরের মত এফোড় ওফোড় করে দিল একজনকে। গগণ বিদারী আর্তনাদ করে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল সে। পড়বি তো পড়, গিয়ে পড়ল প্রকাণ্ড এক পাথরের ওপর। থেতলে গেল তার মাথা। তৃতীয় নেযাবায সা'দের আঘাতে ঘায়েল হয়ে জংগলে পালালো। ততক্ষণে আরেকটি তীর গেঁথে গেল সা'দের এক সঙ্গীর গায়ে। পুল পাড় হতে গিয়ে সা'দের পায়ে লাগল পূর্ববৎ আরেকটা তীর।

নদী পাড় হয়ে সা'দ ও তার সাথীদ্বয় উঁচু পাহাড়ে চড়তে লাগল। সা'দের গোড়ালীর যখম তেমন একটা আশংকাজনক নয়। ঢেউ আকারের উঁচু পাহাড়ে চলতে গিয়েও ঐ যখমে তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। কিন্তু নিতম্বের তীরের জ্বালায় ওর চোখে রাজ্যের অন্ধকার নেমে আসছিল। এতদসত্ত্বেও দ্রুতথায় ভাটা পড়তে দিল না ও। হ্যাঁচকাটানে নিতম্ব থেকে তীর বের করে তূনীরে পুরে দিল।

আকাবাকা পাহাড়ের পিছল পথ পেরিয়ে ওরা বড়সড়ো এক উপত্যকায় উপনীত হলো। এর পার্শ্বে একটা চৌকি রয়েছে। তাজাপ্রাণ ঘোড়া পাবার আশা ছিল ওদের এখান থেকে! কিন্তু চৌকি থেকে অপরিচিত একদল সৈন্যকে পাহাড়মুখো হতে দেখে ওদের চোখ ছানাবড়া। হতাশার চিহ্ন ফুটে ওঠল সা'দের মুখমন্ডলে। বললো সঙ্গীদেরকে—

'এ পথ ছেড়ে বা'দিক দিয়ে চলো। জংগলে প্রবেশ করার পূর্বে ওদের আওতায় পড়ে গেলে জান বাঁচানো মুস্কিল হবে।' সা'দের এক সঙ্গী বললো, 'শুনুন! কে যেন আমাদের অনুসরণ করছে। ঘোড়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।'

সা'দ ঘোড়া থামিয়ে বললো, 'পুলের কাছে দেখা সৈন্যদের অবিকল মনে হচ্ছে এদের। ওরা অগ্রসর হলে পরিস্থিতি আরো ভয়ালো হতে পারে। তোমরা বা'দিকের জংগলে আত্মগোপন করো। আমি দেখছি ওদের!'

সঙ্গীরা বললোঃ 'না না। আপনি যখমী। আপনাকে শত্রুর মুখে ফেলে আত্মগোপন করলে আমরা আল্লার কাছে জবাবদিহী করতে পারব না।'

www.amarboi.org

'এটা আমার নির্দেশ। যখমী বলেই তো আমি ওদের গতিরোধ করতে চাচ্ছি।'

বিপদজ্জনক এক জংগলের দিকে এগুতে লাগলো সা'দের সঙ্গীরা। সরুপথ পেরিয়ে প্রবেশ করলো ওরা ঝোপঝাড়ে।

গোঁফ দুলিয়ে বুক টান করে দু'সওয়ার সা'দের দিকে তেড়ে আসছিল। ধনুকে তীর ঢুকালো ও। আওতায় আসতেই পর পর দু'টি তীর ছুঁড়ল সা'দ। তন্মধ্যে একটা গিয়ে গেঁথে গেল সামনের সওয়ারের বুকে। পিছনের সওয়াররা তা দেখে ঘোড়ার গতি উল্টো দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করল। সা'দ আর একটা তীর মারল। ওর তুখোড় হাতে মারা তীরের নিশানা কি আর ব্যর্থ হয়?

সোজা গিয়ে তীরটি লাগল পলায়নপর সেপাইর কোমড়ে।

ঘোড়া থেকে নেমে সা'দ তলোয়ার দ্বারা সরুপথের ওপর একটা চিহ্ন আঁকলো। অল্প উঁচু বৃক্ষের শাখা ভেঙ্গে পুঁতে দিল ওখানে। পুনরায় এসে চাপলো অশ্বপৃষ্ঠে। পঞ্চাশ গজের মত চলার পর এক বৃক্ষের কান্ডে তলোয়ার গেঁথে রাখল। অতঃপর ফিরে এলো জংগলে আত্মগোপন করা সাথীদের দিকে।

বিপদজনক ঢালুপথে চলছিল ও সন্তর্পনে। ঘোড়ার পা একটু এদিক ওদিক হলেই গড়িয়ে পড়বে গভীর খাদে। ঢালু পাহাড়ের দিগন্তে নয়নাভিরাম একটা উপত্যকা দেখা গেল। ওখান থেকে ছলাৎ ছলাৎ করে নামছে পাহাড়ের কান্না অবিরাম ধারায়। সা'দের সঙ্গীরা তিনশো' গজ দূরে তখনো। খাদের কিনারা থেকে আগুয়ান যে কোন সেপাই কে যেন প্রথমেই দেখতে পারে-এজন্য প্রায়ই ওদিকে নযর রাখত ওরা। সা'দ তালাশ করছে সঙ্গীদের। ঘণ ঝোপের আড়াল থেকে টুপি ফেলে কিংবা কখনো নেযায় তীরের সংঘর্ষ করে সাথীদের চৌকান্না করে যাচ্ছিল।

ঝর্ণার কাছে এসে সাথীদের সন্ধানে খুঁজে ফিরল ওর চোখ। খানিকপর ওরই এক সাথী এগিয়ে আসছিল ওর দিকে দ্রুত। অন্যদের চলার গতি মন্থর। সাথীদের পেয়ে সা'দের ভাঁজ পড়া ললাটের চামড়া স্ফীত হতে যাচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে আধামাইল দূরে জনা আষ্টেক সওয়ারকে ওদের অনুসরণ করতে দেখা গেল।

চকিত ঘোড়াসহ টিলার আড়ালে চলে গেল সা'দ। সওয়াররা অতি নিকটে এলে তীর চালাল ও। একেবারে পিছনের দু'সওয়ারকে খতম করে ঘোড়ায় পদাঘাত করল ও। ঘোড়া হাঁকাতে হাঁকাতে মারল আরো দু'টি তীর। অব্যর্থ ওর নিশানা। একটা তীর গিয়ে লাগল একজনের চোখে। ততোক্ষণে দু'সওয়ার চড়াও হলো সা'দের ওপর। সাঁ করে তীর মেরে চকিতে তলোয়ার কোষমুক্ত করল ও, আগন্তুক সওয়ার ওকে লক্ষ্য করে তীড় ছুঁড়লো। মাথা কাত করে নিল সা'দ। সাঁ করে তীরটি ওর মাথার অল্প উপর দিয়ে চলে গেল। ততোক্ষণে নিজকে সামলে নিয়েছে সা'দ। আগন্তুক তলোয়ার না চালিয়ে নেযা দ্বারা ওকে খতম করতে চাইল, কিন্তু সা'দ তো সা'দ। ও-ও কম নয়। যে মুহূর্তে সওয়ার নেযা মারতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে সা'দ চিৎকার দিয়ে বললো, আরে পিছনে তাকাও না! এটা একটা চাল মাত্র। আসলে পিছে কেউ নেই। সা'দ দেরী না করে এ সুযোগে

www.amarboi.org

তলোয়ার ছুঁড়ে মারল। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সওয়ার। ওদিকে একটু আগে যখম হওয়া সেপাই হামাগুড়ি দিয়ে সা'দের দিকে এগিয়ে আসছিল।

কিছু সেপাই সা'দের সঙ্গীদেরকে ধাওয়া করে ফিরে এলো। কোষে তরবারী রেখে তীর ধনুক হাতে নিলও। ওর এক সাথী জংগলের নিকটে এসে পৌছুল, কিন্তু দুশমন সৈন্য সা'দকে ঘিরে নিচ্ছে দেখে সে পিছু হটলো। সা'দের থেকে দৃষ্টি সড়ানোর জন্যে সে গোটা তিনেক তীর ছুঁড়লো। এতে যখমী হলো একজন। যখমী হয়েও তেড়ে এলো সঙ্গীর দিকে। কিন্তু বার্বারীদের তীরের চেয়েও তলোয়ারের ধার বেশি ভেবে সে অন্যত্র চলে গেল। দু'সওয়ার এবার সা'দকে ঘিরে নিল। বার্বারী সঙ্গী কালবিলম্ব না করে তীর মারল। গেঁথে গেল তা একজনের পিঠে। অন্য সওয়ার মৃত্যু বিভীষিকায় পালালো উর্দ্ধশ্বাসে।

সা'দ বার্বারী সঙ্গীর পিঠ চাপড়ে বললো, সিদ্দীক! তোমার অপরাপর সঙ্গীরা কোথায়?

সিদ্দীক বললো, 'ঐ দেখুন! আসছে ওরা।'

পিছু ফিরে সা'দ দেখল, ওর সঙ্গীরা আসছে। আচানক উঁচু টিলা থেকে ৪০ জনের মত সওয়ার নেমে এলো। সা'দের আনন্দ পরিণত হলো বিষাদে। হঠাৎ সাঁ করে একটা তীর এসে ওর কোমড়ে গেঁথে গেল। পাথরের আড়াল থেকে তীরন্দায ছুঁড়লো আরো একটা তীর। বার্বারী চকিতে মাথা নীচু করল। তুণীরের তীর ফুরিয়ে আসায় তীরন্দায জলদি ঘোড়ার পীঠে চেপে পালাতে লাগল, কিন্তু বার্বারীর তুখোড় হাতের নিশানায় সাঁ করে ছোড়া তীর ওকে পালাতে দিল না। গলার মাঝখানে গিয়ে লাগলো তীর।

বার্বারী খানিকটা আশ্বস্থ হয়ে এলো সা'দের কাছে। সমতল তট ছেড়ে উভয়ে হলো জঙ্গলমুখো। সা'দের ঘোড়া নেহাৎ ক্লান্ত। কিন্তু ওদের যে ছুটতে হবে দ্রুত। যে ভাবে পশ্চাদ্ধাবনকারীদের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে কতক্ষণ আত্মরক্ষা করা যাবে-তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে যায় ওরা।

তিন.

ঘণ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলছে সা'দ ও বার্বারী সঙ্গী। খানিক চলার পর সা'দের ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে যমীনে শুয়ে পড়ল। বার্বারী সঙ্গী দ্রুত ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে নিজের ঘোড়া সা'দের হাতে তুলে দিতে চাইলো। সা'দ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, সিদ্দীক! বোকামি করো না। জলদি ঘোড়ার পিঠে চড়ো। দেখছনা ওরা অতি নিকটে এসে পড়েছে। এ হালতে বেশিক্ষণ তোমার সাথে চলতে পারব না আমি।'

সিদ্দীক বললো, 'আমার ঘোড়াও যে দম ফেল করেছে। তার চেয়ে এক কাজ করলে কেমন হয়-ঘোড়া ছেড়ে আমরা সামনের টিলায় চড়ি। সেক্ষেত্রে ধাওয়াকারীরা ঘোড়া না ছেড়ে আমাদের পিছু নিতে পারবে না।'

www.amarboi.org

সা'দ তাঁর শেষ শক্তিবিন্দু ব্যয় করে সমতল মালভূমিতে চড়তে লাগল। পাহাড়ে ওঠা ওর পক্ষে শক্তিবলে সম্ভব নয় জানিয়ে দিয়ে ও চলতে লাগল। অগত্যা সিদ্দীকও ওর পিছু নিল।

মালভূমিটি বেশ উঁচুতে থাকায় ঘোড়া নিয়ে চড়া সম্ভব নয় দেখে পশ্চাদ্ধাবনকারীরা ঘোড়ার থেকে নামল দ্রুত। ততোক্ষণে সা'দ ও তার সঙ্গী বেশ পথ অতিক্রম করে ফেলেছে। সা'দের শক্তি ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। ২০ গজের মত চলার পর ও মুখ থুবড়ে যমীনে পড়ে গেল। সিদ্দীক বাযু ধরে চেষ্টা করল ওকে ওঠাতে। বললো, 'এ মালভূমিতেই আমরা জিন্দেগীর শেষ মোর্চা বানাতে পারি। তীরে আমাদের তূণীরগুলো ভরপুর। আপনি হিম্মৎ হারান না যেন!'

সা'দ উঠে দাঁড়াল। নেমে এলো মুহূর্তের মধ্যে ওর চোখে রাজ্যের অন্ধকার। বার্বারী বললো, 'আপনি কষ্ট করে টিলায় চড়তে পারেন কি-না দেখেন। আমি ওদের গতিরোধ করছি।'

আহত কণ্ঠে সা'দ বললো, 'সিদ্দীক! আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করো না!'

'জীবন বিপন্ন কি শুধু আপনার, না আমারও? আপনাকে এ হালে ছেড়ে সাথীদের সাথে মিলিত হবো না কিছুতেই।'

সিদ্দীকের সাথে ছ'সাত কদম চলার পর সা'দ বললো, 'ছাড় আমাকে, ছেড়ে দাও। আমি একাকীই চলতে পারব। ওরা খুব কাছে এসে গেছে!'

সা'দ খোড়াতে খোড়াতে টিলায় চড়তে লাগল। সিদ্দীক বসে গেল তীর-ধনুক নিয়ে। টিলাটি খুব উঁচু। পা পিছলে গেলে উপায় নেই। গলে থেকে ধনুক খুলে পায়ের সাথে বাধলো সা'দ। টিলার উপরে চড়তে গিয়ে ওর দম আটকে আসলো আবারো। হতাশ আর ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ল পাথরের ওপর। ইত্যবসরে পশ্চাদ্ধাবনকারীরা সিদ্দীকের একেবারে কাছে চলে এলো। পাথরের আড়াল থেকে বসে পর পর তিনটি তীর ছুঁড়ল সে। যখমী হলো ওদের তিনজন। তন্মধ্যে একজন গগণবিদারী আর্তনাদ করে পড়ে গেল গভীর খাদে। অন্যান্যরা ভয়ে ঝোপের আড়ালে পালালো।

পাথরের আড়াল থেকে বেড়িয়ে সিদ্দীক সা'দকে লক্ষ্য করে টিলায় উঠতে লাগল দ্রুত। পশ্চাদ্ধাবনকারীদের একজন তার সাথীদের চিৎকার দিয়ে বললো—

'খবরদার! কেউ পিছু হটলে আগে তোমাদের শেষ করব।'

ভয়ে ভয়ে টিলার দিকে তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে অগ্রসর হলো ওরা। সিদ্দীক ততোক্ষণে টিলার উঁচুতে পৌছে গেছে।

পায়ে বাঁধা ধনুক খুলতে খুলতে সা'দ বললোঃ 'বেশ জিরিয়ে নিয়েছি আমি।'

৮/১০ জন লোক টিলার নীচে চিৎকার দিচ্ছিল। ওরা তর তর করে উঠছে সা'দ ও তার সঙ্গীকে লক্ষ্য করে। সা'দ ও সিদ্দীক পর পর ক'টি তীর ছুঁড়ল। পাঁচ জন আহত হলো সে তীরাঘাতে। ওদের উৎসাহে ভাটা পড়ল। নামতে লাগল নীচে সকলেই।

www.amarboi.org

সিদ্দীক হাঁফ ছেড়ে বললো, 'আপনি এজাযত দিলে আপনার তীরটা বের করার চেষ্টা করতে পারি।'

'না না! ওটি বেশ গভীরে গেঁথে আছে। চেষ্টা করেছি আমিও। বের করতে পারিনি!'

সিদ্দীক বললো, 'মুনাফিকরা চিরকালই ভীরু। দেখুন! ওরা পিছু হটছে। আমরা আর কিছুক্ষণ হামলা করলে ওদের সাহায্যে কেল্লা থেকে নয়া সেপাই আসতে পারে।'

'ওদের পথ নির্দেশ রেখে এসেছি আমি।'

একথা বলে সংক্ষেপে সা'দ, তলোয়ার দ্বারা সরু পথ ছাফ করা-সর্বশেষে বৃক্ষে তলোয়ার গেঁথে রেখে আসার কাহিনী শোনাল।

সা'দ বললো, 'আচ্ছা তোমার তূণীরে কতটা তীর আছে'

'তা গোটা চল্লিশেক তো হবেই।'

'আমার তূণীরেও এমনটা আছে। লক্ষ্য রাখতে হবে-আমাদের একটা তীরও যেন ব্যর্থ না হয়।'

ওদের পিছনে ছিল গভীর একটা খাদ। এই খাদের জন্য পাহাড় কয়েকটা হয়েছে। সা'দ দাঁড়িয়ে চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি বুলালো। অতঃপর সঙ্গীর পাশটিতে বসে বললো, 'আমাদের পিছনের দিকটা শংকামুক্ত। অন্য তিন দিকে গভীর নযর রাখতে হবে।'

ধনুকে তীর সংযোজন করে সা'দ তাকালো এদিক সেদিক। হামলাকারীরা পাহাড়ের গায়ে চড়ছিল হামাগুড়ি দিয়ে অতি সন্তর্পনে।

আচানক কারো চিৎকার পাষাণ পাহাড়ে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করলো, 'এক্ষণে লড়াই করে লাভ নেই। তোমাদের চারদিকেই আমরা রয়েছি। আত্মসমর্পন করলে বেঁচে যেতে পার।'

অবরোধকারীদের সর্দার বললো, 'শেষ পর্যন্ত তোমরা লড়ে যেতে পারবে তো? বাইরের থেকে কেউ-ই তোমাদের মদদ করবে না। পিপাসা ও ক্ষুধায় তোমরা হাতিয়ার ফেলতে বাধ্য হবে। শেষ বারের মত ভাবার সুযোগ দিচ্ছি তোমাদের।'

সা'দ জওয়াবে বললো, ভাবার সুযোগ আমাদের না দিয়ে নিজেরা ভাবো। আমরা জানি, দু'জন লোকের খুন দিয়ে স্পেন শাসকদের পাপ মোছা যাবে না। শাহজাদা রশীদ তোমাদেরকে পাঠিয়ে থাকলে জেনে নাও-সে আল-ফাঞ্চোর কাছে স্পেনকে বিক্রি করে দিতে চায়। এতক্ষণে সম্ভবতঃ সে কথা জেনে গেছেন ইউসুফ বিন তাশফীনও।'

পাথরের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে সালার বললো, 'আমীর ইউসুফ এক্ষণে জীবিত থাকলে লাইত কেল্লার অবরোধ ছেড়ে বেশ ক'মঞ্জিল অতিক্রম করে গেছেন।'

সা'দ একথার জবাব না দিয়ে তীর ছুঁড়ল। সালারের বাহুতে গিয়ে লাগলো তীরটি। বিকট চিৎকার দিয়ে পাথরের আড়ালেই চিৎপটাং হয়ে পড়লো সে। বেশ কিছুক্ষণ কোন হামলা-পাল্টা হামলা হলো না। এ সময় তীর-তলোয়ার চালানোর চেয়ে পরিস্থিতির উপর গভীর নযর রেখে যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে ওর জুড়ি নেই। নানাবিধ যখমে ওর শরীরটা কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে আসছিল ক্রমশ। এক সময় শুয়ে পড়ে ও। খানিকটা জিরিয়ে

www.amarboi.org

আবার তাকায় এদিক ওদিক। এহেন ঘোরতম বিপদময় মুহূর্তে ওর কেবল একটাই আশা, ' কেল্লা রক্ষীরা নিশ্চয় ওদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। ওরা বোধহয় খুব একটা দূরে নয়। এখন বোধহয় নদী পাড় হয়ে অমুক ঘাটিতে পৌছেছে ওরা। 'মৃত্যু! না, না। আমাকে এখনই মরলে চলবে না। আমি বাঁচতে চাই। আমাকে আর কিছুদিন বাঁচতে হবে। লাইত কেল্লার ওপর ইসলামের ঝান্ডা উড্ডীন করতে হবে। জীবনের অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছুতে হবে আমাকে। স্বপ্নের তাবীর পুরো হয়নি এখনো আমার। মৃত্যু যদি কপালে লেখাই থাকে, তাহলে শরীরের শেষ ফোটা রক্ত থাকা পর্যন্ত লড়ে যাব।'

এ ধরনের আত্মজিজ্ঞাসা আর নানাবিধ খেল পরিক্রমায় ঘুরপাক খাচ্ছিল সা'দ। কখনোবা পিপাসায় কণ্ঠতালু শুকিয়ে এলে ও উঠে বসত।

সিদ্দীক উত্তর পাহাড়ের দিকস্থ সমতল ভূমির দিকে সা'দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বললো, 'ওদিক দেখুন! ঐ যে ওরা আসছে!

দ্রুতগামী একদল সওয়ারকে পাহাড়ের টিলা থেকে উপত্যকার দিকে আসতে দেখল সা'দ। ভেসে ওঠলো ওর দৃষ্টিতে বেঁচে যাওয়ার রঙিন চিত্র।

'সিদ্দীক! কাপুরুষদের হাতে আমাদের মৃত্যু কুদরত লিখে রাখেননি। ওরা আমাদের লোক। এগিয়ে আসছে আমাদের সাহায্যেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস! কাপুরুষদের দেখে ফেলেছে ওরা!'

হঠাৎ ডানদিকের পাথরের আড়ালে কিছু নড়াচড়া করার আওয়াজ এলে সিদ্দীকের কান সচকিত হয়ে ওঠল। বললো সা'দকে, 'হুঁশিয়ার! পাথরের আড়ালে থেকে হামাগুড়ি দিয়ে হামলা করতে চাচ্ছে দুশমন।' উঁচু হয়ে সা'দ ডান দিকে তাকাল। ক'জন সেপাই হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে ঠিক ওদেরকে লক্ষ্য করে। সা'দ ও সিদ্দীক ধনুক বাঁকা করল। দুটি তীর মেরে যখম করল দু'জনকে। বাদবাকীরা মাটির সাথে পুরোপুরি মিশে আত্মরক্ষা করল।

'আপনি এদিকে খেয়াল রাখুন! অন্যদিকটা দেখছি আমি' সিদ্দীক একথা বলে বাদিকের পাথরের আড়ালে কেউ আছে কিনা পরখ করল তা। ওদিক দিয়েও ক'জন একই কায়দায় হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তীর চালিয়ে ওদেরকেও নিবারণ করল সিদ্দীক। এরপরই যেন আচমকা ওরা তিন দিক দিয়েই হামলা চালাতে এগিয়ে এলো। সা'দ ও সিদ্দীক ত্রিভুজ আকৃতির প্রকাণ্ড একটা পাথরের আড়ালে বসে গেল, যেখান থেকে আগত শত্রুকে তিনদিক দিয়ে হামলা করা যায়।

তীর চালাত আর নিকট দূরের উপত্যকায় তাকাত সা'দ। দেখত ওদের সাহায্যকারীরা খুব কাছে এসে পড়েছে। পরক্ষণে ওর হামলা দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে যেত। হামলাবাজ গেরিলারা টিলার থেকে ক'গজ নীচে এসে কেন যেন থেমে গেল।

হঠাৎ জনা সাতেক সেপাই পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। সা'দের তীরাঘাতে তিন জনেরই ভবলীলা সাঙ্গ হলো। বাকী চারজন ওর তীরের তোয়াক্কা না

www.amarboi.org

করে দ্রুতগতিতে ছুটে এলো ওর দিকে। একজন তলোয়ার বের করে সা'দের উপর পড়লো ঝাপিয়ে। ততোক্ষণে সা'দ ধনুকের রশিতে মারল টান। আলতো চাপ দিতে একটা তীর গিয়ে তলোয়ারবাজের বুকে বিঁধল। সিদ্দীক ধনুক ফেলে তলোয়ার হাতে নিল। সিংহ বিক্রমে ঝাপিয়ে পড়লো তেড়ে আসা দু'সেপাইর ওপর। সিদ্দীকের বিদ্যুৎগতির তলোয়ার আঘাত প্রতিহত করতে না পেরে এক সওয়ার লুটিয়ে পড়লো মৃত্যুর কোলে। দ্বিতীয় জন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আচানক তার সাহয্যে ছুটে এলো অন্য দু'সেপাই। তীর রেখে তলোয়ার তুলে নিল সা'দও। করল হামলা। আক্রমন পাল্টা আক্রমনের নাটকচ্ছলে ও প্রচণ্ড আঘাত করল। সেপাই তা প্রতিহত করল ঠিকই, কিন্তু সা'দের আঘাতের চোট সামলাতে না পেরে গড়িয়ে পড়ল গভীর খাদে।

সা'দের অবস্থা তখন গোড়াকাটা বৃক্ষের মত। দুলছে ও। ধপাস করে একটা পাথরের ওপর পড়ে গেল। হামলাবাজরা এ সুযোগে ওর দিকে অগ্রসর হোল। কিন্তু সিদ্দীক ততোক্ষণে সা'দের কাছটিতে চলে এসেছে। হামলাবাজরা তলোয়ার চালালো। সিদ্দীক ঠিক তখন সা'দের শরীরের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে কোন ক্রমে তলোয়ার দ্বারা ঠেকাল সে আঘাত। দ্রুত উঠে দাঁড়াল সিদ্দীক। ও যেন একাই একশো। অত্যন্ত নিপুণভাবে এক এক করে প্রতিহত করতে লাগল হামলাবাজদের। এবার ও আক্রমনত্মক ভঙ্গিতে তলোয়ার চালাল। দু'সেপাই সে আঘাতে হলো ধরাশায়ী। বিপদ আঁচ করতে পেরে বাদবাকী হামলাবাজ দ্রুত নামতে লাগল নীচের দিকে। ওদেরই একজন চিৎকার দিয়ে বললো—

'আর কাজ নেই। এ দানবের সাথে লড়লে আমাদের একজনও বাঁচবে না। নামো দ্রুত! জান বাঁচাও!

আধাঘন্টা ধরে সা'দকে হুঁশ করতে চেষ্টা করলো সিদ্দীক। বললো মনে মনে—

'কুদরত আমাদের বিজয় দিয়েছেন। পৌছে গেছে কেল্লার সেপাইরাও। পলায়ন করছে দুশমন। সা'দ ভাইয়া! চোখ খুলুন, দেখুন!

সা'দ চোখ খোললো। বসলো বড্ড কষ্ট করে। কেল্লারক্ষীরা টিলায় চড়ছে। ঠিক ঐ মুহূর্তে সা'দের সামনে মায়মুনার মায়াবী চেহারা ভেসে ওঠলো। সা'দ বললো—

'সিদ্দীক! সিদ্দীক আমি বাঁচব তো?

সিদ্দীক হেসে বললো, 'আপনি বাঁচবেন। আপনাকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। আপনার মত নিখাদ দেশপ্রেমীর বড্ড প্রয়োজন এদেশে।

'এদেশে?' সা'দ আহ্ স্বরে বলে ওঠলো। আবার বেহুঁশ হয়ে পড়ল। ওর ঠোঁট যেন অবচেতনে বিড় বিড় করছিল তখনো, আমার দেশ-জাতি।'

www.amarboi.org

চার.

শেষ রাতে আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন ও সরকারী বাহিনী লাইত কেল্লার ওপর চড়াও হলো। সূর্যোদয়ের পূর্বেই হামলাবাজ খ্রিস্টান ফৌজকে দলিত মথিত করে মুসলিম বাহিনী পৌছে গেল কেল্লার চার দেয়ালের কাছে। চড়তে লাগল প্রাচীরে মুসলিমরা। খ্রিস্টান ফৌজ তীর পাথর ও কমান্ডোদের সাহায্যে কেল্লার প্রাচীর ও বুরূজে চড়তে চেষ্টা করছিল। তীর আর ভারী পাথর বর্ষণ ছাড়াও খ্রিস্টানরা গরম তেল ও পটকা ফুটিয়ে রুখতে চেষ্টা করছিল মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা। লড়ছিল মোরাবেতীনরা কেল্লার পশ্চিম, দক্ষিণ-উত্তর পার্শ্বে। একমাত্র পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে হামলা করছিল সরকারি বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবীরা। আমীর সাহেব সাবধানবশতঃ তার একদল সৈন্য সরকারি বাহিনীর সাথে যোগ করেন। সেভিল, মালাকা এবং গ্রানাডা প্রশাসকদের অনুপস্থিতিতে সরকারি বাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্বটা চাপে সেভিল সেনাপতির উপর। হামলা শুরু হলে আরো কয়েকটি প্রদেশের প্রশাসকরা কেটে পড়েন সকলের অগোচরে। এদের ফৌজের জিম্মাদারী পালন করেন ভেলাডোলিডের সেনাপতি।

কেল্লার তিনদিকে তুমুল লড়াই চলছিল। আফ্রিকান সিংহরা ভারী পাথর আর পশলা পশলা তীরকে উপেক্ষা করে সীনা টান করে প্রাচীরে চড়ছিল। কোন একদল পিছু হটলে তৎক্ষণাৎ আরেক দল এগিয়ে যেত বীর বিক্রমে। মুসলিম বাহিনীর আক্রমনে খ্রিস্টানদের কামানগুলিতে আগুন ধরে গেল। ভেঙ্গে গেল ওদের সিড়ি। কিন্তু তীর বৃষ্টি কমছিল না কিছুতেই। মোরাবেতীনদের ওদিকে খেয়াল করার সময় নেই। কার সাধ্য থামাতে পারে ওদের।

বীরের জাতি! অগ্রসর হও! আজ তোমাদের বিজয়ের দিন। ইউসুফ বিন তাশফীনের এ কথাগুলো গোটা সৈন্যদের মাঝে ইস্রাফিলের সিঙ্গাধ্বনির মত কার্যকরী হলো। তিনি অকস্মাৎ ঝড়োগতিতে একদিকে ঝাপিয়ে পড়তেন, আবার কখনো অন্যদিকে। তাঁকে দেখে নতুন জীবনের স্বর্গীয় আমেজ খুঁজে পেল সৈন্যরা।

জীবন মৃত্যুর তোয়াক্কা না করে যারা প্রাচীরে ওঠত-অগনিত তীর পাথরের সম্মুখীন হতে হত তাদের। কেল্লা থেকে পঞ্চাশ কদম দূরের দুরূজে খ্রিস্টানদের তুখোড় তীরন্দাযারা সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় ছিল দাঁড়িয়ে। সুতরাং প্রাচীর দখল করতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেখা দিল বুরূজের তীরন্দাযদের কুপোকাত করা। আর বুরূজে পৌছা প্রাচীরে পৌছার চেয়ে ছিল সহজ।

হানাদার খ্রিস্টান বাহিনী কেল্লা বুরূজ ছাড়াও টিলার উচুতে কামান বসিয়েছিল। ঐ কামানের সাহায্যে মারত ওরা ভারী পাথর। আচমকা একটা প্রকান্ড পাথর এসে কেল্লার বুরূজে আঘাত হানলে বুরূজ উড়ে গেল। এ সুযোগে কিছু মোরাবেতীন ফৌজ, মার মার কাট কাট, রবে প্রাচীরে চড়ল। ক্ষণিকের মধ্যেই কেল্লারক্ষীদের পৌছে দিল মৃত্যুর দুয়ারে। এসময় কেল্লাস্থ তাজাপ্রাণ সেপাইরা যুদ্ধে নামল। অন্যদিকে মুসলমানদেরও

www.amarboi.org

কিছু তাজাপ্রাণ ফৌজ ততোক্ষণে উঠে গেল প্রাচীরে। এবার শুরু হলো ক্রুশ আর হেলালের চূড়ান্ত লড়াই। প্রতি মুহূর্তে বাড়তে লাগলো এর তীব্রতা।

পাঁচ.

কেল্লার তিন দিকে যখন জানবাযী রেখে মুসলিম বাহিনী লড়ছিল ঠিক তখন পূর্ব দিকে কুলাঙ্গার মুসলিম শাসকরা গাদ্দারী আর কুট-চক্রান্তর এক কালো অধ্যায় রচনা করছিল।

যুদ্ধের পূর্বক্ষণে মোরাবেতীন ও শাসকবর্গের মাঝে সমঝোতা হয়েছিল যে, কাফেরদের শক্তি খর্ব করতে চারপাশ দিয়েই ঝটিকা আক্রমন চালাতে হবে। উঁচু-টিলা দখল করার পূর্বে দখল করতে হবে ওদের কামান। অতঃপর পূর্ণ শক্তিতে ঝাপিয়ে পড়া হবে কেল্লার ওপর। কিন্তু কুলাঙ্গার শাসকশ্রেণী লোকচুক্ষর অন্তরালে ক'দিন ধরে যে ষড়যন্ত্র করে আসছিল, ঐ রাতেই তা পাকাপোক্ত হয়েছিল।

শাহাজাদা রশিদ প্রশাসকদের তাবুতে পৌছামাত্রই বলেছিল যে, ইউসুফ বিন তাশফীনের বিজয় সাধিত হলে স্পেনের ভবিষ্যত কি হবে? হামলার পূর্বে আফিসাররা নীল নকশা করে রেখেছিলেন যে, সময় মত তাদের করনীয় কি।

আমীর ইউসুফদের ফৌজ সুর্যোদয়ের সময় যখন কেল্লা প্রাচীরের তিনদিকে আক্রমন করে, তখন সরকারি বাহিনী বড্ড কষ্ট করে পাহাড়ের অর্ধেকটা পথ অতিক্রম করেছিল। এ বাহিনী যখনই অগ্রসর হত, তখনই সেনাপতি হুকুম দিত—

'দাঁড়াও! কামান ও গোলাবারুদ পিছে রয়ে গেছে।' কামান ও গোলা বারুদ এসে গেলে সেনাপতিরা একে অপরের সাথে পরামর্শ করত। দেখা যেত কারো পরামর্শের সাথে কারো মিল নেই। শেষ পর্যন্ত যখন একটা সিদ্ধান্তে পৌছুত তারা, তখন বলত কামান বসানোর স্থান অনেক দুরে এবং গোলাবারুদও ওখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সাধারণ সৈন্যরা মনে করত-যুদ্ধ কার্য চালানোর জন্য পাহাড়ে ওঠা হচ্ছে। এজন্য তারা বিপুল উৎসাহে অগ্রসর হতো। তারা যখন ওভাবে চড়ছিল, তখন সেনাপতির নির্দেশ এলো থেমে যাও!' হয়রান ও পেরেশান হয়ে সেপাইরা ভাবতো-হয়তোবা জঙ্গী কাতার পুনঃবিন্যাসের জন্য তাদের থামতে বলা হয়েছে। সামনের কাতারে তীরন্দাযরা থাকলে তাদের পিছনের কাতারে যাবার জন্য নির্দেশ দেয়া হতো। পক্ষান্তরে নেযা-বর্শাধারীরা সামনে থাকলে তীরন্দাযদের সামনে আসতে বললে নেযাবাযদের যেতে নির্দেশ দেয়া হতো পিছনের কাতারে।

কখনো কখনো কোন এক সেনাপতি পা পিছলে যেত। অন্যান্য সেনাপতিরা তখন পিছলা খাওয়া সেনাপতির সেবার ধুয়া তুলে সৈন্যদের কে থামতে বলত। আছড়ে পড়া সেনাপতি তখন মোনাফেকের মত ক্রুড়হাসি দিয়ে বলতঃ' মুজাহিদগণ! অগ্রসর হও।

www.amarboi.org

আমার কথা চিন্তা করতে হবে না-কাউকেই। অতঃপর আরেক সেনাপতি বলে ওঠতঃ 'দাঁড়াই! গোলা-বারুদ পিছনে পড়েছে।' খন্ড-সৈন্য দলের সেনাপতিরা এ আওয়াজকে গোটা সৈন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিতো মুহূর্তেই। সেনাপতির পা পিছলে যাওয়া থেকে গোলা বারুদ পিছনে পড়ার কথাগুলো সবই সাজানো নাটক ছিল।

স্পেনের নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবীরা মোরাবেতীন সৈন্যদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। আব্দুল মুনয়িম তাদের সেনাপতি। স্বেচ্ছাসেবীদের একদল সরকারি ফৌজে বামে থেকে যুদ্ধ করছিল। ওরা এক সময় পাহাড়ের উঁচু টিলায় পৌছে গেল। ওদিকে প্রাচীরের ওপর হামলাকারী স্বেচ্ছাসেবীরা সরকারি বাহিনীর উদাসীনতা ও ছিনালিপনা প্রত্যক্ষণ করে দাঁত কামড়াচ্ছিল।

বার্বারীদের সেনাপতি হন্তদন্ত হয়ে দাঁত কামড়ে আব্দুল মুনয়িমকে বললো, 'আমরা ধূর্ত শেয়ালদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছি। এরা জেনে শুনে সময় নষ্ট করছে। বুঝে আসছে না-ওরা নীরব দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে কেন? কাপুরুষত্বের একটা সীমা থাকা দরকার। ওদের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ওদের ঢিলেমিপনার কারনে আমাদের হাজারো সেপাই মারা পড়বে। খোদার দিকে চেয়ে আপনি গিয়ে ওদেরকে একটু বুঝান-সময় নেই।'

আব্দুল মুনয়িম জওয়াব দেন, 'আমার কথায় এক্ষণে ওরা কান দিবে না। ওদের ঢিলেমির নেপথ্যে কাপুরুষতা কাজ করছে না, বরং ওরা জাতির সাথে গাদ্দারিই প্রদর্শন করছে। খানিক পূর্বেও ভাবছিলাম, দুশমনের তীরন্দাযদের ভয়ে ওরা শংকিত। এখন দেখলাম। কোথায় কার তীরন্দায! শত্রুদের মোর্চা পুরোটাই খালি। এখন আমাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। এখনী কেল্লায় চড়াও হতে হবে। কুচক্রী না হয়ে থাকলে ওরা আমাদের সঙ্গদেবে অবশ্যই। পক্ষান্তরে কুচক্রী হলে ওদের থেকে কিছু আশা করা যায় না। স্বেচ্ছাসেবীরা হামলা চালালে দুশমনের যুদ্ধ তীব্রতা আমরা নিজেরাই প্রতিহত করতে পারব। আমরা প্রাচীরের কোন একটা অংশ দখল করতে পারি, আর এতে যদি সরকারি বাহিনীর কোনই অবদান না থাকে, তাহলে ইউসুফ বিন তাশফীনকে গিয়ে বলো স্বেচ্ছাসেবীরা সরকারি বাহিনী গাদ্দারীর কাফফারা আদায় করেছে।

আব্দুল মুনয়িম স্বেচ্ছাসেবীদেরকে চূড়ান্ত হামলার নির্দেশ দিলেন। স্বয়ং তিনি নারা দিয়ে চড়তে লাগলেন কেল্লা প্রাচীরে। আহমদ ও হাসান তার দু'পাশে। বার্বারী সেনারা স্বেচ্ছাসেবীদের কাছে থেকেই যুদ্ধ করছিল। কেল্লা প্রাচীরে পা রাখতেই ওরা দুশমনের তীর-বৃষ্টির সম্মুখীন হলো। এতেও থামলানা ওরা। কোন রকম আত্মরক্ষা করতে করতে প্রাচীরে পৌছে গেল। চড়লো আরো অনেকে বিকল্প সিড়ি লাগিয়ে। ওদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। ওরা যেদিকটা দিয়ে প্রাচীরে চড়ল, সেদিকটায় উত্তপ্ত তেল আর গোলা-বারুদও ছিল না।

কেল্লা প্রাচীরে চড়া প্রথম দলটি দুশমনের তীর নেযার আঘাতে শেষ হয়ে গেল। তাদের সঙ্গী বাদবাকী স্বেচ্ছাসেবীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল হতাশা। আব্দুল মুনয়িম এ

www.amarboi.org

সময় সিংহের মত গর্জন করতে করতে বিকল্প সিড়ি রচনা করে চড়তে লাগলেন কেল্লা প্রাচীরে। সেনাপতির এ দুঃসাহসিক পদক্ষেপে স্বেচ্ছাসেবীরা খুঁজে পেল প্রেরণা। এবার সকলে চড়তে লাগল প্রাচীরে।

খানিক্ষ পর। আব্দুল মুনয়িমের সাথে স্বেচ্ছাসেবীদের বিরাট একটা অংশ প্রাচীরে চড়ল। প্রাচীররক্ষী খ্রিস্টানদের সাথে এদের হল মারাত্মক লড়াই। ইত্যবসরে হাসান ও আহমদ পৌছোয় বাঁপের কাছটিতে।

মুহুর্মুহু যুদ্ধের রূপ সংহারমুর্তি ধারন করে। খ্রিস্টান ফৌজ প্রাচীরে টিকতে না পেরে বুরূজে আশ্রয় নেয়। সেখান থেকে চালায় আত্মরক্ষামূলক হামলা। শুরু হয় ধস্তাধস্তি। তীর তলোয়ারের আঘাতে উভয় দলেরই অসংখ্য যোদ্ধা পাকা আমের মত টুসটাস করে গড়িয়ে পড়ে নীচে।

প্রাচীরের ওপরে খ্রিস্টান-মুসলিম সৈন্য যখন তুমুল লড়াই করছিল, সংখ্যায় কম হলেও তখন মুসলমানদের পাল্লাভারী। খ্রিস্টানরা তাদের কেল্লার মধ্যস্থ তাজাপ্রাণ সৈন্যদের ডেকে পাঠালো। কেল্লার প্রতিটি বুরূজে ছিল বেলকনী। ছিল অনেক দরজা। আচানক ঐ দরজাগুলো খুলে গেল। পঙ্গপালের মত খ্রিস্টানরা এসে চড়াও হলো প্রাচীরে। মুসলমানদের পা নড়বড়ে হয়ে গেল। মনে হলো তারা যেন যাঁতাকলে নিপিষ্ট হতে যাচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবীদের বলতে গেলে সবই আহত হয়ে নীচে পড়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রাচীর গেল শুন্য হয়ে। দেখা গেলনা সেখানে একজন মুসলমানও। স্বেচ্ছাসেবীরা এবার বুরূজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। তাদের শেষ আশা-যদি বুরূজ দখল করা যায়, তাহলে অন্ততঃ খ্রিস্টানদের তাজাপ্রাণ ফৌজের অগ্রযাত্রা রোধ করা যাবে। কিন্তু হায়! সেটা বুঝি হয়ে উঠছে না। কারণ কেল্লার বুরূজে সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়েছিল খ্রিস্টান বাহিনী। প্রাচীরে ছিল ওদের কমান্ডো। মুসলমানরা তীর দ্বারা একজনকে ঘায়েল করলে তার স্থলে দু'জন চলে অসত। কিছু কিছু স্থানে সৈন্যদের এমন ঠাসা ভীড় ছিল যে, মুসলমানরা তলোয়ার পর্যন্ত চালাতে পারছিল না। এক সময় ভুল বোঝাবুঝিতে খ্রিস্টানদের অনেক সৈন্য নিহত হলো। মুসলমান-খ্রিস্টান ভীড়ের মধ্যে একাকার হয়ে যাওয়ায় খ্রিস্টানদের হাতেই অগনিত সৈন্য মারা পড়ল। মুসলমানরা বেশ উপকৃত হল এতে।

এদিকে সরকারি বাহিনী কেল্লা থেকে আড়াইশ গজ দূরে নীরব দর্শকের ভূমিকায় এ লড়াই উপভোগ করেছিল। তবে আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্ন সরকারি সৈন্যদের অনেকেই তাদের সেনাপতিদের বিরুদ্ধে স্বোচ্চার হতে লাগল। শুরু হয়ে গেল বচসা। গ্রানাডার জনৈক সরকারি অফিসার উত্তেজনাভরে বলে ওঠলেন, 'এটা গাদ্দারী ছাড়া কিছু নয়। কিয়ামত দিবসে শহীদানের সামনে আমরা মুখ দেখাব কি করে?'

ঐ অফিসারের নেতৃত্বে গ্রানাডার একদল সৈন্য কেল্লামুখো হলো। কর্ডোভা, ভেলাডোলিড ও মার্সিয়ার শ'তিনেক সেপাই তাদের সেনাপতির রক্তচুক্ষ উপেক্ষা করে

www.amarboi.org

সঙ্গ দিল গ্রানাডা সেপাইদের। অবশ্য বাদ বাকী সৈন্য থেকে গেল সেনাপতিদের সাথেই। ওদের সাহসে কুলালো না। সেনাপতির নির্দেশ অমান্যের সাহস নেই কারো। কিন্তু সেনাপতিরা যখন অধীনস্ত সৈন্যদেরকে ছাউনীতে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়, তখন অনেকেই গালি আর ধিক্কার দিয়ে ঐ বিদ্রোহী সেনাদের সাথে মিলিত হয়। বিদ্রোহী সৈন্যদের অপ্রত্যাশিত সহায়তা পেয়ে স্বেচ্ছাসেবীদের জিহাদী স্পৃহায় বান ডাকল। আব্দুল মুনয়িম মরন কামড় দিতে অগ্রসর হলেন আবারো। উপনীত হলেন ঝড়ের বেগে কেল্লা বুরূজে। বুরূজের সংকীর্ন পথে তার অগ্রে চলছিল চার যুবক। উঠানে পৌছুতে পৌছুতে আহত হলো এদের তিনজন। উঠানে পা রাখতেই আব্দুল মুনয়িমের উপর নিপতিত হলো মুষলধার বৃষ্টির ন্যায় তীর আর বর্শা। তিনি ওদিক ভ্রুক্ষেপ না করে সিংহ গর্জনে ঝাপিয়ে পড়লেন শত্রুর ওপর। মুহূর্তে ঝাযরা হয়ে গেল তার শরীর। লুটিয়ে পড়লেন যমীনে। নারা দিয়ে এগিয়ে এলো স্বেচ্ছাসেবীরা। আব্দুল মুনয়িমের আখেরী হামলার শিকার হলো এক খ্রিস্টান। তার তরবারী দ্বি-খন্ডিত করে ফেললো পাপাত্মার দেহ। রক্তে ভেসে গেল পাষাণ চত্বর। সাথে সাথে নিভে গেল তার প্রাণ প্রদীপ।

আব্দুল মুনয়িম শেষ বারের মত তাকালেন মুসলিম স্বেচ্ছাসেবীদের দিকে। রক্তাপ্লুত তর্জনী কিল্লার দিকে ঘুরালেন। আরো কি যেন বলতে গেলেন। পারলেন না। চিরদিনের তরে তার প্রাণপাখী দেহ পিঞ্জর হতে বেরিয়ে প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেল।

শত তীর খেয়েও ইদ্রীস শেষ পর্যন্ত আব্দুল মুনয়িমের কাছটিতে পৌছুতে সক্ষম হয়েছিল। চোখের সামনে বাবার বয়সী আব্দুল মুনয়িমকে শহীদ হতে দেখে ও বীর বিক্রমে দুশমনের কাতারে ঢুকে গেল। ডজন খানেক দুশনকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে দিয়ে শহীদ হলো ইদ্রীসও। ধুলোয় লুটিয়ে পড়েও তলোয়ার চালাতেছিল ও। কিন্তু এক পাপাত্মা ওর কোমড়ে আঘাত করল। সেই আঘাতেই ইদ্রীস হয়ে গেল দু'খানা।

'তোমরা অগ্রসর হও! মাত্র একটি বাক্য বেরিয়ে ছিল ওর মুখ থেকে। এরপর চিরদিনের তরে বন্ধ হয়ে গেল ওর জিহাদী কণ্ঠ।

আব্দুল মুনয়িম ও ইদ্রীসকে হারিয়ে হতাশ হলেও হতোদ্যম হলো না স্বেচ্ছাসেবীরা। পঞ্চাশজনের মত স্বেচ্ছাসেবী সরুপথ দিয়ে বুরূজে যেতে লাগলো। ওদের সাথে এসে যোগ দিল প্রাচীরে চড়া কিছু নওজোয়ান।

ওরা দুশমনের যুদ্ধ তীব্রতার ধকল সামলাতে না পেরে কখনো পিছু হটতো আবার কখনো দুশনকেই হাঁকিয়ে নিয়ে যেত কেল্লার বুরূজে। এ অবস্থায় জীবন মৃত্যু নিয়ে খেলা করছিল ওরা। ওখানে এভাবে হামলা-পাল্টা হামলা করে বেশিক্ষণ যে টেকা যাবে না তাতে ওদের সন্দেহ রইল না এতটুকু। বিদ্রোহী সরকারি সৈন্যরা ওদের দলে ভেড়ায় শক্তি যেন কিছুটা বৃদ্ধি পেল সকলের। মুজাহিদদের তাজাপ্রাণ একদল আহমদের নেতৃত্বে বুরূজের কপাট খুলে খ্রিস্টানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কচুকাটা করল দুশমনকে। পরিষ্কার হয়ে গেল বুরূজে ওঠার রাস্তা।

www.amarboi.org

আহমদের নেতৃত্বে আস্থাশীল হয়ে সরকারি সৈন্যের সিংহভাগই ওর কাছে ছুটে এলো। ওদের দলে এক্ষণে সাত'শ মুজাহিদ। যাদের চোখে প্রিয়জন হারানোর প্রতিশোধ নেশা। নেশা, তৃত্ববাদীদের মরন আঘাত করার। নেশা, স্পেনকে শত্রুমুক্ত করার। খ্রিস্টানদেরকে প্রাচীরে আসার সুযোগ দিয়ে আক্রমন না করে আত্মরক্ষামূলক হামলা করে পিছু হটতে লাগল। সরকারি সৈন্যরা আহমদের ইশারা পেয়ে বাদিকের খ্রিস্টানদের ওপর আচমকা হমলা চালিয়ে বসল। মুহূর্তে বুরূজ লাশে লাশে স্তুপ হয়ে গেল। বাদিকের বুরুজটি চলে এলো স্বেচ্ছাসেবীদের হাতে। এবারে ওরা মন দিল ডানদিকের বুরূজটিতে।

ছয়.

আব্দুল মুনয়িমের শাহাদতের পর স্বেচ্ছাসেবীদের নেতৃত্ব আহমদের ঘাড়ে চাপলো। হাসানের নেতৃত্বে লড়াকু স্বেচ্ছাসেবীরা বা'দিকের প্রাচীরে লড়ে যাচ্ছিল বীর বিক্রমে। ওর সাথে ছিল বার্বারীদের একদল। বার্বারী সেনাপতি হাসানের নেতৃত্বে তার বাহিনী রেখে আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন।

পূর্ব ফটকের দিকটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওদিকটা অন্য দিকের তুলনায় সুরক্ষিত ছিলও বেশ। খ্রিস্টান ফৌজ সর্বপ্রথম অগ্নিবান ও গোলাবারুদ নিক্ষেপ করে হাসানের অগ্রযাত্রা রুখতে চেষ্টা করল। হাসান বাপের বেটা। ফোঁস ফোঁস করতে করতে জনা পঞ্চাশে সেপাই নিয়ে পূর্ব দিকের কেল্লায় চড়ল। সাড়াষী হামলা করে দুশমনের কাতার ছিন্ন ভিন্ন করে এগিয়ে গেল ও। শুরু হলো দূরন্ত সংঘাত। এই ফাঁকে ওখানে পৌঁছুলো ওর অধীনস্ত বাদবাকী সৈন্যও। কেল্লারক্ষীরা প্রতি মুহূর্তে ওদের রুখতে তাজাপ্রাণ সেপাই নিয়োগ করছিল।

হাসানের কাছটিতে দাঁড়ানো জনৈক বার্বারী সেপাই আচমকা বলে ওঠলো—

'দেখুন! আমাদের ফৌজ এদিক আসছে।'

ঘাড় কাত করে তাকাল হাসান। কেল্লার দক্ষিণ দিক থেকে ধুলিঝড় উড়িয়ে ধেয়ে আসছে ইউসুফ বিন তাশফীনসহ তাঁর বাহিনী। সাথে সাথে হাসান ও আহমদের মনে এ শংকাও জাগলো যে, নয়া বাহিনী দেখামাত্রই খ্রিস্টানরা সৈন্য বাড়াবে। সুতরাং ফৌজ নিয়ে এমুহূর্তেই কেল্লা অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারলে দুশমনরা স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীকে কচুকাটা করে ফেলবে। হাসান যথাশীঘ্র পূর্ব দিকের চত্বর দখল করার সিদ্ধান্ত নিল। তড়িৎ হুকুম দিলো, তোমরা বুরূজ ছেড়ে চত্বরে নেমে যাও!

স্বেচ্ছাসেবী ও বার্বারী ফৌজ নবচেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে দুশমনের কাতার ঠেলে অগ্রসর হতে লাগল। গিয়ে পৌঁছুল বুরূজের দরজা পর্যন্ত। কিন্তু ততোক্ষণে দুশমনের সামনে অসহায় প্রমাণিত হলো এরা। হাসান ও আহমদ অবস্থার বেগতিক দেখে পিছন দিয়ে

www.amarboi.org

দুশমনের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। তৃণমূলের মত ভেসে গেল দুশমন। দু'ভাই এসে মিললো স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে।

হাসান উচ্চস্বরে বললো, 'মুহাজিদগণ!' দরজার আগে বাড়ো। ফৌজ ওদিকে যাচ্ছে। মুজাহিদরা খ্রিস্টানদের কচুকাটা করে দরজার দিকে এগুতে লাগলো। খ্রিস্টানরা প্রাচীররক্ষী বার্বারীর মুজাতিদদের আগমন বার্তা জানিয়ে দিয়েছিল কমান্ডো বাহিনীকে। কমান্ডো বাহিনীর সেনাপতি সে খবর জেনেই তার পুরোশক্তিই প্রাচীরে নিয়োগ করেন। এক্ষণে কেল্লার অভ্যন্তরে লড়াকু সংখ্যা খুবই কম। ক্রমে ক্রমে মুজাহিদরা আহত ও শহীদ হতে লাগল। তাদের এক তলোয়ারের পরিবর্তে দুশমন মারত অসংখ্য তলোয়ার।

দরজার সামনে সত্তরজন স্বেচ্ছাসেবী আর আটজনের মত বার্বারী মুজাহিদ জীবিত ছিল তখন। বাদবাকী সাথী শাহদত বরণ করেছে কিংবা হয়েছে যখমী। দরজার আশে পাশে অসংখ্য তীরন্দায। খ্রিস্টানরা কৌশল অবলম্বন করে আচমকা পথ ছেড়ে দাঁড়াল। অথচ ওরা চাইলে নিমিষে নগণ্য মুজাহিদদের শেষ করে দিতে পারত।

খ্রিস্টানদের সড়ে যেতে দেখে মুজাহিদরা এগুলো দরজার দিকে। মুহূর্তে সাঁ সাঁ করে পশলা পশলা তীরে যখমী হলো তারা। এতদসত্ত্বেও অগ্রাভিযান জারী রাখল তারা। দরজার ঠিক বাইরে জনাত্রিশেক বর্মাচ্ছাদিত খ্রিস্টান ফৌজ নেযা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল। নারায়ে তাকবীর দিয়ে তাদের একজনকে লক্ষ্য করে তলোয়ার মারল আহমদ।

দরজার বাইরের থেকে এ নারার জবাব পেল ও। মুজাহিদগণ মুহূর্তে ঘিরে নিল ক'জন সেপাইকে। এ সুযোগে আহমদ ও হাসান দেউড়ীতে প্রবেশ করল। দেউড়ীতে পিঠ রেখে ওরা দুমশনকেও ধাওয়া করে নিচ্ছিল চত্বরের দিকে। এসে গেল ততোক্ষণে পশ্চাদ্ধাবনকারী মুজাহিদরা।

"দরজা খোলো-দরজা খোলো!' একথা বলে অগ্রসর হলো হাসান। করলো হামলা। গ্রানাডার স্বেচ্ছাসেবী, ইলিয়াছ, দু'বার্বারী. জনাচারেক আলীক্যান্ট সেপাই, ক'জন ভেগো সৈন্যও এসে মিললো ওর সাথে। পালের মত ছুটে এলো অসংখ্য খ্রিস্টান সৈন্য। দু'জন সৈন্য এক সাথে হাসানের বক্ষে নেযা মারল। তলোয়ারের এক আঘাত এসে পড়লো ওর কাঁধে। লুটিয়ে পড়ল হাসান। ওর শরীরে নেযা তলোয়ারের আঘাত ছাড়াও ৪টি তীর গেঁথে ছিল। হাসানের পর ইলিয়াছ আহত হয়ে ভূতলে লুটিয়েপড়লো। এরপর খ্রিস্টানরা ভাগিয়ে দিল মুজাহিদদেরকে দেউড়ীর বাইরে। অবশ্য মুজাহিদরা ততোক্ষণে জঙ্গী কাতার ঠিক করে ফেলেছে। দরজা খুলতে লেগে গেছে আহমদ। খ্রিস্টানরা এবারে ওদের পাঁচ জনকে শহীদ করে ফেললো। দরজা ভেঙ্গে ফেললো, আহমদ ও তার সাথীরা। একটি কপাট আলতো ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল আহমদ। দিল উচ্চস্বরে নারাধ্বনি। নারাধ্বনির জোশে বার্বারীরা পঙ্গপালের মত ধেয়ে গেল দরজার ভেতরে। এক সিংহশাবক ওদের পথ নির্দেশক। নাম তাঁর ইউসুফ বিন তাশফীন।

স্পেনের স্বেচ্ছাসেবী, বার্বারী ও বিদ্রোহী সরকারী সেনাদের মাত্র দশজনে তাঁকে স্বাগত জানাল। শেরদিল ইবনে তাশফীন অগ্রসর হচ্ছেন। শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে দুশমনের কণ্ঠ তালু।

www.amarboi.org

ইউসুফ বিন তাশফীন অবশিষ্ট ফৌজ নিয়ে সাড়াষি আক্রমন চালালেন। প্রাচীর, বুরূজ ও চত্বর খ্রিস্টানদের লাশে স্তুপ হয়ে গেলো। কেল্লাস্থ ঈসায়ী সৈন্যরা পরিখার পুল উপড়ে ফেলল্লো বিধায় যুদ্ধরত সৈন্যরা ডানে-বামে পালানোর চেষ্টা করলো। আমীর সাহেব সৈন্যদেরকে দু'ভাগে ভাগ করে একভাগ নিয়ে উত্তর-দক্ষিণে ছুটলেন। চত্বরে টহলরত ফৌজ তাঁর দাপটে গেল উড়ে। গিয়ে পৌছুলেন তিনি পশ্চিম পার্শ্বস্থ প্রাচীরে। এ ধরনে হামলার জন্য সতর্ক ছিল না দুশমন। পড়ে গেল তারা গেড়াকলে। ভগ্নোৎসাহ হয়ে পালালো যেদিক পারলো সেদিক। আত্মসমর্পন করলো অনেকে। ঝাপিয়ে পড়লো কেউ কেউ পরিখায়। লুকালো অনেকে আস্তাবলের খড় কুটোর মধ্যে।

ভেতর চত্বরের দেয়াল তেমন একটা উঁচু ছিল না। কিন্তু পরিখার কারণে করা যাচ্ছিল না যুৎসই হামলাও।

সায়ের বিন আবু বকর আমীর ইউসুফের কাছে এলেন। বললেন, 'এবার আপনার নির্দেশ?'

আমীর সাহেব কেল্লার সবচেয়ে উঁচু মিনারের দিকে ইশারা করে বললেন, 'আজকের শহীদগণের আত্মা তর্জনী হেলন করে আমাদেরকে ঐ মিনারে যেতে বলছে। ঐ মিনার কব্জা না করে আমরা তলোয়ার কোষাবদ্ধ করব না।'

'ওখানে অগনিত দুশমন বিদ্যমান। ওদিকে অগ্রভিযান চালালেই ওরা অস্ত্রসমর্পন করতে বাধ্য হবে।'

'আগেভাগেই জানতাম-লাইত কেল্লা একদিনেই জয় করা যাবে না। কিন্তু পূর্ব দেয়ালের কাছে আত্মাহুতি দানকারী দু'হাজার শহীদের অশরীরী আত্মা ডেকে বলছে- হামলা চালাতে আমাদের দেরী করা ঠিক হয়নি। কিছুক্ষণ পর কে বলতে পারে, এ নগণ্য সৈন্য আমাদের বিজয়ের জন্য যথেষ্ঠ হবে কি-না? স্পেনের স্বেচ্ছাসেবীরা সরকারি সৈন্যদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত-ই করেনি, বরং ওরা আমাদের মুখরক্ষাও করেছে। যাও! ঐ দিকটার স্তুপীকৃত খড়কুটোতে আগুন লাগিয়ে দাও! বাইরের প্রাচীর থেকে অনবরত গোলা বারুদ ছোড়!

খানিক পর খরকুটোতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হলো। আগুনের কালগ্রাসী লেলিহান শিখা যেন আসমানের সাথে কথা বলতে কুন্ডলী পাকিয়ে ওপরে ওঠতে লাগল। আমীরের নির্দেশে আস্তাবল থেকে বের করে আনা হলো ঘোড়াগুলো। শহীদানের লাশ ও আহতদের সড়িয়ে নেয়া হলো পশ্চিম দেয়ালের বাইরে। কেল্লার ভেতরে তখন ধোঁয়া আর ধোঁয়া। বাতাসের ঝাপটা সেই ধুম্র কুন্ডলীকে বিক্ষিপ্তাকারে বাইরে নিয়ে আসতে লাগল।

আমীর ইউসুফের ফৌজ কামান থেকে মুহুর্মুহ গোলা নিক্ষেপ করছিল। সায়ের বিন আবু বকরের নির্দেশে আটি বাধা কুটো নিয়ে মিনারের ওখানে জমা করতে লাগল। একদলের কিছু আটি দিয়ে পরিখা করল ভরাট। পরিখা ভরে গেলে আগুন দেয়া হলো

www.amarboi.org

সেগুলোতেও। লেগে গেল দরজায় আগুন। দুশমন বাহিনী আগুনের কারনে আগে ভাগেই ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে ছিলো। দরজার আগুন আগ্রাসীরূপে যখন তাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, আচানক তখন তিনি উত্তর পার্শ্বের পুলউপড়ে ফেললেন। হাজার পাঁচেক বর্মাচ্ছাদিত খ্রিস্টান কেল্লারক্ষী অন্দর থেকে বেরুল। আমীর ইউসুফ নেযাবায ফৌজকে আগে ভাগেই দরজার সামনে কাতার করে দাঁড় করেছিলেন। অর্ধেকের মত দুশমন ফৌজ বের হলে তিনি হামলা করতে নির্দেশ দিলেন।

খ্রিস্টানরা চোখে সর্ষে ফুল দেখলো। বাইরে যারা বেরুল, নেযার আঘাতে ভবলীলা সাঙ্গ হলো তাদের। অন্দরে যারা থেকে গেলো, পুড়ে ছাই হলো তারাও। কেল্লা চত্বরের হামলা পরিচালনা করছিলেন খোদ আমীর সাহেব। তাঁর তলোয়ার দুশমনের শাহরগে বিদ্যুৎবেগে আঘাত করছিল। রক্তে ভিজে গেল জামা। কেল্লা অভ্যন্তরে প্রবেশের পর তিনি কয়েকবার তলোয়ার পাল্টিয়েছেন। চারদিকের দেয়ালের অর্ধেকটা মুসলমানদের দখলে এলে ওরা হাতিয়ার ফেলে দিল।

আমীরের নির্দেশে বন্ধ হলো যুদ্ধ। উপ-সেনাপতিগণ সে নির্দেশ পৌছে দিলেন সর্বত্র। শপ্‌শপ্‌ করে কোষে তরবারী ঢুকালো সকলেই। হতাশাগ্রস্থ খ্রিস্টান বাহিনী ধারনা করছিল আমীর ইউসুফ কেবল হুকুমই দিচ্ছেন না, বরং প্রত্যেক সেপাইর হাত যেন আটকে দিচ্ছিলেন। দক্ষিণ দেয়ালে আগুন দেখে তিনি কয়েদীদের কামরা থেকে বের করে আনতে বললেন।

সাত.

এটি ছিল একটি বড় ধরনের বিজয়। এতদসত্ত্বেও খুশীর বদলে আমীর ইউসুফ বিন তাফশীনের চেহারায় দেখা গেল শোকের ছায়া। সেপাইরা তাঁকে মৃত্যুর সামনেও খটখটিয়ে হাসতে দেখেছে। কিন্তু আজ তার চোখ অশ্রুতে টইটুম্বুর। অসংখ্য লাশ দেখে শাসকবর্গের গাদ্দারীর ক্ষোভ প্রকাশের ভাষা খুঁজে পেলেন না তিনি।

আব্দুল মুনয়িম আর হাসানের লাশ নিজ হাতে কবরে রাখলেন তিনি। হাসানের হাতে তরবারী মুষ্ঠিবদ্ধ ছিলো তখনও। জনৈক সেপাই ঐ তলোয়ার ছাড়াতে চেষ্টা করলে আহমদ চোখ মুছে বললো—

'না না! আমার ভায়ের অলংকার তোমরা ছিনিয়ে নিওনা! তলোয়ারকেই ও অধিক ভালবাসত। প্রায়ই ও বলত, আমি তলোয়ারকে বিবাহ করেছি।'

শেষ পর্যন্ত তলোয়ারসহ হাসানকে দাফন করা হলো। আর তার পাশটিতে দাফন করা হলো ইদ্রীস-ইলিয়াছ ছাড়া আরো ক'জনকে।

www.amarboi.org

জনৈক সালার আমীর সাহেবের কাছে এসে বললেন, 'আমীর হে! জনৈক যখমীর অবস্থা গুরুতর। অচেতন অবস্থায় বারবার সে আপনার নামোচ্চারণ করছে। বোধহয় সে আপনাকে কিছু বলতে চায়।'

আমীর ইউসুফ কাল-বিলম্ব না করে যখমীর কাছে গেলেন। যখমী অনুচ্চ স্বরে কি যেন বিড় বিড় করে বলছিল। আমীর সাহেব তাকে দেখা মাত্রই বলে ওঠলেন, আমি ওকে চিনি। সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িমের সাথী ও। ওর তো উত্তর দেয়ালের কাছে থাকার কথা। কিন্তু এখানে এলো কি করে? এইমাত্র আল-ফাঞ্চো ও শাসকদের কথা কি যেন বলছিল ও। আমি একবর্ণও তা বুঝতে পারিনি। আপনার নাম উচ্চারণ বার কয়েক করেছে ও।'

আমীর ইউসুফ সালারকে লক্ষ্য করে বললেন, 'সায়েরকে ডেকে পাঠান।'

সালার দৌড়ে সায়ের সাহেব কে ডেকে নিয়ে এলেন। আমীর সাহেব তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এ সেপাই সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িমের সাথে ছিল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ও কোন জরুরী বার্তা নিয়ে এসেছে। জলদি সওয়ারদের হুকুম দাও! মনে হচ্ছে, শাসক শ্রেণীর নতুন কোন ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে যাচ্ছি আমরা।

'সরকারি ফৌজ রণে ভঙ্গ দিয়েছে বেশ পূর্বেই! সম্ভবতঃ আগামীতে আর বাঘ-শেয়ালে লড়াই নাটকে নামতে হবে না আমাদের।' সায়ের বিন আবু বকর একথা বলে বেরিয়ে গেলেন।

যখমী বার কয়েক কাতরাতে কাতরাতে অবশেষে চোখ খুললো। আমীর ইউসুফের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ স্বরে বললো—

'আমি চেষ্টা করেছি আপনার কাছে পৌছুতে। আপনি তখন কেল্লা প্রাচীরে লড়ছিলেন।'

আমীর ইউসুফ সেপাইর কথা অসম্পূর্ণ রেখে বললেন, 'তোমাকে কি সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম পাঠিয়েছে?

'হ্যাঁ, কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে... সা'দ... সা'দ পথিমধ্যে ওদের হাতে ধরা পড়েছে... শাহজাদা রশিদের সাথী... গ্রেফতার হয়েছে... সে সে সব কিছু... বলে দিয়েছে... আল-ফাঞ্চো... আল-ফাঞ্চোর ফৌজ... !' এ পর্যন্ত বলে সেপাই চোখ বুজলো।

হেকীম তাকে হুঁশ করাতে চেষ্টা করলেন। যখমী আবারো চোখ খুললো। কিন্তু তার স্পন্দিত ওষ্ঠে বাক্য স্ফুরিত হলো না এবার। অবশেষে সে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়ে জাগতিক সফর শেষ করলো।

'সওয়াররা প্রস্তুত!' কামরায় ঝুকে স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে বললেন সায়ের বিন আবু বকর।

আমীর সাহেব বাইরে এলেন। ছাউনীর সামনে একদল সৈন্য অস্ত্র উচিয়ে তার নির্দেশ অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। সায়ের বিন আবু বকর আচমকা উত্তর দিবে অঙ্গুলী

www.amarboi.org

ইশারায় বললেন, 'দেখুন! একদল সওয়ার ঠিক এদিকেই আসছে। মনে হচ্ছে, ওরা সা'দের বাহিনী।'

আমীর ইউসুফ ক্ষণিকের তরে থেমে গেলেন। অতঃপর তেজ কদমে ওদিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। কিছু ফৌজি অফিসার তাঁর অনুসরণ করলো। সওয়াররা আমীরের কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল। আলমাছ এক যখমীকে তার সামনে বসিয়ে রেখেছিল। এ ছিল সা'দ। ওর বর্ম রক্তে চাপ চাপ। মারাত্মক আহত। ছাউনি পর্যন্ত ও পৌছুতে পারবে কিনা-এ নিয়ে সা'দের সঙ্গীদের শংকা অন্তহীন। অবশ্য মায়মুনার অন্তর থেকে একথার প্রতিধ্বনি হচ্ছিল, নিশ্চয় ও জীবিত। আমার স্বামী মরতে পারে না!'

ঘোড়া থেকে নামিয়ে সা'দকে ছাউনীতে নিয়ে যাওয়া হলো। পিঠে তীর বিদ্ধ থাকার কারণে উবু হয়ে শুয়েছিল ও। ঠিক পাশটিতে অসাহয় দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে স্বামীর এ অসহায় অবস্থা দেখে পেরেশান হচ্ছিল মায়মুনা। আমীর ইউসুফ ঝুঁকে নাড়ীর স্পন্দন পরীক্ষা করলেন। অতঃপরই ইশারায় সকলকে বেরিয়ে যেতে বললেন। মুহূর্তে তাবু খালি হয়ে গেল। আলমাছ, মায়মুনা ও সা'দের নায়েম স্থানচ্যুত হলো না। আমীর ইউসুফ এই প্রথম মায়মুনার দিকে তাকিয়ে বললেন—

'আপনি কে? আপনাকে তো চিনলাম না?'

মায়মুনার খেয়াল ভিন্ন চিন্তায় ডুবেছিল। তার নিরুত্তর অবস্থা দেখে আলমাছ বার্বারী ভাষায় বললো, 'ইনি সা'দের স্ত্রী।

হন্তদন্ত হয়ে তাবুতে প্রবেশ করল আহমদ। সা'দের এ অবস্থা দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল ও।

সায়ের বিন আবু বকর দু'হেকীমসহ, যারা ইতিপূর্বে সরকারি হেকীম ছিলেন-তাদের নিয়ে তাবুতে প্রবেশ করেন।

আমীর ইউসুফ হেকীমদ্বয়ের দিকে লক্ষ্য করে বলেন, 'আপনারা এ নওজোয়ানের জান বাঁচাতে পারলে মনে করব-আজ আমরা আরেকটি কেল্লা জয় করেছি। সেভিলের হেকিম ওর নাড়ী পরীক্ষা করে বললেন, 'আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আপনি দোয়া করতে থাকুন। আর এদের সকলকে বলুন বেরিয়ে যেতে!'

আহমদ ও মায়মুনা ছাড়া সকলে বেরিয়ে গেল। আমীর ইউসুফ তাবুর দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, আহমদ! তুমিও এসো। আর তুমিও বেটি!

'এসো বোন!' আহমদ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে ভাবীকে ডাকল। মায়মুনা সে ডাকে সাড়া দিয়ে পা-পা করে বেরুল।

তাবুর বাইরে ক'জন ফৌজী অফিসার পূর্ব হতে দন্ডায়মান। আমীর ইউসুফ সা'দের নায়েবকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করেন, 'সা'দ আহত হলো কি করে?' নায়েব এ প্রশ্নের জবাবে জেয়াদ ও তার সাথীদের গ্রেফতার কাহিনী সংক্ষেপে বলে গেল। শেষ পর্যন্ত শাসক

www.amarboi.org

শ্রেণীর আল-ফাঞ্চোকে দেয়া পত্র বের করে দেখাল। পত্র পাঠান্তে আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন আবারো প্রশ্ন করলেনঃ 'ঐ কায়েদী কোথায়।'

'কেল্লায় বন্দী করে রেখেছি।'

'কেল্লা রক্ষায় কতজন আছে?

'তা জনা বিশেক তো হবেই। অবশ্য ওদের বলে এসেছি, অন্যান্য চৌকির লোকজন এলে তাদেরকেও কেল্লা রক্ষায় রেখে দিও!'

আমীর ইউসুফ সায়ের বিন আবু বকরকে বলেন, 'সায়ের! শ' পাঁচেক সেপাই নিয়ে কেল্লামুখো হও! বাদবাকী সৈন্য সকাল নাগাদ মরক্কোয় ফেরার জন্য হুকুম দাও!'

মায়মুনা আচমকা অগ্রসর হয়ে বললো, 'না! না! নারীসূলভ কণ্ঠে আমীরের কাছে সকরুন মিনতি ওর, আপনি আমাদের এতিম করে স্পেন ছেড়ে যাবেন না। আপনি যেতে পারেন না। কওমের চূড়ান্ত হিসাব-নিকাষ মুলতবি রেখে যাবেন না। আসেনি সে সুহাসিনী ভোর এখনো, যার তামান্না করতেন আমার স্বামী। বুকের তাজা খুন উপহার দিয়ে তিনি যে কাংখিত সমাজের প্রত্যাশী ছিলেন— এখনো লাভ করতে পারিনি তা। স্পেনের গলে থেকে লৌহ জিঞ্জির নামেনি এখনো। শেষ হয়ে যায়নি মজলুমের আহাজারী। স্পেনের লাখো ভাই-বোনের চোখে অশ্রু টলমল। শাসকশ্রেণীর সহায়তার অভিলাসে এদেশে এসে থাকলে, যাল্লাকা বিজয়ের পর আপনার প্রয়োজন ছিল না এদেশে। পক্ষান্তরে ইসলামের ঝান্ডা উড্ডীনের নিয়তে এসে থাকলে, আপনার সে মাকছাদ এখনো অপূর্ণ। খোদা না করুন। আপনি চলে গেলে যাল্লাকা ও লাইত কেল্লার বীর মুজাহিদ শহীদানের স্মৃতিচারণকারীদের আহাজারী ও তপ্তাশ্রু বৃথা যাবে।'

মায়মুনা চোখে ফুঁসে ওঠল অশ্রুবন্যা।

আমীর ইউসুফ অগ্রসর হয়ে ওর মাথায় হাত রেখে বলেন, 'বেটি আমার! আমার তোমার অশ্রু ও তোমার স্বামীর রক্তের কসম খেয়ে বলছি, তোমার স্পেন ঠিকই বিজয়ী হবে। যাল্লাকা ও লাইত কেল্লার শহীদদের রক্ত বৃথা যাবেনা। যেতে পারে না। আমি ফৌজকে ফিরিয়ে নিতে নয়-নির্দেশ দিয়েছি আল-ফাঞ্চোর মুকাবিলা করতে। খ্রিস্টানদের পর্যুদস্ত করার পর ওদেরকেও নীরবে বসে থাকতে দেব না, যাদের গাদ্দারীর দরুণ আমরা অসংখ্য প্রাণ হারিয়েছি। স্পেন ত্যাগের প্রাক্কালে খোদা ও তাঁর রাসূলদ্রোহীদের এমন এক লোকের হাতে দিয়ে যাব-যার হাত তরবারীর ধারের চেয়েও তীক্ষ্ম হবে।'

আমীর সাহেব বলতেছিলেন। শ্রোতারা উপলব্ধি করছিলেন, প্রকান্ড আগ্নেয়গিরি থেকে যেন উত্তপ্ত লাভা উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে।

www.amarboi.org

আট.

গভীর রাত।

বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে সা'দ।

মনে হচ্ছে, ওর দম এখনি আটকে যাবে।

কখনো আশাব্যঞ্জক, আবার কখনো হতাশাজনক খবর দিচ্ছিলেন বিজ্ঞ হেকীম। আমীর ইউসুফ অস্থিরভাবে পায়চারী করছিলেন তাঁবুর বাইরে। এর পূর্বে কোন ব্যাপারে তাঁকে এতটা পেরেশান দেখেনি কেউ। মায়মুনার দোয়ার শব্দ তাঁর কানে গুঞ্জন করে ফিরছে। ও দোয়া করছিল—

মাওলা আমার! তোমার দয়া সিন্ধুর সামান্য একটু তোলপাড়-লাখো ইনসানের বিলীয়মান শুষ্ক মুখে হাসির সঞ্চার করতে পারে। সেই লাখো ইনসানের মধ্য হতে আজ নগন্যা এক তরুনী তার স্বামীর জীবন ভিক্ষা চাইছে তোমার কাছে। প্রভূ হে! আমার জীবনের বদলায় তুমি ওকে ফিরিয়ে দাও! দাও সুস্থ করে! আমার দোয়া বিফল গেলে তোমার এ বাঁদীও বাঁচবেনা।'

তাবুর অনতিদূরে একটা পাথরের ওপর বসে পড়লেন আমীর ইউসুফ। সম্মুখে লাইত কেল্লা দাউ দাউ করে জ্বলছে। ভাসছে তাঁর চোখে যুদ্ধ দৃশ্যগুলো-একের পর এক। কল্পনায় শহীদদের স্তুপীকৃত লাশের মাঝে দাঁড়িয়ে তাঁদের অশরীরী আত্মাকে লক্ষ্য করে যেন তিনি বলছেন—

'তোমাদের আত্মদান বৃথা যাবে না। তোমাদের রক্ত দ্বারা লেখা হবে স্পেন ইহিাসের এক নয়া অধ্যায়।'

জনৈক অফিসার এসে বললেন, 'হেকীম খবর দিয়েছেন-সা'দ সুস্থের দিকে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে হুঁশ এসে যাবে ওর।'

উঠে দাঁড়ান আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন। প্রবেশ করেন সোজা সা'দের তাঁবুতে। আহমদ ও আলমাছ ওর পার্শ্বে বসা। আমীর ইউসুফ হেকীমের দিকে তাকালে বিজ্ঞ হেকীম বলেন, 'ওর হুঁশ আসছে। তীর বের করার সময় ওর জান বাঁচাতে পারব বলে মনে হয়নি। তবে কুদরত ওকে বাঁচিয়েছেন।'

খানিক পর। বিড় বিড় করে সা'দ কি যেন বলে ওঠল। আচানক ও উচ্চস্বরে বলে ওঠল, লাইত কেল্লা! লাইত কেল্লা!! অতঃপর চোখ বন্ধ করল। আমীর ইউসুফের দৃষ্টি ওর চেহারায় নিবদ্ধ।'

সা'দ পুনরায় চোখ খুললো। আমীর ইউসুফ উঠে তাবুর পর্দা সড়িয়ে বললেন, দেখ! লাইত কেল্লা জ্বলছে। আগামী কাল নাগাদ ছাই ছাড়া কিছু দেখতে পাবে না। খোদা আমাদের অভাবনীয় বিজয় দিয়েছেন।

www.amarboi.org

কুন্ডুলি পাকানো বিশালকায় আগুনের লেলিহান শিখার দিকে তাকিয়ে সা'দ অবশেষে আমীরের খুবছুরত চেহারার দিকে তাকাল। বললো ক্ষীণ কণ্ঠে—

'গাদ্দার শাসকদের নয়া ফৌজ ও আল-ফাঞ্চোর অগ্রাভিযানের খবর পেয়েছেন কি?

'হ্যাঁ, সবই শুনেছি। 'আগামীকালই আমি অগ্রসর হচ্ছি। পরিবর্তিতে আমার তূণীরের প্রতিটি তীর-ই গাদ্দারদের বিরুদ্ধে ব্যবহার হবে।

এক মুহূর্তের জন্য সা'দের চেহারায় আনন্দদ্যুতি খেলে গেল। কিন্তু দুর্বলতার দরুণ ওর চেহারায় ব্যাথার কালো পর্দা পড়ে গেল। সেভিলের হেকীম ওর শিরায় হাত রেখে বললেন, ওকে আরাম করতে হবে। আমরা আশাবাদী কাল নাগাদ ও হাটা-চলা করতে পারবে।'

আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন আহমদ ও মায়মুনাকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর তুবতে চলে গেলেন।

পর দিন। অতি প্রত্যুষে এক হাজার সেপাই ছাউনী থেকে উত্তরমুখো হলো। রওয়ানা দেয়ার পূর্বে আমীর সাহেব ও সায়ের বিন আবু বকর সা'দের সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। আলমাছ ও মায়মুনা সা'দের পার্শ্বে উপবিষ্ট। আহমদ বর্মাচ্ছাদিত। তাবুতে প্রবেশ করে আহমদকে দেখে ইউসুফ বিন তাশফীন বলে ওঠলেন, আহমদ। তুমি এখানে!' অতঃপর মায়মুনাকে লক্ষ্য করে বলেন—

'বেটি! তোমার স্বামীর অবস্থা কি?

'উনি আরাম করছেন!'

'হাকীম কোথায়?'

'এইমাত্র ঔষধ সেবন করিয়ে গেলেন।'

আহমদ বললো, 'আমি আসন্ন অভিযানে যাবার এজাযত চাইছি ভাই-ভাবীর কাছে।'

আমীর বললেন, 'না না! তুমি থেকে যাও। তোমাকে ওদের বড্ড প্রয়োজন হবে।

নয়.

দশদিন পর।

লাইত কেল্লার অভিযানে শহীদ হওয়া মুজাহিদদের কবর জেয়ারত করছিল আহমদ। আব্দুল মুনয়িম, হাসান ও ইদ্রীসের কবরে এসে দীর্ঘক্ষণ স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল ও। আচমকা কারো আওয়াজে ওর ধ্যান ভঙ্গ হলো। দেখল, আলমাছ, মায়মুনা ও সা'দ কথা বলতে বলতে ঠিক কবরস্থানের দিকে আসছে। সা'দ আলমাছের বাযুতে ভর করে এগিয়ে আসছিল। আহমদ চিৎকার দিয়ে ওদের কাছে গিয়ে বললো, ভাইজান! এখন আপনার শয্যাত্যাগ ঠিক হলো কি? আপনার ক্ষত শুকোয়নি।'

www.amarboi.org

'আমি হেকীম সাহেবের এজাযত ক্রমেই এসেছে।'

কবরের নিকটে এসে দোয়াচ্ছলে হাত ওঠাল সা'দ। দাঁড়িয়ে রইল অসার অবস্থায় : মায়মুনা নিকট পাহাড় থেকে জংলী ফুল এনে শশুর, দেবর ও ভায়ের কবরে অর্পন করল। করববাসীদের জীবন কালের নিকট স্মৃতি মনে পড়ে দু'চোখে অশ্রু বন্যা উপচে ওঠল ওর। বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল ওঃ 'লাইত কেল্লার শহীদবৃন্দ! তোমরা সবে আমার ভাই। আমি তোমাদের বোন!'

মায়মুনা পাহাড়ে গিয়ে আরো ফুল এনে এর পাপড়ী সকলের কবরে ছিটাতে লাগল।

হঠাৎ ওদের দৃষ্টিতে ভেসে ওঠল উত্তর দিগন্তে ভেসে ওঠা সওয়ারদের ধুলিঝড়। আহমদ টিলার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ভাইজান! ফৌজ আসছে বুঝি।'

চারদিন পূর্বেই ছাউনীতে খবর পৌছেছিল, আল-ফাঞ্চো কোন রকম প্রতিরোধ ছাড়াই পিছপা হয়েছে এবং আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন তার পশ্চাদপসারণ করে ফিরছেন।

সৈন্যদের ছাউনীমুখো হতে দেখে মায়মুনা আলমাছের সাথে তাঁবুতে চলে গেল। আহমদের কাঁধে ভর করে সা'দ গিয়ে দাঁড়াল ফৌজদের আসার রাস্তায়।

www.amarboi.org

হিসাব কড়ায় গন্ডায়

স্পেনবাসী লাইত কেল্লা জয় হওয়াতে যতটা পুলক লাভ করছিল, তারচেয়ে বেশি মর্মাহত হয়েছিল শাসকশ্রেণীর গাদ্দারীতে। গোটা দেশেই শাসকবিরোধী একটা চাপা আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল। তাদের মুখে একটাই শ্লোগান-জাতির অসহায় লোকদের অশ্রু আর লাশের ওপর যারা রাজনীতির রুটি সেঁক দেয়, স্পেনে তাদের ঠাঁই নেই। প্রতিটি মসজিদ মাদ্রাসায় ওলামা ও মুফতীদের ফতোয়া শুনানী হচ্ছিল। ফতোয়ার বিবরণের প্রকাশ, শাসকবর্গ কার্ডিজরাজের সাথে মৈত্রী চুক্তি করে ইসলামের একজন নিকৃষ্ঠ দুশমন হিসাবে নিজেদেরকে পরিচয় করে দিয়েছে। আমীর ইউসুফ তাশফীন তাদের সাথে করা তামাম শর্তাবলী থেকে মুক্ত এক্ষণে। এক্ষণে তিনি শাসকবর্গকে ক্ষমতাচ্যুত করবেন। এটা তার এই মুহূর্তের জিম্মাদারী।

ফোকাহায়ে কেরাম বললেন, এ ব্যাপারে নেকী-বদীর যাবতীয় দায়ভার আমাদের কাঁধে। আমরা আল্লাহর দরবারে যে কোন জিজ্ঞাসাবাদের জবাব দিতে প্রস্তুত। এ সিদ্ধান্তে আমরা গোনাহগার হলে আমীরের তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা সুনিশ্চিত বলতে পারি, আমাদের এ ফতোয়ার আপাদমস্তকই যথার্থ। তাই শাসকবর্গকে ক্ষমতাচ্যুত করে হক্কানী ওলামাদের নেতৃত্ব কায়েম না করে মরক্কো গেলে আমীরকে খোদার দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।

এভাবে অসংখ্য ফতোয়া ও স্মারকলিপি ইউসুফ বিন তাশফীনের কাছে পাঠানো হলো। এক ফতোয়ায় মুতামিদ-রমিকিয়ার কথাও লেখা হলো।

রমিকিয়ার নামে অভিযোগ করা হলো, এ নষ্টা মহিলা তার স্বামীকে বিলাসী ও আড়ম্বরপূর্ণ করেছে। সেভিলে যুগ যুগ ধরে যে বেহায়া-বেলেল্লাপনা হয়েছে এর মূলে যাবতীয় অবদান এই কুলটা রমনীর। সচেতন স্পেন জনতার জন্য এ সব ফতোয়ার কোন দরকার ছিল না। লাইত কেল্লার হাজারো শহীদ আর শাসকশ্রেণীর নগ্ন গাদ্দারীর দরুণ তাদের মাঝে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। এই প্রতিশোধ স্পৃহাই তাদেরকে জাগ্রত করার জন্য যথেষ্ঠ।

গ্রানাডাবাসী একদিন তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠল। আমীর আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগল সকলেই। কাজী আবু জাফর কেল্লায় থেকে বিদ্রোহীদের দিক-নির্দেশনা

---

* টীকা (১) ইউরোপের বেশ কিছু ঐতিহাসিক এ কথার ওপর জোর দিয়েছেন যে, স্পেন দখলের নেশায়-ই ইউসুফ বিন তাশফীন ভূ-মধ্য সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। 'আলেম-ওলামাদের এসব ফতোয়ার দ্বারা অনুধাবন করা যায়-ইউসুফ বিন তাশফীন স্পেন দখল করতে আসেন নি। চূড়ান্ত লড়াই-এ খ্রিস্টানদের ভরাডুবিতে ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিকরা পাগলের মত যাচ্ছে তাই লিখে ইতিহাস পৃষ্ঠা ভরে দিয়েছেন।

www.amarboi.org

দিতেন। আল-ফাঞ্চোর মদদ আশায় বিদ্রোহীদের কঠোর হাতে দমন করছিল গ্রানাডা-শাসক আব্দুল্লাহ। তার স্বাধীনতাকামী জনৈক উজীর আঁধার রাতে প্রাসাদ ছেড়ে পালায়। তাঁর নেতৃত্বে লোশা বিজয় হয়। সেখানে তিনি নিজকে আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনের নেতৃত্ব মেনে নেয়ার ঘোষণা করেন। আমীর আব্দুল্লাহ এ খবন শুনে উজীরকে শায়েস্তাকল্পে তাজাপ্রাণ একদল ফৌজ প্রেরণ করেন। তুমুল এক লড়াই শেষে উজীর সাহেব তার সমর্থিত কিছু স্বাধীনতাকামী ওলামা গ্রেফতার হন। আব্দুল্লাহ এদের কে জিঞ্জিরাবদ্ধ করে গ্রানাডার অলি-গলিতে ঘোরায়।

আব্দুল্লাহর উজীর ও ওলামাশ্রেণীকে যখন গ্রানাডার বাজারে গোলামের মত ঘোরানো হচ্ছিল, তখন আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন আল-ফাঞ্চোর পশ্চাদাপসরণ করে লাইত কেল্লায় ফিরছিলেন। গ্রানাডার খবর শুনতেই তিনি ফৌজ প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। জানিয়ে দেন আব্দুল্লাহকে, 'তোমার সাহায্যার্থে আল-ফাঞ্চোরা আর আসবে না। কার্ডিজের চার দেয়াল পর্যন্ত তাদের তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এক্ষণে তোমাদের হিসাব নেয়া হবে কড়ায় গন্ডায়। বাঁচতে চাইলে উজীর ও আলেমদের ছেড়ে দাও।'

কিছুটা মায়ের পীড়াপীড়িতে আর কিছুটা আল-ফাঞ্চোর থেকে হতাশ হয়ে কয়েদীদের ছেড়ে দিলেন আব্দুল্লাহ। আমীর সাহেবকে দূত মারফত অবহিত করেন-আপনি আমার ব্যাপারে ভুল বুঝেছেন। এ জন্যে আপনার খেদমতে হাজির হয়ে সে ভুল শোধরাতে চাই!'

গ্রানাডা থেকে মাইল আষ্টেক দূরে ছাউনী ফেলছিলেন আমীর ইউসুফ। প্রচুর উপহার সামগ্রী নিয়ে আব্দুল্লাহ তাঁর তাবুতে এলেন। আব্দুল্লাহ গলাবাজি করে আপনার সাফাই গাইতে শুরু করলে তার সামনে দু'কয়েদীকে পেশ করা হয়। ভ্রু-কুঞ্চিত করে আমীর সাহেব আব্দুল্লাহকে বললেন, 'তুমি এদের চেন কি?' আব্দুল্লাহ তাঁর হৃদয়ী অস্থিরতাকে কোন রকম সংযত করে জওয়াব দেন, 'না-তো, এদের চিনব কি করে? কোন দিন ওদের সাথে সাক্ষাৎই হয়নি আমরা।'

এবার আমীর সাহেব কয়েদীদের লক্ষ্য করে বলেন, 'আচ্ছা, তোমরা ওনাকে চিনো?

জেয়াদ জওয়াব দেয়, 'চিনব না মানে, বলেন কি! দীর্ঘ আট বছর ওনার পদসেবা করেছি। নিকৃষ্ট কাজের যোগান দিতে সর্বপ্রথম আমাকেই স্মরণ করতেন উনি। ওনার-ই দূত হয়ে আল-ফাঞ্চোর দরবারে ছুটেছিলাম। দিয়েছিলাম খ্রিস্ট— শাসককে ওনার পক্ষ থেকে বিশাল এক থলে মনি-মানিক্য জওহর। গ্রানাডা প্রাসাদের গোটা রাজ-

---

ইউসুফ বিন তাশফীনের একনিষ্ঠতার বিরল দৃষ্টান্ত এরচেয়ে আর কি হতে পারে যে, যাল্লাকা বিজয় হওয়ায় কার্যত গোটা স্পেন-ই তাঁর হাতে চলে এসেছিল এবং জগনণের আস্থা তাঁর উপর ছিল তুঙ্গে। এতদসত্ত্বেও তিনি মরক্কো চলে যান খালি হাতে। ওলামারা ফতোয়া এ জন্য জারী করছিলেন যে, আমীর ইউসুফ যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র স্পেন ছাড়বেন। ক্ষমতার প্রতি তাঁর মোহ নেই একেবারে। একনিষ্ঠ আমীরের 'স্পেন, ছাড়ি-ছাড়ি' অবস্থা দেখে এমনও ওলামা ঐ এসব ফতোয়ার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছিলেন-যারা বড় বড় রাজা-বাদশাহদের আচকান চেপে ধরতেও দ্বীধা করতেন না।

www.amarboi.org

কর্মচারী সাক্ষী, আমি ওনার নিমকহালাল। আমীর আব্দুল্লাহ ফ্যাল ফ্যাল করে ইউসুফের চেহারায় তাকান। তিনি কিছু আরজ করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু ইউসুফ গর্জে ওঠে বললেন—

'খামোশ! মানবতার দুশমন! তোমা অপেক্ষা কাউকে দেখিনি আমি। সিপাহী! বন্দি কর নরাধমকে!

দু'সেপাই আমীর আব্দুল্লাহর বাহু ধরে তাবুর বাইরে নিয়ে গেল। ওখানে নিয়ে তার হাতে হাত কড়া আর পায়ে ডান্ডাবেড়ী লাগানো হলো।

পর দিন। গ্রানাডার জাতীয় মসজিদে সমবেত জনতা শুনছিল, আমীর ইউসুফের বদান্যতায় গ্রানাডায় আজ থেকে কোরান-সুন্নাহর শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। অনৈসলামিক তামাম কালাকানুন আস্তাকুড়ে হবে নিক্ষিপ্ত।

কিছুদিনের মধ্যে গ্রানাডায় এসে পৌছুল আমীরের বাদবাকী ফৌজ। সা'দ, আহমদ, মায়মুনা ও আলমাছ সর্বশেষে এলো। সা'দ এক্ষণে সুস্থ। কিন্তু অসুস্থতার ছাপ চেহারা থেকে কাটেনি তখনো ওর। বেশ ক'দিন পূর্বেই হাসান, আব্দুল মুনিয়ম ও ইদ্রীসের শাহাদতবার্তা পেয়েছিলেন সাকীনা।

সাদকে দেখেই তিনি অগ্রসর হন। সা'দ অশ্রুসজল দৃষ্টিতে মা'র দিকে তাকিয়ে বলেঃ আম্মিজান! ওদের রক্ত বৃথা যাবার নয়। যে মহান উদ্দেশ্যে তাঁরা জান কোরবানী দিয়েছিলেন তা কার্যকরি হয়েছে।

আব্বাজানের কর্ডোভা যাবার বড় খায়েশ ছিল। তিনি কর্ডোভাকে স্বাধীন দেখতে উদগ্রীব ছিলেন।'

উছলে ওঠা অশ্রু আঁচলে মুছে মা বললেন, 'না বেটা! তাঁরা আত্মাহুতি দিয়ে গোটা জাতির ইজ্জত ও আযাদী খরিদ করেছেন। এখন থেকে বিধ্বস্ত শহরগুলো পুনঃবাসন করা হবে।'

তাহেরা মায়মুনাকে জাপটে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

দুই.

খণ্ডিত স্পেনের শাসকবর্গের সাথে মোরাবেতীনদের বড় ধরনের কোন যুদ্ধের আশংকা ছিলনা। গণদুশমন চিহ্নিত হয়ে শাসকশ্রেণীর ক্ষমতা কেবল রাজ মহলের চার দেয়ালের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকল। ভবিষ্যতের চিন্তা করলে তারা নিজেদের কর্মকান্ডকেই সবচেয়ে বড় দুশমন মনে করত। আমীর ইউসুফের ভয়ে সকলেরই ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা।

স্পেনের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে স্বতঃস্ফূর্ত জনতা দলে দলে গ্রানাডা এসে আমীর ইউসুফের হাতে বায়াত হল। আমীর আব্দুল্লাহর গ্রেফতার খবর জানতে পেরে অন্যান্য শাসকবর্গ চোখে সর্ষেফুল দেখতে থাকে। একদিকে তারা সাহায্য ভিক্ষাকল্পে আল-

www.amarboi.org

ফাঞ্চোর দরজায় টোকা মারছিল, অপরদিকে দূত পাঠিয়ে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল ইবনে তাশফীনের সাথে পুরোদমে।

ইউসুফ বিন তাশফীন দূতবর্গকে জানিয়ে দেন, মুসলমান ভেবে তোমাদের সহযোগিতা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা নিজেদের কে ইসলামের নিকৃষ্ট দুশমন হিসেবে পরিচয় করে দিয়েছ। তোমাদের জন্য কেবল একটি পথই খোলা আছে। তাহলো-তিন সপ্তাহের মধ্যে আমার কাছে এসে আত্মসমর্পন করো।'

তিন সপ্তাহ অতিবাহিত হলে শাসকবর্গ জানতে পারল, আফ্রিকার অন্তঃদ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছায় ইউসুফ বিন তাশফীন চলে যাচ্ছেন। শাসকরা একে অপরকে অভিনন্দন বার্তা জানাল। কিন্তু খুব শীঘ্রই তাদের অভিনন্দন বার্তায় ঘুণ ধরল। তারা জানল, আমীর সাহেব তদীয় চাচাত ভাই সায়ের বিন আবু বকরকে নায়েব করে যাচ্ছেন। যারা কাছ থেকে সায়ের কে দেখেছেন, তারা জানেন-এ লৌহ মানবটি স্রেফ তলোয়ারের ভাষায়-ই কথা বলতে জানেন।'

কাজী আবু জাফর একটা পত্র লিখে তাঁর অনুলিপি শাসকশ্রেনীর দরবারে পৌঁছে দেন। এ পত্রের বিবরণ নিম্নরূপ—

'শাসকশ্রেণী! স্পেন ভূমি তোমাদের চায় না। এ যমীন তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে আসছে। স্পেনের সরে জমিনে তোমরা পাপের বন্যা বইয়ে দিয়েছ। এবার পালা এসেছে সেই পাপ প্রতিবিধানের! সময় এসেছে তোমাদের হিসাবে কড়ায় গন্ডায় বুঝে নেয়ার। সে হিসাবের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে এমন এক ব্যক্তিত্বের ওপর, যার হাত তলোয়ারের চেয়েও ধারাল। তোমাদের ননীর পুতুল সেপাইরা তার গতিরোধ করতে পারবে না কিছুতেই। খামোকা রক্তারক্তি না করে হাতিয়ার ফেলে দাও। অন্যথায় যে কোন পরিস্থিতির দায়-দায়িত্ব তোমাদের কাঁধে চাপবে।'

তিন.

গ্রানাডার শাহী মহল :

কারুকার্যময় নজরকাড়া এক কুঠরীতে বসে চিঠি লেখাচ্ছিলেন ইউসুফ বিন তাশফীন।

সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম সেখানে প্রবেশ করল। পরনে তার সেপাইসুলভ লেবাছ। আমীর সাহেব ওকে দেখে মুচকি হাসলেন। আহবান জানালেন, তাঁর পার্শ্বস্থ খালী চেয়ারে উপবেশন করতে।

চেয়ারে বসল সা'দ। মুন্সিকে দিয়ে চিঠি শেষ করে সা'দের দিকে মনোনিবেশ করেন তিনি। বলেন—

'সা'দ! ফৌজী পোষাকে তোমাকে বেশ লাগছে। কিন্তু তুমি সুস্থ নও যে এখনো।'

'আমি বিলকুল সুস্থ জনাব!'

www.amarboi.org

'আমি আগামী কাল যাচ্ছি-শুনেছ কি?'

'জী! সায়ের বিন আবু বকরের মুখে শুনেছি। আমার ধারনা ছিল-আপনি আরো কয়েকদিন থেকে যাবেন।'

'না না! আফ্রিকার ক্রমবর্ধমান সহিংসতা আমাকে স্পেনে থাকতে অনুমতি দিচ্ছে না। ও-হ্যাঁ! তোমার সাথে একটা পরামর্শ করতে চাই। আচ্ছা তোমার ধারনা মতে গ্রানাডার শাসনভার কার হাতে তুলে দেয়া যায়, বলো-তো!'

সা'দ খানিক ভেবে জওয়াব দিল, আমার ক্ষুদ্র ধারনা মতে এ ব্যাপারে কাজী আবু জাফরই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি।

'আমিও তাই জানতাম। কিন্তু তাঁর কাছে এ প্রস্তাবও রেখেছিলাম। কিন্তু বার্দ্ধক্যের অজুহাত তুলে তিনি পাশ কাটিয়ে গেছেন। তিনি আরেক জনের নামোল্লেখ করেছেন।'

'কে এই ব্যক্তি' ? সা'দের উৎসুক প্রশ্ন।

'সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম।'

সা'দ পেরেশান হয়েচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আমীর ইউসুফ এক টুকরো কাগজ ওর দিকে বাড়িয়ে বললেন, 'গ্রানাডার ওয়াকিফহাল মহলের স্বাক্ষরিত এ অনুলিপিটি দিয়েছেন তিনি।'

কাগজটার আগাগোড়ায় এক নযর দিয়ে টেবিলে রাখতে রাখতে সা'দ বললো, 'আপনি আমাকে পরামর্শের জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন-না হুকুম দিতে?'

মুচকি হাসি দিয়ে আমীর সাহেব বলেন, 'বোধহয় হুকুম-ই করতেহবে এক্ষণে আমায়। বসো!'

বসল সা'দ।

ইউসুফ বিন তাশফীন গভীর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সা'দের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। শেষ পর্যন্ত বললেন, 'এ মহান জিম্মাদারীরর অযোগ্য আমার পুত্র হলেও তাঁকে দিতাম না। গ্রানাডায় তোমার বড্ড প্রয়োজন।'

সা'দ সলজ্জে জওয়াব দেয়, 'এটা আপনার নির্দেশ না হলে আমাকে কিছু বলার সুযোগ দিন!'

'বলো!'

সা'দ বলতে লাগল, 'কর্ডোভার যে বাড়িতে আমি চোখ খুলেছিলাম-তা আজ পোড়োবাড়ীতে পরিণত। বছর কয়েক পূর্বে আব্বাজানকে যখন কর্ডোভা থেকে অন্য কয়েদখানায় স্থানান্তরিত করা হয়, তখন তার জিন্দেগীর সবচে বড় খায়েশ ছিল-ঐ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করা। অতঃপর স্ত্রী-পুত্রদের হাস্যে-লাস্যে বাকী দিনগুলো কাটানো। আমার খায়েশও কতকটা আব্বার অনুরূপ। বছর কয়েক পূর্বে একবার ঐ বাড়িতে গিয়েছিলাম। থেকে ছিলাম দিন কয়েক। নিজকে মনে হচ্ছিল, আগন্তুক। সেদিন কসম খেয়ে বলেছিলাম, স্পেন স্বাধীন হলেএ বাড়ীতে স্বাধীনতার প্রদীপ নিজ হাতে জ্বালাব-ই। আমার সে অঙ্গীকার পুরা হয়নি এখনো। এখনো সেটা পোড়াবাড়ী। লাইত কেল্লা

www.amarboi.org

অভিযানে আব্বাজান ও হাসানের শাহাদতের পর কেমন যেন মনে হয়েছে, তাদের অশরীরী আত্মা ঐ বাড়ীর আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। করছে দরজায় আমাদের অপেক্ষা। অপেক্ষা করবে ততোদিন, যতদন না কর্ডোভা আযাদ হচ্ছে।

আর হ্যাঁ! কর্ডোভার স্বাধীনতা ততোদিন অর্থবহ হবে না, যতোদিন গোটা স্পেনের বিরান বাড়ীগুলোতে আমি স্বাধীনতার দপ দপে মশাল না জ্বালাতে পারছি।'

আমীর সাহেব স্নেহভরে ওর অভিমানী মাথায় হাত রেখে বললেন—

'বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না তোমায়। অচিরেই ঐ বাড়িতে প্রবেশ করে লাইত কেল্লার বীর শহীদগণকে সালাম দিতে পারবে তুমি। আচ্ছা, আব্দুল্লার বিদ্রোহী উজীর মোয়াম্মার সম্পর্কে তোমার মতামত কি? গ্রানাডার আলেমশ্রেণীরও একটা সমর্থন আছে তাঁর প্রতি।'

'উনি সর্বদিক দিয়েই এ পদের যোগ্য।'

আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন মুন্সিকে দিয়ে আর কয়েক ছত্র লিখিয়ে মোসাফাহার জন্য সা'দের দিকে হাত বাড়িয়ে বলেন, 'আজ শেষ রাতে রওয়ানা হচ্ছি। সম্ভবত এটাই হচ্ছে তোমার-আমার আখেরী মোলাকাত।'

সা'দ মোসাফাহা করে বললো, 'কিন্তু সায়ের বিন আবু বকর বলেছিলেন, বাদ ফজর যাচ্ছেন আপনি।

'হ্যাঁ, কথা ছিল তাই-ই। কিন্তু গ্রানাডাবাসী বিজয় সম্বর্ধনা জানাতে ইয়াবড় অনুষ্ঠান করছে জেনে শেষ রাতেই চলে যেতে হচ্ছে আমাকে। আমি এসব পছন্দ করি না। আমার বিদায় খবর খুব কম সংখ্যক লোকই জানুক-এই ভালো। ... খোদা হাফেয!'

'খোদা হাফেয!' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করল সা'দ। ভক্তিভরে আমীরের পাশটিতে এসে দাঁড়াল ও। আমীরের মুখে পরিধি বাড়ানো মুচকি হাসি। ওর চোখ অশ্রুতে টইটুম্বুর। খানিক থেমে আমীর সাহেব চলে গেলেন।

শেষ রাত।

গ্রানাডা রাতের কোলে ঘুমিয়ে আছে ছোট্ট শিশুটির মত।

কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই।

নিথর নিস্তব্ধ।

চাঁদের আলো হয়ে আসছে ম্লান।

কোচ করার জন্য শ' পাঁচেক সেপাই প্রস্তুত।

সায়ের বিন আবু বকরের সাথে কথা বলতে বলতে আমীর ইউসুফ তাঁবু থেকে বের হলেন। তাদের দেখামাত্রই প্রায় সকল ফৌজি অফিসারই এগিয়ে এলেন। সকলের সাথে উষ্ণভরে মোসাফাহা করলেন তিনি। তাঁর নির্দেশে কাফেলা রওয়ানা হলো। জনৈক

www.amarboi.org

মশালধারী তাদের পথ দেখাচ্ছিল। নিকট দূরে এক নওজোয়ান ঘোড়ার লাগাম হাতে দন্ডায়মান। আমীর ইউসুফ সায়েরের সাথে কথা বলে নওজোয়ানের হাত থেকে লাগাম তুলে নেন। এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চাপেন। পা রাখেন পা-দানীতে। আচানক মশালের আলোতে নওজোয়ানের চেহারা পরিস্কার দেখা গেল। নওয়োজানটি সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম।

'আমি জানতাম তুমি আসবে।' আমীরের কণ্ঠে কৃতজ্ঞতার সুর।

সা'দ কিছু বলতে চাচ্ছিল। পারল না। ধরে এলো ওর কণ্ঠ। বেয়ে পড়লো বড় দু'ফোটা অশ্রু। অনেক চেষ্টার পর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে হাত উঁচিয়ে বললোঃ খো .. দা.. হা. ফে.. য!'

আমীর ইউসুফ ঘোড়ায় পদাঘাত করছেন। সা'দের মন থেকে বেরিয়ে আসছিল, 'খোদা হাফেয, আমার জাতির মোহসেন। দোস্ত আমার।' আমার মনিব। আল্লাহ আপনার সহায় হোন।'

স্পেন সূর্যকে রাক্ষুসে রাত গিলে নিল। কালো পর্দার অন্তরালে হারিয়ে গেল সে সূর্য। এই সূর্যই তলোয়ার দ্বারা স্পেন ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় লিখে হারিয়ে গেলেন। সা'দ শোনল তার ক্রম-বিলীয়মান অশ্ব খুড়ের ধ্বনি-খট্‌খট্।

আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন যে জাতিকে অপদস্তের অতল গহ্বর থেকে টেনে তুলেছিলেন, সে জাতির ভাগ্যের সুরাইয়া সেতারা চারশ' বছর অবধি দেদীপ্যমান ছিল। যারা একদা কেবল অসহায়ভাবে চোখের অশ্রু মুছত-চার শতাব্দী ধরে তারা হেসেছিল পরিধি বাড়ানো ঠোঁটে। তিনি যে সব ফেরাউনের ঘাড় মটকে দিয়েছিলেন-কালের এই দীর্ঘ পরিসরে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি তারা।

আফ্রিকা মরুর এই বিশাল ব্যক্তিত্ব আঁধার রাতের মুসাফির ছিলেন, যার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে চলেছে হাজারো পথহারা পথিক। এক কওমের অসহায়ত্ব দেখে কুদরতের রহমতি দরিয়ায় তুফান উপচে ওঠল এবং উপচে ওঠা সেই তুফান স্পেন ভূমিতে আছড়ে পড়ে অবশেষে দিক চক্রাবলে হারিয়ে গেল।

চার.

কড়ায় গন্ডায় হিসাব নেয়া শুরু হলো। শুরু হলো ভেড়াপালের মধ্যে ব্যাঘ্রের হুংকার। ইউসুফ বিন তাশফীনের অন্তর্ধানের পর সায়ের বিন আবু বকর মোরাবেতীন সৈন্যের মাধ্যমে টর্নেডো গতিতে স্পেন ভূমিতে ছড়িয়ে পড়লেন। শাসকবর্গের সুরক্ষিত কেল্লাগুলো সে গতির সম্মুখে খড়-কুটোর মত ভেসে যেতে লাগল। তিনি যে প্রদেশ-ই জয় করতেন, সেখানে প্রশাসনিক অবকাঠামো ইসলামীকরণ করতেন। অবৈধ চাঁদা আর বিকৃত সংস্কৃতির করতেন মুলোৎপাটন। হুকুমতের দায়িত্ব চাপাতেন নেককার লোকদের কাঁধে। পরিণতিতে যেখানে সেপাইদের এক তলোয়ার উত্থিত হতো-হাজারো জনতার

www.amarboi.org

তলোয়ার উত্থিত হতো তাঁর সাহায্যার্থে। ভেতরে-বাইরে সর্বস্থানেই প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হলো শাসকবর্গ। আলীক্যান্ট, মার্সিয়া এবং বেশ ক'টি সাম্রাজ্যের পতনের পর সেভিলের পালা এলো!

ইউসুফ বিন তাশফীন মরক্কো পৌঁছে সুলতান মুতামিদের কাছে পত্র লিখে জানালেন সেভিল ছেড়ে আমার কাছে চলে এলে ভাল হবে তোমার জন্য। কিন্তু আল-ফাঞ্চোর সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে ইউসুফের পয়গামকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন তিনি।

সায়ের বিন আবু বকরের হুর-আল-হাশমী নামী জেনারেল মুতামিদের সুরক্ষিত কেল্লায় প্রবেশ করে তার পুত্র 'রাজীকে কতল করেন।

অপর আরেক জেনারেল কর্ডোভার ওপর চড়াও হলেন। কর্ডোভাবাসী দীর্ঘদিন ধরে মোরাবেতীন সৈন্যেদের পথচেয়ে বসেছিল। মোরাবেতীনদের খবর পাওয়া মাত্রই তারা অভ্যুত্থান করে মুতামিদের অপর পুত্র ফাতাহ কে কতল করে। শহরবাসীদের প্রবেশ ফটক খুলে দেয়।

স্বয়ং সায়ের বিন আবু বকর সেভিলে আগমন করলেন। জয় করলেন পথিমধ্যে 'কারমুনা' প্রবেশ। সেভিল অবরোধকালে সায়ের বিন আবু বকর গুপ্তচর মারফত খবর পেলেন-টলেডো থেকে ১৬ হাজার সৈন্য নিয়ে সেভিলে ধেয়ে আসছে আল-ফাঞ্চো।

সায়ের বিন আবু বকর আবু ইসহাক আল-মাতলুনীর নেতৃত্বে সাত হাজার সৈন্য দিয়ে আল-ফাঞ্চোর অগ্রযাত্রা রুখতে প্রেরণ করেন। আবু ইসহাক টলেডের নিকট দূরের মদুর কেল্লায় আল-ফাঞ্চোকে শোচনীয়ভাবে পরাভূত করেন। এ পরাজয়ের পর আল-ফাঞ্চোর কোমড় ভেঙ্গে যায় একেবারেই। সেভিলবাসী শহর বেষ্টিত প্রাচীরের একাংশ ভেঙ্গে ফেলে।

মোরাবেতীন সৈন্যরা নির্বিঘ্নে শহরে প্রবেশ করে। অতঃপর তারা চড়াও হয় মুতামিদের মহলে। ফটক রুদ্ধ। প্রবেশের কোন সুরাহা করতে না পেরে মোরাবেতীনরা রশি দিয়ে বিকল্প সিড়ি বানিয়ে মহলে প্রবেশ করে। এ সময় এদের প্রতিহত করতে গিয়ে মুতামিদের আরেক পুত্র মারা যায়।

মুতামিদ বীরদর্পে লড়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু চারিদিকের পরিস্থিতি দেখে হতাশ হয়ে অস্ত্র সমর্পণ করলেন তিনি।

সায়ের বিন আবু বকর' মুতামিদ, রমিকিয়া, শাহজাদা রশিদ ও রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্যদের গ্রেফতার করে মরক্কোর* তঞ্জায় নির্বাসন দিলেন।

---

* টীকা : (১) মুতামিদ কে তঞ্জা থেকে আলজেরিয়া পরে তিউনিসের উগমাত' নামী শহরে প্রেরণ করা হয়। এ শহরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এ সময় মুহামিদ যে কতো কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হয়েছেন, তা তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ আছে। রানী রমিকিয়া যিনি সেভিলের ধন-ভান্ডার কে বিলাসিতার দরুন তলাহীন ঝুড়িয়ে পরিণত করছিলো, বড় দরিদ্র ও অসহায় অবস্থায় তার দিন গুজরান চলছিল। মুতামিদের তোষামুদে কবিদের অবস্থা ছিল আরো করুন। এদের অবস্থা পর্যালোচনা করতে গেলে মনে পড়ে যে, সামান্য কাব্য-চর্চার জন্য মুতামিদ প্রশাসন এসব কবিদেরকে সোনার আসনে বসাতেন। তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ঐসব কবিবর্গের, যারা রাজা-বাদশাদের পদলেহনের জন্য আত্মসম্ভ্রম বিকিয়ে দিয়েছিলেন।

www.amarboi.org

সেভিল বন্দর।

বন্দী জাহাজে সুলতান মুতামিদ ও রানী রকিমিয়া।

বন্দর তীরে হাজারো শহরবাসী রাজা-রানীকে শেষবারের মত দেখতে এসেছে। এক এক করে রাজ পরিবারের সকলকে তলোয়ারের ছত্র ছায়ায় জাহাজে তোলা হলো।

রাজপরিবারের সস্যদের প্রবেশের পর সবশেষে সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম জাহাজে চড়ল। জাহাজের কাপ্তান ও মাঝি-মাল্লারা জমায়েত হলো ওর পার্শ্বে। কাপ্তানকে লক্ষ্য করে সা'দ বললো—

'আমীর সাহেবের নির্দেশ, পথিমধ্যে কয়েদীদের যে কোন কষ্ট দেয়া না হয়। তঞ্জা পৌছার পূর্বে কোথাও যেন থামানো না হয় এ জাহাজ।'

রাজ কয়েদীরা জাহাজের আরেক কোনে দাঁড়িয়ে শুনছিল একথা। সা'দকে দেখামাত্রই রানী রমিকিয়া মুতামিদকে লক্ষ্য করে বললো, 'আপনি ওকে চিনেন কি? এ সেই যুবক, এ দিনটির কথা একদিন আমাদের দরবারে শুনিয়েছিল যে।'

মুতামিদ গর্দান নীচু করেছিলেন। রানীর কথায় সা'দের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি ওকে চিনি না! আজ হয়ত আয়নায় দেখে নিজের চেহারাও চিনতে পারব না!'

রমিকিয়া বললো, 'এ সেই যুবক বিদ্রোহাত্মক কণ্ঠে আমাদের দরবারে কথা বলেছিল যে। সেদিন ওকে গ্রেফতার করতে পারেনি আমাদের পুলিশ।'

মুতামিদ আবারো তাকালেন সা'দের চেহারায়। সা'দের সেদিনকার কথাগুলো তার কানে পুনঃগুঞ্জন তুললো।

কাপ্তানের সাথে কথা শেষ করে কয়েদীদের কামরার সামনে এসে খানিক থামল সা'দ।

আড়াচোখে কয়েক সকলের ওপর নযর করে দ্রুত বেগে নেমে গেল জাহাজ থেকে।

সেভিলের জনৈক বৃদ্ধ কবি অশ্রু মুছে বললেন, 'মুতামিদ বীরপুরুষ ছিলেন, প্রত্যুপন্নমতি ছিলেন, ছিলেন সিংহ পুরুষ। কিন্তু এক আওয়ারা মহিলার কূটিল জালে পড়ার দরুণ আজ তার এই পরিণতি।

জাহাজের ছাদে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত সাধের মহল দেখে নিচ্ছিল রানী রমিকিয়া। মহল ও তার চোখের মাঝে অশ্রু যখন বাঁধা হয়ে দাঁড়াল, তখন সে বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে স্বামীকে বললো, 'আমরা কি আর কোন দিন সেভিলে আসব না? সেভিল প্রাসাদে কি

ইউসুফ বিন তাশফীনের কাছে কুলাঙ্গার এসব কবিদের মূল্যায়ন ছিল না একেবারেই। মুতামিদ-রমিকিয়ার করুন পরিণতি দেখে আমাদের অনুধাবন করা দরকার যে, রাষ্ট্রের ধন-সম্পদ যারা এভাবে অবিবেচকের মত খরচ করে, তাদের পরিণতি এমনই হওয়া দরকার। রাজা-রানীর শেষ দিনগুলোর অসহায় কুন্ডিরাশ্রুতে ইবনে তাশফীনের কোনই হাত ছিল না। তাঁর বিজয় ছিল নিগৃহিত মানবতার বিজয়। মুতামিদ আর তার সমকালীন শাসকদের পতন ছিল এমন শাসকশ্রেণীর পতন, যারা দুনিয়া আনন্দময় যার যা মনে লয়— এর মত দিন গুজরান করতেন।

www.amarboi.org

আর প্রবেশ করবে না কবিবর্গ? এই সব হায়েনারা কি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিবে আমার রঙ্গ-রসের আসর?

মুতামিদ বললেন, 'রমিকিয়া! এসব কথা বলে এখন কোন লাভ নেই। যে প্রদীপের তেল নিঃশেষ হয়ে গেছে, অশ্রু দিয়ে তা আর জ্বালানো যাবে না।'

নদীর এক তীরে গ্রাম্য কিছু মহিলা মাটির খামির করছিল। রানী রমিকিয়া সেদিকে অংগুলি ইশারায় বললো, দেখুন। দেখুন!! সেদিনটি কি আপনার মনে আছে-যেদিন মাটির খামির করার খায়েশ করেছিলাম আমি আর আপনি মেশক-আম্বরের খামির করতে দিয়েছিলেন আমাকে। মুতামিদ আহতস্বরে বললেন, 'রমিকিয়া! খোদার দিকে চেয়ে তোমার চোখ বন্ধ করো। ভুলে যাও সে সোনালী অতীত!'

'না না। সেই সোনালী অতীত ভোলার নয়, ভুলতে পারব না।'

রমিকিয়ার চোখে ফুঁসে ওঠল এক সাগর অশ্রু।

পাঁচ.

এশার নামাযের পর সা'দ ও আহমদ শহরতলীস্থ সেনা ছাউনীতে বসেছিল। জনৈক সেপাই তাঁবুর পর্দা উঠিয়ে ঝুঁকে বললো, 'গ্রানাডার এক লোক আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী।'

আগন্তুক পর্দা উঠিয়ে বললো, 'লোক নয়, বলো চাচা আলমাছ এসেছে।'

সা'দ ও আহমদ এসে উঠে দাঁড়াল। সেপাই চলে গেল।

সাদ ও আহমদের সাথে মোসাফাহা করে আলমাছ চেয়ারে বসল। সা'দ বললোঃ 'চাচা! তুমি এ সময় এলে কি করে? বাড়ীর সবে ভালো তো?

'জী হ্যাঁ, আমি জানতে এসেছি? তুমি কর্ডোভা যাচ্ছো কবে নাগাদ ? তোমাদের আব্বাজানের এক দোস্ত খবর পাঠিয়েছেন-যথাশীঘ্র ওখানে যেতে!'

সা'দ বললো, আহমদের সাথে এতক্ষণ ধরে সে আলাপই করছিলাম। আজ সিদ্ধান্ত নিয়েছি-আহমদ-ই সকলকে নিয়ে কর্ডোভা যাবে।'

'তুমি যাবে না?তোমার মা'র ইচ্ছা-তোমরা দু'ভাই যাবে।'

'আমার ইচ্ছা ছিল তাই। কিন্তু আজ আমার কাঁধে এক গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ইনশাআল্লাহ মাস খানেকের মধ্যে কর্ডোভা পৌছুচ্ছি এবং তারপর ভেলাডোলিড, ভ্যালেন্সিয়া যারাগোযায় কোন হাঙ্গামা না হলে কর্ডোভায়-ই থাকব আমি। আগামীকাল আরাম করে আহমদকে নিয়ে পরশু দিন রওয়ানা হয়ে যাবে তুমি।'

'তুমি যাচ্ছ কৈ?

'মাসির্য়া। ওখানকার ভ্যালেন্সীয় খ্রিস্টানরা উত্তর সীমান্তে লুট-তরাজ শুরু করেছে। আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ওদের দমনের।'

www.amarboi.org

কবে যাচ্ছ?'

'আগামী প্রত্যূষে!'

'তাহলে আগামী কালই আমরা রওয়ানা করব। আরামের দরকার নেই আমার।' পর দিন। হাজার খানেক সেপাই নিয়ে মার্সিয়ায় সা'দ আর আলমাছ-আহমদ গ্রানাডামুখো হলো।

ছয়.

এক মাস পর। মার্সিয়া থেকে সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িম সায়ের বিন আবুবকরের কাছে লিখে জানাল, ভ্যালেন্সিয়ার ঈসায়ী লুটেরাদের আমরা শোচনীয়ভাবে পরাভূত করেছি। কায়েম করেছি সীমান্তে-দুর্ভেদ্য চৌকি। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরা আমাদের করছে সহযোগিতা। দুশমনের থেকে আপাততঃ কোন হামলার আশংকা দেখছি না। অবশ্য এলাকাটি হামলামুক্ত নয় এখনও। ভ্যালেন্সিয়া শাসক সেড কম্বোডরের পতন না হওয়া পর্যন্ত এই শংকা কাটছে না।

লাইত কেল্লার অদুরে শোচনীয়ভাবে পরাজয়ের পর ইসলামের শত্রুরা ভ্যালেন্সিয়ায় কম্বোডরের পতাকাতলে জড়ো হচ্ছে। ইবনে হুদের গাদ্দারীর দরুন যারাগোযায় ঈসায়ীরা শক্ত ঘাঁটি তৈরি করেছে। যারাগোযা জয় করতে পারলে ঈসায়ীরা সংকুচিত হয়ে পড়বে এবং সেক্ষেত্রে ভ্যালেন্সিয়ার ওপর সাড়াষী আক্রমন চালাতে বেগ পেতে হবে না তেমন একটা। তবে এ কাজ করতে হবে অতি দ্রুত। ইয়াহইয়া যেভাবে কম্বোডোরের হাতে ভ্যালেন্সিয়াকে ছেড়ে দিয়েছিল সেভাবেই ইবনে হুদ যারাগোযাকে আল-ফাঞ্চোর কাছে ছেড়ে দিবে বলে একটা শ্রুতি রয়েছে।

কিছুদিনের মধ্যে সায়ের বিন আবু বকরের কাছ থেকে সা'দের দূত এ খবর নিয়ে এলো, আমীরুল মোমেনীন আপনাকে এক নয়া জিম্মাদারী দান করেছেন। এ পত্র পাওয়া মাত্র দশদিনের মধ্যে কর্ডোভায় চলে আসুন। আপনার স্থলে ইবনে হাজকে যারাগোযা অভিযানে পাঠানো হবে। সীমান্তের যাবতীয় অবস্থা ইবনে হাজকে বুঝিয়ে রওয়ানা করবেন!'

এ পত্র পেয়ে সা'দ বুঝতে পারল না যে, সে কোন জিম্মাদারী-যাকে তাকে দেয়া হচ্ছে। তৃতীয় দিনে ইবনে হাজ সা'দের ছাউনীতে গিয়ে উপনীত হলো।

সা'দ তাকে যাবতীয় যা বুঝিয়ে দিয়ে রোখ করল কর্ডোভায়।

এক মুজাহিদ দীর্ঘদিন পরে তার জন্মভূমির দিকে যাচ্ছিল। এ স্থানটির জন্য তার সোনালী শৈশব, রূপালী যৌবন কোরবান দিতে প্রস্তুত সে। কর্ডোভা সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িমের' এমন এক বাগিচা, যেখানে সে ঝরিয়েছে অগনিত ঘাম আর রক্ত। শখের সে

www.amarboi.org

জন্মভূমির প্রতিটি মঞ্জিলে ও শুনতে পায় নিকট অতীতের আনন্দ-
যায় দীর্ঘ যুদ্ধের ক্লান্তির ছাপ চেহারা হতে। উপচে ওঠা আনন্দানুভূতি
বলছিল, 'এটা আমার জন্মভূমি, এ শস্য-শ্যামল বাগিচা, লত-লতিয়ে ও
এ পাহাড়, নদ-নদী খামার, শুধু আমার। এ দেশে আমি আজ আর ভিনদে

কর্ডোভা থেকে সামান্যদূরে এক বস্তিতে প্রবেশ করে জনৈক কিষাণের ক ানি চাইল সা'দ। পানির স্থলে কিষাণ দুধ ভর্তি গ্লাস পেশ করল।

'আমি পানি চেয়েছি!' সা'দ বললো।

মুচসি হাসি দিয়ে কিষাণ বললো, 'এ দেশে এক্ষণে খোদাভীরুদের শাসন। এখন থেকে পানি প্রার্থীদের ভাগ্যে দুধ মিলবে। আপনার ঘোড়াটি নেহাৎ ক্লান্ত। আপনি আরাম করুন।'

'না না। আমার বাড়ী এখান থেকে দূরে নয়।'

কর্ডোভা নগরী।

নতুন এক দুনিয়া।

যুগ যুগ ধরে জালিমের কোপানলে পড়ে এ শহর তার হাসি-খুশী জলাঞ্জলি দিয়েছিল। কালের পরিবর্তনে খুঁজে পেয়েছে সে তার পুরানো ঐতিহ্য। যে শহরে একদা খুন আর অশ্রু প্রবাহিত হত, এক্ষণে আনন্দ আর বিজয়োল্লাসে তা মুখরিত। শহীদানের খুন কর্ডোভার বাগ-বাগিচাকে দান করেছে ঋতুরাজ বসন্তের সৌরভ। আজ সকলের ললাটে যেন লেখা-কর্ডোভা আমার!

দুপুরের দিকে শহরে প্রবেশ করল সা'দ। বাড়ীর ফটকে এসে নামল ঘোড়া থেকে। এক নওকর ওর হাত থেকে লাগাম তুলে নিল। খানিকক্ষণ বাগানের নয়নাভিরাম দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইল সা'দ। হৃদয় পটে ভেসে ওঠল নিকট অতীতে বাপের হাত ধরে বাগিচা বিচরণের সোনালী দৃশ্য। অতঃপর কল্পনায় দেখল-বাল্যসাথীদের সাথে খেলা করার দৃশ্যাবলী। মনে পড়ল সেই দোয়া ও প্রতিজ্ঞার কথা— কর্ডোভা ত্যাগ কালে আয-যাহ্‌রা প্রাসাদের দিকে ফিরে যা করেছিল ও। সা'দকে আসতে দেখে আহমদ ও আলমাছ আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো। সালাম ও কুশল বিনিময়ান্তে দু'ভাই অন্দরে প্রবেশ করল। উঠানে সাকীনা, তাহেরা ও মায়মুনা দন্ডায়মান। সা'দের চোখের কোণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও অশ্রুতে ভরে গেল।

www.amarboi.org

সাত.

ইউসুফ বিন তাশফীনের স্থলাভিষিক্ত কর্ডোভায় এসেছেন-খবরটি বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্রই। শহরের নায়েম একদিন পূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন যে, সায়ের বিন আবুবকর জামে কর্ডোভায় জুমা নামায আদায় করবেন। সা'দ ও আহমদ জুমার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আলমাছ কামরার দরজায় ঝুঁকি দিয়ে উচ্চস্বরে বলে ওঠল, 'সা'দ! আহমদ! জলদি বাইরে এসো তোমরা।'

ওরা তড়িৎ বাইরে এলে হাঁপাতে হাঁপাতে আলমাছ বললোঃ 'তিনি এখানে এসেছেন। ডাকছেন তোমাকে। জলদি যাও।'

'কে এসেছে? তুমি হাঁপাচ্ছ যে খুব?' সা'দ শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

সায়ের বিন আবু বকর এবং কাজী আবু জাফর অপেক্ষা রুমে আছেন। ফটকে শহরবাসীর ভিড়।'

অপেক্ষা রুমের দিকে ওরা পা বাড়াল দ্রুত। সায়ের, কাজী ও নায়েম উঠে দাঁড়ালেন। দু'ভাই সকলের সাথে মোসাফাহা ও কোলাকুলি সাড়ল। সায়ের বিন আবু বকর বললেন, 'সা'দ! আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন কর্ডোভায় আমাকে সর্বপ্রথম তোমাদের বাড়ীতে আসতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এমনটি না বললেও আমি সর্বপ্রথম তোমাদের এখানেই আসতাম। পথিমধ্যে অনিবার্য কারনে দেরী না হলে সকালে সকালেই পৌছুতাম। নামাযের সময় আসন্ন, এক্ষণে আমীর সাহেবের দ্বিতীয় হুকুম পালন করতে চাই। আমীরের খায়েশ, তুমি কর্ডোভার গভর্নরী পদ গ্রহণ করো।'

সা'দ খানিক ভেবে বললো, 'আমীরুল মুমিনীনের খায়েশ আমার কাছে তাঁর নির্দেশের চেয়েও অধীক।'

সায়ের বিন আবু বকর পরিধি বাড়ানো মুচকি হাসি দিয়ে কাজী সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার সুপারিশের দরকার পড়ল না-আর কি। আমি আজই এলান করবো বিজয়ের মূল হিস্যাটা ওর ভাগ্যে জুটেছে।'

অতঃপর আহমদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আহমদ! তোমার জন্যও খোশ খবর এনেছি আমীরের পক্ষ থেকে। তুমি আলীক্যান্টের গভর্নর হতে যাচ্ছো। আমার যদ্দুর বিশ্বাস আমিও কাজী সাহেবের উপস্থিতিতে আমীরের এ প্রস্তাবকে তুমি হেলায় দুরে ঠেলে দেবেনা।'

আহমদ জওয়াব দিলো, 'নিজ যোগ্যতার ওপর আস্থা নেই এতটুকু আমার। তবে আমীর সাহেব আমাকে নির্বাচিত করে ভুল করছেন-তা বলার দুঃসাহস নেই।'

'তোমাকে প্রস্তুতির জন্য দিন তিনেক সময় দেয়া হবে। চলো এখন! আযান হয়ে গেছে।'

www.amarboi.org

মহলের বাইরে ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়ান। সায়ের বিন আবু বকর তাতে না চেপে উৎফুল্ল জনতার সাথে পদব্রজেই চললেন জামে কর্ডোভায়।

আট.

কর্ডোভার জামে মসজিদ।

জাতীয় মসজিদ।

জুমার নামাযান্তে খুশীর নাকারা বাজাচ্ছিল সমবেত জনতা।

শুনছিল সকলে সায়ের বিন আবু বকরের ঘোষণা—

তিনি ঘোষণা করলেন, আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন সা'দ বিন আব্দুল মুনয়িমকে কর্ডোভার গভর্নর নির্ধারণ করেছেন। সমবেত জনতার পীড়াপীড়িতে দু'কথা বলতে দাঁড়াল সা'দ। প্রজাদের ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টি বক্তার পানে নিবদ্ধ। মসলিসে পীন পতন নীরবতা। সা'দ খানিকটা চিন্তা করে স্বতঃস্ফূর্তচিত্তে বক্তৃতা শুরু করল—

'ব্রাদারানে মিল্লাত! বিশাল এক গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে আমার স্কন্ধে। দোয়া করবেন-ভারবাহী সেই দায়িত্ব বোঝা যেন সামাল দিতে পারি।

উপস্থিত জনতা! তোমরা সবে সাক্ষী। খোদার ঘরে দাঁড়িয়ে আমি তাঁর মর্জিমত দেশ শাসনের অঙ্গীকার করছি। এ অঙ্গীকার হতে যদি বিন্দুমাত্র পদস্খলিত হই, যদি ইনসাফ-আদলের সুমহান রাস্তা হতে হই বিমুখ, দ্বীনের খেদমত না করে যদি স্বেচ্ছাচারিতা করি— তাহলে তোমাদের প্রধান জিম্মাদারী হবে, কান ধরে আমাকে সিংহাসন হতে নামিয়ে দেয়া।

আমি স্বচক্ষে আফ্রিকার খৈ ফোটা তপ্ত মরুতে দেখেছি, মরুচারীরা ইউসুফ বিন তাশফীনের জামার আঁচল ধরে ইনসাফ-আদলের তামান্না করে। এতে তাঁর ললাটে দেখিনি কোন গোস্বাসুলভ ভাঁজ। তাঁর-ই এক স্থলাভিষিক্ত হিসাবে আমার কাছ থেকে ন্যায় বিচারের তামান্না করবে তোমরাও। তোমাদের শাসনকর্তা ন্যায় বিচারক হোক- এটা চাইলে সত্যবাদী হতে হবে তোমাদের। খোদাদ্রোহীদের সামনে মাথা ঝুকাবে না কখনও। শ্রদ্ধা করবে তাঁদের যারা খোদার দ্বীনকে সবার ওপরে তুল ধরতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

খন্ডিত স্পেনের শাসকবর্গের বিপথগামিতা আর অযোগ্যতায় সৃষ্ট নিকৃষ্ট পতনের চোরাবালীতে উপণীত হয়েছিলাম বারবার আমরা। ওদের চেয়ে ঐসব কুলাঙ্গার কবিরা কোন অংশেই কম অপেয় নয়, যারা শাসকশ্রেণীর পদলেহন করে রাতের চাঁদকে সূর্য বলে চালিয়ে দিয়েছে। এসব শাসকবর্গ ছিল খ্রিস্টান শাসকদের তল্পীবাহক, অথচ আত্মসম্ভ্রমবোধহীন কবিরা তাদেরকে সাত আসমানের মালিক বলে খেতাব দিয়েছিল। আড়ম্বরপূর্ণ জীবনে বিলাসী সামগ্রীর যোগান দিতে গিয়ে ওরা আপামর জনতার রক্ত শুষে

www.amarboi.org

নিত। আর কবিরা চাপড়াত তাদের পিঠ। মদ আর নারী লীলাকে ওরা রাষ্ট্রের নিদর্শন বানাত অথচ কবিরা একে জায়েজ বলে ফতোয়া দিত। এসব কবিদের দরুন শাসকশ্রেণীর মস্তিষ্ক এতই বিকৃত হয়েছিল যে, তারা হক কথাকে গালী মনে করত।

মনে রেখ! যে জাতি সততা ও ইনসাফ থেকে বিমুখ হয়, তাদের-ই ক্রোড়ে মামুন ইয়াহইয়া ও ইবনে উক্কাশার জন্ম হয়-যারা জনাকীর্ন লোকালয়ে ক্ষুৎার্ত ব্যঘ্র পাল ছেড়ে দেয়। কুদরত সে জাতির ওপর থেকে তার কর্তৃত্ব উঠিয়ে নেন। ফলে তাদের প্রতিটি কদমে জিল্লতী ও আপদ থাকে ওঁৎপেতে।

পক্ষান্তরে যে জাতি সততা ও ন্যায়-নিষ্ঠতার সাথে খোদার পথে চলবে। কুদরত তাদেরকে আব্দুর রহমান ও তারিক বিন জিয়াদের মত বিপ্লবী সন্তানদের দান করবেন। দুনিয়ার দাম্ভিক শাহীর উড়ন্ত পাখা তাদের সামনে ঝিমিয়ে পড়বে। চুমো দিবে বিজয়ের হরিণ তাদের পদ যুগলে। উত্থিত হবে উন্নয়ন অগ্রগতির দিকে জীবন। পল্লবিত হবে সফলতার পত্র-পুষ্পে তাদের পার্থিব দিনকাল।

শাসকশ্রেণীর অযোগ্যতা আর স্বেচ্ছাচারীতার দরুন আমরা ধ্বংসের অতল তলে নিমজ্জিত হয়েছিলাম। কড়া নাড়ছিল কাফেরের সৈন্য-সামন্ত সেভিল, কর্ডোভা আর গ্রানাডা ফটকে। কিন্তু আমাদের পতন চাচ্ছিলেন না কুদরত। আত্মসংশোধনের সময় দিয়েছেন তিনি। তাঁর রহমতী দরিয়ায় তুফান উথলে উঠেছিল। ফলশ্রুতিতে ধেয়ে এসেছিলেন মোরাবেতীন বীর। ইতিহাসে হয়ে থাকলেন তিনি বিজেতা হিসাবে। আমরা হলাম সেই বিজেতার কাফেলার সহযাত্রী।

কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, অসামান্য ত্যাগের বিনিময় এ বিজয় অর্জিত হয়েছে। আজ স্মরণ রাখতে হবে যাল্লাকা ও লাইত কেল্লার অসংখ্য শহীদানকে, যাদের খুন স্পেন ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেছে। স্মরণ রাখতে হবে ঐ মহাপোকারীকে, যার সততা ও ন্যায় নিষ্ঠতা আমাদের আঁধার পুরীতে আশার আলো জ্বেলেছিল। মনে রাখতে হবে জাতির ওইসব আত্মভিমানী দামাল সন্তানদের হকের আওয়াজ বুলন্দ করতে গিয়ে যারা স্বৈরাচারের নিচ্ছিদ্র কুঠরীতে ধুঁকে ধুঁকে মরেছে।

জাতির সেই মহাপোকারী বন্ধু যদিও আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর পবিত্র আত্মা স্পেনের সর্বত্রই টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। নেমকহারাম না হলে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, এক মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি স্পেনে এসেছিলেন। তাঁর কালজয়ী ত্যাগের বদলেই আমরা স্বাধীনতার সুবিমল বাতাস ভোগ করছি। মনে রাখতে হবে, হাজারো দামাল সন্তান এক মহান উদ্দেশ্যে আত্মাহুতি দিয়েছে। আল্লাহর আইন আল্লার যমীনে কায়েম করতে গিয়ে কলজের ঘাম ফেলেছেন তাঁরা। তাঁদের সেই ত্যাগ ও কুরবানী আমাদের কাছে পবিত্র আমানত হিসেবে সঞ্চিত।

এসো সকলে অঙ্গীকার করি! জীবনের শেষ ফোটা রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও সেই আমানত রক্ষা করব। ইনসলামের যে চারাগাছটিকে তাঁরা খুন আর শ্রমের ঘামে সিঞ্চিত

www.amarboi.org

করেছেন-আমরা সেটাকে বসন্তের কোকিল পাপিয়ার কুহুতান শোনাব। যে মধুকুঞ্জ গড়তে গিয়ে তাঁরা জীবন যৌবন ব্যয় করেছেন— কালচক্রের নিঠুর ছোবল থেকে বাঁচাব তাকে। শান্তি আর সুখের নীড় রচনা করে দিয়ে গেছেন তাঁরা আমাদের জন্য— রাজতন্ত্র আর একনায়কতন্ত্র কায়েম করে সে নীড়কে দুমড়াবো না আমরা। ওরা আমাদেরকে স্বাধীনতার শ্লোগানে মুখরিত করে গেছে— আগামী বংশধরের গলে ঝুলাব না আমরা গোলামীর জিঞ্জির।

এই আশায় আমি আমার বক্তৃতার ইতি টানছি যে, যাল্লাকা ও লাইত কে:ার শহীদদের সামনে কিয়ামতের দিনে খোদা আমাদেরকে লজ্জা না দেন।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

ঐতিহাসিক উপন্যাস

মরু সাইমুম

নসীম হিজাযী

অনুবাদ ঃ ফজলুদ্দীন শিবলী

স্পেনের আকাশে বাতাসে দুর্যোগের ঘণঘটা। তৃত্ববাদী রাজা আল-ফেঙ্কোর বাহিনী সর্বত্রই জালের মত ছড়ানো। খণ্ডিত স্পেনের মুসলিম রাজন্যবর্গ দাবা, পাশা আর নেশায় বুঁদ। সচেতন জনতা ও উলামায়ে কিরাম এ সময় ফুঁসে ওঠলেন। আফ্রিকার খৈ ফোটা তপ্ত মরুতে জেগে ওঠলেন এক বিপ্লবী নায়ক। মুসলিম স্পেনীশদের আহবানে ছুটে এলেন তিনি স্পেনে। জয় করলেন যালাকা ও লাইত কেল্লা। আল-ফেঙ্কোদের জীবন্ত কবর রচনা করলেন তিনি। মরু এলাকা থেকে ছুটে আসা মরু সাইমুমের মত যুবকের নাম ইউসুফ বিন তাশফীন। সা'দ আহমদ ও হাসানের বাবা পুত্রদের ভবিষ্যৎ ভাবনায় জড়িয়ে পড়লেন। একদিন তাঁকে বন্দি করা হলো। তিনি কি মুক্তি পাবেন? না-কি কারা অভ্যন্তরে তার ভবলীলা সাঙ্গ হবে?

মায়মুনার আপদে বিপদে সা'দ জড়িয়ে যায় কেন? তাহেরার জন্য কেন এত তুফান আহমদের মনে? হাসান বিয়ে করল- কিন্তু সে বউ ঘরে ওঠাতে পেরেছিলেন কি ওদের মা-খালা?

এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বক্ষমান বইটিকে সাজিয়েছেন যশস্বী লেখক নসীম হিজাযী। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মত।

আল-এছহাক প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা

ISBN-984-837-005-6